ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়

অর্থাৎ

গ্রেট ব্রিটনের মহামান্যা অধিরাজ্ঞী কর্ত্তৃক দিল্লীর রাজসূয়
সমিতিতে ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণের ইতিবৃত্ত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
"পাষাণ-প্রতিমা," "যৌবনে যোগিনী" প্রভৃতি প্রণেতা।

সচিত্র।

VICTORIA RAJSUYA

OR

THE HISTORY OF THE IMPERIAL ASSEMBLAGE

AT DELHI, HELD ON THE 1ST JANUARY, 1877, TO CELEBRATE
THE ASSUMPTION OF THE TITLE OF EMPRESS OF INDIA
BY HER MAJESTY THE QUEEN.

BY

GOPAL CHUNDRA MOOKHOPADHYAYA.
AUTHOR of THE "PASHAN PRATIMA," "JAUBANA JOGINI," &c. &c.

WITH PORTRAITS.

কলিকাতা।

৭১ নং বর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাঙ্গালা রাজকীয় যন্ত্রে শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

TO

HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE

EDWARD ROBERT LYTTON BULWER LYTTON,

BARON LYTTON

OF KNEBWORTH IN THE COUNTY OF HERTFORD,
AND A BARONET

HER IMPERIAL MAJESTY'S

VICEROY AND GOVERNOR GENERAL OF INDIA

AND GRAND MASTER, AND FIRST AND PRINCIPAL

KNIGHT GRAND COMMANDER OF THE MOST

EXALTED ORDER OF THE STAR OF INDIA.

&c. &c. &c.

THIS BOOK IS DEDICATED

IN TOKEN

OF HIGH ESTEEM, ADMIRATION AND LOYAL DEVOTION,

BY HIS MOST DUTIFUL AND HUMBLE SERVANT

Gopal Chundra Mookhopadhyaya,

THE AUTHOR.

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিমবর

শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড রবার্ট লিটন বুলওয়ার লিটন,

ব্যারণ লিটন এবং ব্যারণেট,

মহামান্যা ভারতেশ্বরীর ভারত সাম্রাজ্যের

রাজ প্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল,

গ্রাণ্ড মাষ্টার এবং সর্ব্ব প্রধান ও প্রথম নাইট গ্রাণ্ড

কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া

বাহাদুরের

পবিত্র নামে

তৎপ্রতি

মহোচ্চ সম্মান, শ্রদ্ধা, এবং রাজভক্তি-সম্ভূত

আনুগত্য জ্ঞাপন চিহ্ন স্বরূপ

তদীয়

একান্ত অনুগৃহীত এবং অনুগত ভৃত্য

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি ভারতবর্ষের একটি প্রধান—অভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্ববিদিত চিররাজভক্ত বাঙ্গালী জাতির জাতীয় ভাষায় সেই রাজসূয় সমিতির ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা রাজভক্ত বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিতে কখন অসম্মত হইবেন না। গ্রেট ব্রিটনের কল্যাণে যে জাতি ভারতের অপরাপর জাতিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া উন্নতির হীরণ্ময় সোপানে শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ করিতেছে, যে জাতির ভাবী অমিয়ময় দৃশ্য ভাবুকের নেত্রপথে প্রতিভাত হইতেছে, সেই জাতি— সেই বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য, সেই বাঙ্গালী জাতির নেতৃবৃন্দের উৎসাহ এবং সহায়তায় আমি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সাহসী হই। আমি জানি যে, এই মহৎ কার্য্য সাধনের উপযুক্ত পাত্র আমা অপেক্ষা বঙ্গে অনেক আছেন, কিন্তু কেবল একমাত্র রাজভক্তিই আমাকে এই কার্য্যে উত্তেজিত করে।

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মেং জে, টালবয়েস হুইলার কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই রাজসূয় সমিতির ইতিবৃত্তের অবিকল অনুবাদ প্রচারের কল্পনা করিয়া, অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করি, কিন্তু শেষ বিশেষ অনুধাবন দ্বারা বোধগম্য হয় যে, অবিকল অনুবাদে বঙ্গীয় পাঠক সমাজের তৃপ্তিলাভ হইবে না; কারণ উক্ত গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকা মধ্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইহা ধারা-বাহিক ইতিবৃত্ত নহে, সুতরাং আমি ভিন্ন পথে গমন করিতে বাধ্য হই। ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটনের সমস্ত আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত আমি ইহাতে সংবদ্ধ করিয়া পর্ব্বে পর্ব্বে ধারাবাহিকরূপে সংগ্রথিত করিয়াছি। সার কথায় হুইলার সাহে-বের গ্রন্থে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ইহাতে দৃষ্ট হইবে, এবং তদ্ব্যতীত ইহাতে অন্যান্য বহুল জ্ঞাতব্য বিষয়ও পাঠকবৃন্দের নেত্রপথে পতিত হইবে।

এই জাতীয় রাজভক্তি প্রকাশক কার্য্যে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার যে সমস্ত মহামান্যা মহারাণী, মহামান্য মহারাজ, রাজা, জমীদার এবং কৃতবিদ্য

ব্যক্তিগণ বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে অন্তঃকরণের সহিত—কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছি। তাঁহাদিগের—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্পলতিকা মান্যবতী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, ই, মহোদয়া সর্ব্বাগ্রে উৎসাহ দান এবং সহায়তা না করিলে, আমি কখনই এই জাতীয় রাজভক্তি-প্রকাশক ইতিবৃত্ত প্রচারে অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা;
আহিরীটোলা,
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১৫ই আশ্বিন, সন ১২৮৬ সাল।

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা।

প্রস্তাবনা। ১

ঐতিহাসিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতে আর্য্যশাসন ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতে যবন-শাসন ২৩

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতে মহারাষ্ট্র-শাসন ২৮

চতুর্থ অধ্যায়।

ভারতে ব্রিটিস-শাসন ৩১

শাসন পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

শাসন বিভাগ ৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতের স্বাধীন এবং করদ রাজগণ ৫১

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূমণ্ডলে ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশাবলী ৭২

ব্রিটিস পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রেট ব্রিটনের আদিম ইতিবৃত্ত ৮০

পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংলণ্ডের রাজাবলী ৮৭

ব্রান্সউইক রাজবংশবৃক্ষ ৮৯

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রান্সউইক রাজবংশ ৯০

রাজকীয় পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিসরাজ্ঞী মান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজপরিবার ৯৮

আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

রাজসূয় সূচনা ১০২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমিতি সমাহ্বান ১০৯

দেশীয় রাজগণ ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ১২৯

চতুর্থ অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয় দর্শকগণ ১৩৪

পঞ্চম অধ্যায়।

বস্ত্রাবাস নগরী ১৩৭

পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দিল্লী ১৪৫

রাজসূয় পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির শুভাগমন ১৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অভ্যর্থনা ১৬০

তৃতীয় অধ্যায়।

সমিতি-শালা ১৬৫

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজসূয় সমিতি ১৬৯

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজপ্রসাদ বিতরণ ১৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নবোপাধি বিতরণ ১৯৫

সপ্তম অধ্যায়।

দেশীয় উপাধি বিতরণ ২০০

অষ্টম অধ্যায়।

বন্দী মুক্তি ২১০

রাজবিদ্রোহীর প্রতি ক্ষমা ২১৩

পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়

সৈন্যদলের পুরস্কার ২১৫

দশম অধ্যায়।

রাজভোজ ২২২

একাদশ অধ্যায়।

ঘোড় দৌড় ২২৯

দ্বাদশ অধ্যায়।

অভিনন্দন গ্রহণ এবং প্রত্যুত্তর দান ২৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া ২৩৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজগণের বিদায়ী সম্বর্দ্ধনা ২৩৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রণাভিনয় ২৪০

মহোৎসব পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিস ভারতে মহোৎসব ২৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলিকাতার মহোৎসব ২৫০

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশীয় রাজগণের রাজ্যে মহোৎসব ২৫৮

চিত্রপট তালিকা।

শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর চিত্র ১

শ্রীযুক্ত লর্ড লিটনের চিত্র ১৫০

রাজসূয় সমিতির চিত্র ১৫৯

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়

অর্থাৎ

গ্রেট ব্রিটনের মহামান্যবতী অধিরাজ্ঞী কর্তৃক দিল্লীর রাজসূয়
সমিতিতে ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণের ইতিবৃত্ত।

প্রস্তাবনা।

বিশ্ব-সংগীত।*

উদ্বোধন।

গাওরে পবন! গগনে গগনে,
ভূধরে, সাগরে, নগরে, কাননে,
গভীর গহনে, অমর-ভবনে,
ঊনপঞ্চাশৎ রূপ সে ধরি।
কবিতা-কাননে কেশব-কামিনী,
করে লয়ে বীণা মধুরনাদিনী,
ইমন কল্যাণে গাও সুভাষিণী,
প্রতিধ্বনি হ'ক ভুবন ভরি।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ কানন ভিতরে,
কানুর সে বেনু! সে বিনোদ স্বরে,
গাওরে আজিকে গাও প্রেমভরে,
মাতুক ত্রিলোক, মাতুক সবে।

* রাগিণী ভূপকল্যাণ, তাল ধ্রুপদ।

ঈশান-বিষাণ ! কৈলাস বাসেতে,
রুদ্র স্বরে গাও ভৈরব রাগেতে,
সপ্তম সুরেতে, ধ্রুপদ তালেতে,
মাতায়ে ভুবন সে ভীম রবে।
গাও পাঞ্চজন্য ! বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে,
গাও যথা তুমি সৃজন সময়ে—
গভীর আরাবে সুমধুর লয়ে,
চতুর্দ্দশ লোক মাতাও আজি।
গাও চতুর্ব্বেদ ! ব্রহ্মা-নিকেতনে,
প্রণব সহিত মধুর নিস্বনে,
প্রত্যেক গমকে মাতায়ে ভুবনে,
আগম নিগম সে গাথা রাজি।
বৈজয়ন্ত ধামে অমর-আগারে,
নারদের বীণা ! বিনোদ ঝঙ্কারে,
গাও গাও আজি বসন্ত বাহারে,
নাচাও প্রমোদে অপ্সরাগণে।
চৈতন্যের ভেরী ! যে গানে মাতালে
কত শত জীবে, প্রেমেতে কাঁদালে,
ধর সেই তান মধ্যমান তালে,
হরষ লহরী ভাসাও মনে।
কবিতা-কাননে কবি-কুল-ধন
দেব বালমিকী ! মেলিয়ে নয়ন
পুন ধর তান, কর নিমগন,
প্রমোদ-সাগরে মোহন গানে।
সত্যবতী-সুত দেব বেদব্যাস।
কবকুল-রবি প্রিয় কালীদাস !

মধুর নিক্কনে বাড়াও উল্লাস,
গাও সেক্ষপীর ! মধুর তানে।
গাও ইরম্মদ ! গভীর গর্জ্জনে,
কাঁপায়ে মেদিনী, কাঁপায়ে গগনে,
জাগায়ে সবারে গাও প্রীত মনে,
কোর না বিরাম গাও হে ঘন !
গাও সৌদামিনী ! জলদের কোলে,
বাজায়ে নূপুর রুণু রুণু রোলে,
যে রূপে তোমার ত্রিজগৎ ভুলে,
সেই রূপে তোষ সবার মন।
স্বর্গে মন্দাকিনী ! মর্ত্ত্যে ভাগিরথী !
পাতাল পুরেতে দেবী ভোগবতী !
ত্রিলোক ঘুড়িয়ে গাও সবে সতী,
গাও সুধা স্বরে কেশববালা !
গাও গাও-সিন্ধু অতল, অপার—
গাও ভীম রবে সে মেঘ মোল্লার,
মাতাও আনন্দে বরুণ-আগার,
ছড়ায়ে চৌদিকে লহরী-মালা।
ভূধর নিকর ! ভেদিয়া আকাশ,
প্রতি শৃঙ্গ-মুখ করিয়া বিকাশ,
গাও রামকেলী, ললিত, বিভাস,
একতানে গান ধর হে সবে।
গাওলো প্রকৃতি ! আজি চারুবেশে,
মধুর মূরতি ধরি হেসে হেসে,
গাও জগতের প্রতি দিগ্‌দেশে,
গাওলো শ্রীরাগ মধুর রবে।

গাও শান্তি সতী ! সে ভূপ কল্যাণ,
ভারত বেড়িয়ে ধর ধর তান,
কর চির তরে কল্যাণ বিধান,
নয়ন রঞ্জন সুবেশ ধরি ।
বিংশতি কোটিক ভারত-সন্তান !
ধরি একতান, খুলে মন প্রাণ,
ধর ধর ভাই ! সুমঙ্গল গান—
"জয় জয় জয় ভারতেশ্বরী"।
আর্য্যকুল-ধাম ভারত ভিতরে,
কি আনন্দ আজি নগরে নগরে,
প্রতি গ্রামে গ্রামে, প্রতি ঘরে ঘরে,
উথলিছে ঐ প্রমোদ ধ্বনি ।
ওই দেখ ওই প্রতি দুর্গ-শিরে,
হেলিয়ে দুলিয়ে মৃদুল সমীরে,
ব্রিটিস পতাকা নাচে ধীরে ধীরে,
আজি শুভদিনে হরষ গণি ।
ওই শুন ওই ব্রিটিস-কামান,
ভেদি চরাচর বিস্তৃত বিমান,
গভীর গরজে ধরিয়াছে তান,
উগারে অনল নাহি বিরাম ।
নব বেশ ধরি ভারত সুন্দরী,
নাচিছে প্রমোদে নব তাল ধরি,
ছুটিছে চৌদিকে আনন্দ লহরী,
ভারত আজিকে আনন্দ-ধাম !
ওই দেখ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝে,
যথা যুধিষ্ঠির "চক্রবর্ত্তী" সাজে,

লয়ে ভারতের যত নৃপরাজে,
　করেছিলা যজ্ঞ হরষ ভরে,—
যে যজ্ঞের তরে মরে শিশুপাল,
রাজা জরাসন্ধ ও কত ভূপাল,
যে যজ্ঞই হল পাণ্ডুকুল-কাল,
　যে স্থলে অসংখ্য মানব মরে—
যেই স্থলে পরে মহম্মদঘোরী,
অধর্ম্ম সমরে জয়লাভ করি,
পৃথ্বীরাজে বধি নিল রাজ্য হরি,
　কুতব হইল ভারত-পতি !
সেই দিন হ'তে সাতশ বরষ,
শাসিল যবন ভারতবরষ,
পরিণামে হায়! ঘুচিল হরষ
　পাইল ম্লেচ্ছেরা উচিত গতি।
সেই স্থলে আজি রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া,
ব্রিটনাধিশ্বরী মহা মাননীয়া,
হইবেন মাতা "এম্প্রেস ইণ্ডিয়া,"
　অতি শুভদিন আজি রে ভবে।
ওই দেখ ওই দরবার স্থল,
কনক-খচিত কিবা সুবিমল,
অনুপ সুষমা, অনুপ সকল,
　এমন সমিতি আর কি হবে?
সুর-পুরে যথা পুলোমজা-পতি,
আদিত্য আদিক অমর সংহতি,
বসিয়া সভায় লয়েন আরতি,
　হেরহে নয়নে আজি সে শোভা।

ওই দেখ ওই কনক আসনে,
মহাত্মা লিটন প্রসন্নবদনে,
(রাজ-প্রতিনিধি ভারতভুবনে)
বিকাশেন কিবা বিমল প্রভা!
হিমালয়াবধি কুমারিকা হ'তে,
যতেক নৃপতি আছেন ভারতে,
আনন্দআননে সমিতি স্থলেতে,
করিছেন ওই দেখ বিরাজ।
তারাদল যথা হারাকারে সাজে,
তেমতি দেখহে যত নররাজে,
বাঙ্গালা, বোম্বাই, পঞ্জাব, মান্দ্রাজে,
আছে যত নৃপ আগত আজ।
হাইদ্রাবাদের মহামান্যবর,
শিশু নরপতি নিজাম প্রবর,
বসি স্বর্ণাসনে প্রফুল্ল অন্তর,
সহ মন্ত্রীবর স্যার সালার।
ভারত-স্বরগ কাশ্মীর-ভূপাল,
মহাবলশালী, বিক্রম বিশাল,
করে ধরি অসি বিপক্ষ-ভয়াল,
করিছেন দেখ ওই বিহার।
ক্ষত্রীয়-প্রধান মহা বলবান,
সিন্ধিয়া নৃপাল মহামান্যমান,
বীরবেশে বসি করেতে কৃপাণ,
সভার সুষমা বাড়ান কিবা!
ওই দেখ বসি বরদা-রাজন,
হীরক-ভূষিত প্রসন্নআনন,

সহ প্রিয় মন্ত্রী মাধব রতন,
 বিকাশেন কত বিমল বিভা।
ইন্দোরাধিপতি ওই দেখ বসি,
কটিবন্ধে ঝুলে তীক্ষ্ণধার অসি,
মণিমুক্তা দেহে যেন শত শশী,
 উজলে সমিতি প্রভা প্রকাশি।
উদয়পুরের রবিকুল-ধন,
শোভিছেন কিবা কর দরশন,
তরুণ তপন জিনিয়া বরণ,
 বিদিত ভারতে সম্মান রাশি।
জয়পুর, চাম্বা, যোধপুর, বুন্দি,
কৃষ্ণগড়, ধার, নাবা, টঙ্ক, মন্দি,
আর্কট, দুজানা, খেলাৎ, পাতোন্দি,
 মুরবি, সুকেত, ঝিন্দ, নাহন।
রামপুর, উর্ধা, জৌরা, ঝালোয়ার,
ঢোলপুর, মহীশূর, আলোয়ার,
দেওয়াস, রতলাম, বানারস আর
 যতেক স্বাধীন নৃপালগণ।
বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ নিবাসী,
কত মান্যমান আনন্দ বিকাশি,
সুধাকরে যথা ঘেরে তারা রাশি,
 সেই মত বসি প্রণত হয়ে।
যত মান্যমান রাজকর্ম্মচারী,
তালুকদার দল আর দরবারি,
ওই দেখ সবে বসি সারি সারি,
বিদেশী দূতেরা ফুল্লহৃদয়ে।

সমুখ প্রান্তরে হাজার হাজার,
ব্রিটিস সেনানী কাতারে কাতার,
ভীষণ মূরতি, ভীষণ আকার,
দাঁড়ায়ে সকলে অসত্র ধরি।
গোলন্দাজ দল, বিক্রমী পদাতী,
অশ্বারোহী কত দেশী ও বিলাতি,
সাঙ্গীন অসিতে বিকাশিছে ভাতি,
শত্রুপক্ষ বক্ষ দলন করি।
সেনাপতিগণ মহাবীর বেশে,
শোভিছেন সবে সৈন্য পৃষ্ঠদেশে,
বিজয় পতাকা মৃদু মন্দ হেসে,
হেরহে উড়িছে পতাকী-করে।
ওই শুন ওই হয় ভেরী ধ্বনি,
নকীব স্ববলে ফুকারে অমনি,
ওই দেখ ওই কাঁপিছে অবনী,
নাচিছে যেন সে হরষ ভরে।
অপূর্ব্ব—অনুপ সমিতি প্রাঙ্গণে,
হতেছে ঘোষণা শুনহে শ্রবণে,
রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া আজি শুভক্ষণে,
ধরিলেন নাম "ভারতেশ্বরী"!
উপবিষ্ট যত ভারত নৃপতি,
রাজকর্ম্মচারী, দর্শক সংহতি,
হৃদয়ে প্রমোদ প্রাপ্ত হয়ে অতি,
গাহিছেন—"জয় ভারতেশ্বরী"।
অদূরে অমনি ব্রিটিস কামান,
ধরি একশত একবার তান,

ভেদি চরাচর বিস্তৃত বিমান;
গাহিতেছে "জয় ভারতেশ্বরী"।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর পাতালে অমনি,
ঘন ঘোর রবে ছুটে প্রতিধ্বনি,
পাঠক নিকর! সুমঙ্গল গণি;
গাও সবে "জয় ভারতেশ্বরী"!

আবাহন।

জার্ম্মাণ-প্রুসীয়া, ইটালি, রুষিয়া,
হলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীক, সু(ই)ডেন,
নব আমেরিকা, ডেন্মার্ক, অষ্ট্রিয়া,
নরোয়ে, তুরস্ক, ইজিপ্ট, স্পেন।
পারস্য, কাবুল, তিব্বত, তাতার,
মস্কট, বর্ম্মা, আরব, চীন।
যাপান, নেপাল, শ্যাম, কাসগার,
দেখ ভারতের কি শুভদিন!
ওই শুন ওই ভুবন ভরিয়া,
ঘোষে প্রতিধ্বনি সুতান ধরি;
আমাদের মান্যা মাতা বিক্টোরিয়া,
হয়েছেন আজি "ভারতেশ্বরী"!
যে ভারত সর্ব্ব সভ্যতার খনি,
বীরপ্রসবিনী আদিম স্থান।
সে ভারত কাছে পেয়ে বিদ্যামণি,
তোমরা সকলে লভেছ জ্ঞান।
ধর ধর তান, কর যোগ দান,
অভিমান দর্প সে পরিহরি।

কাঁপাও ভুবন, কাঁপাও বিমান,
গাও "জয় জয় ভারতেশ্বরী" !
ইংলণ্ড-নিবাসী শ্বেত ভ্রাতাগণ !
অতি শুভদিন আজি ধরায়,
এস হাসি মুখে দেহ আলিঙ্গন,
জুড়াই হৃদয়, জুড়াই কায়।
এস ভাই সবে হয়ে একমন,
হয়ে একপ্রাণ, একই দেহ,
বিক্টোরিয়ার চরণ সেবন,
করি এস সবে বাঁধিয়ে স্নেহ।
জগত নিবাসী আছে যত জাতি,
যেখানে যাহারা বসতি করে,
দেখুক সকলে ভারতের ভাতি,
দেখুক ব্রিটন কি বল ধরে।
এস সবে ভাই, হয়ে একপ্রাণ,
মনসুখে পূর্ণ তান সে ধরি,
কাঁপাও ত্রিলোক, ধর ধর গান,
"জয় জয় জয় ভারতেশ্বরী !"
পুনঃ একবার ব্রিটিস কামান,
কি আনন্দ আজি হৃদয়ে স্মরি,
ঘনঘোর রবে, ধর ধর তান,
"জয় জয় জয় ভারতেশ্বরী" !

ঐতিহাসিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতে আর্য্যশাসন।

এই সাগরাম্বরা ধরার মধ্যে ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলা ভূমি। উত্তরে ধবল অচলরাজ অভ্রভেদী শৃঙ্গোত্তলন করিয়া মেদিনীর মানদণ্ডের মত বিরাজমান; দক্ষিণে জলনিধি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে নৃত্য করিতেছে; পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধু নদী কলকল নাদে লহরী লীলা করিতে করিতে বারিধি-বক্ষে অঙ্গ বিস্তার করিতেছে। সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৈলধি হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারত-ভূমির পরিমাণ ১৫০০০০০ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষ প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি। প্রকৃতি সমগ্র জগতের যে প্রদেশে যে ভাবে যেরূপে বিরাজিত, এই ভারতে সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই চিত্র, সেই ভাবসমষ্টি বিরাজমান। বিশ্বস্রষ্টা সমগ্র জগতের আদর্শ স্বরূপে যেন এই আর্য্যজাতির লীলা ক্ষেত্র ভারতভূমিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃদুলনাদিনী তরঙ্গিণী, হিমানিমণ্ডিত শৈলশিখরশ্রেণী, নন্দনকানন-বিনিন্দিত বিকচকুসুমরাজি-পরিশোভিত কুঞ্জকানন, বিস্তৃত হ্রদ, নয়নরঞ্জন নির্ঝরমালা, তপনতাপিত পবন-প্রবাহ, পান্থজন-ভীতিপ্রদ বিশাল মরুভূমি, শান্তিরসময় তপোবন, অত্যুচ্চ পাদপপুঞ্জ-পরিবেষ্টিত অসংখ্য হিংস্রক জন্তুপূর্ণ গহন বন, ছয় ঋতুর ক্রমিক সমপরিবর্ত্তন জনিত প্রকৃতির মোহন মুরতির বিভিন্ন বেশভূষা ভারত ভিন্ন আর কোথায় নয়ন পথে পতিত হয়? ভারতভূমি বীরজননী, অষ্টাদশবিদ্যাপ্রসবিনী, সভ্যতার খনি, জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিধায়িনী, ষড়রসপ্রবাহিনী, এবং জীবহৃদয়-বনোদিনী।

"চিরদিন সমান না যায়" কালের বিকট ভেরী এই যে, ভীষণ সংগীতে মত্ত, ভারতভূমি নতবদনে তাহার সহকারিতা করিতেছে। ভারতের এখন সে মূর্ত্তি নাই, জ্যোতিঃ নাই, সে বিশ্বজয়িনী শক্তি নাই। এখন ভিন্ন মূর্ত্তি নেত্রপথে পতিত হইতেছে। বাসনা, ভারতভূমির সেই প্রাচীন—আদিম মনমোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য আসিয়া বিষম ব্যাঘাত দান করিতেছে। কি দিয়া মাতার সেই শান্তিপ্রদায়িনী, বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি আঁকিব ? প্রধান উপকরণ ধারাবাহিক প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই ! আমাদিগের দুর্ভাগ্য হয় তাহা কালের করালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে, নতুবা সে ইতিবৃত্তের জন্মদান করিতে দেয় নাই। দুইটি মহাকাব্য—রামায়ণ এবং মহাভারত, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র আর পুরাণপুঞ্জ এ চিত্রের এক মাত্র সম্বল। ভারতের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্গিণী সাহিত্য-সাগরে বিচরণ করিতেছে। রাজতরঙ্গিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল সম্বন্ধে পূর্ণতা লাভ হয় না। যে আর্য্যজাতি সকলবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে জাতি ইতিহাস প্রণয়ন আবশ্যক বোধ করেন নাই, বা কালচক্রে সে ইতিহাস বিলীন হইয়াছে, ইহার কোনটীরই স্থির মীমাংসা করা আধুনিক ইতিবেত্তাগণের সাধ্যায়ত্ব নহে। অনুমান ব্যতীত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কয়েক খণ্ড গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই ভারতের ভূত চিত্রাঙ্কিত হইল।

আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, উপনিবেশী। সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ কোন প্রদেশ হইতে আর্য্যজাতি ভারতে আগমন পূর্ব্বক ভারতে জয় পতাকা মৃদুলানীল ভরে উড্ডীয়মান করিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান কোল, ভিল, খস্, সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতের আদিম অধিবাসী। প্রবল পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির পীড়নে এই অসভ্য বন্য জাতিগুলি ক্রমে সংখ্যাবদ্ধ হইয়া, এক্ষণে নানাস্থানের পর্ব্বতে বাস করিতেছে। এ উক্তি সত্যপূর্ণ কি না তাহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু মনুর উক্তি মত ভারতভূমির সর্ব্বত্র যে প্রথমে আর্য্যজাতির বাস ছিল না, তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। মনু লিখিয়া গিয়াছেন যে, সরস্বতী এবং দৃশদ্বতী (বর্ত্তমান কাগার) নদীর মধ্যে ৬৫ মাইল দীর্ঘ এবং ৪০ মাইল প্রস্থ যে ভূখণ্ড, তাহা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে কথিত।

এই ব্রহ্মাবর্ত্ত বর্ত্তমান দিল্লীর শত মাইল উত্তরে স্থাপিত ছিল। মনু কহিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ দেবতাদিগের লীলাভূমি, এই প্রদেশের আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং সুরসেন এই কয়েকটি প্রদেশ ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ; ইহা ব্রাহ্মণজাতির অধিষ্ঠান-ভূমি। বর্ত্তমান যমুনা হইতে উত্তর বিহার, গঙ্গা এবং যমুনার সমস্ত উত্তর প্রদেশ এই ব্রহ্মর্ষি দেশ রূপে কথিত। মনু এই ব্রহ্মর্ষি দেশজাত বিশুদ্ধাচারী বেদবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতে জগতের অপরাপর জাতিকে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার শিক্ষা গ্রহণের আজ্ঞা দিয়াছেন। হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যে বিনাশন (সরস্বতী নদী যথায় লয় প্রাপ্ত হইয়াছে) প্রদেশের উত্তর এবং প্রয়াগের (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) মধ্যস্থ:দশ মধ্যদেশ নামে বিদিত। উক্ত উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থ বিস্তৃত প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে কথিত। মনুর মতে এই প্রদেশের যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সেই পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির বেদবিধি পালনীয়, অপর সমস্ত প্রদেশ ম্লেচ্ছ-ভূমি। মনু পরে বলেন যে, দ্বিজাতি যেন এই সীমাবদ্ধ প্রদেশে অবস্থান করেন, এবং শূদ্র জাতি অনন্যোপায় হইলে, যথা ইচ্ছা বাস করিতে পারে। হিন্দু জাতির প্রধান অবলম্বনীয় মনুর মতানুসারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বর্ত্তমান দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আদৌ আর্য্যজাতির বাস ছিল না। সময়ে আর্য্যবংশ বৃদ্ধি হইলে, শেষ আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে জয়পতাকা প্রোথিত করিয়া তথায় বাস করেন।

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি পাঠ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, সর্ব্বাদৌ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবল পরাক্রান্ত সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ অযোধ্যা, প্রয়াগ, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, কান্যকুব্জ এবং মগধে রাজধানী স্থাপন করিয়া আর্য্যক্ষেত্র শাসন করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধরগণ ভারতের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন এবং নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। অযোধ্যা এবং কান্যকুব্জ সূর্য্যবংশের, প্রয়াগ, হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থাদি চন্দ্রবংশের রাজধানী ছিল। মহর্ষি বাল্মীকি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ নিজ মহাকাব্যে ভারতের অসংখ্য ভূপাল বৃন্দের নাম, মহিমা, বীরত্ব এবং দানশৌণ্ডতার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়া-

ছেন। সূর্য্যবংশের এক শাখার আদিপুরুষ মহারাজ ইক্ষাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষি, অযোধ্যা এবং মধ্যম নিমি, মিথিলা নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৎসমকালেই ইক্ষাকুর ভগিনী ইলার গর্ব্ভে চন্দ্র তনয় বুধের ঔরষজাত মহারাজ পুরূরবা প্রয়াগে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। মহারাজ পুরূরবা হইতে কুরুবংশোৎপত্তি। এবং সেই কুরুবংশোদ্ভব মহারাজ হস্তী, হস্তিনাপুর সংস্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। সূর্য্য এবং চন্দ্র উভয় বংশীয় রাজগণের বীরত্বে, শৌর্য্যে এবং বীর্য্যে ভারতভূমি পরিকম্পিত হইয়াছিল। যখন যে বংশীয় রাজা নিজ বাহু, বিদ্যা এবং রাজনীতিবলে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তখনই তিনি সমগ্র ভারত জয় করিয়া "ভারত-সম্রাট" স্বরূপে সার্ব্বভৌম উপাধি ধারণ করিয়া ভারত শাসন করিতেন।

তপনকুলসম্ভূত ভূপালগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মহারাজ মান্ধাতা বাহুবলে নাভিবর্ষ অধিকার করেন। ইনি যেরূপ বীর এবং নীতিজ্ঞ ছিলেন, সেইমত পরম পুণ্যবান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। আজি পর্য্যন্ত এই ভারতবিজয়ী মহারাজের নাম ভারতের প্রত্যেক হিন্দুর বদনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তৎপরে বিশ্ববিখ্যাত দাতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পবিত্র নাম পরিদৃষ্ট হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এরূপ দাতা ছিলেন যে, নিজ সমস্ত রাজ্য বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়া শেষে নিজে বারাণসীতে শ্মশানপালকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে মহারাজ সগর ভারতে অতুলবিক্রমী রূপে উদয় হন। বিমাতা প্রদত্ত গরলসহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম সগর হয়। কথিত আছে যে, ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া শেষ জলযানারোহণে উপকুলবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই জলধির অপর নাম সাগর হয়। অনন্তকীর্ত্তিমান মহারাজ ভগীরথ তৎপরে দ্বাদশাদিত্য রূপে সমুদিত হন। ইনিই মহীমণ্ডলের মহাপাতকদিগের উদ্ধার কারণ বৈকুণ্ঠধাম হইতে পাতকতারিণী সুরধুনীকে আনয়ন করেন। তাঁহার নামেই জাহ্নবীর নাম ভাগিরথী হইয়াছে। কাব্যকাননের বাসন্তী কোকীল কালিদাস বিনোদ বীণার বিনোদতানে যে মহারাজ দীলিপ এবং রঘুর গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই দুই প্রবলপরাক্রমী নরপতি তৎপরে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি-বারিধি বিস্তার করেন।

মহারাজ রামচন্দ্র আদিত্যকুলের শেষ দীপ্ত দিনকর। ইহাঁর স্বর্গারোহণের পর হইতেই সূর্য্যবংশের উজ্জ্বলপ্রভা ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। মহারাজ রামচন্দ্র সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায়বিচার, সত্যপালন, প্রজানুরঞ্জন এবং বীরত্ব রামায়ণে এবং সূর্য্যবংশধরগণের হৃদয়ে জ্বলদক্ষরে গ্রথিত আছে। মহারাজ রামচন্দ্রের পর বিংশতিজন নরপতি অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু সেই রামচন্দ্র হইতেই সূর্য্যবংশের গৌরবরবি অস্তগিরির আশ্রয় গ্রহণ করে।

চন্দ্রবংশীয় নৃপতিপুঞ্জের আদি মহারাজ পুরূরবা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ইনি তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁর পর মহারাজ যযাতি ভারতবিদিত হন। যযাতির এক পুত্র যদু মথুরায় রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তাহারই বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া কুরু পাণ্ডবের মহাসমরে অপূর্ব্ব নীতিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যযাতির অপরপুত্র পুরু প্রয়াগের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করেন। তৎপরে দুষ্মন্তনন্দন মহারাজ ভরত অমিতবলশালীরূপে উদিত হইয়া সমস্ত নাভিবর্ষ জয় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "ভারতবর্ষ" নাম রাখেন। বর্ত্তমান দিল্লীর ৬০ মাইল উত্তরে এই বংশীয় মহারাজ হস্তী হস্তীনাপুর নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান দিল্লীর সিংহদ্বার হইতে হুমায়ুনের সমাধি স্তম্ভ পর্য্যন্ত বনময় প্রদেশ পরিষ্কার করিয়া, তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। চন্দ্রবংশের মধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি রূপে ভারতে বিদিত এবং আজি পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইতেছেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাকাব্য মহাভারতে তাঁহার ধার্ম্মিকতা, ন্যায়পরতা, বিচক্ষণতা এবং গৌরব বিশদ রূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহায়ে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং হিমালয়ের উত্তরস্থ নানা প্রদেশের রাজগণকে করদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞ ভারতে অতুলনীয়, ইহা আজি পর্য্যন্ত লোকের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক ভূপাল ইন্দ্রপ্রস্থের সেই রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসমারোহ, উৎসব,

জনতা, সুষমা অতুলনীয়। ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর হইতেই চন্দ্রবংশ কলঙ্কিত এবং গৌরব শশী কালরাহু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শেষ অদৃশ্য হয়।

আধুনিক ইতিবেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ৩০০০ তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এ সময় নির্দ্ধারণ সত্যপূর্ণ কি না তাহা বলিবার সাধ্য নাই। যাহাই হউক মহারাজ যুধিষ্ঠিরই যে এই আর্য্যজাতির লীলাভূমি ভারতের পতনের একমাত্র মূল তাহার সন্দেহ নাই। তিনি কি কুক্ষণেই দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়া করিয়াছিলেন! কি কুক্ষণেই তিনি কুরুক্ষেত্রে কালসমর আরম্ভ করিয়াছিলেন! সেই সমরে তাঁহার সমস্ত আত্মীয়, জ্ঞাতি জীবনাহুতি দিয়া যেমন ভারতভূমিকে শ্মশানময়ী করিয়াছে, সেইমত ভারতের রাজগণও উভয়পক্ষে যোগদান করিয়া, অকালে সসৈন্যে সমরানলে জীবনাহুতি দিয়া ভারতকে অন্তঃসারশূন্য করিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনকালের পর হইতেই ভারতাকাশ অলক্ষ্যে ঘনগভীর কৃষ্ণ জলদমালায় আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই ভারতের পতনচক্র আসিয়া দর্শন দান করে। যুধিষ্ঠির অষ্টাদশদিন সমর করিয়া ভারতভূমিকে বীরপুত্রহীনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর কত অষ্টাদশ শত বর্ষ অতীত হইলে, সেই বিশ্ববিজয়ী আর্য্যজাতির সেই উজ্জ্বল গৌরব-রবি সমুদিত হইবে তাহার স্থির নাই। যুধিষ্ঠিরের "ভারতসম্রাট" উপাধি ধারণই ভারত পতনের কারণ।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর হইতেই ভারতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আর সে শান্তি সতী ভারতকাননে নৃত্য করে নাই, প্রকৃতি মোহন মুরতি ধরে নাই, তপোবনে উদারহৃদয় তাপসকুল বেদ গান করেন নাই, বিশ্ববিজয়ী আর্য্যপুত্রগণ জাতীয় উদ্দীপনায় মত্ত হইয়া মাতৃভূমির মহিমা বৃদ্ধি — রক্ষা করিতে পারে নাই, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ন্যায় কবিও জন্ম গ্রহণ করিয়া মোহনমুরলী বাজাইয়া বিশ্ব বিমোহিত করিতে পারেন নাই। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর হইতেই মর্ত্ত্যে কলির আগমন। সে কলি নহে, ভারতে কালের আগমন। অনৈক্যতা, অরাজকতা, অধর্ম্ম, পাপ, মূর্খতা, ভারতের চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করে। সেই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান হইতে লক্ষ লক্ষ আর্য্য-

সন্তানের প্রেত মূর্ত্তি ভারত বিলোড়িত করিয়া তুলে। মধ্যে মধ্যে দুই একজন আর্য্য রাজা পিতৃপুরুষের উচ্চ গরিমা হৃদয়ে স্মরণ করিয়া, সেই ভাবে মস্তকোত্তলন করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যজাত ভীম চক্রপেষণে তাঁহারা জলবুদ্বুদের ন্যায়—শরতের বারিবর্ষণের ন্যায়—ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্র রঙ্গস্থলে লীলা করিয়াই অদৃশ্য হন। অনৈক্যতারূপ প্রবল প্রভঞ্জন রাজকুলরূপ তরীদিগকে প্রীতিরূপ কুল হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত—শেষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। সেই ভীষণতম দৃশ্যের শোকময় ইতিহাস ঘোর অন্ধকারাছন্ন রহিয়াছে।

সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের দুইটি প্রধান শাখা নির্জীব হইলে, চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের অপর শাখা-সম্ভূত রাজগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক চন্দ্রবংশীয় মহারাজ জরাসন্ধ মগধে (পাটনা) রাজত্ব করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদব এবং কৌরব সৈন্য সাহায্যে তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসন দান করেন। সেই সহদেব হইতে চৌত্রিশ জন নরপতির পর মহারাজ অজাতশত্রু সেই মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁরই শাসনকালে নেপাল বা গোরক্ষপুরের নিকট কপিলাবাস্ত নগরে শাক্য সিংহ গৌতম বুদ্ধরূপে সমুদিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি রাজবংশজাত হইয়াও শেষ সন্ন্যাসী বেশে ভারতের নানাপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নিজ নবীন ধর্ম্ম প্রচলন এবং শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম লোপ করিতে থাকেন। এই সময়েই অর্থাৎ খৃষ্টের পাঁচ শতবর্ষ পূর্ব্বে মাসিডোনাধিপতি আলেকজাণ্ডার গুজরাটের নিকট ঝিলম নদী পার হইয়া প্রথম ভারত আক্রমণ করিতে উপনীত হন। তৎকালীন পঞ্চনদ রাজ্যের প্রবল পরাক্রমী মহারাজ পুরু নিকটবর্ত্তী প্রদেশের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া বহুল সৈন্য, দুইশত হস্তী এবং তিনশত রথ সহ জন্মভূমিকে বিজাতীয়াক্রমণ হইতে উদ্ধার জন্য সমবেত হন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে পতন বীজ বপন করিয়া যান, এই সময়ে সেই বীজের প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পায়। চন্দ্রবংশীয় পুরু পরাস্ত হইয়া বিশ্ববিদিত আর্য্যজাতির প্রথম প্রতিনিধি রূপে বিজাতীয় ম্লেচ্ছের চরণে পতিত হন! আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ রাজ্য জয় করিয়া, মগধ সিংহা-

সনাধিকার জন্য অনুগঙ্গ প্রদেশাভিমুখে আগমন করেন। সেই সময়ে মগধের সিংহাসনে শেষ ক্ষত্রীয় নৃপবর চন্দ্রবংশোদ্ভব মহানন্দ বিরাজিত ছিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, বিংশতি সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতী, এবং বহুল হস্তীসহ সমরক্ষেত্রে গমন জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু বিজাতীয় বীর মগধাধিকার না করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

মহানন্দের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় অন্যতর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের ক্ষৌরকার পত্নী-গর্ভসম্ভূত, সুতরাং তিনি চতুর নীতিকুশল মন্ত্রী চাণক্যের সহায়ে নিজ ক্ষত্রীয় ভ্রাতাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া, ভারত বিজয়ে বহির্গত হন। এবং একে একে অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া ক্ষত্রীয় রাজগণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অত্যাচার করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীসরাজের দূত মেগাস্থিনিস মগধে উপনীত হন। তিনি তথায় কয়েক বর্ষ অবস্থান করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের শাসন সম্বন্ধে লেখেন যে, মগধ রাজধানী গঙ্গাতীরে স্থাপিত ; ইহার পরিমাণ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দশ মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। নগরের চারিপার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর এবং তাহার গাত্রে ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রাভ্যন্তর দিয়া বাণ নিক্ষেপ করা যায়। উক্ত দারুময় প্রাচীরের চারিদিকে খাদ আছে। এখানকার অধিবাসিবর্গের মধ্যে জাতিভেদ বিরাজিত। সর্ব্ববিধ বাণিজ্য এবং কার্য্য বংশানুক্রমিক। অধিবাসিরা সকলেই হিন্দু। বহুল হস্তী, পদাতী অশ্বারোহী, রথ বিরাজমান আছে। সৈনিকগণ ধনু, বাণ, তরবারি, ঢাল, এবং বর্ষাধারী। এখানে ব্রাহ্মণ, সাধু এবং অনেক সন্ন্যাসী আছেন। বিপণি শ্রেণীতে অসংখ্য শিল্পকর কার্য্য করিতেছে। প্রত্যেক প্রকার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য এবং কলকৌশলজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতির যাত্রা হয়। অধিবাসিরা মুল্যবান বেশভূষা পরিধান করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত জল-পাত্র লইয়া এবং অপর সকলে তৎসহ দীর্ঘস্কন্ধ বৃষ, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং নানাজাতীয় পক্ষী লইয়া গমন করে। মেগাস্থিনিস কয়েক বর্ষ পাটলিপুত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের সেই পতন দশায় মগধের যে দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, আর্য্যজাতির প্রবল পরাক্রমের বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, না জানি যুধিষ্ঠিরের

রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকিলে, তিনি কি ভাবেই আর্য্যজাতির মহিমা এবং বিক্রম কীর্ত্তন করিতেন। এরিয়ান, ষ্ট্রাবো এবং মেগাস্থিনিস এই তিন জন গ্রীক ভ্রমণকারিই একস্বরে ভারতের অতুল ধনশালিত্ব, বীরত্ব, প্রভুত্ব, সভ্যতা অষ্টাদশবিদ্যার আলোচনা, এবং গৌরবের উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরেই ভারতবিদিত সম্রাট অশোক তদীয় পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক দুইটি উপায়ে ভারতে নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভারতবিজয়, দ্বিতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধন। ইতিহাসবেত্তাদিগের উক্তিমত অশোক সমগ্র ভারতবর্ষ এবং হিমালয়ের উত্তর আফগানস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মাগধ জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। তদীয় সাম্রাজ্যের নানাস্থানে তাঁহার অনেক অনুশাসনপত্র, কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং বৌদ্ধমন্দিরে তদীয় নামাঙ্কিত পাষাণপত্র দৃষ্ট হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতে তৎপ্রচার জন্য সবিশেষ যত্ন, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া শেষ চীন, তিব্বত, তাতার, আফগানস্থান এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে প্রচলিত হয়। অশোকের শেষ শাসনকালে ভারতে আর্য্যধর্ম্মের যথেষ্ট দুর্গতি ঘটে। অশোক নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান নেতা পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, রাজধর্ম্ম বলিয়া ভারতের সহস্র সহস্র প্রজা তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিতে প্রস্তুত হয়। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" তিনি এই মূল বাক্য অবলম্বন করিয়া, স্বরাজ্যের অনেক হিতসাধন করেন। নানাস্থানে মন্দির, মঠ, বিহারস্থান, অতিথিশালা এবং রুগ্নশালা নির্ম্মাণ করিয়া যান। প্রাণদণ্ড একবারে রহিত করেন। প্রজাপুঞ্জের জ্ঞানোন্নতি সাধন জন্য তিনি বৌদ্ধধর্ম্মানুসঙ্গত নীতিশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। অশোকের শাসনকালে ভারতভূমি নবীন বেশভূষা পরিধান করিয়া জগতে নবীন ভাবে দেখা দেন। কিন্তু সে মূর্ত্তি অধিক দিন দৃষ্ট হয় নাই। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শোক-সাগরে মগ্ন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুকাল ভারতে সেইমত প্রবল প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে অবিনাশী আর্য্যধর্ম্ম আবার উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে হীনপ্রভ এবং ক্ষীণদেহ করিয়া দেয়।

অশোকের পর শিলাদিত্য, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য এবং মহারাজ

ভোজ বিখ্যাত রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টের পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে ফাহিয়ান নামক একজন চীনবাসী পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি আর্য্যজাতির তৎকালীন বীরত্ব, প্রতাপ এবং ভারতের প্রভূত ধনশালিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া যান। সময় খৃষ্টাব্দে হিয়াম্থসাং নামক আর একজন চৈনেয় পরিব্রাজক ভারতে পদার্পণ করেন। তৎকালে মহারাজ শিলাদিত্য ভারতের সর্ব্বপ্রধান নরপতি রূপে বিরাজিত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য এবং ভোজ, রাজ্য শাসন করিয়া অমরভবনে গমন করেন। হিয়াম্থসাং ভারতের তৎকালীন অনেক ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। তিনি লেখেন, তৎকালে শিলাদিত্য ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৃপতি ছিলেন। শিলাদিত্য সেই সময়ে মহাড়ম্বরে এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উক্ত চৈনেয় পরিব্রাজক সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। জগতের ইতিহাসের মধ্যে এই মহাযজ্ঞ একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। শিলাদিত্য এই যজ্ঞে যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করেন, আর্য্যবংশের কোন নৃপতিই সেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করেন নাই। সম্রাট শিলাদিত্য নিজ সমস্ত বিষয় বৈভব সেই যজ্ঞে সমবেত লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্রকে ধর্ম্ম বা বর্ণভেদ না করিয়া দান করিতেছেন শুনিয়া, ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতি তথায় সমবেত হন। শিলাদিত্যের অনুকরণে প্রজাপুঞ্জও মুক্তহস্তে দীনদিগকে দান করিতে আরম্ভ করেন। তখন সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, দান করিলেই পাপ ক্ষয় হইবে। মহারাজ শিলাদিত্য সেই মহাযজ্ঞে নিজ ধনাগারের সমস্ত ধন রত্ন এবং সমস্ত গুপ্তধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী, দীন, দুঃখী, খঞ্জ, অতুর প্রভৃতিকে অকাতরে দান করেন। পাঁচ লক্ষ লোক সেই যজ্ঞে সমবেত হন এমত প্রকাশ। সম্রাট শিলাদিত্য নিজ ব্যয়ে ৭৫ দিন তাঁহাদিগের সকল-কেই আহার দান করিয়াছিলেন। যজ্ঞের শেষ দিনে শিলাদিত্য নিজ অঙ্গ হইতে হীরক, মুক্তা, এবং কনক-নির্ম্মিত সমস্ত রাজাভরণ উন্মোচন করিয়া দীন দুঃখিকে বিতরণ করেন। মহারাজ শিলাদিত্য ভারতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত চৈনেয় হিয়াম্থসাং নলান্দা নামক স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ মঠে অবস্থান করেন। জেনেরল কনিংহাম বলেন যে, রাজগড়ের প্রায় সাত মাইল উত্তরে বড় গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে এই নলান্দা ছিল। এখনও ইহার অনেক

চিহ্ন-মৃত্তিকাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়। উক্ত চৈনেয় ভ্রমণকারী বলেন যে, এই মঠের মধ্যে দশসহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত এবং সন্ন্যাসী বাস করিতেন। ইহার মধ্যে মনোরম উদ্যান, সুরম্য হর্ম্ম্য, উচ্চ মন্দির, সুন্দর ফোয়ারারাজি বিরাজিত ছিল। চতুস্তলবিশিষ্ট বিস্তৃত ছয়টী বাটীতে বৌদ্ধগণ বাস করিয়া, আহার প্রাপ্ত এবং শিক্ষিত হইত। ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত চিকিৎসা এবং গণিত ও সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত।

হিয়াস্থসাং ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন নাই। তিনি যে সময়ে ভারতে পদার্পণ করেন, তৎকালে বোধ হয় ইন্দ্রপ্রস্থ ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু যে লৌহ স্তম্ভ দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট এখনও পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া আর্য্যজাতির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তৎকালে তাহা যে তথায় ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। জেনেরল কনিংহামের মতে ইহা চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রোথিত হয়। অতএব ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দী অবধি তথায় অবস্থান করিয়া হিন্দু এবং যবন উভয় রাজ্যের ধ্বংস দর্শন করিয়া, এক্ষণে ব্রিটিস-শাসন নিরীক্ষণ করিতেছে। এই লৌহস্তম্ভের প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রবাদ যে ইহা রাজা দেবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা মহারাজ অশোক কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার গাত্রে কেবল 'বাহ্লিক' এই শব্দ লিখিত আছে। প্রবাদ মত রাজা দেব সিন্ধুনদী তীরবর্ত্তী বাহ্লিকদিগকে পরাস্ত করিয়া এই যশঃস্তম্ভ প্রোথিত করেন। ইহা ভূমি হইতে দ্বাবিংশ ফীট উচ্চ। ইহা প্রথমে যখন প্রোথিত করা হয়, তখন 'ঢিলা' হওয়ায় ইহার নাম হইতে 'ঢিল্লা' বা 'দিল্লী' নামোৎপত্তি এবং রাজধানীর নাম দিল্লী হয়। এই স্তম্ভ এখনও পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। যখন যবন নাদির সাহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতাক্রমণ করেন, তখন তিনি কামানের গোলার দ্বারা ইহা ভগ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই গোলার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি ইহার মূল অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ইহা এক প্রকাণ্ড প্রস্তরোপরি স্থাপিত। ইতিহাসমত তোমর বংশীয় রাজপুত রাজা আনন্দপাল ৭৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগর স্থাপন করে। সেই দিল্লীতেই ভারত সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তচূড়াবলম্বন করে। আর্য্যবংশের শেষ রাজা দিল্লীর পৃথ্বীরাজ কাগগারের সমর ক্ষেত্রে অসংখ্য আর্য্যরাজসহ জননী

মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য বিখ্যাত ভারত-লুণ্ঠনকারী মহম্মদঘোরির সহিত প্রবল সমর করেন। শেষে সেই সমরে পরাস্ত হইয়া শত্রু হস্তে পতিত এবং পরিশেষে নিধন প্রাপ্ত হন। পৃথ্বিরাজের পর হইতেই ভারতে আর্য্যশাসন সমাপ্ত হয়। পাপ কীটরূপ যবন ভারত কমলিনীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া আর্য্যধর্ম্মের— আর্য্যজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করে। শেষ আর্য্য-কুলরাজ এই কাগ্গারের সমর ক্ষেত্রে জয়লক্ষ্মীকে মহম্মদঘোরির করে অর্পণ করিলে পরও ভারতের নানাস্থলে অনেক রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে কান্যকুব্জের মহারাজ জয়চন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহম্মদঘোরী পুনরায় ভারতে পদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহারও প্রাণবধ করিয়া ভারতের সেই নির্ম্মলাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন করেন। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যবেদ, আর্য্যবিগ্রহ, আর্য্যজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া, আর্য্যক্ষেত্র হইতে সমস্ত ধন রত্ন হরণ পূর্ব্বক গিজনীতে লইয়া যাইবার তাঁহার বিশেষ বাসনা ছিল। যদিও তিনি ঘোর অত্যাচার, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুরতা, এবং নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ের পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহার বাসনা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কিন্তু মহম্মদঘোরী ভারতের বক্ষে যে বিষ বীজ বপন করিয়া যান, ভারতবাসিরা অচিরেই তাহা ভোগ করে। মহম্মদঘোরী ভারতের কোটী কোটী ধন রত্ন লুণ্ঠন করিলেও ভারত তখন দীনা হয় নাই। কিন্তু শেষ সেই কনক কমলিনী ভারতভূমি অষ্টশত বর্ষ কাল ক্রমাগত যবনদস্তী-দলিত হইয়া শ্মশানময়ী মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই দীনা মলিনা মূর্ত্তি কি ভারতবাসী আর ভুলিবে? ভারতের বর্ত্তমান পঞ্চবিংশতি কোটী ভুত প্রেত কোনকালেই ভুলিবে না। ভারতে আর্য্যশাসনের বিয়োগান্ত চিত্রাঙ্কন এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতে যবনশাসন।

যে দিল্লীতে এক সময়ে বেদ কীর্ত্তিত, বিগ্রহ পূজিত, আর্য্যধর্ম্ম চর্চ্চিত হইত, সেই দিল্লীর সেই প্রাসাদে—সিংহাসনে প্রথম যবন সম্রাট কুতবুদ্দীন উপবিষ্ট হইলেন। কুতবুদ্দীন দাসবংশজ। আর্য্যক্ষেত্র ভারত জয় করিয়া কুতবুদ্দীন অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন মানসে এক অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। সেই স্তম্ভ এখনও 'কুতবমিনার' নামে দণ্ডায়মান রহিয়া ভারত পতনের সাক্ষ্য দিতেছে। ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ উচ্চ স্তম্ভ আর নাই। বাস্তবিক আর্য্যজাতি যেরূপ উচ্চ গৌরববিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের পতন চিহ্ন সেইমত উচ্চই রক্ষিত হইয়াছে। কুতবুদ্দীন মধ্য-দিল্লীতে অবস্থান করিয়াই ক্রমে ক্রমে ভারতের নানাস্থান দিল্লীর অধীন করেন।

খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হয়। দিল্লীর অন্তঃসারশূন্য হিন্দু অধিবাসিগণ যেন জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য মহা বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। একজন যবন ধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া পাঁচ মাস কাল শাসন করেন; কিন্তু শেষে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সুলতান টোগলক সসৈন্যে আসিয়া দিল্লী জয় পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ তিনি বিদ্রোহীদলের ভয়ে ভীত হইয়া, দিল্লীর কুতবকীর্ত্তি স্তম্ভের পাঁচ মাইল উত্তরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার নাম টোগলকাবাদ প্রদান করেন। সেই প্রাচীন নগরের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট চতুষ্পার্শ্বস্থ দুর্গ দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, বিপক্ষের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াই তিনি তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ দুর্গের চারিপার্শ্বের প্রাচীর এরূপ ভাবে গঠিত যে, সৈন্যদল অভ্যন্তরে অলক্ষ্যে থাকিয়া সহজে বহির্দ্দেশস্থ বিপক্ষদলকে বাণবিদ্ধ করিতে পারিত, এবং পথ সকল এরূপভাবে ছাদযুক্ত যে, সৈন্যদল দুর্গমধ্যে যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে পারিত, বিপক্ষ শিবির হইতে

আগত বাণবিদ্ধ-ভয় ছিলনা। উচ্চ প্রাসাদ, রাজপথ, দুর্গ এবং সেই ছাদযুক্ত গুপ্তপথ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক্ষণে বন্য জন্তুর আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, টোগলক পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

যবন সম্রাটগণ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমুদ্রকূলস্থ প্রায়দ্বীপ কোনমতেই জয় করিতে পারেন নাই। আর্য্য-জাতির বীরত্ব, শৌর্য্য এবং বল যবনশাসনের বহুকাল পর্য্যন্ত সেই প্রায়দ্বীপ-বাসী আর্য্যবংশীয়গণকে আশ্রয় করিয়া ছিল। প্রসিদ্ধ বিজয়নগর সেই প্রদেশের রাজধানী এবং কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সেই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যবন সম্রাটগণ মধ্যে মধ্যে বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন এবং অধিবাসিগণকে ধৃত করিয়া দাসত্বে বরণ করিতেন বটে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের ন্যায় তথায় স্থায়ী শাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই। শেষ শোড়ষ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে যবন রাজগণের শক্তি বিভক্ত হইলে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে তিন চারিটী ক্ষুদ্র রাজ্য হইলে, হিন্দুগণ সেই সময়ে মস্তকোত্তলন করেন। বিজয় নগরের তৎকালীন শেষ রাজা রাম রায়, সময় বুঝিয়া দাক্ষিণাত্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন। তদীয় বীর সৈন্যদল যবন রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচিত প্রতিফল দানারম্ভ করে। অশ্বদিকে যবন-মসজিদে লইয়া গিয়া, হত্যা করিয়া, মহম্মদঘোরী যে বিগ্রহ নিগ্রহের সূত্রপাত করেন, এবং পরবর্ত্তী যবনগণ যে বিগ্রহ নিগ্রহ যবন ধর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, সেই বিগ্রহ নিগ্রহের প্রতিশোধ দান করেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্য পতন হইয়াছে, রাজ-লক্ষ্মী অদৃশ্য হইয়াছেন, হিন্দুর বিক্রম সমভাবে রক্ষিত হইবে কেন? শেষে দাক্ষিণাত্যের যবন রাজগণ সমবেত হইয়া, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রণভেরী বাজাইয়া তেলিকোট নামক স্থানে সমরার্থ উপস্থিত হন। রাজা রামরায় নিজ বাহিনী সহ তথায় পূর্ব্বেই উপস্থিত ছিলেন। নবীন তপনোদয়ের সহিত উভয়পক্ষের শিবির হইতে রণভেরী বাদিত হইল, উভয়পক্ষের সেনাদল গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। হিন্দুগণ কামানের ন্যায় হস্তী শ্রেণী সম্মুখে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন, মুসলমানেরা কেবল কামানে রজ্জু বদ্ধ করিয়া সম্মুখে রক্ষা করিল। আর্য্য-বংশধরগণ ক্রমে বিজয় সংগীত গাহিতে গাহিতে, নৃত্য করিতে করিতে সমর-

সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। মুসলমান সৈন্যদল, কামানে গোলা না পুরিয়া তাম্র মুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিল। এমত সময়ে একটী হস্তী উন্মত্ত হইয়া রাজা রাম রায় যে হস্তীতে আসীন ছিলেন, সেই হস্তীর স্কন্ধে পড়িয়া হাওদা সহিত ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। চতুর্দ্দিকে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল; যবন আসিয়া রাম রায়কে নিজ শিবিরে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। হিন্দুগণ নেতাবিহীন হইয়া পলায়নপর হইলেন। যবনেরা জয়ী হইয়া বিজয়নগর অধিকার পূর্ব্বক ছয় মাস কাল যাবত উক্ত নগর লুণ্ঠন করে। উক্ত সমরের দুই বর্ষ পরে সিজার ফ্রেডরিক নামক একজন ইউরোপীয় সেই স্থান দর্শনার্থ গমন করেন। তৎকালে তিনি কেবল ভগ্নালয় দেখিতে পান, একটিও মনুষ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। বিজয় নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত নগর প্রস্তর-নির্ম্মিত। মন্দির, প্রাসাদ এবং দুর্গ আর্য্যজাতির উচ্চতা এখনও প্রকাশ করিতেছে।

ভারতের যবন সম্রাটদিগের মধ্যে মোগল কুল-পকঙ্ক আকবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই আজি পর্য্যন্ত আকবরের পবিত্র কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। সাহারার বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে একমাত্র জলাশয় যেমন জীবনপ্রদ, ভারতের যবন সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর সেইমত। বিধি যেন ভারতের ঘোর কাতর রোদনে দয়াপরবশ হইয়াই আকবরের সৃষ্টি করেন। বীরবর আকবর অক্সসের তীর হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত জয় করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি ধারণ করিয়া রাজত্ব করেন। আকবর সমগ্র ভারতজেতা বলিয়া যশস্বী হন নাই, তাঁহার অনুষ্ঠিত নীতি, শাসন-প্রণালী, ন্যায়বিচার, বিদ্যা এবং সচ্চরিত্রতাই তাঁহার যশার্জ্জনের কারণ। তিনি ধর্ম্ম বা জাতিভেদ করিয়া প্রজাপালন করিতেন না। তিনি যবন ধর্ম্মের প্রভুত্ব বিনাশ করিয়া, যে সকল হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন না করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বাবধি যে কর সংগৃহীত হইত, তিনি তাহা রহিত করেন। হিন্দু রাজগণকে মিত্রপদে বরণ করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের উচ্চপদাভিষিক্ত করেন। হিন্দু ধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যথেষ্ট উপায়াবলম্বন করেন এবং সে বিষয়ে কতক সফলতা প্রাপ্ত হন। তাঁহারই যত্নে রামায়ণ এবং মহাভারত পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। প্রকাশ্যে না হউক

অন্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইহাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। সেইজন্য গোঁড়া মুসলমানেরা ইহাঁর উপর বিরক্ত ছিল। ইহাঁরই শাসনকালে বিখ্যাত হিন্দু রাজস্ব মন্ত্রী তোড়র মল্ল ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের নূতন তালিকা—নূতন বন্দোবস্ত করেন। এবং ইহাঁরই মন্ত্রীবর আবুল ফাজল বিখ্যাত আইনি-আকবরী নামক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্মের সার সংকলন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণ, পারসী এবং খৃষ্টান পাদরীদিগকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে উপস্থিত হন। গ্রীক ব্যতীত ইহাঁরাই আদিম বিজাতীয় বণিক; গোয়া ইহাঁদিগের প্রথম অধিষ্ঠানভূমি। ডিউ, যেঁাউন এবং কোচিনে ইহাঁরা দুর্গ নির্ম্মান করেন। গোয়ায় কাথলিক খৃষ্টান পাদরীগণ মঠ স্থাপন করিয়া অবস্থান করেন। গোয়ায় প্রত্যহ যে সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রীত এবং বিক্রীত হইত, তাহা জগতের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য ছিল। সম্রাট আকবর পোর্ত্তুগীজদিগের বৃহৎ অর্ণবপোত, অভেদ্য দুর্গ এবং বৃহৎ কামানের কথা শুনিয়া কৌতুহলবিশিষ্ট হইয়া, পোর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির নিকট এক পত্র লিখিয়া, কয়েকজন পাদরীকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধ মত তিনজন পাদরী আকবরের রাজধানী আগ্রায় উপনীত হইলে, সম্রাট তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া প্রাসাদে রক্ষা করেন। শেষে প্রাসাদ মধ্যেই ভজনাগার নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেন। তিনি বাইবেলের নীতি এবং উপদেশ শ্রবণে বিশেষ তুষ্ট হইয়া আবুল ফাজলকে বাইবেল অনুবাদ করিতে বলেন। সার কথায় আকবরের তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন ন্যায়বিচারক নরপতি যবনজাতি মধ্যে জন্মে নাই। আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত শাসন করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পরে পৌত্র সাজাহান ভারত-সম্রাট হন। এই সম্রাট সাজাহান জগতের মধ্যে একটি প্রধান আশ্চর্য্য দৃশ্য 'তাজমহল' নির্ম্মাণ করেন। তদীয় প্রাণপ্রিয়া রাজ্ঞী 'মম তাজমহলের' নাম হইতে তাজমহল হইয়াছে। উভয়েরই দেহ এক্ষণে এই হীনপ্রভ তাজ মহলাভ্যন্তরে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে। আধুনিক দিল্লীনগরী এই সম্রাট সাজাহানের দ্বারা বহুল ব্যয়ে নির্ম্মিত।

মহাত্মা আকবরের শান্তিময় শাসনের পর তদীয় পুত্র এবং পৌত্র জাহাঙ্গীর এবং সাজাহান নিরুপদ্রবে ভারত শাসন করেন বটে, কিন্তু প্রপৌত্র ঔরঙ্গজীব আবার ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হইয়া, ভারতের চারিদিকে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, নিজ প্রপিতামহ আকবরের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শাসন এবং নিয়মপ্রণালী পরিবর্ত্তনসহ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে কালান্তক কালের ন্যায় দণ্ডায়মান হন। ঔরঙ্গজীবের বীরত্ব, চতুরতা, ভণ্ডামি এবং হিন্দুর প্রতি তাঁহার অত্যাচার আজি পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সম্রাট আকবরের বংশে এরূপ যবন জন্মিবে, তাহা কেহই ভাবেন নাই। কিন্তু যাহাই হউক, দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেরূপ উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়, ভারতে যবনাত্যাচারের চূড়ান্ত করিবার জন্যই যেন ঔরঙ্গজীব উদয় হন। ঔরঙ্গজীবের পর হইতেই যবন প্রভুত্ব হীনবল হইতে থাকে। পরবর্ত্তী দিল্লীর সম্রাটগণ কেবল নাম মাত্র সম্রাট ছিলেন; মন্ত্রীবর্গই শাসন করিতেন। ১৭৩৯ সালে বিখ্যাত নাদির সাহ আসিয়া অক্লেশে দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। এই সময়ে আর্য্যবংশীয় এক নূতন বীরশ্রেণী দাক্ষিণাত্যে মস্তকোত্তলন করেন এবং দিল্লীর যবন সম্রাটের রাজত্ব সীমা কেবল দিল্লীর মধ্যেই শেষ হয়। ভারতের নানাস্থানের যবন শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। অষ্টশত বর্ষ ভারত শাসনের পর শেষ যবন সম্রাটের প্রভুত্ব কালসাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় জলে মিশাইয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতে মহারাষ্ট্র-শাসন।

ভারতে যবন শাসনের চরমাবস্থার্তেই এক নবীন বীরকুল মস্তকোত্তলন করে। সেই জাতির নাম মহারাষ্ট্র। বোম্বাইয়ের সমস্ত দক্ষিণদিকস্থ ভূভাগ, বেরার, মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ এবং হাইদ্রাবাদ, গুজরাট হইতে গোয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ-মধ্যস্থদেশ মহারাষ্ট্র প্রদেশ। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই ভূখণ্ডে শ্রমশীল কৃষককুল বাস করিত। কেবল উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া দিন যাপন করিত। মধ্যে মধ্যে তাহারা যবন সম্রাটদিগের অধীনে নিযুক্ত হইয়া যে কোন প্রদেশে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিত। সর্ব্বাদৌ শিবজী নামে এক বীর পুরুষ এই জাতির নেতারূপে উদয় হন। সাজাহানের রাজত্বকালে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে পুনার অন্তর্গত সাওনার দুর্গে শিবজী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভোঁসলে বংশীয় সাহজির পুত্র। শিবজী খর্ব্বাকৃতি, গজস্কন্ধ এবং দীর্ঘবাহু ছিলেন। এতদুর মুর্খ ছিলেন যে, নিজ নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না, কিন্তু বীরত্ব, সাহস, চতুরতা, বুদ্ধি এবং সমর-কুশলতায় তিনি মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। শৈশব সময় হইতেই তিনি বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দান করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি একদল মহারাষ্ট্রের নেতা হইয়া, পার্ব্বত্য দুর্গ সমস্ত অধিকার পূর্ব্বক লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করেন। শেষে নিজ মাতৃভূমি কঙ্কনের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার আশা আসিয়া তাঁহার হৃদয়গগনে দর্শন দান করে। ১৯ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পুনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ তুর্ণিয়া দুর্গ জয় করিয়া বহুল ধন প্রাপ্ত হন, এবং রায়গড় নামক স্থানে রাজতিলক ধারণ করেন। শেষ ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্রের বহুল প্রদেশ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজীব নিজ পিতৃ সিংহাসনাধিকার করিবার পূর্ব্বে শিবজীর

সহিত বিশেষ মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, শিবজীকে মহাবীর জানিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্য তাঁহাকে সমাদরে দিল্লীতে আহ্বান করেন। চতুর যবন শিবজীকে নিজ করতল মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অপমানিত এবং শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত হনন করিবার উপক্রম করেন। শিবজী সৌভাগ্যক্রমে দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে গমন এবং তদবধি মোগল জাতিকে ভয়ানক শত্রু মধ্যে গণনা করেন। শিবজীর অধীনে অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বর্ষাঋতুর পর পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, নানাদিগ্দেশে গিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিত এবং বর্ষাঋতু আসিবার পূর্ব্বেই পুনরায় পর্ব্বতে আরোহণ করিত। শিবজী যে প্রদেশে যাইতেন, তথাকার অধিপতির নিকট হইতে চৌথ অর্থাৎ তথাকার রাজস্বের চারি অংশের এক অংশ চাহিতেন। যাঁহারা সেই চৌথ দিতেন, তাঁহারা রক্ষা পাইতেন, নতুবা যতকাল না চৌথ পাইতেন, শিবজী ততকাল প্রতিবর্ষে বর্ষার পর সেই সেই প্রদেশ লুণ্ঠনাদি করিতেন। এরূপে শিবজীর নাম দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বজন ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। শিবজী একসময়ে মান্দ্রাজের দক্ষিণস্থ তাঞ্জোর প্রদেশ এইরূপে অধিকার করেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানির একজন এজেণ্ট ছিলেন, তাহার নাম মেং ষ্ট্রিনসান মাষ্টার; তাঁহার লিখিত মন্তব্য মধ্যে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শিবজী তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিয়া কতিপয় বিশুদ্ধ অঙ্গুরীয়ক প্রস্তর চাহিয়া পাঠান এবং তিনি তাহার মূল্যও দিইতে চাহেন, কিন্তু সাহেব শিবজীর বীরত্ব এবং অতুল ক্ষমতা দর্শনে মূল্য না লইয়া, সেই প্রার্থিত দ্রব্যসহ নিজ উদ্যানজাত কতকগুলি ফল একজন দূত দ্বারা শিবজীর নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অসমসাহসী শিবজী রায়গড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

শিবজী পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র সম্বাজী মহারাষ্ট্রদলের নেতা হন। তাঁহার শাসনকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষস্থ পোর্ত্তুগীজ এবং মোগলদিগের প্রবল সমর হয়। শেষে ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে বন্দী এবং হত্যা করেন। তদীয় পুত্র সুচতুর সাহুও (সাহু শব্দের অর্থ তস্কর, সম্রাট ঔরঙ্গজীব ইহাঁর চতুরতা দর্শনে উক্ত নাম প্রদান করেন) তাঁহার সহিত বন্দী

হন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর সাহু মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করায়, মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। সাহু নিজে রাজা হন বটে, কিন্তু রাজ্য শাসনের সমস্ত ভার মন্ত্রীবর বালাজী বিশ্বনাথের হস্তে অর্পণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ 'পেশোয়া' উপাধি ধারণ করিয়া, সাহুকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ সিংহাসনে বসাইয়া নিজে অতুল ক্ষমতা বিস্তার করেন। এবং তদীয় বংশধরগণও পুরুষানুক্রমে 'পেশোয়া' উপাধি ধারণ করিয়া, সেইমত অখণ্ড প্রতাপ প্রকাশ করেন। বালাজী বিশ্বনাথের পর আর সাত জন পেশোয়া হন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক একজন এতদূর প্রবল হন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া উঠে। মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমাগত ভারতের নানাদেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে থাকে। সর্ব্বত্র চৌথ আদায়ের জন্য পঙ্গপালের ন্যায় মহারাষ্ট্র-দল ধাবিত হয়, তাহাদিগের সেই বিপুল বিক্রম দর্শন করিয়া মোগল শাসনকর্ত্তাগণ এবং স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট পর্য্যন্ত চৌথ দিতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্র সৈন্যদল প্রকৃত রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ রসদ লইয়া বহির্গত হইত না, কেবল এক মাত্র ঘোটক এবং একখানি কম্বল তাহাদিগের সম্বল থাকিত। তাহাদিগের নিকট জাতি বা ধর্ম্ম ভেদ ছিল না, কি মুসলমান, কি হিন্দু, সকলের প্রতিই অত্যাচার করিত। তাহারা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, রাজপুতানা, মহিশুর প্রভৃতি সকল স্থানেই প্রবল অত্যাচার করে এবং এক সময়ে দিল্লী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল।

এই সময়েই সিন্ধিয়া মালোয়া প্রদেশে, মলহরারও হোলকার ইন্দোরে এবং দামাজি গুইকুমার গুজরাটের অন্তর্গত বরদায় নবীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহাদিগের পরস্পরে নিয়ত সমর হইত। নিকটবর্ত্তী প্রদেশের মোগল-শাসনকর্ত্তাগণও এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হন।

ঘোর অত্যাচারী মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিলে, শেষ বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিসসিংহের প্রবল প্রতাপের নিকট মস্তক নত করিয়া, 'চিরদিন সমান না যায়' এই উক্তির সাক্ষ্য প্রদান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভারতে ব্রিটিস-শাসন।

পাশ্চাত্য জগতের সুসভ্য জাতিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাদৌ পোর্ত্তুগীজ জাতি ভারতে বাণিজ্যাভিপ্রায়ে অর্ণব-যান প্রেরণ করেন। ভাস্কো ডি গামা-নামক পোর্ত্তুগীজ সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয়দিগের ভারতাগমনের পথাবিষ্কার করেন। পোর্ত্তুগীজ জাতি ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্যারম্ভ করিলে পর, আধুনিক সভ্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতির ভারতে বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় উপস্থিত হয়। ব্রিটিস রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক বণিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাম্বার্লাণ্ডের আরাল জর্জ্জ তাহার সভাপতি এবং ২১৫ জন কুলীন সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হন। রাজ্ঞী এলিজাবেথ পঞ্চদশ বর্ষের কারণ তাঁহাদিগকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। উক্ত কোম্পানি প্রথমে মূলধন ৭৫৩৭৩০ টাকা সঙ্কলন করিয়া, অর্ণব-যান ক্রয়ার্থ ৩৯৭৭১০ টাকা নিয়োগ করেন, ২৮৭৪২০ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য এবং ৬৮৬০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া, ১৬০১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেলে লাঙ্কেষ্টার নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের অধীনে পাঁচখানি অর্ণব-যান প্রেরণ করেন। অর্ণব-যানগুলি নিরাপদে আসিয়া সুমাত্রা, যাবা, মালাক্কা এবং বান্দা দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তৎপরে উপর্য্যুপরি ইংলণ্ড হইতে বাণিজ্যতরী প্রেরিত হয়। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরাজ বণিক কোম্পানিকে ভারতবর্ষের মধ্যে ৪ টি কুঠি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা দেন। পরে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা জেমস ভারতে বাণিজ্য বিস্তৃতির কারণ স্যার টমাস রো নামক একজন ইংরাজকে দূতরূপে দিল্লীশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সুরাট প্রদেশেই তৎকালে উক্ত কোম্পানির প্রথম কুঠি স্থাপিত হয়। সুরাটস্থ ইংরাজ বণিকদিগের সহিত অবস্থিত বাউটন নামক একজন ইংরাজ ১৬৩৮ সালে সম্রাট

সাজাহানের এক কন্যার পীড়া আরোগ্য করায়, পুরস্কার স্বরূপ স্বজাতির বাণিজ্য সৌকার্য্য সাধন করিয়া লয়েন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলাত হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য আনয়ন করিতেন, তাহার দ্বারা তত লাভ হইত না; ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত তুলা এবং পশমজাত বস্ত্রাদি ইউরোপে লইয়া যাইতেন, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণ লাভ হইত। কিন্তু ভারতের তন্তুবায়গণ নিতান্ত দীনদশাপন্ন হওয়ায়, তাহারা অগ্রিম মূল্য প্রার্থনা করে; এমতে অগ্রিম মূল্য দিয়া বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে হইলে, ততদিন তরী রাখিতে বহু ব্যয় হয় বলিয়া, কোম্পানি ভারতে স্থায়ী বাণিজ্যাগার রক্ষা করিতে মনন করেন। কিন্তু বাণিজ্যাগার স্থাপন করিলেও তাহা নিরাপদে রক্ষিত হয় নাই। মোগল শাসনকর্ত্তারা নিয়ত ইংরাজ বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার এবং জরিমানা করিতেন ও বহুমূল্য উপহার লইতেন। মধ্যে মধ্যে আবার মহারাষ্ট্রীয়গণ ঐ সমস্ত কুঠি আক্রমণ করিত। শেষ তাঁহারা একটি স্থান ক্রয় করিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গবদ্ধ করিবার বাসনা করেন, কিন্তু মোগল শাসনকর্ত্তাগণ তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে উক্ত কোম্পানি এক হিন্দু রাজার নিকট হইতে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। উক্ত ভূমি খণ্ড মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমার বহু দূরে স্থাপিত এবং শেষ মান্দ্রাজ নামে অভিহিত হয়। ভারতে ইংরাজ জাতির এই প্রথম অধিকার স্থাপন হয়।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেং ডে নামক একজন ইংরাজ চন্দ্রগিরির হিন্দুরাজা শ্রীরঙ্গরাজের নিকট হইতে উক্ত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া বার্ষিক ছয় হাজার টাকা কর স্বরূপ দিইতে সম্মত হন। উক্ত রাজা বিখ্যাত বিজয় নগরের রাজবংশীয়। তিনি বিজয় নগর হইতে শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ ৭০ মাইল উত্তরে এক দুর্গে বাস করিতেন। কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্ত্তা নায়েকগণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিত। ইংরাজগণ যে ভূখণ্ড ক্রয় করেন, তাহা চিঙ্গলীপট্টের নায়েকের সীমান্তর্ভূত ছিল। রাজা নিজ নামে উক্ত ভূখণ্ডের 'শ্রীরঙ্গরাজ পত্তন' নাম দিয়া ইংরাজদিগকে এক স্বর্ণময় অনুশাসন পত্র দান করেন। উক্ত অনুশাসন পত্রখানি ইংরাজদিগের নিকট এক শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল, শেষ ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ফরাসীগণ কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ অধিকার কালে উহা হস্তচ্যুত হয়। ইংরাজ বণিকগণ উক্ত স্থানের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টন

করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে কেবল ইংরাজ ব্যতীত অন্য জাতি বাস করিতে পাইত না, এজন্য তাহার নাম 'শ্বেত সহর' হয়। উক্ত দুর্গ স্থাপনের অনতিবিলম্বেই তন্নিকটে অনেক দেশীয় আসিয়া বাস আরম্ভ করে। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ বশত তাহার নাম 'কৃষ্ণসহর' হয়। শেষ এই উভয় সহরই মান্দ্রাজের সীমাভুক্ত হয়। শ্বেত সহরকে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ ও বলা হইত। মান্দ্রাজে এখনও এই নাম ও উক্ত দুই সহর আছে। কিছুদিন পর চিঙ্গলীপটের নায়েক উক্ত রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজ পিতার নামে উক্ত স্থানের 'চিনা পত্তন' নাম দেয়। ১৬৪৬ সালে রাজা পলায়ন করিলে, ইংরাজগণ উক্ত স্থানের মান্দ্রাজ নাম প্রদান করেন। কিন্তু মুসলমানেরা হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদিগকে মহা বিপদে নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা করের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড এবং উপঢৌকন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। টাকা না দিলে উক্ত স্থান অধিকার করেন। শেষ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লেসের আজ্ঞামত ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নির্ম্মিত হইলে পর আর কেহ উক্ত স্থান অধিকার করে নাই।

ইংরাজ বণিকগণ মান্দ্রাজে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ১৬২৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কুলপি এবং ১৬২৫ সালে হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পরে ১৬৬১ সালে পোর্ত্তুগীজ রাজ কন্যা ক্যাথারাইনের সহিত ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লেসের পরিণয় হওয়ায়, ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগীজাধিকৃত বোম্বাই দ্বীপখণ্ড যৌতুক স্বরূপ ক্যাথারাইন প্রাপ্ত হন। তিনি সুরাটস্থ বণিকদিগকে উক্ত ভূখণ্ড দান করিলে,১৬৬৮ খৃঃ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রধান কুঠি স্থাপিত এবং সুরাট তাহার অধীন হয়। এই সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে ইংরাজগণ মহাবিপদে পতিত হন। বাঙ্গালার সুবেদার হুগলীস্থ ইংরাজ কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণককে কশাঘাত করিয়া, সমস্ত ইংরাজদিগকে কাশীমবাজার, পাটনা, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। বাঙ্গালার ইংরাজ বণিকগণ মান্দ্রাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ মহা উত্তেজিত হন। ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমস মোগল বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া ভারতে রণতরী প্রেরণ করেন। মোগলদিগের যে সমস্ত অর্ণবযান তৎকালে মক্কা প্রভৃতি স্থানে যাইত, ইংরাজ রণতরী

তাহা আক্রমণ ও জলমগ্ন করিয়া দেওয়ায়, সম্রাট ঔরঙ্গজীব মহা ভীত হইয়া, বাঙ্গালার পূর্ব্বোক্ত সুবাদারকে পদচ্যুত করিয়া, নূতন নবাব নিযুক্ত করেন এবং ইংরাজদিগকে তথায় বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা দেন। এমতে জব চার্ণক সাহেব বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া, ১৬৯০ সালে ঔরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম-উস্সানের অনুমতি ক্রমে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কালী-ক্ষেত্র (কলিকাতা) ক্রয় করিয়া, কলিকাতা নামে নগর ও কুঠি স্থাপন এবং ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামে 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ নির্ম্মাণ করেন (বর্ত্তমান কষ্টম হাউস সেই স্থলে নির্ম্মিত)। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং সেই সময়েই মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদল পঙ্গপালের ন্যায় বঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর অত্যাচার এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরতা আরম্ভ করে। কলিকাতাবাসিগণ ভীত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানির অভিমত অনুসারে চারিদিকে খাত কাটীতে আরম্ভ করেন। ইহারই নাম মহারাষ্ট্র খাত; এক্ষণে ইহার উপর সারকিউলার রোড স্থাপিত হইয়াছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী পরলোক গমন করিলে তদীয় দৌহিত্র বিখ্যাত ঘোর অত্যাচারী নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। যথেচ্ছাচারী যুবক নবাব কলিকাতার ইংরাজ বণিকদিগের যথেষ্ট ধনশালিতার কথা শুনিয়া ঐ সালের জুন মাসে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যসহ কলিকাতা অধিকার করিতে আগমন করেন। কলিকাতার মধ্যে তখন মোট ৩০০ জন মাত্র ইংরাজ ছিলেন। ইংরাজগণ ১৬ ই জুন হইতে ২০এ জুন রবিবার পর্য্যন্ত প্রাণপণে সমর করেন। কতকগুলি ইংরাজ জাহাজারোহণে ফলতা পর্য্যন্ত পলায়ন করেন। নবাব দুর্গ জয় করিয়া নিজ সেনাপতিকে দুর্গস্থ ১৪৬ জন ইংরাজের রক্ষার ভারার্পণ করেন। সেনাপতি তাঁহাদিগকে দ্বাবিংশ ফীট পরিমিত এক অন্ধকূপ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরদিন প্রাতঃকালে তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন ইংরাজকে জীবিত দেখা যায়। সিরাজ উদ্দৌলার শাসনের এই ঘোর নৃশংসতার বিষয় ইংরাজজাতি কোন কালে বিস্মৃত হইবেন না। কলিকাতার এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড মান্দ্রাজে ইংরাজদিগের কর্ণগোচর হইলে, তথা হইতে বিখ্যাত ক্লাইব এবং ওয়াটসন ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা পুনরায় জয় করিয়া, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ব্রিটিস জয়পতাকা পুনরায় উড্ডীয়মান করেন।

সেই বৎসর জুন মাসে কর্নেল ক্লাইব পলাশীর প্রসিদ্ধ সমর ক্ষেত্রে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিস শাসনের প্রথম মূল ভিত্তি স্থাপন করেন।

পাষাণহৃদয় সিরাজ উদ্দৌলার ঘোর অত্যাচারে হিন্দু অধিবাসিগণ এবং তদীয় হিন্দু কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত উৎপীড়ীত হইয়া, বাঙ্গালার ভাবি উন্নতির বীজ বপন জন্যই ক্লাইবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, বঙ্গলক্ষ্মীকে ক্লাইবের করে অর্পণ করেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুনে পলাশীর সমরে নবাবের পক্ষে পঞ্চাশ সহস্র পদাতী এবং অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং ইংরাজের পক্ষে সেনাপতি ক্লাইবের অধীনে ৬৫০ জন ইংরাজ পদাতী, ১৫০ গোলন্দাজ, ২১০০ সিপাহী, কতকগুলি পোর্ত্তুগীজ এবং দশটি কামান মাত্র উপস্থিত হয়। ক্লাইবের অতুল সাহস, বীরত্ব, শৌর্য্য, এবং চতুরতা গুণে যে সেই সময়ে রাজ-লক্ষ্মী ইংরাজ বণিকদিগকে আলিঙ্গন দান করেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সেই সময়ে রাজবল্লভ, রায়দুর্ল্লভ, জগৎসেট প্রভৃতি বাঙ্গা-লির সহায়তাই ভারতে অক্ষুণ্ণ ব্রিটিস প্রতাপ স্থাপনের মূল। সেরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত এবং শেষ হত হন। তদীয় প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ক্লাইব কর্ত্তৃক বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিখ্যাত বীর ক্লাইব ৫৭ সাল হইতে ১৭৬০ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ইংরাজ গবর্ণর রূপে অবস্থান করেন। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম তাঁহার অবস্থান কালে বিহার আক্রমণ করিতে আসিলে, ক্লাইব ইংরাজ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ক্লাইব স্বদেশে গমন করিলে প্রথম হলওয়েল পরে বান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এই সময়ে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নিজাম উদ্দৌলা ইংরাজকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় নবাব পদে অভিষিক্ত হন। এবং যে ইংরাজ কিছুদিন পূর্ব্বে নবাবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতেন, সেই ইংরাজ এই সময়ে নবাব নির্দ্ধারক হইলেন। তৎপরেই মীর কাশিম বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মীর কাশীম প্রথমে সদ্ব্যবহার দ্বারা ইংরাজদিগকে তুষ্ট করিয়া, শেষ স্বয়ং পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগের ন্যায় প্রভুত্ব প্রয়াশী হন। শেষ তিনি পাটনার সমরে পরাস্ত হইয়া অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলমের শরণাগত হন। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা তৎকালে মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা তিন

জনে সৈন্যসহ পাটনাভিমুখে আসিলে, ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল মনরো ১৭৬৪ সালের অক্টোবরে বক্সার নামক স্থানে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। ক্লাইব ১৭৬৫ সালে ভারতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া, বাঙ্গালায় শাসন সংস্কার এবং দ্বিতীয় সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, ভারতে ব্রিটিস-শাসন-ভিত্তীর উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, ৬৭ সালে স্বদেশে গমন করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালার নবাবগণ কেবল মাত্র বৃত্তিভোগী হন। ক্লাইবের পর ভেরিলিষ্ট তৎপরে কার্টার গবর্ণর হন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর) হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া শাসন সম্বন্ধে নুতন বন্দোবস্ত করেন। নবাবের কর্ম্মচারীরা এই সময়ে একবারে বিদায় প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ভারতের চারিদিকে অশান্তি বিরাজ করায়, ব্রিটিস পার্লিয়ামেণ্ট এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া, ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ৭৪ সালে বাঙ্গালা, বোম্বাই, এবং মান্দ্রাজের প্রধান শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর জেনেরল) পদ দান করেন। ভারতের ইনিই প্রথম গবর্ণর জেনেরল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গবর্ণর জেনেরল হইয়াই নিজ ভালে যথেষ্ট কলঙ্ক কালিমা প্রদান করেন। তিনি কাশীরাজ চৈৎ সিংহ, এবং অযোধ্যার বেগমের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার এবং সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড সাধনের একমাত্র কারণ স্বরূপ হন। বিখ্যাত ব্রিটিস বাগ্মী মেং বার্ক পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ইহাঁর বিরুদ্ধে যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বক্তৃতা করেন, তৎপাঠে ইহাঁর চরিত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণও ইহাঁর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন হন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে, লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আইসেন। ইনিই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার জমীদারদিগের সহিত ভূমিকর সম্বন্ধে বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। তৎপরেই স্যার জন সোর ১৭৯৮ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রধান শাসনকর্ত্তা পদে অধিষ্ঠিত হন। মার্কইস অব ওয়েলেসলি ভারতে আসিয়া ১৮০৫ সাল পর্য্যন্ত শাসন করেন। ইনি যে সময়ে আগমন করেন, তখন ইংলণ্ড ইউরোপে প্রথম নেপোলিয়ানের সহিত মহাসমরে লিপ্ত ছিলেন। এদিকে

ভারতের প্রত্যেক রাজা পরস্পর সমর করিয়া নির্ব্বল হইতে থাকেন। মহীশূরের টিপু সুলতান এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠেন। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে ও কর্ণাটের নবাবকে মহাসমরে পরাস্ত করিয়া, মহীশূররাজ্য এক প্রাচীন হিন্দু রাজবংশীয়কে প্রদান করেন। কর্ণাটের নবাব বাঙ্গালার নবাবের ন্যায় বৃত্তিভোগী হন। তাঁহার রাজ্য মান্দ্রাজভুক্ত হইয়া যায়। এমতে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত হয়। ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত লর্ড মিণ্টো ভারত শাসন করেন। তাঁহার সময়ে বিখ্যাত শিখরাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি বন্ধন হয়। আরল ময়রা (মার্কুইস অব হেষ্টিংস) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার সময়ে নেপাল সমরে বিখ্যাত বীর অকটারলোনি বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নেপালের পর্ব্বত তলস্থ কতকাংশ ব্রিটিস-শাসনভুক্ত করেন। এই সময়েই পিণ্ডারি যুদ্ধ উপনীত হয়। তাহাতে মহারাজ সিন্ধিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং পিণ্ডারীদিগের নেতা আমীর খাঁও অধীনতা স্বীকার করিলে, তদীয় উত্তরাধিকারিগণ টঙ্কে রাজত্ব করেন। কেবল পুনার বাজিরাও পেশোয়া বশ্যতা স্বীকার না করায়, পুনা প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। আপা সাহেব নাগপুরে ইংরাজদিগের সহিত সমর করিয়া পলায়ন করেন। ১৮১৭ সালে মহারাজ হোলকারের সহিত ইংরাজদিগের সমর হয়, তাহাতে মহারাজ বশ্যতা স্বীকার করেন। এমতে সমগ্র মহারাষ্ট্র প্রদেশে শেষ শান্তি স্থাপিত হয়।

মার্কুইস অব হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে, লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩ সালে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিই ব্রহ্মদেশের অত্যাচারী মহারাজকে সমরে পরাস্ত করিয়া, ব্রহ্মদেশের কতক প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৩৩ সালে ভরতপুরের অভেদ্য দুর্গ দীর্ঘকাল অবরোধের পর ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ভরতপুরের রাজা পরাজয় স্বীকার করেন। পরবর্ষে গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীতে গমন করিয়া তৎকালীন যবন সম্রাটকে ভারতে পূর্ণ ব্রিটিস আধিপত্য সংবাদ জ্ঞাপন করেন। দিল্লীর সম্রাট তৎকালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনিই হিন্দুদিগের সতীদাহ প্রথা

উঠাইয়া দেন। লর্ড আকলাণ্ড ১৮৩৬ সালে ভারতে আগমন করেন। ইনি সা সুজাকে আফগান সিংহাসন প্রদান জন্য ১৮৩৯ কাবুলে সমরানল প্রজ্বলিত করেন। এই সমরের শেষ ফল অতীব শোচনীয়। পাপাত্মা আফগানেরা নৃশংস রূপে ইংরাজ সেনাদিগকে হত্যা করে। লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ সালে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, কাবুলে দ্বিতীয় সমর উপস্থিত করিয়া আফগানদিগকে যথেষ্ট দণ্ড দান করিয়া ব্রিটিস বাহুবলের বিশেষ পরিচয় দান করেন। এই আফগান সমর কালে সিন্ধু প্রদেশের আমীরেরা উপদ্রব করায়, উক্ত প্রদেশ ব্রিটিসরাজ্যভুক্ত এবং আমীরগণ বন্দী হইয়া কাশীতে প্রেরিত হন। ১৮৪০ সালে গোয়ালিয়ারের মহারাষ্ট্রগণ উৎপাত আরম্ভ করিলে, লর্ড এলেনবরা উক্ত সালের ২৯এ ডিসেম্বরে মহারাজপুর এবং পানিয়ারের সমরে জয়লাভ করিলে, মহারাজ তদবধি বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল পদ গ্রহণ করেন। ইনি স্বয়ং মহাসমরে প্রবল শিখসৈন্য খালসাদিগকে পরাস্ত করিলে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮৪৮ সালে লর্ড ডেলহাউসি গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তিনি পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশের পেগু, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, নাগপুর সাতারা, এবং ঝান্সি প্রদেশ ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহাঁরই শাসনকালে ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ, এবং ৫৫ সালে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। লর্ড ডেলহাউসি স্বদেশে গমন করিলে, মহামতি লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সালের ২৯ এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনেরলের পদগ্রহণ করেন। ইহাঁর শাসনকালে ১৮৫৭ সালে ভারতে ভয়ঙ্কর শোচনীয় কাণ্ড এবং ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বহুল বিপদ উপস্থিত হয়। অবোধ সিপাহি সৈন্যদল বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, সেই বিদ্রোহানল ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। সহস্র সহস্র ইংরাজ রাজপুরুষ, রমণী, এবং পুত্র কন্যার সহিত তাহাতে অতি নিষ্ঠুর রূপে হত হন। কিন্তু মহামতি ক্যানিংয়ের শাসনগুণে বিদ্রোহানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। বিখ্যাত নানা সাহেব এই বিদ্রোহকালে যৎপরোনাস্তি নৃশংসতার পরিচয় দিয়া শেষ অদৃশ্য হয়। দিল্লীর বৃত্তিভোগী সম্রাট আবার স্বাধীন হইবার আশা করেন। ছয়মাস

কাল দিল্লী বিপক্ষদলের হস্তগত ছিল, শেষ ব্রিটিসপতাকা দিল্লীর দুর্গে উড্ডীয়মান এবং কুতবুদ্দীন যে দিল্লীতে প্রথম যবন শাসন-স্তম্ভ স্থাপন করেন, সেই দিল্লী হইতে সেই সম্রাটবংশ একেবারে রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হন। সম্রাট-পুত্র ফিরোজ সা অদৃশ্য হন, এবং অপর কতিপয় কুমার সেই দিল্লীতেই ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। এই বিদ্রোহ শান্তির পর হইতেই প্রাচীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি লুপ্ত এবং মান্যবতী ব্রিটিস রাজ্ঞী শ্রীমতী বিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বরে এক প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা স্বয়ং ভারত শাসন-ভার গ্রহণ করেন। লর্ড ক্যানিং প্রথম গবর্ণর জেনেরল এবং রাজপ্রতিনিধি হন। ইংরাজদিগের সেই ঘোর বিপদকালে সমগ্র দেশীয় মহারাজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীর নামে প্রত্যেক দেশীয় রাজাকে নূতন সনন্দ দান করিয়া ঘোষণা করেন যে, কোন দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ করা হইবে না। প্রজারা উপযুক্ত হইলে রাজ্যের সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে, এবং কোন ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে না, ভারতেশ্বরী এমতও ঘোষণা করেন।

লর্ড ক্যানিং ভারতে শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিলে, লর্ড এলগিন ভারতের দ্বিতীয় রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে সুপ্রীমকোর্ট এবং সদর দেওয়ানি আদালত একত্রিত হয়। তৎ-পরে ১৮৬৪ সালে স্যার জন লরেন্স (পরে লর্ড) ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ইনি একজন অল্প বেতনভোগী সিবিলিয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া, শেষ নিজ দক্ষতা বলে ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রো-হের সময় ইনি নিজ নীতিজ্ঞতা বলেই পঞ্জাব নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর শাসনকালে ভোট যুদ্ধ হয়। তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও বাহাদুর শাসন ভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর শাসনকালে লুসাহি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য যুদ্ধ হয় নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইনি পোর্ট ব্লেয়ারে সের আলি নামক একজন দ্বীপান্তরিত কর্ত্তৃক হত হন। ইহাঁরই শাসনকালে ব্রিটিস রাজ্ঞীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবর্গ ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ নব সাজে সজ্জিত হইয়া, মহা সমাদরে ডিউককে গ্রহণ করেন। রাজকুমার ভারতবাসিদিগের সম্বর্দ্ধনা এবং রাজভক্তিতে বিশেষ তুষ্ট হইয়া যান। পরে

১৮৭২ সালে লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল হন। ইহাঁর শাসনকালে বরদার গুইকুমার মলহর রাও বন্দী এবং সয়াজি রাও তৎপদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর শাসনকালের শেষ সময়ে ভারতের ভাবি সম্রাট—ব্রিটিস রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাদুর ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। ইহাঁর আগমন সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে। ইহাঁর অভ্যর্থনার জন্য ভারতে ব্রিটিসাধীন প্রদেশের সর্ব্বত্র এবং দেশীয় রাজগণের রাজ্যে মহাড়ম্বর হয়। প্রিন্স ভারতের সর্ব্বত্র যে ভাবে পরিগৃহিত, আদৃত এবং সন্মানিত হন, ভারতবর্ষে কোনকালে কোন রাজা সে ভাবে গৃহীত এবং সন্মানিত হন নাই। প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাদুর ছয় মাস কাল ভারতে ভ্রমণ করিয়া, ভারতজাত নানাবিধ প্রীতি-উপহার দ্রব্য লইয়া, আনন্দহৃদয়ে স্বদেশে গমন করেন। প্রিন্সের স্বদেশ গমনের পরেই লর্ড নর্থব্রুক অকালে পদ পরিহার করিলে, বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

শাসন পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

শাসন বিভাগ।

গবর্ণমেণ্ট।

মন্ত্রীসভাধিষ্ঠীত ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য-মন্ত্রী (ষ্টেট সেক্রেটরি)।

চার্লেস ষ্ট্রীট, ওয়েষ্টমিনিষ্টার।

ভারত সাম্রাজ্য-মন্ত্রী মান্যবর মার্কুইস সেলিসবরি; গোপনীয় মন্ত্রী ডবলিউ, এচ, ওয়ালপোল; সহকারী গোপনীয় মন্ত্রী ডবলিউ, জি, বাটলার; রাজনৈতিক অনুচর (এডিকং) জিরালড এস, ভি, ফিটজারলড; ভারতের স্থায়ী কনিষ্ঠ সাম্রাজ্য মন্ত্রী স্যার লুইস ম্যালেট; গোপনীয় মন্ত্রী ক্লেমেণ্ট, এস, কলভিন; মহাসভা পার্লিমেণ্টে ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় কনিষ্ঠ মন্ত্রী লর্ড জর্জ হামিলটন, এম, পি; গোপনীয় মন্ত্রী ডবলিউ, নেভিল ষ্টুয়ার্ট; সহকারী কনিষ্ঠ সাম্রাজ্য মন্ত্রী টমাস, এল, সিকোম্ব, সি, বি।

সভা।

স্যার এচ, সি, মণ্টগুমারি, বার্ট (সহকারি সভাপতি); স্যার আরস্কিন পেরি; স্যার জি, আর ক্লার্ক, জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি; স্যার আর মণ্টগুমারি, জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি; মান্যবর স্যার হেনরি এডওয়ার্ড বার্টেল ফ্রিয়ার, জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি; মেজার জেনেরল স্যার এচ, সি, রলিন্সন কে, সি, বি, এল, এল, ডি; স্যার এফ, জে, হ্যালিডে কে, সি, বি (সহকারী সভাপতি); স্যার হেনরি, জে, এস, মেইন কে, সি, এস, আই, ডি, সি, এল; মেং আণ্ড্রু ক্যাসেল; মেজার জেনেরল স্যার ই, বি, জনসন কে, সি, বি; লেফ্‌টেনাণ্ট জেনেরল আর ষ্ট্রেচি সি,

এস, আই ; মান্যবর এডমণ্ড ড্রুমণ্ড ; স্যার বি, এচ, ইলিশ কে, সি, এস, আই ; এবং কর্ণেল হেনরি ইউল সি, বি। সভার ক্লার্ক মেং জন ডেবিসন।

সেক্রেটরিগণ—সামরিক মন্ত্রী মেজার জেনেরল স্যার টি, টি, পিয়ার্স কে, সি বি ; রাজস্ব মন্ত্রী স্যার টমাস এল, সিকোম্ব সি, বি, কে, সি, এস, আই ; কর, শাসন এবং সাধারণ বিভাগীয় মন্ত্রী স্যার এচ, এল, এণ্ডার্সন কে, সি, এস, আই ; রাজনৈতিক এবং গুপ্ত বিভাগীয় মন্ত্রী লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ও টি, বারণ, সি, এস, আই ; পূর্ত্তকার্য্য, রেলওয়ে এবং বৈদ্যুতিক বিভাগীয় মন্ত্রী ডবলিউ, টি, থরণটন সি, বি ; এবং বাণিজ্য বিভাগীয় মন্ত্রী হেনরি ওয়াটারফিল্ড।

ষ্টেট সেক্রেটরি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত। উপরোক্ত সভার সভ্যগণের সহিত ইনি ভারত শাসন কার্য্যে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা।

রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল মহামান্যবর এডওয়ার্ড রবর্ট লিটন বালওয়ার লিটন, বারণ লিটন অব নেবোর্থ, গ্রাণ্ড মাষ্টার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া।

গোপনীয় মন্ত্রী লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ও, টি, বারণ (প্রতিনিধি) ; সামরিক মন্ত্রী কর্ণেল জি, পোমিরায় কোলি সি বি ; এড্‌িকংগণ—মান্যবর কাপ্তেন ভিলিয়ার্স, কাপ্তেন জি, সি, জ্যাকসন ; কাপ্তেন লর্ড উইলিয়ম ব্রেসফোর্ড ; কাপ্তেন ডবলিউ, লক ; লেপ্‌টেনেণ্ট এচ, আর লিডেল ; এবং রেসালদার মেজার খানান খাঁ বাহাদুর। চিকিৎসক সার্জ্জন মেজার ও বারনেট।

গবর্ণর জেনেরলের সভা।

সভ্যগণ—মান্যবর মেজার জেনেরল স্যার এচ, ডবলিউ, নর্ম্মাণ, কে, সি, বি ; আর্থার এচ, হবহাউস, কিউ, সি ; ই, সি, বেলি সি, এস, আই ; কর্ণেল স্যার আণ্ড্রু ক্লার্ক আর, ই, কে, সি, এম, জি, সি, বি ; স্যার আলেকজাণ্ডার জন

আবুর্থনট, কে, সি, এস, আই ; এক্সট্রা অর্ডিনারি সভ্যগণ—মান্যবর স্যার ফ্রেড-রিক পাল হেইন্‌স কে, সি, বি, ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ; বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর (কলিকাতায় কাউন্সেলের অধিষ্ঠান কালে) ; পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর (সিমলায় কাউন্সেলের অধিষ্ঠানকালে); অতিরিক্ত সভ্যগণ—বাঙ্গালার পক্ষে মান্যবর জে, ইংলিশ সি, এস, আই, সি, এস ; মান্দ্রাজের পক্ষে মান্যবর আর, এ, ডেলিয়েল সি, এস ; বোম্বাইয়ের পক্ষে টি, সি, হোপ সি, এস ; বারাণসীর মান্যবর মহারাজ ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর (অবৈতনিক); বলরামপুরের মান্যবর মহারাজ স্যার দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস, আই (অবৈতনিক); মান্যবর ডি কাউই ; মান্যবর রাজা নরেন্দ্র-কৃষ্ণ বাহাদুর (অবৈতনিক) ; মান্যবর জে, আর, বুলেনস্মিথ, সি, এস, আই (অবৈতনিক) এবং মান্যবর এফ আর ককরেল সি, এস। সভার সেক্রেটরি হুইটলি ষ্টোক।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণ।

হোম বিভাগ—এ, পি, হাউয়েল ; আণ্ডার সেক্রেটরি এল, নীল ; রাজস্ব বিভাগ—আর, বি, চ্যাপমান ; আণ্ডার সেক্রেটরি ডি, এম, বারবার ; বৈদেশিক বিভাগ—টি, এচ, থরণটন ; আণ্ডার সেক্রেটরি এফ, হেনবি ; সামরিক বিভাগ—কর্ণেল এচ, কে বারণ সি, বি ; ডিপুটী সেক্রেটরি কর্ণেল এ, বি, জনসন ; পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ—কর্ণেল সি, এচ, ডিকেন্স ; কৃষি এবং বাণিজ্যাদি বিভাগ—এ, ও, হিউম ; ব্যবস্থাপন বিভাগ—হুইটলি ষ্টোক।

এডজুটাণ্ট জেনেরল মেজার জেনেরল পি, এস, লমস্‌ডেন ; কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল মেজার জেনেরল এফ, এফ, রবার্টস ; জজ এডভোকেট জেনেরল কর্ণেল জি, সি, হাচ।

গবর্ণর জেনেরল এবং রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর উপরোক্ত ছয়টি বিভাগের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা নাই, তত্তদ্দেশের কারণ এবং সাধারণ্যে প্রয়োজনীয় বিধি সমস্ত উক্ত সভায় প্রস্তুত হয়। ১৮৭৩ সালের ৩১এ মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মোট ৪৯৫৯৮২৫০০ টাকা আয় এবং ৫৪৯৫৯২২৮০ টাকা ব্যয় হয়।

বঙ্গদেশ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিস আধিপত্য সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গবর্ণর জেনেরলের অধীন ছিল, পরে ইহা লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন হয়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বাঙ্গালার প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিশনর আছেন। বাঙ্গালার অধিবাসিদিগের মধ্যে তিন অংশের দুই অংশ কৃষক, এবং তিন অংশের এক অংশ মুসলমান। বাঙ্গালার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য অহিফেণ, নীল, পাট এবং শস্য। ইহার পরিমাণ ১৯৮০৯০ বর্গ মাইল। ১০টি বিভাগ, এবং ৪৭টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৭২ সাল) ৬৩৭২৪৮৪০ জন। রাজস্ব (৭২।৭৩ সাল) ১৫৯৪৩৪৫৬০ টাকা। ব্যয় ৫৪২২১৯৩০ টাকা। বাণিজ্য—১৫৩৯৬১৮৯০ টাকার দ্রব্য আমদানী এবং ২৪৬১৮৫৩৮০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। গবর্ণমেণ্টের রাজধানী কলিকাতা। অধিবাসী সংখ্যা ৪৪৭৬০০ জন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর

মান্যবর স্যার রিচার্ড টেম্পল কে, সি, এস আই।

সভার সভ্যগণ—মান্যবর জি, সি, পাল, বি, এ; মান্যবর ভি, এচ, সক কে, সি, এস, আই; মান্যবর নবাব আসগর আলি খাঁ বাহাদুর দিলার জঙ্গ সি, এস, আই (অবৈতনিক); মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল রায় বাহাদুর (অবৈতনিক); মান্যবর এচ, জে, রেনল্ড বি, এ; মান্যবর এচ, বেল এম, এ; মান্যবর রাম শঙ্কর সেন রায়বাহাদুর (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট); মান্যবর নবাব স্যার মহম্মদ আলি (অবৈতনিক); মান্যবর বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র (ডেঃ মেঃ); মান্যবর এচ, এফ, ব্রাউন (অবৈতনিক); মান্যবর জি, পারবরি।

সেক্রেটরিগণ;—সাধারণ এবং রাজস্ব বিভাগ—এচ, জে, রেনল্ড বি, এ; শাসন এবং রাজনৈতিক বিভাগ আর, এল, ম্যাঙ্গলেস, ভি, এল; জুনিয়ার সেক্রেটরি এচ, জে, এস, কটন; আণ্ডার সেক্রেটরি জে, ক্রাফোর্ড বি, এ; পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটরি কর্ণেল নিকল্‌স, এবং খাল খনন বিভাগের সেক্রেটরি লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল হেগ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

বিগত ১৮৩৩ সালে এই প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন হয়। ইহার পরিমাণ ৮১৪৬৩ বর্গ মাইল। ৮টি শাসন বিভাগ এবং ৩৬টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা(৭২ সাল)৩০৭৬৯০৫৬ জন। ৭২।৭৩ খৃষ্টাব্দে ৫৮৪৯৭১৪০ টাকা আয় এবং ২০৮৩৫৬২০ টাকা ব্যয় হয়। রাজধানী আলাহাবাদ।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর
মান্যবর স্যার জি, ই, ডবলিউ, কুপার সি, বি।

গোপনীয় মন্ত্রী কাপ্তেন এন্‌সন ; এডিকং লেফ্‌টেনাণ্ট ওকডেন ; সেক্রেটরি বি, ডবলিউ, কলবিন ; জুনিয়ার সেক্রেটরি জে, এস, ম্যাকিণ্টস ; আণ্ডার সেক্রেটরি পি, হোয়ালি।

পঞ্জাব।

দ্বিতীয় শিখ সমরের পরে এই প্রদেশ ১৮৪৮ সালে ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বোর্ডের অধীনে শাসিত হয়। ১৮৫৯ সালে ইহা স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন হইলে, দিল্লী প্রদেশ উঃ পঃ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার সীমান্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশগুলি ব্যতীত ইহার মধ্যে ৩৪টি দেশীয় রাজার রাজ্য আছে, তৎসমস্তের অধিবাসী সংখ্যা ৫০ লক্ষ, মোট আয় ১৬০০০০০০ টাকা, এবং মোট সৈন্য ৫০০০০ সহস্র। এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীর সর্ব্বপ্রধান। ইহার সীমান্তে নানাবর্ণের জাতির বাস ; তাহাদিগের সৈন্য সংখ্যা মোট ১৩০০০০ জন হইবে। ব্রিটিসাধিকৃত পঞ্জাবের পরিমাণ ১০৩৭৪৮ বর্গ মাইল। ১০টি শাসন বিভাগ এবং ৩২টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৬৮ সাল) ২৭৫৯৬৭৫২ জন। ৭২।৭৩ খৃঃ অব্দে ৩৬০৪৯২৩০ টাকা আয় এবং ১৫৮৬৯২৬০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাজধানী লাহোর।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর

মান্যবর স্যার রবার্ট, এচ, ডেবিস, কে, সি, এস, আই।

গোপনীয় মন্ত্রী কাপ্তেন মর্টন; এডিকং লেফ্‌টেনেণ্ট কাটলি; সেক্রেটারিগণ—লিপেল এচ, গ্রিফিন; সি, এল টুপার; সামরিক সেক্রেটরি লেফ্‌টনেণ্ট কর্নেল ব্ল্যাক; পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটরি মেজার জেনেরল টেলার; খাল-খনন বিভাগের সেক্রেটরি লেফ্‌টেনেণ্ট কর্নেল গলিভার; রাজস্ব কমিশনর আর, ই, ইগার্টন, সি, এস, আই।

আউদ (অযোধ্যা)।

লর্ড ডেলহাউসি ১৮৫৬ সালে এই প্রদেশ নবাবের নিকট হইতে লইয়া ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পরিমাণ ২৩৯৩০ বর্গ মাইল। ৪টি শাসন বিভাগ এবং ১২টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৬৯ সাল) ১১২২০০৩২ জন। ৭২।৭৩ সালে ১৬৫৬৬০২০ টাকা আয় এবং ৬২৬৫১৯০ টাকা ব্যয় হয়। রাজধানী লক্ষ্ণৌ।

প্রধান কমিশনর, মান্যবর জে, এফ, ডি, ইংলিশ সি, এস, আই।

সেক্রেটরি এচ, জে, স্পার্কস; জুডিসিয়াল কমিশনর সি, কুরি।

মধ্যপ্রদেশ।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং মান্দ্রাজ হইতে কতক প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া এই প্রদেশ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে ১৫টি দেশীয় রাজার রাজ্য আছে; তৎসমস্তের পরিমাণ সংখ্যা মোট ২৮৮৩৪ বর্গ মাইল। ব্রিটি-সাধিকৃত প্রদেশের পরিমাণ ৮৪৯৬৩ বর্গ মাইল। ৪টি শাসন বিভাগ এবং ৯টি জেলা আছে। অধীবাসী সংখ্যা (৭২ সাল) ৮২০১৫১৯ জন। ৭২।৭৩ সালে ১৬৫৬৬০২০ টাকা আয় এবং ৫৯২৮৫৩০ টাকা ব্যয় হয়। রাজধানী নাগপুর।

প্রধান কমিশনর, মেং জে, এচ, মরিস।

সেক্রেটরি জে, ডবলিউ, নীল; জুডিসিয়াল কমিশনর লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল মেকঞ্জি।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশ।

এই প্রদেশ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বোপকূলে স্থাপিত। ১৮২৫ সালে প্রথম সমরের পর আরাকান এবং টেনাসরিম এবং ১৮৫২ সালের সমরের পর পেগু প্রদেশ ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পরিমাণ ৮৮৩৬৪ বর্গ মাইল। অধিবাসী সংখ্যা (৭২সাল) ২৭৪৭১৪৮ জন। ৭২।৭৩ খৃঃ অব্দে ১৩৯২৮৩৪০ টাকা আয় এবং ৬৯৬৬২৬০ টাকা ব্যয় হয়। ঐ সালে ৩৭৭৬৯৮০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ১৬৮০২০২০ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়। রাজধানী রেঙ্গুন।

প্রধান কমিশনর, মেং এ, রিভার্স টমসন।

সেক্রেটরি মেজার সি, ডবলিউ, ষ্ট্রীট; জুডিসিয়াল কমিশনর জে, ডবলিউ, কুইণ্টন।

আসাম।

১৮৫২ সালে ব্রহ্ম সমরের পর আসাম প্রদেশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ইহা বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল, পরে ইহা স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। ইহাতে অতি অল্প আয় হয়। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় প্রদেশে অত্যুৎকৃষ্ট এবং সমধিক চা উৎপন্ন হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ১১৫০০০০০ পাউণ্ড চা জন্মিয়াছিল। ইহার পরিমাণ ৫২০০০ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ১১টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা ২৯২৬৯৯২ জন। রাজধানী গোয়ালপাড়া।

প্রধান কমিশনর কর্ণেল কিটীঞ্জ ভি, সি, সি, এস, আই।

সেক্রেটরি এচ, লটমন জনসন; জুডিসিয়াল কমিশনর কর্ণেল ডবলিউ, এগনিউ।

মান্দ্রাজ।

এই প্রদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম স্থায়ী কুঠি স্থাপন করেন। এবং এই স্থানেই ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের কয়েকবার সমর হয়। মান্দ্রাজের ৯০ মাইল দক্ষিণে ফরাসীদিগের পণ্ডিচারী নামক নগর স্থাপিত। ১৮০১ সালের পর কর্ণাট প্রদেশ ইহার সীমান্তভুক্ত করায় ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইহার ভূপরিমাণ ১৩৯৬৯৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে তিনটি শাসন বিভাগ এবং ২১টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৭১) ৩১৫৯৭৮৭২ জন। ৭২।৭৩ সালে ৮১৯৯১১০০ টাকা আয় এবং ৬০৪৫৩৭৮০ টাকা ব্যয় হয়। ঐ সালে ৬২৪৪৬৬৮০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ২৯৩২১৯৬০ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়। রাজধানী মান্দ্রাজ নগর, অধিবাসী সংখ্যা ৩৯৭৫২২ জন।

গবর্ণর

মহামহিমবর ডিউক অব বকিংহাম এবং চাণ্ডস।

গোপনীয় মন্ত্রী কাপ্তেন হানকিন; সামরিক মন্ত্রী মেজার জেনেরল হোবার্ট; এডিকং লেফ্‌টেনেণ্ট জি, আর হাডওয়ে।

সভা।

লেফ্‌টেনেণ্ট জেনেরল স্যার নেবিল চেম্বালের্ন জি, সি, বি, জি, সি, এস, আই, প্রধান সেনাপতি; মান্যবর ডবলিউ রবিন্সন, সি, এস, আই; মান্যবর রবার্ট এস, ইলিশ; এডিসনাল সভ্যগণ—মান্যবর ডি, এফ কারমাইকেল; মান্যবর ডবলিউ হডেলষ্টন; মান্যবর বেঙ্কটরাম রামাইয়াঙ্গার সি, এস, আই; মান্যবর গোদিনারায়ণ গজপতি রাও; মান্যবর মীর হুমায়ুন জা বাহাদুর; মান্যবর জে, জি কোলম্যান এবং মান্যবর পি, ম্যাকফাডেন।

প্রধান সেক্রেটরি মান্যবর ডবলিউ হডেলষ্টন; আণ্ডার সেক্রেটরি জন ষ্টুরক; রাজস্ব বিভাগ—মান্যবর ডি, এফ, কারমাইকেল; আণ্ডার সেক্রেটরি এল, এ, ক্যাম্বেল; সামরিক বিভাগ—কর্ণেল মাইকেল সি, এস, আই; পূর্ত্ত-কার্য্য বিভাগ লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল মুলিন্স আর, ই।

বোম্বাই।

পোর্ত্তুগালের রাজকন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই প্রাপ্ত হন। তদীয় স্বামী ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লেশ ১৬৬৮ সালে ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন। উহা একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান। ইহার তিন অংশের এক অংশে দেশীয় রাজগণের রাজ্য। ব্রিটিসাধিকৃত বোম্বাই প্রদেশের ভূপরিমাণ ১২৪৪৫৮ বর্গ মাইল। ইহাতে তিনটি শাসন বিভাগ এবং ২৩টি জেলা আছে। অধিবাসী সংখ্যা ১৬২২৮৭৭৪ জন। দেশীয় ভূপালবৃন্দের রাজ্যের মোট ভূপরিমাণ ৬৮০০০ বর্গ মাইল। আয় ৯৫৮৯৫২৯ টাকা এবং ব্যয় ৭৩৯০৫৩৭০ টাকা। বোম্বাইয়ে ১৯৯২৯২১৫০ টাকা এবং সিন্ধু প্রদেশে ৬৫৭৯৯৪০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং বোম্বাইয়ে ১০২২৫৬৮৪০ টাকার এবং সিন্ধু প্রদেশে ৩১৬৭৫৫০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। রাজধানী বোম্বাই, অধিবাসী সংখ্যা ৬৪৪৪০৫ জন।

গবর্ণর

মান্যবর, স্যার ফিলিপ উডহাউস কে, সি, বি।

গোপনীয় মন্ত্রী কাপ্তেন সি, উডহাউস; সামরিক সেক্রেটরি কাপ্তেন জারবইস; এডিকংগণ—কাপ্তেন ফকস; লেফ্‌টেনেণ্ট এণ্ডার্সন; জমাদার সেখ কাশিম।

সভা।

লেফ্‌টেনেণ্ট জেনেরল স্যার সি, ডবলিউ, ডি, ষ্টেবেলি কে, সি, বি, প্রধান সেনাপতি; মান্যবর আলেকজাণ্ডার রজার্স গিবস, মান্যবর জেমস গিবস, এডিসনাল সভ্যগণ—মান্যবর এ, আর স্কোবল; মান্যবর মেজার জেনেরল কেনেডি আর, ই; মান্যবর কর্ণেল আণ্ডার্সন; মান্যবর রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলেক; মান্যবর নাখোদা মহম্মদ আলি রোগী; খাঁ বাহাদুর পদমজী পেষ্টনজী; মান্যবর ই, ডবলিউ, রাবেন্সক্রফট, মান্যবর ডোনাল্ড গ্রেহাম; মান্যবর রাও বাহাদুর বিচারদাস অম্বাইদাস; মান্যবর সোরাপজী সাপুরজী বাঙ্গালী।

সেক্রেটরিগণ—কর, রাজস্ব এবং সাধারণ বিভাগ—মান্যবর এফ, এস, চ্যাপমান ; রাজনৈতিক, শাসন এবং শিক্ষাবিভাগ—মেং সি, কোন্ ; সামরিক বিভাগ—কর্ণেল ম্যাকডোনাল্ড ; পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ—মেজার জেনেরল এম, কে, কেনেডি।

ব্রিটিসাধিকৃত ভারতবর্ষের উপরিলিখিত নয়টি প্রদেশের মোট আয় ৫০০০০০০০০ টাকা এবং মোট অধিবাসী সংখ্যা ২৪০০০০০০০ জন। ব্রিটিস সৈন্য সংখ্যা—ইংরাজ ৬০ সহস্র এবং দেশীয় এক লক্ষ ২৫ সহস্র। উপরিলিখিত নয়টি প্রদেশ ভারতে প্রকৃত ব্রিটিসাধিকৃত রাজ্য। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দুইটি প্রদেশ ব্রিটিস প্রণালীতে এবং ব্রিটিসাধীনে শাসিত হইতেছে।

মহীশূর প্রদেশ—ইহার পরিমাণ ২৭০০০ বর্গ মাইল। ১৮৩৪ সালে এই প্রদেশের মহারাজ নিতান্ত অত্যাচার উপস্থিত করায়, এবং রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত হওয়ায়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে ইহার শাসনভার এপর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছেন। প্রধান কমিশনর মেং সি, বি, সণ্ডার্স। বর্ত্তমান মহারাজ এক্ষণে নাবালক। *

বেরার—ইহা হাইদ্রাবাদের নিজামের রাজ্যের উত্তরে স্থাপিত। নিজাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রাপ্য কর দিইতে না পারায়, ১৮৫৩ সালে ইহা ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পরিমাণ ১৮০০০ বর্গ মাইল। সমগ্র ভারতের মধ্যে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে। ইহা হাইদ্রাবাদের ইংরাজ রেসিডেণ্টের অধীনে শাসিত হয়। শাসনকার্য্যের সমস্ত ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত আয় হাইদ্রাবাদের নিজাম প্রাপ্ত হন।

---

*মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, এই রাজ্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবে এরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠান হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীন এবং করদ দেশীয় রাজগণ।

হাইদ্রাবাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত নিজাম উলমুলুক কর্ত্তৃক হাইদ্রাবাদে প্রথম প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটের সুবাদার স্বরূপ দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ শাসন করিতেন। পরে মোগল সম্রাটদিগের পতনের সময় হইতেই পরবর্ত্তী নিজামগণ স্বাধীন হন। কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের সহিত অনেকবার সমর হয়। দেশীয় রাজগণের মধ্যে হাইদ্রাবাদের নিজাম সর্ব্বপ্রথমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, ইংরাজ গবর্ণর জেনেরল লর্ড ওয়েলেসলির সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং তিনিই দেশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ইংরাজদিগের প্রতি প্রাদেশিক সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার ভার দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বর্ত্তমান নিজাম দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক নাবালক। ইহাঁর নাম মান্যবর সিপা সালার মজঃফর উলমুলুক রস্তমি দউরাণ, আরিস্তুই জমান, মীর মহাবুচ আলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ, নিজাম উদ্দৌলা, নিজাম উলমুলুক আসফজা। সম্মানার্থ ২১ তোপ প্রাপ্ত হন। ১৭৩৯ সালে নাদির সা যৎকালে দিল্লী আক্রমণ করেন, তাহার পর হইতে নিজামবংশীয় কেহই আর দিল্লীতে আইসেন নাই। প্রথম স্বাধীন নিজাম উলমুলুক তৎকালে নাদির সার হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ বিফল হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। তৎপরে বর্ত্তমান নিজাম দিল্লীর মহাদরবারে এই প্রথম আগমন করেন। ইহাঁর রাজ্যের পরিমাণ ৯৮০০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ, বার্ষিক রাজস্ব ৩০৩১০০০০ টাকা। দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রীসমাজ এক্ষণে রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী নবাব স্যার সালার জঙ্গ বাহাদুর জি, সি, এস, আই। ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্যার, আর, জে, মিড, কে, সি, এস, আই।

বরদা।

দামাজি গুইকুমার গুজরাটের মধ্যে এই রাজ্য প্রথম সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান গুইকুমারের নাম মান্যবর মহারাজ স্নিয়াজি রাও সেনা খাসখেল সমসের বাহাদুর। ইনি জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়; বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ। সম্মানার্থ ২১ এক বিংশতি তোপ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর রাজ্য পরিমাণ ৪৩৯৯ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা বিংশতি লক্ষ। বার্ষিক রাজস্ব ১১৫০০০০০ টাকা। মন্ত্রী স্যার টি, মাধব রাও কে, সি, এস, আই। ইংরাজ রেসিডেণ্ট পি, এস, মেলভিল সি, এস, আই।

মহীশূর।

মহীশূরের বর্ত্তমান নাবালক মহারাজের নাম—মান্যবর মহারাজ রাম রাজেন্দ্র ওয়াদির বাহাদুর। ইনি যদুবংশীয়। বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ। সম্মানার্থ ২১ তোপ প্রাপ্ত হন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইহাঁর রাজ্য একজন প্রধান কমিশনরের দ্বারা শাসন করিতেছেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ২৯৩২৫ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৫০৫৫৪১২ জন। বার্ষিক রাজস্ব ১০৯৪৯৬৮০ টাকা। এই রাজ্যের চতুঃসীমাতেই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, কেবল উত্তর পশ্চিমে বোম্বাই প্রদেশ। মহীশূর এবং কুর্গের প্রধান কমিশনর মেং সি, বি, সণ্ডার্স।

মধ্য ভারতবর্ষ।

গোয়ালিয়র।

মালোয়া প্রদেশে এই রাজ্য প্রথম মহারাষ্ট্রীয় সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তৎপর হইতে ইহার অধিপতিগণ সিন্ধিয়া উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বিগত ১৮১৭ এবং ১৮১৮ সালে ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মহা বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সমর করেন। তৎপর হইতে উভয় রাজ্য মধ্যে বিশেষ প্রীতি স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান অধিপতির নাম—মান্যবর মহারাজ জিয়াজি রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর জি, সি, এস, আই। ১৮৪৩ সালে

ইনি পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৪৩ বৎসর। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করেন। গোয়ালিয়র রাজ্যের ভুপরিমাণ ৩৩১১৯ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ২৫০০০০০ জন এবং বার্ষিক রাজস্ব ১২০০০০০০ টাকা। প্রধান মন্ত্রী স্যার গণপৎ রাও কে, সি, এস, আই।

ইন্দোর।

বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বীর মলহর রাও হোলকার এই রাজ্য সংস্থাপনকর্ত্তা। বর্ত্তমান নৃপতির নাম মান্যবর মহারাজ তুকাজি রাও হোলকার জি, সি, এস, আই। ইনি বিখ্যাত ভাক হোলকারের দ্বিতীয় পুত্র। খন্দরাও হোলকার অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৪ সালে ইহাঁকেই সিংহাসন প্রদান করেন। ইহাঁর বয়স এক্ষণে ৪৩ বর্ষ। ইনি সম্মানার্থ ২১ তোপ প্রাপ্ত হন। ইন্দোরের ভুপরিমাণ ৮০৭৪ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৬৩৫৪৫০ জন। বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০০০ টাকা। মন্ত্রী রঘুনাথ রাও; দেওয়ান রামরাও নারায়ণ।

ভুপাল।

ভুপালের নবাব জাহাঙ্গীর মহম্মদ খাঁ অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় কন্যা বর্ত্তমান মান্যবতী নবাব সাজিহান বেগম ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ভুপালের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইনি নিজ বিখ্যাতা মাতা সেকেন্দর বেগমকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সিংহাসন দান করেন। সেকেন্দর বেগম ১৮৬৮ সালে প্রাণত্যাগ করিলে ইনি পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেকেন্দার বেগম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরম মিত্র ছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকালে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করেন। বর্ত্তমান বেগম জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৭ বর্ষ। ইনি আফগান জাতীয় মীয়াজি বংশোদ্ভবা। ইহাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর

দ্বিতীয় স্বামী মহম্মদ সুদিয়া হোসেনকে নবাব উপাধি দান করেন। ভূপালের ভূপরিমাণ ৮২০০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৭৬৯২০০ এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৬৮৩৪০০ টাকা। ইনি সম্মানার্থ ১৯ তোপ প্রাপ্ত হন।

রেওয়া।

রেওয়ার বর্ত্তমান ভূপতির নাম—মান্যবর মহারাজ রঘুরাজ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই। ইনি ছত্রী, বাঘেল রাজপুত। জয়সিংহ দেবের পুত্র বিশ্বনাথ সিংহ ১৮৩৪ সালে পরলোক গমন করিলে, ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি রেওয়ার আদি রাজা হইতে ৩৪ সংখ্যক নরপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫২ বর্ষ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সাহায্য করায়, গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে সোহাগপুর এবং অমরকণ্টক প্রদেশ প্রদান করেন। ইনি সম্মানার্থ ১৯ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৩০০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ২০৩৫০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০০০ টাকা। দেওয়ান রণদিমন সিংহ।

ধার।

ভারত-বিদিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রাজ্য সংস্থাপনকর্ত্তা। বর্ত্তমান অধিপতির নাম—রাজা আনন্দ রাও পূয়ার। ইনি ক্ষত্রীয়, ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৩ বর্ষ; সম্মানার্থ ১৫ তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ সালে এই রাজ্যের সৈন্যদল বিদ্রোহী হওয়ায়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ইহা অধিকার করিয়া, পরে বর্ত্তমান রাজার তৎকালীন নাবালকাবস্থায় পুনরায় প্রত্যার্পণ করেন। ভূপরিমাণ ২৫০০ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ১৫০০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮০০০০০ টাকা। কারবারি গোপাল বিশ্বাস রাও।

দেওয়াস (কনিষ্ঠশাখা)।

অধিপতির নাম রাজা নারায়ণ রাও পূয়ার। ইনি জাতিতে ক্ষত্রীয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায়, জাতিতে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে।

রতলাম।

বর্ত্তমান অধিপতির নাম —রাজা যশোমন্ত সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রীয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৬ বর্ষ। সম্মানার্থ ১৩ তোপ প্রাপ্ত হন। ভূপরিমাণ ১২০০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ১০০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৩০০০০ টাকা। পলিটিকেল এজেণ্ট এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—মীর সাহামত আলি খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই।

সম্পথার।

এই রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি রাজা হিন্দুপতি বাহাদুর; ইনি উন্মাদ। ইহাঁর বয়ক্রম ৫৩ বর্ষ। ১৮৫৫ সাল হইতে ইনি রাজ্য শাসনের কোন বিষয়েই দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। ইহাঁর সম্মানার্থ ১১ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। এক্ষণে ইহাঁর ৩২ বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বাহাদুর তিন অংশ এবং মহিষী অপরাংশ শাসন করেন। অমরা নামক স্থানে মহিষী উন্মাদ মহারাজকে লইয়া অবস্থান করিতেছেন। ভূপরিমাণ ১৭৫ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১০৮০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৪০০০০০ টাকা।

চরখারি।

মহারাজ জয়সিংহ দেও বাহাদুর বর্ত্তমান অধিপতি। ইনি রাজপুত, বুন্দেলা। বুন্দেলজাতীয় রাজগণের মধ্যে বিজয় বাহাদুর নামে যে প্রধান রাজা সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, ইনি সেই বিজয় সিংহের পৌত্র ও রতন সিংহের তনয়। ১৮৬০ সালে রতন সিংহ পরলোক গমন করিলে, ইনি সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তৎকালে নাবালক থাকায়, ১৮৭৪ সালে পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি সম্মানার্থ ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। ভূপরিমাণ ৮৬১ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ১২১০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০০ টাকা। মন্ত্রী সেখ মহম্মদ ওসমান।

পান্না।

পান্নার বর্ত্তমান নৃপতি মহারাজ স্যার রুদ্র প্রতাপ সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস, আই, রাজপুত, বুন্দেলা জাতীয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৮ বর্ষ এবং সম্মানার্থ ১৩ তোপ প্রাপ্ত হন। ভূপরিমাণ ২৫৫৫ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ১৮৩০০০ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০০ টাকা।

ছত্রপুর।

মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুর ছত্রপুরের বর্ত্তমান অধিপতি। ইনি পূয়ার বংশীয় এবং বয়ঃক্রম ১০ বর্ষ। রাজা প্রতাপ সিংহ ইহাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনি প্রতাপ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র জগৎ রাজের তনয়। ভূপরিমাণ ১২৪০ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ১৭০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০০ টাকা।

অজয়গড়।

বর্ত্তমান নৃপতির নাম—মহারাজ রণজ্বর সিংহ বাহাদুর। ইনি রাজপুত বুন্দেলা জাতীয় এবং বয়ঃক্রম ২৭ বর্ষ। ইনি ১৮৫৩ সালে মৃত মহারাজ মহীপতি সিংহের অবিবাহিতা স্ত্রীর তনয়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ সালে ইহাঁকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, এবং ১৮৬৮ সালে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার সম্মানার্থ ১১ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৮০২ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ৫৩০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২২৫০০০ টাকা।

বিজোয়ার।

রাজপুত, বুন্দেলা জাতীয় মহারাজ ভানুপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৩ বর্ষ, এবং সম্মানার্থ ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। প্রতিবাসী রাজগণের সহিত কোনপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মীমাংসা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে যে মহারাজ রতন সিংহ

সম্মত হন, ইতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৯২০ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ১০২০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২২৫০০০ টাকা।

বীরোন্দা।

রাজার নাম রাগীবর দয়াল সিংহ, ইনি রাজপুত, রাজবংশী। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৫ বর্ষ ; সম্মানার্থ ৯ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। ১৮০৭ সালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে মোহন সিংহকে সনন্দ দান করেন, ইনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তারুবজীতের তনয়। রাজ্যের ভূপরিমাণ ২৩৮ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ১৪০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৮০০০ টাকা।

পালদেও।

পালদেওয়ের অধিপতির নাম চৌধুরী অনুরুদ্ধ সিংহ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইনি একজন জাইগীরদার। ১৮৬৫ সালে চৌধুরী শিবপ্রসাদ পরলোক গমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ সিংহ অধিপতি হন, এবং তিনি ১৮৭৫ সালে মানবলীলা সম্বরণ করিলে, ইনি অধিপতি হন। ভূপরিমাণ ২৮ বর্গমাইল ; প্রজা সংখ্যা ৮০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২০০০০ টাকা। ইহাঁর সম্মানার্থ তোপ নির্দ্ধারিত নাই।

আলিপুরা।

আলিপুরার জাইগীরদারের নাম রাও ছত্রপতি। ইনি পুরীপুর রাজপুত জাতীয়। পান্নার মহারাজ হিন্দুপতির নিকট হইতে সরদার অচ্যুতসিংহ এই জাইগীর প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৪ বর্ষ। ভূপরিমাণ ৮৫ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ১৫০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩২০০০ টাকা। সম্মানার্থ তোপ নাই।

রাজগড়।

বর্ত্তমান অধিপতির নাম—নবাব মতিসিংহ, ওরফে মহম্মদ আবদুল ওয়াসা খাঁ। ইনি উমাওরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ১৮৭১ সালে ইনি প্রকাশ্য-রূপে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া, বংশগত পূর্ব্বোপাধি রাওরাজের পরিবর্ত্তে ১৮৭২ সালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬২ বর্ষ, ইনি মহারাজ সিন্ধিয়ার করদ, কিন্তু প্রতিবৎসর উক্ত মহা-রাজের দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ৮৫০০০ টাকা কর দেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৬৪২ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৭৫৭৪২, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩৫০০০০ টাকা।

জিগনি।

জীগনীর জাইগীরদারের নাম—রাও লক্ষ্মীমন সিংহ। ইনি বুন্দেলা জাতীয়। বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষ। ভূপরিমাণ ১৭ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৪০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৪০০০ টাকা। ইনি মহারাজ ছত্রসালের বংশোদ্ভব।

রাজপুতানা।

উদয়পুর।

উদয়পুরের বর্ত্তমান ভূপতির নাম—মহামহিমবর মহারাণা সজ্জন সিংহ বাহাদুর। মহারাণা শম্ভু সিংহ ১৮৭৪ সালে অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় মহিষী ইহাঁকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৮ বর্ষ। ভারতবর্ষে আর্য্যবংশীয় নৃপতিকুলের মধ্যে উদয়পুরের রাণাবংশ জাতিগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা চিরবিদিত সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্রের বংশো-দ্ভব। যবন সম্রাটদিগের শাসনকালে অনেক সূর্য্যবংশীয় মহারাজ নিজ নিজ কন্যা এবং ভগিনীদিগকে যবন সম্রাটদিগের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগের সহিত পরিণয় প্রদান করেন, কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা বংশে সে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। ৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে উদয়পুরের মহারাণা ব্রিটিস গবর্ণ-মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করেন। যবন সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে ক্ষত্রীয় রাজ

শাসন বিদূরিত হইবার পর, বর্ত্তমান মহারাজ এই সর্ব্বপ্রথম দিল্লীতে সমাগত হন। ইহাঁর সম্মানার্থ ২১ বিংশতি তোপ নির্দ্ধারিত আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১১৬১৪ বর্গ মাইল ; প্রজা সংখ্যা ১১৬১৪০০ ; এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০০০ টাকা।

জয়পুর।

মহামান্যবর শ্রীমৎ রাজার্ষি হিন্দুস্থান রাজ রাজেন্দ্র শ্রীমহারাজাধিরাজ শিউয়াই রাম সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই ; জয়পুরের বর্ত্তমান ভূপতি। ইনিও বিখ্যাত সূর্য্যবংশীয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৩ বর্ষ। ইহাঁর পিতা মহারাজ জয়সিংহ (তৃতীয়) ১৮৩৫ সালে স্বর্গারোহণ করিলে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ দিল্লীর সম্রাটদিগের অধীনে অনেক সময়ে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। শেষ সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সময় হইতে জয়পুর রাজবংশ দিল্লীর সম্রাটের অসন্তোষভাজন হয়। বর্ত্তমান মহারাজ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিপ্রিয়। ইংরাজি প্রণালীতে ইনি রাজ্য-শাসন করেন এবং রাজধানী জয়পুর যদিও প্রাকৃতিক নানা ভূষায় ভূষিত, তথাপি ইনি গ্যাসমালা, বিশুদ্ধ কলের জল, নানা শ্রেণীর বিদ্যালয়, শিল্পশিক্ষালয়, এবং ব্যায়ামবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশীয় রাজাগণের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ইহাঁর আন্তরিক ভক্তির বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৫২৫০ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ১৯৯৫০০০ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৪৭৫০০০ টাকা সম্মানার্থ ২১ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। মন্ত্রী ঠাকুর ফতেসিংহ।

যোধপুর বা মাড়োয়ার।

যোধপুরের বর্ত্তমান নৃপতি—মান্যবর মহারাজ যশোমন্ত সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই। ইনি রাজপুত, রাঠোর জাতীয়। ইহাঁর পিতা মহারাজ তক্তসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, ইনি ১৮৭৩ সালে সিংহাসনারোহণ করেন।

ইনি একজন বিশেষ উপযুক্ত নরপতি। সিপাহি বিদ্রোহের সময় যোধপুর-রাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহাঁর সম্মানার্থ ১৯ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ সংখ্যা ৩৫৬৭০ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ২০০০০০০ ; এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০০০ টাকা।

বুন্দী।

যোহান রাজপুত বংশীয় মান্যবর মহারাও রাজা রামসিংহ বাহাদুর বুন্দীর অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬৬ বর্ষ। ১৮২১ সালে ইহাঁর পিতা মহারাও রাজা বিষ্ণুসিংহ পরলোক গমন করিলে, ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি সম্মানার্থ ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ সংখ্যা ২৩০০ মাইল, প্রজা সংখ্যা ২২৪০০০ ; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮০০০০০ টাকা। অনেক দেবোত্তর এবং দাতব্য সম্পত্তি আছে।

কিরৌলী।

কিরৌলীর অধিপতি—মহারাজ যদুকুল চন্দ্রভাল জয়সিংহ পাল বাহাদুর। ইনি রাজপুত, ৩৬ বর্ষ বয়স্ক। ইহাঁর ভ্রাতা মহারাজ মদন পাল ১৮৬৯ সালে অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মহারাজ মদন পাল সিপাহী বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করায়, প্রথম শ্রেণীর ভারতনক্ষত্র উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান মহারাজের সম্মানার্থ ১৭ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৮৭০ বর্গ মাইল ; অধিবাসী সংখ্যা ১২৪০৬০ ; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০০ টাকা।

ভরতপুর।

কয়েক শতবর্ষ পূর্ব্বে সিন্ধুনদীকূলে জাঠ নামে এক কৃষক জাতি বাস করিত। শেষ আগ্রা এবং জয়পুরের মধ্যে সেই বংশ বিস্তারিত হয়। তাহা-দিগের নায়ক দস্যুপতি স্বরূপ ছিলেন। এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশে নানা

অত্যাচার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮৪৩ সালে উক্ত রাজ্য ব্রিটিস শাসনাধীন হয়। ভরতপুরের মহারাজ যশোমন্ত সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, সেই জাঠ বংশীয়। ইহাঁর পিতা মহারাজ বলবন্ত সিংহ প্রাণত্যাগ করিলে ইনি ১৮৩৫ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৫ বর্ষ, সাম্মনার্থ ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮২৫ সালে একব্যক্তি উক্ত মহারাজ বলবন্ত সিংহকে বন্দী করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। তজ্জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি কোম্বারমিয়ারকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি ভরতপুর দুর্গাধিকার করিয়া উক্ত মহারাজকে রাজত্ব দান করেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৭৪৩৭১০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩২০০০০০ টাকা। মহারাজ সম্মানার্থ ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন।

টঙ্ক।

আমীর খাঁ নামক একজন আফগান টঙ্করাজ্য-স্থাপনকর্ত্তা। তিনি একজন ঘোর অত্যাচারী ছিলেন, এবং রাজপুতানায় নিতান্ত উপদ্রব আরম্ভ করেন। ১৮১৭ সালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবমত তিনি নিজ অত্যাচারী সৈন্য দল ভঙ্গ করিয়া, টঙ্কের নবাব রূপে অবস্থান করেন। ১৮৫৭ সালে তদীয় পুত্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ সালে তাঁহার পৌত্র নবাব মহম্মদআলি খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি দ্বাদশ জন আত্মীয় এবং সম্ভ্রান্ত লোকের অকারণে নৃশংসরূপে হত্যা সাধন করায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, ১৮৬৮ সালে তদীয় পুত্র বর্ত্তমান নবাব মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ২৫ বর্ষ বয়স্ক। মান্যার্থে ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ২৭৩০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৩২০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ১১০০০০০ টাকা। প্রধান মন্ত্রী খাঁ সাহেব।

কৃষ্ণগড়।

মৃত মহারাজ মাখনসিংহ বর্ত্তমান মহারাজ পৃথ্বিসিংহ বাহাদুরকে পোষ্য

পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪১ বর্ষ। ইনি জাতীতে রাজপুত। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৭২৪ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ১০৫০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩০০০০০ টাকা। মহারাজ মান্য স্বরূপ ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন।

আলোয়ার।

মহারাও রাজা মঙ্গলসিংহ বাহাদুর আলোয়ারের বর্ত্তমান অধিপতি। ইনি থানা বংশীয় রাজপুত। মহারাও রাজা শিউধন সিংহ অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, ১৮৭৪ সালে ইনি উক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৭ বর্ষ। মান্যার্থে ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩০২৪ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৭৭৮৫৯৬, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৩০০০০৫ টাকা। ডেপুটী কালেক্টর মেং টমাস হিদার্লি।

ঢোলপুর।

১১৯৫ খৃঃ অব্দে আগ্রার নিকট বোমরৌলিয়া জাতীয় এক জাঠ এই রাজ্য সংস্থাপনকর্ত্তা। বর্ত্তমান মহারাজার নাম রাণা নেপালসিংহ বাহাদুর। ইহাঁর পূর্ণ উপাধি—রাইস উদ্দৌলা সিপাদার উলমুলুক মহারাজাধিরাজ শ্রী শিউয়াই রাণা লোকেন্দ্র বাহাদুর দিলার জঙ্গ জয়দেব। ইহাঁর পিতামহ মহারাজ ভাস্যবন্ত সিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, ১৮৭৩ সালে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৩ বর্ষ মাত্র। মান্যার্থে ১৫ তোপ প্রাপ্ত হন। মৃত মহারাজ সিপাহী সমরের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করায় কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৬৬০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ১৯৩০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১১০০০০০ টাকা।

ঝালোয়ার।

কাটিবারের বারোয়াণ বংশীয় রাজপুত মহারাজ রাণা জালিম সিংহ বাহাদুর ঝালোয়ারের বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১২ বর্ষ, মান্যার্থে

১৫ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ২৫৬০ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ২২৬০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৬০০০০০ টাকা।

বোম্বাই।

কোলাপুর।

মান্যবর ছত্রপতি মহারাজ শিবজি ভোঁসলে বাহাদুর ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৩ বর্ষ, মান্যার্থে ১৯ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩১৮৪ বর্গ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৮০২৬৯১, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩০৪৭২৪০ টাকা।

কচ্ছ।

মান্যবর মহারাজ মীরজা মহারাও শ্রী স্যার প্রাগমলজি বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ১৮৬০ সালে নিজ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৭ বর্ষ, মান্যার্থে ১৭ তোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ঝারিজা রাজপুত বংশীয়। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৬৫০০ মাইল, অধিবাসী সংখ্যা ৫০০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২১০০০০০ টাকা।

ইদোর।

অধিপতি মহারাজ কিশোরী সিংহজী। ইনি জাতিতে যোধা রাজপুত, বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষ। ইনি ১৮৬৮ সালে নিজ পিতা স্যার জোয়ানসিংহজী কে, সি, এস, আই, প্রাণত্যাগ করিলে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মৃত মহারাজ বোম্বাইয়ের গবর্ণরের সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ কত তাহা নির্দ্ধারিত জানা যায় নাই, কেবল ৬০০০০০ বিঘা মাত্র ভূমি কর্ষণ হয়, ইহা জানা গিয়াছে। প্রজা সংখ্যা ২১৭৩৮২, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৬০০০০০ টাকা। মহারাজ মান্যার্থে ১৫ তোপ প্রাপ্ত হন।

রাজপিপলা।

গোহেল রাজপুত জাতীয় মহারাণা গম্ভীর সিংহজী এই রাজ্যের অধি-পতি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ ই নবেম্বরে ইহাঁর পিতা বরিশালজী ইহাঁকে রাজসিংহাসন দান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩১ বর্ষ। মান্যার্থে ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৫১৪ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১২০০৩৬, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৬০০০০০ টাকা।

দ্রাঙ্গদ্রা।

ঝালাবংশীয় রাজপুত রাজাসাহেব মানসিংহজি বর্ত্তমান অধিপতি। বয়ঃক্রম ৩৯ বর্ষ এবং ইহাঁর মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের মধ্যে ১২৫ খানি গ্রাম আঁছে। প্রজা সংখ্যা ৮৭১৪৯, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৪০০০০০ টাকা।

ভাউনগর।

গোহেল রাজপুতবংশীয় মান্যবর তক্তসিংহজি ঠাকুর সাহেব, উক্ত রাজ্য সংস্থাপক ভাউসিংহের প্রপৌত্র ওয়াজীসিংহের বংশধর। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৮ বর্ষ, মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্য মধ্যে ৫৪২ গ্রাম আছে; প্রজা সংখ্যা ৪০৩৭৫৪; এবং বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ২৫০০০০০ টাকা।

জাঞ্জিরা।

বর্ত্তমান অধিপতি নবাব সিদি ইব্রাহিম খাঁ আফ্রিকার সিদিবংশীয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫৬ বর্ষ। মান্যার্থে ৯ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩২৪; অধিবাসী সংখ্যা ৮২৪৯৬; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩২৭০০০ টাকা।

জুনাগড়।

মান্যবর নবাব স্যার মহাবৎ খাঁনি কে, সি, এস, আই, এক্ষণে ৩৯ বর্ষ

বয়স্ক। মান্যার্থে ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩৮০০ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৩৮০৯২১, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২০০০০০০ টাকা।

সুমন্তওয়ারি।

মহারাষ্ট্রজাতীয় স্যার দেসাই রঘুনাথ সুমন্ত ভোঁসলে ১৮৭০ সালে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষ। মান্যার্থে ৯ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৯০০০ বর্গ মাইল, প্রজা সংখ্যা ২০০০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৯৪০০০ টাকা।

নাউনগর।

মান্যবর জাম শ্রী বিভাজী বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫০ বর্ষ। মান্যার্থে ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর মুসলমান স্ত্রীগর্ভ-সম্ভূত কুমার ভীম সিংহজীকে গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করিয়াছেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩৩৯৩ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ২৯০৮৪৭, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৫০০০০০ টাকা।

পঞ্জাব।

কাশ্মীর এবং জম্মু।

এই রাজ্যের আদি মহারাজ গোলাবসিংহ ১৮৫৭ সালে পরলোক গমন করিলে বর্ত্তমান মহারাজ রণবীরসিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি দোগড়া রাজপুত জাতীয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৫ বর্ষ; মান্যার্থে ১৯ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৭৯৭৮৪; প্রজা সংখ্যা ১৫৩৭০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮২৫২৩৪০ টাকা।

ভাওয়ালপুর।

নবাব সাদিক মহম্মদ খাঁ বাহাদুর বর্ত্তমান অধিপতি। ১৮৬৬ সালের

২৫এ মার্চ্চ ইনি নিজ পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৩ বর্ষ। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৫০০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৫০০০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৯০০০০০ টাকা। পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল মিক্কিন।

ঝিন্দ।

সিধু জাঠবংশীয় শিখ জাতীয় মান্যবর রাজা রঘুবীর সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ৪২ বর্ষ বয়স্ক। ইনি মান্যার্থে ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। গজপতি সিংহ ১৭৬৩ সালে ঝিন্দ রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৯৮৫ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৯০৪৭৫; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৪০৪২৮০ টাকা। পলিটিকেল এজেণ্ট কাপ্তেন এচ, জে, লরেন্স।

নাবা।

রাজা হীরা সিংহ বাহাদুর সিধু জাঠবংশীয় শিখ। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৩ বর্ষ। মান্যার্থে ১৩ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যর ভূপরিমাণ ৮০৪ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ২২৬১৫৫; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৬৫০০০০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী মেং, জি, ডবলিউ, রিভাজ।

মন্দী।

চণ্ডবংশীয় রাজা বিজয়সেন বাহাদুর, রাজা বলবীর সেনের তনয়। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৮ বর্ষ। রাজা বলবীর সেন ১৮৫১ সালে পরলোক গমন করিলে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তৎকালে নাবালক থাকায়, মন্ত্রীসমাজ দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়, পরে ১৮৬৬ সালে ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১০০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৩৫০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩৬৫০০০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী মেং এফ, টি, হিউসন।

মালেরকোতলা।

আফগান জাতীয় নবাব মহম্মদ ইব্রাহিম আলি খাঁ বাহাদুরের বয়ঃক্রম ১৯ বর্ষ। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ কাবুল হইতে আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধীনে সারহিন্দ প্রদেশের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত এবং শেষ যবন সম্রাটের পতন সময় হইতে স্বাধীন হন। মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ. ১৬৪ বর্গ মাইল; প্রজাসংখ্যা ৪৬২০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৫৮৯৩০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী কাপ্তেন আর বার্থেলমাউ।

ফরীদকোট।

বর্ত্তমান অধিপতি বুরার জাতীয় শিখ রাজা বিক্রম সিংহ বাহাদুর, ১৮৭৪ সালে নিজ পিতা রাজা উজীর সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বয়ঃক্রম ৩৪ বর্ষ, মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৬০০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৬৮০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৩০০০০০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী মেং টি, জি ওয়াকার।

চাম্বা।

রাজা শ্যাম সিংহ বাহাদুর রাজপুত। বয়ঃক্রম ১১ বর্ষ। ১৮৭৩ সালে ইহাঁর পিতা গোপাল সিংহ দুর্ব্ব্যবহার করায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ইহাঁকে রাজপদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩২১৬ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৩০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৯৪৩৯০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী কর্ণেল ব্লেয়ার টি, রিড।

কালশিরা।

জাঠবংশীয় শিখ সরদার বিষ্ণু সিংহ কালশিরার অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২২ বর্ষ। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৬৮ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৬২০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৩১৫০০ টাকা।

পাতৌদি।

বর্ত্তমান অধিপতির নাম—নবাব মহম্মদ মুক্তার হোসেন আলি খাঁ, ইনি জাতিতে আফগান। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২০ বর্ষ। ১৮০৬ সালে ফৈজতালাব খাঁ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই পরগণা প্রাপ্ত হন। ইহার ভূপ-রিমাণ ৫০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ২০৯৯০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮১০০০ টাকা।

লোহারু।

আফগান জাতীয় নবাব আলাউদ্দীন আহম্মদ খাঁ বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৩ বর্ষ। ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ২২০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৬৬০০০ টাকা।

দুজনা।

নবাব মহম্মদ সাদত আলি খাঁর বয়ঃক্রম ৩৬ বর্ষ; ইনি জাতিতে আফ-গান। আবদুল সামান্দ খাঁ এক সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করায়, লর্ড লেক তাঁহাকে এই স্থান দান করেন। ভূপরিমাণ ১০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৭০০০; বার্ষিক রাজস্ব ৬০০০০ টাকা।

বিলাশপুর।

রাজপুত জাতীয় রাজা হীরা চাঁদ বর্ত্তমান অধিপতি। ১৮৫০ সালে ইনি এই সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪১ বর্ষ। সিপাহী বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করায় মান্যসূচক পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর মান্যার্থে ১১ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৩০০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৬০০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ১০০০০০ টাকা। ইংরাজ রাজ-নৈতিক কর্ম্মচারী কাপ্তেন এচ, এম, এস, উড।

সুকেত।

রাজা রুদ্রসেন, রাজপুত জাতীয়। গত বর্ষে ইনি এই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর পিতা রাজা উগ্রসেন ১৮৪৬ সালে সম্পূর্ণ রাজ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান রাজার বয়ঃক্রম ৪৮ বর্ষ। ইনি মান্যার্থে ১১ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৪২০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৪৫৩৫৮, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৬৭৭৫০ টাকা।

নাহন (সর্ম্মুর)।

রাজপুত বংশীয় রাজা সমসের প্রকাশ বাহাদুর কে, সি, এস, আই, বর্ত্তমান নৃপতি। ১৮৫৬ সালে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩১ বর্ষ; মান্যার্থে ৭ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১০০৮ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৯০০০০; বার্ষিক রাজস্ব ২১০০০ টাকা। ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ডবলিউ, জে, পার্কার।

বঙ্গদেশ।

কোঁচবিহার।

বর্ত্তমান নৃপতির নাম—রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর। ইহাঁর পিতা মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ ১৮৬৩ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইলে, ইনিই উত্তরাধিকারী হন। ইহাঁর বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ১৪ বর্ষ। ইনি নাবালক থাকায় ব্রিটিসাধীনে রাজ্য শাসিত হইতেছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৩০৭ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৫৩২৫৬৫, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১০৭০০০০ টাকা। মহারাজ মান্যার্থে ১৩ তোপ প্রাপ্ত হন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ।

রামপুর।

মান্যবর নবাব কালাব আলি খাঁ ফারজান্দি দিল পিজার দৌলতি ইংলিশিয়া

জি, এস, আই, বর্ত্তমান নৃপতির নাম। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৪ বর্ষ। ইহাঁর পিতা ইয়সুফ আলি খাঁ পরলোক গমন করিলে, ইনি ১৮৬৪ সালে রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পিতা সিপাহী বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৯৪৫ বর্গ মাইল! প্রজা সংখ্যা ৫৭০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৪৬০০০০ টাকা। ইহাঁর মান্যার্থে ১৩ তোপ ধার্য্য আছে।

তিরি।

সূর্য্যবংশীয় রাজা প্রতাপ সা ১৮৭২ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৬ বর্ষ। ইহাঁর পিতা ৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে ইংরাজ-দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৪১৮০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৫০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮০০০০ টাকা।

দেওয়াস (প্রথম শাখা)।

রাজা কৃষ্ণজী রাও পূয়ার, ২৮ বর্ষ বয়স্ক। ইনি মান্যার্থে ১৫ তোপ প্রাপ্ত হন। রাজ্যের ভূপরিমাণ ১৩৭৮ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৬২৮৮৪; এবং বার্ষিক রাজস্ব ২৭৭৮৩ টাকা।

উর্সা।

মহারাজ প্রতাপ সিংহ মহীন্দ্র বাহাদুর, ২২ বর্ষ বয়স্ক। ইহাঁর মান্যার্থে ১৫ তোপ নির্দ্ধারিত আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ২১৬০ বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ১৯৫০০০; এবং বার্ষিক রাজস্ব ৯০০০০০ টাকা।

দাতিয়া।

দাতিয়ার বর্ত্তমান অধিপতি মহারাজ ভবানী সিংহ বাহাদুর ৩০ বর্ষ বয়স্ক, ১৮৫৭ সালে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর মান্যার্থে ১৫ তোপ নির্দ্ধারিত

আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৮২০ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৮০০০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১০০০০০০ টাকা।

জহুরা।

নবাব মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ বাহাদুর জহুরার বর্ত্তমান অধিপতি। ইনি এক্ষণে ২১ বর্ষ বয়স্ক। ইহাঁর মান্যার্থে ১৩ তোপ ধার্য্য আছে। রাজ্যের ভূপরিমাণ ৮৭২ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ৮৫৫০০, এবং বার্ষিক রাজস্ব ৭৯৯৩০০ টাকা।

রাজপুতানার মধ্যস্থ মোট অষ্টাদশ জন দেশীয় স্বাধীন, করদ এবং মিত্র রাজের রাজ্যসমূহের মোট ভূপরিমাণ উত্তর হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ৪৬০ মাইল এবং প্রস্থ ৫৩০ মাইল। ইহার মোট অধিবাসী সংখ্যা ৮৫০০০৫; বার্ষিক রাজস্ব মোট ৭৯৯৩০০ টাকা।

মধ্য ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণের পরিমাণ ৭১ জন। ভূপরিমাণ ৮০০০০ বর্গ মাইল। হোলকার এবং সিন্ধিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূমণ্ডলে ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশাবলী।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে ধনে, মানে, বলে, নীতিজ্ঞতায়, বিদ্যায়, সভ্যতায় এবং বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসনপ্রাপ্ত ইংরাজ জাতির বাসভূমি ইউরোপ খণ্ডান্তর্গত সৌধকিরিটীনী শ্বেত দ্বীপ ইংলণ্ড। ইংরাজ জাতি বিশ্বজয়ী; জগতের প্রত্যেক মহাখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশেই ব্রিটিস জাতির জয়পতাকা মৃদুল সমীর ভরে উড্ডীয়মান হইতেছে। দিবাকর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রিটিস-শাসিত প্রদেশে কর দান না করিতে সমর্থ হন না। কি স্থল, কি জল, উভয় সমরেই ইংরাজ জাতি অদ্বিতীয়। সেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী বলিয়াই ইংরাজ জাতির বিশ্ববিজয়ী নাম হইয়াছে। জগতের অন্যান্য প্রত্যেক জাতি সেই জন্য ব্রিটিস-ভয়ে কম্পিত। পৃথিবীর সপ্তমাংশ যে জাতির অধিকৃত, সে জাতির মহিমা, গৌরব কিরূপ তাহা সকল সময়ে সকল জাতিরই সহজে বোধগম্য।

মহামান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া, সেই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধিরাজ্ঞী। ইনি ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া জগৎ উজ্জ্বল করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথামত রাজা বা রাজ্ঞী একাকী পূর্ণক্ষমতাসহ রাজ্য শাসন করেন না। হাউস অব লর্ড অর্থাৎ কুলীন-সমাজ এবং হাউস অব কমন্স অর্থাৎ সাধারণ-সমাজ নামে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দুইটি শাখা আছে। সেই সমাজের সদস্যগণই রাজা বা রাজ্ঞীর নামে শাসন করিয়া থাকেন। সেই কুলীন সভায় ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর ৪২০ জন কুলীন, স্কটলণ্ডের ১৬ জন কুলীন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ২৮ জন কুলীন, এবং ইংলণ্ডের ২৪ ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ৪ জন বিসপ নামক পুরোহিত সভ্যরূপে উপবিষ্ট হন। সাধারণ-সমাজে সর্ব্বশুদ্ধ প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক ৬৫৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের সকল প্রদেশের প্রতিনিধি সভ্য সংখ্যা ৪৭১জন, ওয়েলসের ২৯ জন; স্কটল্যাণ্ডের ৫৩ জন; এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ১০৫ জন সভ্য প্রজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

মন্ত্রী পরিবর্ত্তনসহ পার্লিয়ামেণ্টের নবীন সভ্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। দেশীয় রাজস্বের প্রতি সাধারণ-সমাজের পূর্ণক্ষমতা থাকায়, সাধারণ-সমাজের ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকল বিধি, ব্যবস্থা প্রভৃতিতেই কুলীন সভা এবং এবং রাজসম্মতি গ্রহণাবশ্যক। এই শাসনপ্রণালীর নাম প্রজাতন্ত্র-শাসন। রাজা বা রাজ্ঞী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে কোনপ্রকার বিধি, ব্যবস্থা বা আজ্ঞা দান করিতে পারিলেও তাহা করেন না, এবং মহাসভা রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। এই শাসন প্রণালী যে অতীব উৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্।

ইউরোপের উত্তরপশ্চিম অংশে ইংল্যাণ্ড দ্বীপ অবস্থাপিত। ইংলণ্ডের পরিমাণ ৫১২৭৭, এবং ওয়েলসের পরিমাণ ৭৩৯৮ বর্গ মাইল। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসী সংখ্যা ২১৪৮৭৬৮৮ জন এবং ওয়েলসের অধিবাসী সংখ্যা ১২১৬৪২০ জন গণিত হয়। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন, টেম্‌স নদীর উপর স্থাপিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৭ মাইল। রাজধানীর অধিবাসী সংখ্যা ২৮০৪০০০ জন। লণ্ডনের ন্যায় জনতাপূর্ণ পরম রমণীয় এবং সমৃদ্ধিশালী নগর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

স্কটল্যাণ্ড।

স্কটল্যাণ্ডের ভূপরিমাণ ৩০৪৬২ বর্গ মাইল। অধিবাসী সংখ্যা ৩৩৬০০১৮ জন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরাজ মুকুটাধীন এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাধীন হয়। রাজধানী এডিনবর্গ; অধিবাসী সংখ্যা ১৬৮১২১ জন।

আয়ার্ল্যাণ্ড।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ভূপরিমাণ৩২৫৩০ মাইল; ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৫৪১১৪১৬

জন। রাজধানী ডবলিনের অধিবাসী সংখ্যা ২৪৯৭৩৩ জন। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরি কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং ১৮০১ সালে পার্লিয়ামেণ্টের অধীন হয়।

উপরোক্ত চারিটি রাজ্য—ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড একত্রিত হইয়া এক্ষণে গ্রেট ব্রিটন উপাধি ধারণ করিয়াছে।

ইয়ুরোপস্থ ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশাবলী।

জিব্রালটার—স্পেন রাজ্যের দক্ষিণে স্থাপিত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের ২৪ এ জুলাই ইহা ব্রিটিসাধিকারভুক্ত হয়। জিবেল পর্ব্বত হইতে ইহার নাম জিব্রালটার হইয়াছে।

হেলিগোলাণ্ড—এল্‌বের মোহানা হইতে ২৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে ইহা স্থাপিত। ১৮১৪ সালে ইহা ইংলণ্ডের অধীন হইয়াছে।

মালটা—সিসিলির ৬০ মাইল দক্ষিণে ইহা স্থাপিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের দ্বারা ইহা অধিকৃত হয়। গাজো—ইহা ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে স্থাপিত দ্বীপ। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা অতি অল্প। নর্ম্মাণ আইসলিস—দ্বীপপুঞ্জ।

মান বা মোনা—ইহা আইরিস সমুদ্রে স্থাপিত দ্বীপ। ১৮২৫ সালে ইহা ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

আসিয়া।

এডেন—ইহা আরবের দক্ষিণ পশ্চিমে স্থাপিত। ১৮৩৮ সালে ইহার বক্ষে ব্রিটিস পতাকা উড্ডীয়মান হয়।

সিংহল বা সিলোন—ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে স্থাপিত। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ডচদিগের নিকট হইতে ইংরাজগণ ইহা অধিকার করেন। ১৮১৫ অব্দে এখানকার দেশীয় কান্দির রাজা ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। ভূপরিমাণ ২৪৪৫৬ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ২৪০৫২৮৭ জন।

ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ—এস্থলে পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

হংকং—চীনরাজ্যের অন্তর্গত কাণ্টন প্রদেশ হইতে ৭৫ মাইল উত্তরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজ-পতাকাধীন হইয়াছে। অধিবাসী সংখ্যা ৯৫০০০জন। রাজধানী ভিক্টোরিয়া।

মালাক্কা—মালয়ের দক্ষিণে স্থাপিত দ্বীপ; ১৮২৪ সালে ইহা ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

পিনাং—মালয়ের পশ্চিমে স্থাপিত দ্বীপ। ১৭৮৫ সালে কোয়েডার রাজাকে ৬০০০ স্পেনীয় ডলার মুদ্রা দিয়া ইংরাজগণ ইহা ক্রয় করেন। ইহা মালাক্কা এবং সিঙ্গাপুরের রাজধানী।

ওয়েলেসলি—মালয়ের তীরস্থ একখণ্ড ভূভাগ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহা ক্রীত হয়।

সিঙ্গাপুর—ইহা মালয় প্রায়দ্বীপের দক্ষিণে স্থাপিত দ্বীপ। ১৮১৯ সালে জহরের সুলতানের নিকট হইতে ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন।

সারাওয়াক—বোর্নিয়োর উত্তর পশ্চিম সারওয়াক নদীর তীরস্থ প্রদেশ। বোর্নিয়োর সুলতান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্যার জেমস্ ব্রুককে দান করিয়া, পরে পুনরায় প্রতিগ্রহণ করায়, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংলণ্ড কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

লাবুয়ান—ইহা বোর্নিয়োর নদীর উত্তর পশ্চিমে স্থাপিত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিসাধিকৃত হয়।

মরিসস, রড্রিগুজ, আমিরান্ত, সিসিলিস, চাগাস, লাক্ষাদ্বীপ এবং কিলিং দ্বীপ প্রভৃতি ভারতমহাসাগরে আরও কতকগুলি দ্বীপে ইংরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে।

অষ্ট্রেলেসিয়া।

অষ্ট্রেলিয়া—ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক এস্থলে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভূপরিমাণ ৩০০০০০০ বর্গ মাইল।

নিউ সাউথ ওয়েলস—ভূপরিমাণ ৩২৩৪২৭ বর্গ মাইল ; প্রজা সংখ্যা ৫০৩৯৮১ জন। রাজধানী সিডনি।

কুইন্সল্যাণ্ড—১৮৫৯ সালে ইহা নিউ সাউথ ওয়েলস হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ভূপরিমাণ ৬৭৮৬০০ বর্গ মাইল ; এবং প্রজা সংখ্যা ১২০১০৪ জন। প্রধান স্থান—ব্রিসবেন।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—ভূপরিমাণ ৭৬০০০০ বর্গ মাইল ; প্রজা সংখ্যা ১৮৫৬২৬ জন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে এখানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। রাজধানী এডেলাইড।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া—ভূপরিমাণ ৯৭৮০০০ বর্গ মাইল ; প্রজা সংখ্যা ২৪৭৮৫। রাজধানী পার্থ। ১৮২৯ সালে এখানে ব্রিটিস উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

ভিক্টোরিয়া—ইহা উপনিবেশ। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে স্থাপিত। ১৮৩৭ সালে রাজধানী মেলবোরণ নির্ম্মিত হয়।

ভানডিমাণ্ড দ্বীপ বা তাসমানিয়া—ইহা অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে স্থাপিত। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইহা ইংরাজাধিকৃত হয়। ভূপরিমাণ ২৫২১৫ বর্গ মাইল ; প্রজা সংখ্যা ১০১৭৮৫। রাজধানী হোবার্ট টাউন।

নরফোক্ দ্বীপ—অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বে স্থাপিত।

নিউজিলাণ্ড—নিউঅলষ্টার এবং নিউমনষ্টার নামে দুইটী বৃহৎ দ্বীপ এবং নিউ লিনিষ্টার নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে ইহা ব্রিটনাধীন উপনিবেশরূপে গণ্য হয়। মোট ভূপরিমাণ ১০২০০০ বর্গ মাইল, এবং প্রজা সংখ্যা ২৫৬২৬০।

আফ্রিকা।

এসেনসিয়ান—দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ব্রেজিল এবং গনিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত দ্বীপ।

কেপ—আফ্রিকার দক্ষিণাংশে স্থাপিত। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ডচদিগের

নিকট হইতে ইহা ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত ও পুনরায় সমরাদির পর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজদিগের দ্বারা পুনরধিকৃত হয়।

পোর্ট নাটাল—১৮৪২ অব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়।

গাম্বিয়া এবং ল্যাণ্ডকোষ্ট—১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

মরিসস—মাডগাস্কারের ৫০০ মাইল পূর্ব্বে স্থাপিত দ্বীপ। রাজধানী পোর্ট লুইস। ১৮১০ সালে ইহা ফরাসীদিগের নিকট হইতে ইংরাজগণ অধিকার করিয়া লয়েন।

সায়েরালিওন—১৭৮৭ সালে ইহা ইংরাজাধিকৃত হয়।

সেণ্ট হেলেনা—দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে স্থাপিত পর্ব্বতময় দ্বীপ। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ডচদিগের নিকট হইতে ইহা ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। এই দ্বীপে ফ্রান্সের মহাবীর সম্রাট নেপোলিয়নকে ইংরাজগণ বন্দী করিয়া রাখেন।

এখানে আরও কতিপয় সামান্য দ্বীপ আছে। আফ্রিকার ইংরাজাধিকৃত প্রদেশের মোট ভূপরিমাণ ২৪২১৪৮ বর্গ মাইল; প্রজা সংখ্যা ১৭৩০৯৬৭ জন।

উত্তর আমেরিকা।

কানাডা—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ইহা ব্রিটিস জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। উত্তর এবং নিম্ন কানাডা ১৮৪০ অব্দে একত্রিত হয়।

নবস্কোটীয়া—সেণ্ট লরেন্সের দক্ষিণে স্থাপিত।

নিউ ব্রান্সউইক—১৭১৩ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স ইহা সন্ধিমত ইংলণ্ডকে প্রদান করেন।

কেপব্রিটন—১৭৫৮ সালে ইহা ফরাসীদিগের নিকট হইতে ইংরাজগণ অধিকার করেন।

প্রিন্স এডওয়ার্ডস আইসল্যাণ্ড—ইহাও ১৭৫৮ সালে ইংলণ্ডের অধীন হয়।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড—দ্বীপ।

হাণ্ডুরাস—মধ্য আমেরিকায় স্থাপিত। রাজধানী বেনিজি। ভুবিখ্যাত কলম্বস ১৫০২ খৃঃ অব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইহা ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

হডসনস বে—মধ্য আমেরিকায় স্থাপিত।

ভাঙ্কুবারস্ আইসল্যাণ্ড এবং ব্রিটিস কলম্বিয়া—প্রসান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে স্থাপিত। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কুক কর্ত্তৃক ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

এস্থলে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

দক্ষিণ আমেরিকা।

ব্রিটিস গণিয়া—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পূর্ব্বে স্থাপিত। ১৮০৩ সালে ইহা ইংরাজাধীন হয়।

ফাল্কল্যাণ্ড আইসল্যাণ্ডস—১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া।

জামেকা—১৪৯৭ খৃঃ অব্দে কলম্বস ইহা আবিষ্কার করেন। ১৬৫৫ সালে ইহা ইংরাজাধীন হয়।

ত্রিনিদাদ—১৪৯৮ খৃঃ অব্দে কলম্বস কর্ত্তৃক ইহা আকিষ্কৃত, এবং ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্পেনের নিকট হইতে অধিকৃত হয়।

ওয়েষ্টইণ্ডিয়ার অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে টোবাগো ফরাসী-দিগের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। গ্রেণেডা এবং সেণ্ট ভিনসাণ্ট ১৭৬২ অব্দে অধিকৃত হয়। স্যার উইলিয়ম বোর্টন ১৬২৫ অব্দে বারবাডো দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮০৩ সালে সেণ্ট লুইসা এবং ১৭৮৩ সালে

ডোমিনিকা ফ্রান্সের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। ১৬৩২ সালে মণ্ট গিয়ট এবং আণ্টওয়াতে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬২৩ সালে সেণ্ট কিটস এবং ১৬২৮ সালে নেবিসে উপনিবেশ হয়। ১৬৫০ সালে অন্তনিয়া এবং ১৬৬৬ সালে ভারজিন আইসল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

বাহামাস—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার কালে এই ভূখণ্ড প্রথম দর্শন করেন। ১৬২৯ খৃঃ অব্দে ইহা ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, এবং ১৬১১ খৃঃ অব্দে বারমুডাতে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

ভূমণ্ডলে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস জাতির অধিকৃত উপরোক্ত প্রদেশ এবং দ্বীপগুলি ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকারভুক্ত আছে। আমেরিকার ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশ সমুহের ভূপরিমাণ মোট ৩৪৩৩২৬১ বর্গ মাইল, এবং অধিবাসী সংখ্যা মোট ৫০৪৩৭০ জন।

ব্রিটিস পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রেট ব্রিটনের আদিম ইতিবৃত্ত।

যে গ্রেট ব্রিটন এক্ষণে ধনে, মানে, বলে, বীর্য্যে, ক্ষমতায়, বিদ্যায়, সভ্যতায়, বিজ্ঞানে, এবং বাণিজ্যে জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় রূপে বিদিত এবং পূজীত, যে গ্রেট ব্রিটনের অধিরাজ্ঞী মহামান্যা ভিক্টোরিয়া এই সর্ব্বাদিম সভ্য ভারতের অধিশ্বরী হইয়াছেন, দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সেই ব্রিটন জগতের মধ্যে একটি অপরিচিত দ্বীপ এবং সেই ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ড বন্য, অসভ্য, এবং মূর্খ কেল্ট জাতির আবাসভুমি ছিল। ব্রিটন তৎকালে কেবল গহনবনে পরিপূর্ণ এবং ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! সেই দ্বীপ—সেই জাতি আজি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! "চিরদিন সমান না যায়" ব্রিটন এই উক্তির কি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে! পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, ব্রিটনের আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যবংশীয়। ভারতবর্ষের আর্য্যগণ যেমন মধ্য আসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতে ক্রমে ক্রমে আগমন করেন, সেই মত সেই আর্য্যবংশের একশ্রেণী পৃথিবীর অপর খণ্ড ইয়ুরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা ইহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক ধবলাঙ্গ ব্রিটিস জাতি আমাদিগের একবংশীয় না হউন, কিন্তু সেই জাতির সহিত যে এক্ষণে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ উপস্থিত তাহা সন্দেহবিরহ।

ব্রিটন দ্বীপ ইউরোপের উত্তর পশ্চিমাংশে স্থাপিত। কেহ কেহ বলেন যে, ট্রোজানের আস্কানিউসের পুত্র ব্রুটাসের নাম হইতে ব্রিটন নাম উদ্ভব হইয়াছে। ব্রিটনকে আলবিয়ন অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপও বলা হয়। অতি পূর্ব্বকালে ব্রিটনের উত্তরাংশবাসীদিগকে দক্ষিণাংশবাসিগণ কালিডোনিয়ান অর্থাৎ

বস্তু বলিয়া ডাকিত। পুরাকালে ইউরোপের মধ্যে ব্রিটনে সমধিক টিন প্রাপ্ত হওয়া যাইত বলিয়া, প্রাচীন ইতিবৃত্ত পুস্তকে ইহার নাম টিনল্যাণ্ড বলিয়া উল্লিখিত আছে। রোমকগণ যৎকালে ব্রিটনাধিকারার্থ উপনীত হন, তাঁহারা তৎকালে দেখিতে পান যে, ব্রিটনের আভ্যন্তরিক প্রদেশের অধিবাসিগণ ক্ষেত্র কর্ষণ বা কোনরূপ বিদ্যা জানিত না, কেবল দুগ্ধ এবং অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসভোজী ছিল। অধিবাসীরা নরমাংসও আহার করিত এমত প্রবাদ আছে। উত্তরাংশের লোকেরা কেবল বৃক্ষের মূল এবং বনজাত পাদপের পত্র আহার করিত। শরীরের উপরিভাগ কেবল পশুচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত এবং হাঁটু হইতে পাদ পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। সর্ব্বশরীরে ওড নামক বৃক্ষের রস দ্বারা চিত্র বিচিত্র করিত। তাহারা সাহসী, কষ্টসহ এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যদিও তাহারা নানা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু দেশ উদ্ধারের সময় সকলে একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত। যাহারা দক্ষিণাংশে বাস করিত, তাহারা গলের সহিত ঘনিষ্টতার কারণ কিঞ্চিৎ সভ্য ছিল মাত্র। তৎকালে অধিবাসীরা ড্রুইড্য ধর্ম্ম পালন করিত। পুরোহিতদিগের নাম ড্রুইড এবং মোনাদ্বীপ (এক্ষণে আংগ্লেসিয়া) তৎকালে প্রধান ধর্ম্মস্থান ছিল। ড্রুস শব্দ হইতে ড্রুইড শব্দের উৎপত্তি। ওক বৃক্ষের নাম ড্রুস। ড্রুইডেরা পৌরহিত্য ব্যতীত কবিতা লিখন, ব্যবস্থা প্রণয়ণ, এবং শিক্ষকতা করিতেন। পুরোহিতেরা আত্মার দেহান্তর ভ্রমণ বিশ্বাস করিতেন, এবং যদিও একেশ্বর উপাসনা প্রণালী প্রচলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্প, সূর্য্য, চন্দ্র, এবং ওক বৃক্ষ প্রভৃতিকেও দেবতা বলিয়া সাধারণকে তৎপূজা করিতে উপদেশ দিতেন। পুরোহিতদিগের বেদী নররক্তে রঞ্জিত করা হইত। যে সকল অধিবাসী চুরি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিত, তাহাদিগের রক্তেই বেদী চিত্রিত করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করা হইত। পুরোহিতেরা ওক-কুঞ্জে বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ ওক বৃক্ষ পূজা করিতেন। তাঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত কতকগুলি ধর্ম্মপ্রণালী আজি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উত্তরাংশে প্রচলিত আছে।

যীশুখৃষ্টের জন্মিবার ৫৫ বর্ষ পূর্ব্বে তৎকালীন ইয়ুরোপখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি রোমকদিগের বিজয়ী সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ভূমধ্যসাগরের সমগ্র রাজ্য জয় করিয়া, শেষ ৩০ সহস্র পদাতী ও ২ সহস্র অশ্বারোহী

সৈন্যসহ তীরে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনের কেল্টিক রাজা কাশওয়ালনকে পরাজয় করেন। রাজা অধীনতা স্বীকার এবং করদানে সম্মত হওয়ায় সিজার তথা হইতে চলিয়া যান। ইহার পর শতবর্ষ কাল অপর কোন জাতি আর ব্রিটনাধিকার করিতে উপনীত হয় নাই। খৃষ্টের মৃত্যুর ৪৩ বর্ষ পরে রোম-সম্রাট ক্লডিয়স পুনরায় ব্রিটন জয় করেন, এবং সেই সময় হইতে রোমকগণ সমগ্র ব্রিটন অধিকার করিয়া তিনশত বর্ষকাল পর্য্যন্ত শাসন করেন। এই দীর্ঘ শাসনের মধ্যে ব্রিটনের এবং অধিবাসিগণের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। রোমকগণ অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্রিটনে সভ্যতা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, অধিবাসিদিগকে রোমান এবং লাটিন ভাষায় শিক্ষিত করেন। বিচারালয় স্থাপন, সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ, প্রশস্থ পথ প্রস্তুত, গহনবন কর্ত্তন, ক্ষেত্র কর্ষণ, নানাবিধ ফলবান বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান স্থাপন এবং নানাস্থানে সৈন্য রক্ষা করিয়া সুনিয়মে ব্রিটন শাসন করিতে থাকেন। অধিবাসীরা বন্য, অসভ্য এবং মুর্খাবস্থা হইতে নুতন সজীবতা এবং নুতন অবস্থা প্রাপ্ত হন। অনেকে রোমক ভাষা শিক্ষা এবং রোমক বেশ ভূষাদির অনুকরণ করিতে থাকেন। রোমকেরা শিক্ষিত অধিবাসীদিগকে কার্য্যালয়ে নিয়োগ এবং সেনাদলে ও নাবিকদলে নিযুক্ত করেন। প্রকৃত কথায় বাঙ্গালীরা এক্ষণে ব্রিটিস জাতি কর্ত্তৃক যে ভাবে শিক্ষিত এবং শাসিত হইতেছে, এই ব্রিটিসজাতি রোমকদিগের দ্বারা সেই ভাবে শিক্ষিত এবং শাসিত হইতে থাকেন। বাঙ্গালীরা এক্ষণে যেমন নিরস্ত্র, ব্রিটনবাসিরাও রোমকদিগের দ্বারা এইমত নিরস্ত্র হন। রোমক শাসনের অনেক চিহ্ন—অনেক প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির ভিত্তি এখনও ভূগর্ভ-মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং রোমকদিগের দ্বারা প্রদত্ত নগরাদির নামও আজি পর্য্যন্ত চলিত আছে যথা—লণ্ডন, ইয়র্ক, উইঞ্চেষ্টার প্রভৃতি। উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ দান প্রথাও প্রচলিত ছিল। এই রোমকদিগের শাসনকালেই ব্রিটনে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। আলবন নামক একজন ব্রিটন ৩০৪ খৃঃ অব্দে খৃষ্টধর্ম্মে দিক্ষীত হন; অধিবাসীরা তাঁহাকে সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলায়, তিনি তাঁহাতে সম্মত না হওয়ায়, লণ্ডনের নিকট ভেরু নাম নামক স্থানে তিনি হত হন। পরে তিনি একজন মহাধার্ম্মিক বলিয়া ঘোষিত এবং ভেরু নগরের নাম সেণ্ট আলবান হয়। আজি পর্য্যন্ত এই নাম চলিত আছে। শেষ রোম রাজ্যের

পতন দশা উপস্থিত হওয়ায়, ৪১০ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ ব্রিটন ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ব্রিটনগণ রোমক শাসনে যেরূপ শিক্ষিত এবং সভ্য হইয়া শান্তি সুখভোগ করিতেছিলেন, সেইমত নিরস্ত্র থাকায় তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সাহস এবং বীর্য্য একেবারে লুপ্ত এবং সেই জন্য বীর্য্যহীন হন। সেই কারণেই রোমকগণ ব্রিটন ত্যাগ করিলে, ব্রিটনবাসিগণ আত্মরক্ষা এবং শত্রু হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়েন। রোমক সৈন্যগণ ব্রিটন ত্যাগ করিবা মাত্র স্কটল্যাণ্ডের বন্যজাতি এবং কিমরি জাতি আসিয়া, সমগ্র ব্রিটন অধিকার এবং লুণ্ঠন করে। শেষ ৪৪৯ খৃঃ অব্দে টিউটনগণ সমুদ্র পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় ইংলণ্ডে বিস্তৃত হইয়া, ব্রিটনে জয়পতাকা প্রোথিত করে।

উক্ত টিউটনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যথা—জুট, এঙ্গেল্‌স এবং স্যাক্সন। রাজার নাম এঙ্গলি হইতে এংগ্লেস শব্দের উৎপত্তি এবং তাহা হইতেই ইংল্যাণ্ড নাম হয়। এই নব জেতা জাতি এংগ্লো-স্যাক্সন নামে অভিহিত হইত। ডেনমার্কের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ এক্ষণে হোলিষ্টিন এবং ফিরিসল্যাণ্ড নামে কথিত প্রদেশ হইতে ইহারা ব্রিটনে আইসে। ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টিউটনগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত ব্রিটনের সমস্তাংশ অধিকার করে। তাহারা রোমানদিগের ন্যায় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন না করিয়া, কেল্টিক ব্রিটনদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে বিতাড়িত এবং অনেককে হত্যা করে। ব্রিটিস জাতি এক্ষণে নিউজিলাণ্ডবাসিগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছেন, টিউটনগণ এই ব্রিটিস জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি সেইমত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ব্রিটনের কেল্টগণ তাড়িত হইয়া স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে, ওয়েলসের পর্ব্বতে, কাম্বাল্যাণ্ডের শিখরে, স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম নিম্ন প্রদেশে এবং কর্ণওয়ালে গিয়া বাস করেন। প্রকৃত কেল্ট বংশধরগণ এখনও এই প্রদেশে বাস করিতেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড প্রদেশ এই সময়ে কেল্টজাতিপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু অনেক টিউটন তথায় যাইতে আরম্ভ করে। এংগ্লো-স্যাক্সনগণ খৃষ্টান ছিল না; ৬০০ খৃষ্টাব্দে রোমের পোপ ব্রিটনে পাদরী প্রেরণ করেন এবং ১৫০ বর্ষের মধ্যে তথায় খৃষ্ট ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়। রোমের পোপ কর্ত্তৃক প্রেরিত পাদরী আগষ্টাইন

কেণ্টের প্রথম রাজা এথেলবার্টকে দিক্ষীত করিলে, তিনি কাণ্টরবারি প্রদেশের আর্চবিসপ হন; তদবধি ইংলণ্ডের প্রধান পাদরী উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। এংগ্লো-স্যাক্সন জাতীয় অনেকগুলি রাজা ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ৮০০ খৃঃ অব্দে সেই সমগ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একত্রিত এবং উইসেক্সের রাজা এগবার্ট (এগবার্ট অর্থে উজ্বলাক্ষী, তৎকালে রাজাদিগের শারিরীক চিহ্নানুসারে নাম করণ হইত) ৮২৭ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। তৎপরবর্ত্তী স্যাক্সন রাজগণের নাম যথা;—

নাম।			শাসনারম্ভ	খৃঃঅব্দ।
আলবার্ট	...	...	৮২৭	,,
এথেলউল্ফ (ঐ পুত্র)	...	...	৮৩৬	,,
এথেলবাল্ড (ঐ পুত্র)	...	...	৮৫৭	,,
এথেলবার্ট (ঐ ভ্রাতা)	...	...	৮৬০	,,
এথেলার্ড ১ম (ঐ ভ্রাতা)	...	...	৮৬৬	,,
আলফ্রেড (ভ্রাতা)	...	...	৮৭১	,,
এডওয়ার্ড (জ্যেষ্ঠপুত্র)	...	...	৯০১	,,
এথেলষ্টন (পুত্র)	...	...	৯২০	,,
এডমণ্ড ১ম (ভ্রাতা)	...	...	৯৪১	,,
এড্রেড (ভ্রাতা)	...	...	৯৪৬	,,
এডুই (ভ্রাতুষ্পুত্র)	...	...	৯৫৫	,,
এডগার (ভ্রাতা)	...	...	৯৫৯	,,
এডওয়ার্ড (পুত্র)	...	...	৯৭৫	,,
এথেলরেড ২য় ...	...	...	৯৭৮	,,
এডমণ্ড ২য় ...	...	...	১০১৭	,,

উপরোক্ত টিউটন জাতীয় এংগ্লো-স্যাক্সন ব্যতীত নর্থম্যান বা ডেনস্ নামে টিউটন জাতীয় আর একশ্রেণী তৎকালে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনের দক্ষিণাংশে এবং কোরল্যাণ্ডে বাস করিত। তাহারা প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইত। প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের তীরে অবতীর্ণ হইয়া লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইত। শেষ বহুসংখ্যক নর্থম্যান ক্রমে সমগ্র ইংলণ্ডে ব্যপ্ত

হয়। অনেকে তথায় বাস করিয়া, এংগ্লো-স্যাক্সনদিগের সহিত মিশ্রিত হয়। স্যাক্সনরাজ আলফ্রেডের ব্রিটন শাসনকালে ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়। আলফ্রেড নর্থম্যান সৈন্যদলকে পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তাহারা বশ্যতা স্বীকার করায়, বিতাড়িত করেন না। আলফ্রেডের মৃত্যুর পর তদীয় কতিপয় উত্তরাধিকারীর শাসনকালে নর্থম্যানেরা সমধিক পরিমাণে আসিয়া ব্রিটনে বিস্তৃত হয় এবং তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু ১০০২ খৃঃ অব্দে সমগ্র এংগ্লো-স্যাক্সন গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া, ঐ অব্দের ১৩ই নবেম্বরে ইংলণ্ডের সমস্ত নর্থম্যান সৈন্যদলকে বিনষ্ট করে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নর্থম্যানরাজ ক্যানিউট বহুল সৈন্যসহ আসিয়া ইংলণ্ড জয় করিয়া ১০১৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। ক্যানিউট ব্রিটন, ডেন্মার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন এই চারি দেশের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১০৩৫ খৃঃ অব্দে ক্যানিউট প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার দুই পুত্র কয়েকবর্ষ ইংলণ্ডে শাসন করেন। তাঁহারা উভয়ে প্রাণত্যাগ করিলে, উক্ত আলফ্রেড বংশীয় এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজপদে প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক আরূঢ় হন। ক্যানিউট যৎকালে ইংলণ্ড শাসন করেন, এডওয়ার্ড তৎকালে নর্ম্ম্যাণ্ডিতে অবস্থান করিতেছিলেন। নর্থম্যান এবং নর্ম্ম্যাণ্ডির অধিবাসীগণ একজাতি এবং একবর্ণ। এডওয়ার্ড ইংলণ্ডে আগমনকালে অনেকে নর্ম্ম্যাণকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। শেষ নর্ম্ম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম পর্য্যন্ত এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ জন্য ইংলণ্ডে আগমন করেন। ১০৬৬ অব্দে এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর এংগ্লো-স্যাক্সন জাতীয় একজন সম্ভ্রান্ত কুলীন আর্ল হেরালড ইংলণ্ডের রাজা হন। নর্ম্ম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম এডওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, ইংলণ্ড অধিকারার্থ ৬০ সহস্র সৈন্যসহ আগমন করেন। এদিকে নরওয়ের রাজা এবং হেরালডের নিজ ভ্রাতা টসটিগ ইয়র্কসায়ারে অবতীর্ণ হইয়া ইয়র্ক অধিকার করেন। হেরাল্ড তাঁহাদিগকে দমন জন্য তথায় গমন করিয়া, সমরে নরওয়ে-রাজ এবং টসটিগকে হত্যা করেন। হেরাল্ড যে সময়ে এই সমরে নিযুক্ত হন, নর্ম্ম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম সেই অবসরে ইংলণ্ড আসিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। হেরাল্ড প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উক্ত উইলিয়মের সহিত মহাসমর করিয়া শেষ হত হন। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ রাজ্যে শান্তি স্থাপন জন্য নর্ম্ম্যাণ্ডির উক্ত ডিউক উইলিয়মকে ইংলণ্ডের

সিংহাসন প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ১০৬৬ সালে যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে লণ্ডনের নিকট ওয়েষ্টমিনিষ্টার নামক স্থানে প্রথম নর্ম্ম্যানরাজ উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহাই ইংলণ্ডে নর্ম্ম্যান অধিকার। ব্রিটিস ইতিহাসের উক্তি মত এই উইলিয়মই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম ক্ষমতা-শালী রাজা বলিয়া গণ্য। ইহাঁরই শাসনকাল হইতে গ্রেটব্রিটনের ধারাবাহিক প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রেটব্রিটনের উন্নতি, অভ্যুদয় এবং যশঃ ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। যে ইংলণ্ড পাশ্চাত্য জগতে দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অপরিচিত দ্বীপ মাত্র ছিল, সেই ইংলণ্ড ক্রমান্বয়ে কেবল সেই পাশ্চাত্য জগতে নহে—সমগ্র জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় রূপে মান্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংলণ্ডের রাজাবলী।

রাজার নাম।		শাসনারম্ভ।			শাসনকাল।	
১ম উইলিয়ম	......	১০৬৬ খৃঃ অব্দ		......	২১	বর্ষ।
২য় উইলিয়ম	......	১০৮৭	,,	......	১৩	,,
১ম হেনরি	......	১১০০	,,	......	৩৫	,,
ষ্টিফেন	......	১১৩৫	,,	......	১৯	,,
২য় হেনরি	......	১১৫৪	,,	......	৩৫	,,
১ম রিচার্ড	......	১১৮৯	,,	......	১০	,,
জন	......	১১৯৯	,,	......	১৭	,,
৩য় হেনরি	......	১২১৬	,,	......	৫৬	,,
১ম এডওয়ার্ড	......	১২৭২	,,	......	৩৫	,,
২য় এডওয়ার্ড	......	১৩০৭	,,	......	২০	,,
৩য় এডওয়ার্ড	......	১৩২৭	,,	......	৫০	,,
২য় রিচার্ড	......	১৩৭৭	,,	......	২২	,,
৪র্থ হেনরি	......	১৩৯৯	,,	......	১৪	,,
৫ম হেনরি	......	১৪১৩	,,	......	৯	,,
৬ষ্ঠ হেনরি	......	১৪২২	,,	......	৩৯	,,
৪র্থ এডওয়ার্ড	......	১৪৬১	,,	......	২২	,,
৫ম এডওয়ার্ড	......	১৪৮৩	,,	......	কয়েক মাস।	
৩য় রিচার্ড	......	১৪৮৩	,,	......	২	বর্ষ।
৭ম হেনরি	......	১৪৮৫	,,	......	২৪	,,
৮ম হেনরি	......	১৫০৯	,,	......	৩৮	,,
৬ষ্ঠ এডওয়ার্ড	......	১৫৪৭	,,	......	৬	,,

রাজার নাম।	শাসনারম্ভ।		শাসনকাল।
মেরি (রাজ্ঞী)	১৫৫৩ ,,	......	৫ বর্ষ।
এলিজাবেথ (রাজ্ঞী) ...	১৫৫৮ খৃঃ অব্দ	......	৪৫ ,,
১ম জেমস	১৬০৩ ,,	......	২২ ,,
১ম চার্লেস	১৬২৫ ,,	......	২৪ ,,
অলিভার ক্রমওয়েল	১৬৪৯ ,,	......	৯ ,,
রিচার্ড ক্রমওয়েল	১৬৫৮ ,,	......	কয়েক মাস।
২য় চার্লেস	১৬৬০ ,,	......	২৫ বর্ষ।
২য় জেমস	১৬৮৫ ,,	......	৪ ,,
৩য় উইলিয়ম এবং মেরি	১৬৮৯ ,,	......	১৩ ,,
আনি (রাজ্ঞী)	১৭০২ ,,	......	১২ ,,
১ম জর্জ	১৭১৪ ,,	......	১৩ ,,
২য় জর্জ	১৭২৭ ,,	......	৩৩ ,,
৩য় জর্জ	১৭৬০ ,,	......	৬০ ,,
৪র্থ জর্জ	১৮২০ ,,	......	১০ ,,
৪র্থ উইলিয়ম	১৮৩০ ,,	......	৭ ,,
ভিক্টোরিয়া (রাজ্ঞী)	১৮৩৭ ,,	......	এ পর্য্যন্ত ৩৭ ,,

ইংল্যাণ্ডের ব্রান্সউইক রাজবংশ-বৃক্ষ।

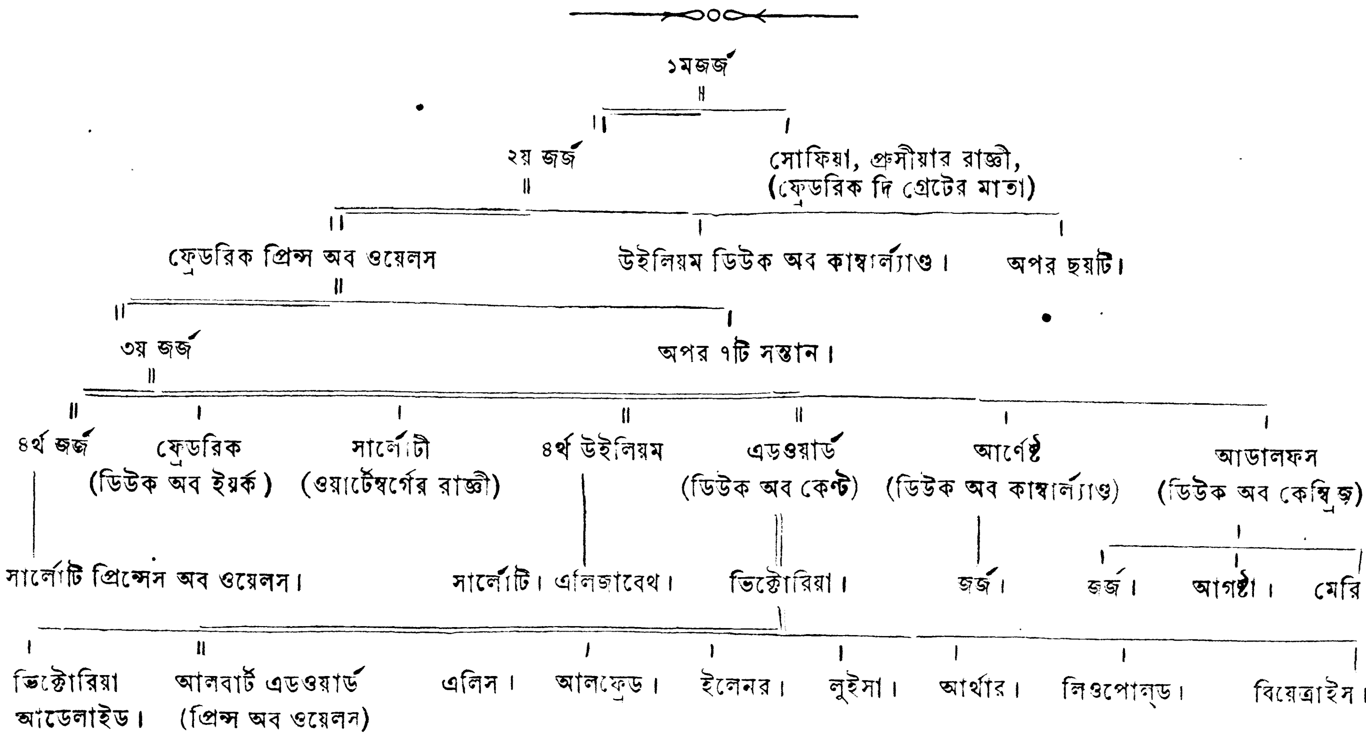

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রান্সউইক রাজবংশ।

ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজবংশীয় ১ম জেমসের হেনরি এবং ১ম চার্লেস নামক দুই কুমার এবং এলিজাবেথ নাম্নী এক কুমারী জন্মে। হেনরি যৌবনে প্রাণ ত্যাগ করায়, ১ম চার্লেস রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং এলিজাবেথের সহিত বোহেমিয়ার রাজা ফ্রেডরিকের পরিণয় হয়। প্রথম চার্লেসের ২য় চার্লেস ও ২য় জেমস নামক দুই সন্তান, মেরি, এবং হেনরিটা নাম্নী দুই কন্যা হয়। ১ম চার্লেসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লেস এবং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় জেমস রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় জেমসের মৃত্যুর পর ১ম চার্লেসের মেরি নাম্নী যে কন্যা জন্মে, তাঁহার গর্ভে অরেঞ্জের উইলিয়মের ঔরষে যে সন্তান জন্মে, তিনি ৩য় উইলিয়ম নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত ২য় জেমসের কন্যা ২য় মেরির বিবাহ হয়। ২য় মেরি এবং ৩য় উইলিয়মের মধ্যে মামাত পিষতাত ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ। তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের পর উক্ত দ্বিতীয় জেমসের মধ্যমা কুমারী আনি ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মানব-লীলা সমাপ্তির সহিত ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজ শাসন বিলুপ্ত হয়। এমতে শীর্ষোল্লিখিত ১ম জেমসের এলিজাবেথ নাম্নী যে কন্যার সহিত বোহেমিয়ার রাজার বিবাহ হয়, তাঁহাদিগের সোফিয়া গুয়েল্‌ফ নাম্নী কন্যার গর্ভে হানোবারের রাজা আর্নেষ্ট আগষ্টাসের ঔরসে জর্জ লুইস নামক এক পুত্র জন্মে। রাজ্ঞী আনির মৃত্যুর পর তিনিই ১ম জর্জ নাম ধারণ পূর্ব্বক নিজ প্রমাতামহ ১ম জেমসের ইংলণ্ডীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

১ম জর্জ নিজ পৈত্রিক রাজ্য হানোবারের সিংহাসনে পূর্ব্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসিগণের প্রার্থনামত তিনি ১৭১৪ খৃঃ অব্দে ৫৪ বর্ষ বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি চিরজীবন জার্ম্মানিতে অতিবাহিত করায়, ইংলণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না এবং ইংরাজি ভাষায়

কথোপকথন করিতে বা লিখিতেও পারিতেন না। ইনি নিজ স্ত্রী ব্রান্স-উইকের মেরিয়ার (ইনি সম্বন্ধে আবার ইহাঁর ভগ্নী ছিলেন) প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ করেন। ৪০ বর্ষ কাল হানোবারের দুর্গে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং নিজ সন্তানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও দেন নাই। ১ম জর্জ যদিও ইংলণ্ডেশ্বর হন, কিন্তু নিজ পৈত্রিক রাজ্য হানোবারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট মমতা ছিল। তিনি নিয়ত হানোবারের উন্নতি এবং মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডের শাসন ভার নিজ মন্ত্রী স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের উপর অর্পণ করিয়া, সর্ব্বদা হানোবারে গমন করিতেন। ১ম জর্জ সিংহাসনাধিকার করিলে, রাজ্ঞীআনির ভ্রাতা তৃতীয় জেমস ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকার করিতে চেষ্টা করেন। সেই সূত্রে মহাসমরের পর তিনি পরাস্ত এবং যে সকল ইংল্যাণ্ডবাসী তাঁহার পক্ষবালম্বন করেন, তাঁহারা হত, নির্ব্বাসিত এবং দণ্ডিত হন। ১ম জর্জ হানোবারে ভ্রমণকালে ১৭২৮ সালের ১১ই জুনে অসনাব্রাক নামক স্থানে মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

১ম জর্জের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় জর্জের মস্তকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট শোভিত হয়। ইনিও হানোবারে জন্মগ্রহণ করায়, হানোবারের প্রতি ইহাঁর বিশেষ মমতা জন্মে। ১ম জর্জ নিজ স্ত্রীর ন্যায় ইহাঁকেও দেখিতে পারিতেন না বলিয়া, ইনি অন্তরে অবস্থান করিতেন। ইনি যৎকালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন ৪৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইনিই আন্সপাচের কেরোলাইনাকে বিবাহ করেন। ইহাঁরই শাসনকালে ১৭৩০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য কারণ রাজভাণ্ডারে ২০০০০০০ টাকা প্রদান করিয়া নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। উপরোক্ত ষ্টুয়ার্ট বংশীয় ৩য় জেমসের পুত্র এডওয়ার্ড চার্লেস ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকার চেষ্টা করিলে, শেষ তাঁহার আশা একবারে লুপ্ত হয়, এবং তিনি ডিউক অব আলবানি উপাধি ধারণ করিয়া রোমরাজ্যে বাস করেন। ১৭৮৮ সালে তিনি মৃগীরোগে প্রাণত্যাগ করিলে, ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ লোপ হয়। ২য় জর্জের শাসনে বিখ্যাত নীতিজ্ঞ উইলিয়ম পীটের প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি এক সময়ে রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এই পীটের পিতামহ মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। পীট ইংলণ্ডের সম্মান এবং প্রভুত্ব বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা, এবং কৌশলসম্পন্ন নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সালের

২৫এ অক্টোবর প্রাতঃকালে দ্বিতীয় জর্জ হৃদ্‌রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।

২য় জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রেডরিক নিজ পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করেন। সুতরাং ফ্রেডরিকের পুত্র তৃতীয় জর্জ নিজ পিতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১ম এবং ২য় জর্জের হানোবারের প্রতিই অধিক মায়া ছিল এবং উভয়েই ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। ৩য় জর্জ ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করায়, তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হানোবারের প্রতি তিনি অধিক দৃষ্টি দান না করিয়া, ইংলণ্ড-শাসনেই বিশেষ মনোযোগী হন। ১ম এবং ২য় জর্জের শাসনকালে মন্ত্রীবর্গই পূর্ণ ক্ষমতা চালনা করিতেন, তৃতীয় জর্জ তৎপরিবর্ত্তে নিজে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। উহাঁরই শাসনকালে একমাত্র বাণিজ্যের শুল্ক উপলক্ষে আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশিগণ ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কয়েক বর্ষের সমরের পর ১৭৮২ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া, 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্' রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জর্জ উন্মাদ হন এবং আমরণ তদবস্থায় থাকেন। তাঁহার উন্মাদাবস্থায় তদীয় পুত্র পিতার নামে রাজ্য শাসন করেন। ইহাঁর শাসনে অন্যান্য সমরের মধ্যে ফ্রান্সের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ানের সহিত ওয়াটার-লুর মহাসমরে ইংরাজদিগের জয়লাভ হয়। ১৮২০ সালের ২৯এ জুনে তৃতীয় জর্জ ৮২ বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

তৃতীয় জর্জের পরলোক প্রাপ্তির পর তৎপুত্র চতুর্থ জর্জ ইংলণ্ডের সিংহা-সনে আরোহণ করেন। ইনি ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজ স্ত্রী ব্রান্সউইকের কোরোলাইনার প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করায়, উক্ত রাজ্ঞী দেশান্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। ৪র্থ জর্জ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, ইনি ইংলণ্ডে আসিলে, ইহাঁকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক বরং দণ্ড দানের উদ্যোগ হয়। ইনি ১৮২১ সালের ১৯ জুলাই মানসিক যাতনায় প্রাণত্যাগ করেন। চতুর্থ জর্জ ১৮৩০ সালের ২৬এ জুনে অপুত্রকাবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৪র্থ জর্জ অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার তৃতীয় সহোদর ভ্রাতা ডিউক অব ক্ল্যারেন্স চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কারণ দ্বিতীয় ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক পূর্ব্বেই অপুত্রকাবস্থায় স্বর্গারোহণ

করেন। ইনি ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনের প্রথমাংশে নৌ-বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম "নাবিকরাজ" হয়। সেক্সিমিলিঙ্গেনের আডেলাইডের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ইহাঁর শাসনের প্রথমেই ইংলণ্ডে দ্রুতগামী রেলওয়ের সৃষ্টি হয়। ইহাঁর দুইটি কন্যা জন্মে। কিন্তু তাঁহারা ইহাঁর পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেন। চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৩৭ সালের ২০এ জুনে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজকীয় পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিসরাজ্ঞী মান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া।

ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ড ডিউক অব কেণ্টের ব্যবস্থামত সিংহাসন প্রাপ্তির কথা। কিন্তু তিনি সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করায়, তদীয় একমাত্র কন্যা ভিক্টোরিয়া আলেকজেন্দ্রিনাকে ইংলণ্ডবাসিগণ সিংহাসন প্রদান করেন। ভিক্টোরিয়ার পিতা এডওয়ার্ড ডিউক অব কেণ্ট ১৭৬৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্পেন এবং আমেরিকার সমরে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণির অন্তর্গত সাক্সিকোবর্গ এবং গোথার ডিউকের কন্যার সহিত ১৮১৮ সালে উক্ত ডিউকের পরিণয় হয়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া আলেকজান্দ্রিনা ১৮১৯ সালের মে মাসের চতুর্ব্বিংশ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন; সুতরাং ইনি অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮৩৭ অব্দের জুন মাসের বিংশ তারিখে গ্রেট ব্রিটনের সিংহাসন প্রাপ্ত এবং ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৮এ জুনে মহাসমারোহে ওয়েষ্টমিনিষ্টার নামক স্থানে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া

গ্রেট ব্রিটনের রাজমুকুট ধারণ করেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারিতে সাকসিকোবর্গ এবং গোথার প্রিন্স ফ্রান্সিস আলবার্ট আগষ্টস চার্লেস ইমানুয়েলের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। উক্ত প্রিন্স রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অন্য সম্বন্ধে মাতুল-পুত্র। হানোবারের রাজবংশের নিয়মমত তথাকার রাজসিংহাসনে কোন রমণী উপবেশন করিতে পারিবেন না বলিয়া, এতদিন যে হানোবার ইংলণ্ডের সহিত একত্রিত ছিল, তাহা ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন এবং চতুর্থ জর্জের পঞ্চম পুত্র আর্নেষ্ট ডিউক অব কাম্বার্ল্যাণ্ড হানোবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

শ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যৎকালে গ্রেট বৃটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, লর্ড মেলবোরণ তৎকালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে উত্তর এবং দক্ষিণ কানাডা উপনিবেশে পাপিনু এবং মেকেঞ্জি নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, স্যার জন কোলবরণের অধ্যক্ষতায় তাহা নিবারিত এবং ১৮৪৩ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের এক ব্যবস্থা দ্বারা উভয় কানাডা একত্রিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের এক সম্প্রদায় গ্রেট বৃটনের শাসননীতি পরিবর্ত্তন জন্য অভ্যুত্থিত হয়। গ্রেট বৃটনের প্রত্যেক অধিবাসী ভোট অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মত দান করিতে পারিবেন, প্রতিবৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নূতন সভ্য নির্ব্বাচন হইবে, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ বেতন পাইবেন, যে কোন অধিবাসী ভূস্বত্বহীন বা ধনী হউন, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইতে পারিবেন, এবং গ্রেট বৃটন প্রদেশ নির্ব্বাচক রূপে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইবে এই কয়েকটি প্রস্তাব লইয়া মহা আন্দোলন করেন। জন ফ্রষ্ট নামক এক ব্যক্তি ইহার নেতা হন। মন্মউথসায়ারের অন্তর্গত নিউপোর্টে এই সম্প্রদায় এই উদ্দেশে আক্রমণ উপস্থিত করে। ফ্রষ্ট এবং অপর দুই ব্যক্তির বিদ্রোহিতার কারণ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়, কিন্তু শেষ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দ্বীপান্তরিত করা হয়। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে লর্ড মেলবোরণের পদে স্যার রবার্ট পীল ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী হন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ওয়েলসের এক সম্প্রদায় গোলযোগ উপস্থিত করায়, তাহাদিগকে দমন করা হয়। ঐ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে ওকনেল নামক এক আইরিস নেতার অধীনে অনেকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করায়, তাহারাও উচ্চ দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্যের কারণ শস্য আমদানি শুল্ক একেবারে রহিত হয়। স্যার রবার্ট পীল পদত্যাগ করিলে, লর্ড জন রসেল রাজমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীরা সমধিক পরিমাণে আলু ভক্ষণ করিয়া থাকে; উক্ত অব্দে তথায় উপযুক্ত পরিমাণে আলু না জন্মিবাতে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় বিংশতি লক্ষ লোক বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ অব্দে উইলিয়ম স্মিথ ওব্রিন নামক এক নেতার অধীনে আয়ার্ল্যাণ্ডের এক সম্প্রদায় আবার বিদ্রোহী হইলে, নেতাগণ ধৃত এবং বন্দী হয়, কিন্তু শেষ তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৪৯ সালে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে গমন করিলে মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন। ১৮৫০ সালে স্যার রবার্ট পীল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রোমের পোপ ইংলণ্ডে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মহারাজ্ঞীর স্বামী প্রিন্স আলবার্টের কল্পনায় এবং বিশেষ উদ্যোগে লণ্ডনে একটি অভূতপূর্ব্ব শিল্পপ্রদর্শনী হয়। হাইড পার্ক নামক স্থানে বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে লৌহ এবং কাচ-নির্ম্মিত এক অতি বৃহৎ বাটী প্রস্তুত হয়। স্যার যোজেফ প্যাক্সটন সেই বাটীর অনুকৃতি প্রস্তুত করেন। ইহার নাম ক্রাইষ্টাল প্যালেস। ইহা এখনও অবস্থান করিয়া জগতের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহার মধ্যে মহা প্রদর্শনী হয়, এবং তাহাতে সমস্ত সুসভ্য ভূখণ্ডের সহস্র সহস্র অধিবাসী—বণিক উপস্থিত হন। ১৮৫২ অব্দে লর্ড ডারবি রাজমন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই আরল অব আবারডিন প্রধান মন্ত্রী হন। ১৮৫৩ সালে রুস-সম্রাট তুরস্কাধিকার করিতে উদ্যত হইলে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং সার্ডিনিয়া ক্রিমিয়ার সমরে রুসীয়াকে পরাস্ত করেন। ১৮৫৫ সালে লর্ড পামারষ্টন রাজমন্ত্রী হন। ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত এবং তন্নিবারণের পর ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধন জন্য ব্রিটিসরাজ্ঞী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে ভারত-শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালে লর্ড পামারষ্টন পদত্যাগ করিলে, লর্ড ডারবি রাজমন্ত্রী হন। এই সময়ে ভারতে সুশাসন কারণ এবং পার্লিয়ামেণ্টে ইহুদী সভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে দুইটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। ৫৯ অব্দে লর্ড পামারষ্টন পুনরায় রাজমন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে

ইংলণ্ডে ভলণ্টিয়ার অর্থাৎ অবৈতনিক সৈন্যদল স্থাপিত হয়। ১৮৬১ অব্দে গ্রেট ব্রিটনের জন সংখ্যা গৃহীত হয়, তাহাতে তৎকালে অধিবাসী সংখ্যা ২৯৩৩৪৭৮৮ জন ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই অব্দের মার্চ্চ মাসে মহারাজ্ঞীর মাতা ডচেস অব কেণ্ট প্রাণ ত্যাগ করায়, মহারাজ্ঞী শোকসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, মহারাজ্ঞী সেই গভীর শোকসাগর হইতে উত্থিত না হইতে হইতেই সেই অব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে টাইফয়েড জ্বরে উইণ্ডসর প্রাসাদে মহারাজ্ঞীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট স্বর্গারোহণ করায়, মহারাজ্ঞ গভীরতম শোকসাগরে নিমগ্ন হন। প্রিন্স আলবার্টের বিয়োগে সমগ্র গ্রেট ব্রিটনের উচ্চ শোকনাদে গগন বিদীর্ণ হয়। মিষ্টভাষিতা, বদান্যতা, সৌজন্যতা এবং নীতিজ্ঞতায় প্রিন্স আলবার্ট সমগ্র গ্রেট ব্রিটনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহান জীবনের মহান ভাব ব্রিটিস জাতি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে গভীর জাতীয় শোক পরিদৃষ্ট হয়। প্রিন্স আলবার্ট নিজে প্রকাশ্যরূপে রাজ্যের কোনপ্রকার রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলেও অলক্ষ্যে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক মীমাংসা কালে যে বিশেষ মন্ত্রণা দান করিয়া ইংলণ্ডের গৌরব—ইংলণ্ডের মহিমা বিস্তারের সহায়তা করিতেন, তাহা গ্রেট ব্রিটনের ইতিহাস হীরকাক্ষরে নিজ দেহে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। বিশেষ প্রিন্স আলবার্ট গ্রেট ব্রিটনের শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যে সমধিক যত্ন, শ্রম এবং উদ্যোগ করেন, তাহা অনন্তকাল ব্রিটিস জাতির হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে। প্রিন্স আলবার্টের স্বর্গারোহণের পর হইতে মহারাজ্ঞীর হৃদয় অবসন্ন হয়, সাধারণ কোন কার্য্যেই তিনি আর বিশেষরূপে যোগ দান করিতে সমর্থ হন না। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে লর্ড জন রসেল পুনরায় রাজমন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু পর বর্ষে লর্ড ডারবি পুনরায় মন্ত্রীত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন বৃহৎ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। এতদিন কেবল গ্রেট ব্রিটনের প্রধান প্রধান নগরের ধনবানেরাই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম ছিলেন, নূতন বিধি দ্বারা দীন দরিদ্রদিগকে পর্য্যন্ত সেই ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৮৬৮ সালে মেং ডিজরেলি রাজমন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ অব্দেই পার্লিয়ামেণ্টে লিবারেল সভ্য সংখ্যা অধিক হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিলে, মেং গ্লাডষ্টোন

তৎপদে নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ভূস্বত্ব সম্বন্ধে নূতন বিধি সৃষ্টি দ্বারা ভূম্যাধিকারীদিগের স্বত্ব বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে পশ্চিম আফ্রিকায় আসাণ্টি নামক বন্য জাতির সহিত ইংলণ্ডের সমর উপস্থিত এবং শেষ তাহাদিগকে উচিত দণ্ড দেওয়া হয়। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের পুনরায় সভ্য নির্ব্বাচন হইলে, মন্ত্রীবর গ্ল্যাডষ্টোনের বিপক্ষ সভ্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তিনি পদত্যাগ করেন এবং মেং ডিজরেলি পুনরায় মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁরই প্রস্তাবে এবং সমগ্র ব্রিটিস জাতির পোষকতায় মান্যবতী ব্রিটিসরাজ্ঞী যাহাঁতে 'ভারতেশ্বরী' উপাধি ধারণ করেন, তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্টে এক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

গ্রেট ব্রিটনের অধিরাজ্ঞী মান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার শাসনে গ্রেট ব্রিটন জগতে সকল জাতির উপর মস্তক উন্নত করিয়াছে। বিদ্যা, বিজ্ঞান, ধন, বাণিজ্য, সভ্যতা, বিক্রম প্রভৃতি সকল বিষয়েই গ্রেট ব্রিটন সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। ব্রিটিসরাজ্ঞী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার জয়পতাকা ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রান্তে—প্রত্যেক দেশে মৃদুল সমীরভরে উড্ডীয়মান হইয়া, ব্রিটনের উচ্চ গৌরব প্রকাশ করিতেছে। জগতের কোন জাতীয় রাজপতাকা কোন কালে এরূপে ভূখণ্ডের চারিপ্রান্তে বিস্তৃত হয় নাই, এবং কোন রাজা বা রাজ্ঞী এরূপে নানা জাতীয় প্রজার পূজা প্রাপ্ত হন নাই। গ্রেট ব্রিটন—ইয়ুরোপ—সমগ্র জগতের প্রত্যেক প্রদেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে, মান্যবতী শ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনের ন্যায় শান্তি এবং সুখপূর্ণ শাসন আর দৃষ্ট হয় না। মহারাজ্ঞী যেরূপ গুণবতী, বিদ্যাবতী সেইমত অপার দয়াবতী। তাঁহার হৃদয় কেবল নারী-স্বভাব-সুলভ দয়াপূর্ণ নহে—তাঁহার হৃদয় অসীম দয়াপূর্ণ। প্রজাপুঞ্জের সুখ, শান্তি এবং উন্নতি যেমন তাঁহার একমাত্র চিন্তার স্থল, গ্রেট ব্রিটন এবং জগতে ব্রিটিসাধিকৃত প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীরাও সেইমত তাঁহার ন্যায় নানাগুণ-ভূষিতা দয়াবতী রাজ্ঞী প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে মহা সম্মানিত জ্ঞান করিতেছেন। পৃথিবীর সপ্তমাংশ ব্যাপিয়া ইহাঁর রাজ্য বিস্তৃত; এই বহু বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে যে কোন প্রদেশে কোন দুর্ঘটনা হইলে, প্রজাদিগের কোন কষ্ট হইলে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ গ্রহণ করেন, এবং সাহায্য দান করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের প্রতি

তাঁহার সদয় দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হয় না। ভারতীয় প্রজা-পুঞ্জের রাজভক্তিতে তিনি বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। মহারাজ্ঞীর শাসনেই সেই যবন-পীড়িতা—নিগৃহীতা—দীনা ভারতভূমি এক্ষণে উন্নতির সোপানে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ভারতের চারি দিকে শান্তি বিরাজিত এবং সুখসমৃদ্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পবিত্র "ভিক্টোরিয়া" নাম জগতে—ব্রিটিসাধিকৃত প্রদেশ সমূহের প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক নর নারী আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজ-পরিবার।

গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিরাজ্ঞী
মহামান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া আলেকজান্দ্রিনা,
জার্ম্মাণির অন্তর্গত সেক্সিকোবর্গ এবং গোথার
প্রিন্স ফ্রান্সিস আলবার্ট আগষ্টস চার্লেস ইমানুয়েলের
সহিত ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি বিবাহ হয়।
প্রিন্স ১৮১৯ অব্দের ২৬এ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ এবং ১৮৬১ অব্দের
১৪ই ডিসেম্বরে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজসন্তান সন্ততিগণ;—

১। রাজকুমারী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া এডিলেইড মেরি লুইসা,
প্রিন্সেস রয়েল,—জন্ম ২১ এ নবেম্বর, ১৮৪০ খৃঃ অব্দ।
প্রুসীয়ার যুবরাজ

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়মের
সহিত ১৮৫৮ অব্দের ২৫এ জানুয়ারি বিবাহ হয়।
তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ ;—

শ্রীযুক্ত প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়ম ভিক্টর আলবার্ট,
জন্ম ২৭এ জানুয়ারি, ১৮৫৯।

শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া এলিজাবেথ আগষ্টা শার্লোটী,
জন্ম ২৪এ জুলাই, ১৮৬০।

শ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবার্ট উইলিয়ম হেনরি, জন্ম ১৪ই আগষ্ট, ১৮৬২।

শ্রীমতী প্রিন্সেস ফ্রেডরিকা উইলিহেনমিনা এমেলিয়া ভিক্টোরিয়া,
জন্ম ১২ই এপ্রেল, ১৮৬৬।

শ্রীযুক্ত প্রিন্স ওয়ালডিমার,—জন্ম ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮।

শ্রীমতী প্রিন্সেস সোফায়া ডোরোথিয়া অলরিকা এলিস,
জন্ম ১৪ই জুন, ১৮৭০।

শ্রীমতী প্রিন্সেস মার্গারেট ব্রিটিস,—জন্ম ২২এ এপ্রেল, ১৮৭২।

২। যুবরাজ মান্যবর শ্রীযুক্ত আলবার্ট এডওয়ার্ড
প্রিন্স অব ওয়েলস, জন্ম ৯ই নবেম্বর, ১৮৪১।
ডেন্মার্কের রাজকন্যা
মান্যবতী শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা কেরোলাইন মেরি জুলিয়ার
সহিত ১৮৬৩ অব্দের ১০ই মার্চ্চ বিবাহ হয়।
তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ;—

শ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর খৃষ্টীয়ান এডওয়ার্ড,
জন্ম ৮ই জানুয়ারি, ১৮৬৪।

শ্রীযুক্ত প্রিন্স জর্জ ফ্রেডরিক অর্নেষ্ট আলবার্ট, জন্ম ৩রা জুন, ১৮৬৫।

শ্রীমতী প্রিন্সেস লুই ভিক্টোরিয়া আলেকজান্ড্রা ডাগমার,
জন্ম ২৪এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭।

শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া আলেকজান্দ্রা ওলগামেরি,
জন্ম ৬ই জুলাই, ১৮৬৮।

শ্রীমতী প্রিন্সেস মড শার্লোট মেরি ভিক্টোরিয়া,
জন্ম ২৬এ নবেম্বর, ১৮৬৯।

৩। রাজকুমারী শ্রীমতী প্রিন্সেস এলিস মড মেরি,
জন্ম ২৫এ এপ্রেল, ১৮৪৩ খৃঃ অব্দ।
জার্ম্মাণির অন্তঃপাতী হেসি ডামষ্টার্ডের রাজকুমার
শ্রীযুক্ত প্রিন্স লুই ফ্রেডরিক উইলিয়মের
সহিত ১৮৬২ সালের ১লা জুলাই বিবাহ হয়।
তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ;—

শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া আলবার্ট এলিজাবেথ মেটিলডা মেরি,
জন্ম ৫ই এপ্রেল, ১৮৬৩।

শ্রীমতী প্রিন্সেস এলিজাবেথ আলেকজেন্দ্রিনা লুই এলিস,
জন্ম ১লা নবেম্বর, ১৮৬৪।

শ্রীমতী প্রিন্সেস আইরিণ মেরি লুই এনা, জন্ম ১১ই জুলাই, ১৮৬৬।

শ্রীযুক্ত প্রিন্স আর্নেষ্ট লুই চার্লেস আলবার্ট উইলিয়ম,
জন্ম ২৫ এ নবেম্বর, ১৮৬৮।

শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া লুই, জন্ম ৩রা মে, ১৮৭০।

শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া, জন্ম ৬ই জুন, ১৮৭২।

৪। রাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রিন্স আলফ্রেড আর্নেষ্ট আলবার্ট
ডিউক অব এডিনবর্গ, জন্ম ৬ই আগষ্ট, ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ।
রুশীয়ার রাজকন্যা শ্রীমতী প্রিন্সেস মেরিয়ার
সহিত ১৮৭৪ সালের ২২এ জানুয়ারি বিবাহ হয়।

৫। রাজকুমারী শ্রীমতী প্রিন্সেস হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া,
জন্ম ২৫ এ মে, ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ।
জার্ম্মাণির অন্তর্গত সেলসুইগ হোলেষ্টিনের রাজকুমার
শ্রীযুক্ত প্রিন্স ফ্রেডরিক খৃষ্টীয়ান চার্লেস আগষ্টসের
সহিত ১৮৬৬ অব্দের ৫ই জুলাই বিবাহ হয়।
তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ;—

শ্রীযুক্ত প্রিন্স খৃষ্টীয়ান ভিক্টর আলবার্ট লডউইগ আর্ণেষ্ট এণ্টন,
জন্ম ১৪ই এপ্রেল, ১৮৬৭ অব্দ।
শ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবার্ট জন চার্লেস ফ্রেডরিক আলফ্রেড জর্জ,
জন্ম ২৬এ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৯ অব্দ।
শ্রীমতী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া লুই, জন্ম ৩রা মে, ১৮৭০ খৃঃ অব্দ।

৬। রাজকুমারী শ্রীমতী প্রিন্সেস লুইসা কেরোলাইন আলবার্টা,
জন্ম ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ।
ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটরি ডিউক অব আর্গাইলের পুত্র
শ্রীযুক্ত মার্কুইস অব লোরনের
সহিত ১৮৭১ অব্দের ২১এ মার্চ্চ বিবাহ হয়।

৭। রাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রিন্স আর্থার উইলিয়ম পেট্রিক আলবার্ট,
জন্ম ১লা মে, ১৮৫০ খৃঃ অব্দ।

৮। রাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রিন্স লিডপোল্ড জর্জ ডনকান আলবার্ট,
জন্ম ৭ই এপ্রেল, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দ।

৯। রাজকুমারী শ্রীমতী প্রিন্সেস বিয়েত্রাইস মেরি
ভিক্টোরিয়া ফিয়োডোরা,
জন্ম ১৪ই এপ্রেল, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ।

আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

রাজসূয়-সূচনা।

"চিরদিন সমান না যায়" এই উক্তির সাক্ষ্য দিবার জন্যই পবিত্র আর্য্যক্ষেত্রে আর্য্য-শাসন বিলুপ্ত হইলে, যবন-শাসন আরম্ভ হয়। অষ্টশত বর্ষ কাল ভারত-বক্ষে মোগল পাঠানের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হইয়া, "কালের করাল চক্র ঘূরে অনিবার" এই উক্তির সম্মান রক্ষার জন্য বিলয় প্রাপ্ত হয়। যবন দন্তীবিদলিত ভারত পদ্মকে ঘোর নিগ্রহ, অত্যাচার, অবিচার এবং শোকময় পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই পরম করুণাময় জগদীশ্বর সপ্ত সমুদ্র পারস্থ শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ডনিবাসী ইংরাজ জাতিকে বণিক বেশে আনয়ন করায়, সেই বণিকবেশী ইংরাজ সমষ্টী ক্রমে ভারতের উদ্ধার সাধন জন্য বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া, একে একে এই বিস্তৃত ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে বিজয়ভেরী বাদন পূর্ব্বক মৃদুলানীলে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া, বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস সিংহের প্রবল প্রতাপ, বিপুল বিক্রম, অতুল বল, অসীম ক্ষমতা এবং অপরিমিত রাজনীতিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করেন। যবন-শাসনের শেষে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে অরাজকতা ভীমমূর্ত্তিতে নৃত্যারম্ভ করে। কেবল নরহত্যা, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, পরস্পরে সমর দ্বারা দেশীয় রাজগণের আত্মবল ক্ষয়, মহারাষ্ট্রদিগের উৎপাত আর ভারতের রোদনে গগন পরিপূর্ণ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঈশ্বরের অনুগ্রহে তৎসমস্ত নিবারিত করিয়া, ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে শান্তি সৌরভ প্রবাহিত করেন। ভারতের সে দুর্দ্দশা পরিবর্ত্তিত হইয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ভারতকে অপূর্ব্ব প্রভায় ভূষিত করিয়া

নবীন মূর্ত্তি দান করে। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারীকা পর্য্যন্ত সমস্বরে "ব্রিটিস রাজ্ঞী"—"ব্রিটিসজাতির" জয় বিঘোষিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ব্রিটিসরাজ্ঞী ১৮৫৭ সালে যখন ভারতের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তৎকালেই তিনি আসিয়াক প্রথামত "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিয়া ভারত শাসন করিতে পারিতেন, কিন্তু সিপাহীদিগের অজ্ঞানতা-সম্ভূত অত্যাচার জনিত ভারতের নানাস্থানে তৎকালে শোকানল প্রজ্বলিত হওয়ায়, ব্রিটিসরাজ্ঞী তৎকালে সে উপাধি ধারণ করেন নাই; কিন্তু পুত্রসম পালন করিতে বিস্মৃত হন নাই। নামে না হউক, কার্য্যে তিনি ভারতেশ্বরী রূপে পূজিত এবং বিঘোষিত হইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে ভারতের চারি প্রান্তে শান্তি সতী নৃত্য করিতেছে, বৈদিশিক আক্রামকগণ ভারতের শান্তি ভঙ্গ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; ভারতের প্রত্যেক জাতীয় প্রজা পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি-মুখে আনন্দবদনে, মহা আশয়ে ধাবিত, ভারতমধ্যস্থ প্রাচীন মহা শক্রগণ মিত্রতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এবং ভারতের ভূত রক্তগঙ্গাপ্রবাহক ঘোরবিষাদময় সংগ্রাম চিত্র সাধারণের চিত্তপট হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, এই সুখশান্তিময় সময়ে ব্রিটিসরাজ্ঞী ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ বাসনা করেন। এ উপাধি ধারণ মহাসমরে জয়লাভের পর মহা দর্প ভরে গৃহীত হয় নাই, কেবল ক্ষমা এবং অনুগ্রহ বিতরণের সহিত পঞ্চবিংশতি কোটী প্রজার আনন্দের সহিত গৃহীত হইল। দেশীয় রাজবৃন্দ বা প্রজা-পুঞ্জের স্মৃতিপটে এ সময়ে ভূত কোনপ্রকার রাজ্যাধিকার বা পরাজয় কাণ্ড সমুদিত হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয় আচ্ছন্ন করে নাই।

গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের মান্যবতী অধিরাজ্ঞীর মন্ত্রী-সমাজ ইহা সুসময় বুঝিয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণের কল্পনা করেন। সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তাব উপস্থিত, এবং সর্ব্বসাধারণে আনন্দের সহিত সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেই প্রস্তাব ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ২৭ সপ্তবিংশ তারিখে বিধিবদ্ধ হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ভারত সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (সেক্রেটরি অব ষ্টেট) তৎসহ শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান শাসনকর্ত্তার নিকট

প্রেরণ করিয়া, যথোপযুক্ত রূপে উক্ত উপাধি ঘোষণা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণের কল্পনা সূচক নিম্নলিখিত ঘোষণা-পত্র রাজপ্রতিনিধি প্রকাশ্যরূপে প্রচার করেন।

ঘোষণাপত্র।

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা (গবর্নর জেনেরল) আমি এতদ্দ্বারা এই সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তাগণ (গবর্নর), শাসনকর্ত্তাগণ (এডমিনিষ্ট্রেটর), রাজগণ, সরদারগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং অধিবাসীগণের জ্ঞাত কারণ গ্রেট ব্রিটনএবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভায় অত্র সংলগ্নীকৃত আমাদিগের প্রভুর এক সহস্র অষ্টশত এবং ছিয়াত্তর সালের এপ্রেল মাসের সপ্তবিংশ তারিখে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং মহা মান্যবতীর শাসনের ঊনচত্বারিংশ বর্ষে, এক সহস্র অষ্টশত এবং ছিয়াত্তর সালের এপ্রেল মাসের অষ্টাবিংশ তারিখে উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে স্বাক্ষরিত রাজকীয় ঘোষণা-পত্র যাহা মহামান্যার ভারত সাম্রাজ্যমন্ত্রী (ষ্টেট সেক্রেটরি) কর্ত্তৃক তদীয় সন ১৮৭৬ সালের ১৩ই জুলাইয়ের ৭০ সংখ্যক মন্তব্যসহ অত্র গবর্নমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলাম।

পুনশ্চ, আমি প্রকাশ্যরূপে আমার হস্তে স্বাক্ষর এবং মোহরাঙ্কিত করিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে, মহামান্যবতী তদীয় রাজমুকুটাধীনস্থ এই মহাসাম্রাজ্যের প্রতি তদীয় বিশেষ স্বার্থানুরাগ জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে এবং ভারতের রাজগণ এবং প্রজাবর্গের রাজভক্তি এবং এই জাতির প্রতি তাঁহার যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তৎজ্ঞাপনসূচক যে সদভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি নিজ রাজপদ এবং রাজোপাধির সহিত একটি সংযোগ সাধন করিতে বাসনা করিয়াছেন, তাহা রাজ্ঞীর সমগ্র ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিঘোষিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে আমি দিল্লীতে এক সমিতি আহ্বান করিতে বাসনা করিয়াছি।

এই সমিতিতে আমি রাজ্ঞীর ভারতরাজ্যের সমস্ত স্থানের গবর্নরগণ, লেফটেনেণ্ট গবর্নরগণ, এবং শাসনবিভাগের অধ্যক্ষগণকে এবং যে সকল রাজা, সরদার এবং সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ, যাঁহাদিগের সহিত অতীত কালের ঐতি-

হাসিক সম্বন্ধসহ বর্ত্তমানকালে সুখসমৃদ্ধির সম্বন্ধ আছে, এবং যাঁহারা যোগ্যতার সহিত এই মহাসাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব এবং উন্নতি বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

এই ঘটনার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন সম্বন্ধে এবং মান্যবতীর ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জ তাঁহাদিগের মান্যা রাজ্ঞীর প্রতি যে প্রীতি রক্ষা করেন, তৎপ্রকাশার্থে প্রকাশ্য মহোৎসব এবং উপযুক্ত রাজভক্তি প্রকাশ জন্য যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, আমি কাউন্সেলের সহিত অতঃপর তদনুগত আজ্ঞা প্রচার করিব।

সিমলা, ১৮ই আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ।

(স্বাক্ষরিত) লিটন।

সংখ্যা ৭০, ইণ্ডিয়া আফিষ, ১৩ই জুলাই, ১৮৭৬।

মান্যবতী রাজ্ঞীর ভারত সাম্রাজ্য মন্ত্রী (ষ্টেটসেক্রেটরির) দ্বারা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত।

মহিমবরের জ্ঞাত কারণ মহামান্যবতী কর্ত্তৃক "ভারতেশ্বরী" (এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া) উপাধি ধারণ জ্ঞাপক রাজ্ঞীর ঘোষণা পত্রের নকল প্রেরণ করিলাম। *

২। মহামান্যবতী রাজ্ঞীর পক্ষে এই বিধি প্রকৃতরূপে সদভিপ্রায় জ্ঞাপক; ভারতবর্ষের রাজগণ এবং প্রজাগণের প্রতি মহামান্যবতী নিয়ত যে মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, তৎপ্রকাশের এই অবসর বিশেষরূপে উপযুক্ত, ইহা রাজ্ঞীর বিবেচনাসিদ্ধ। মহামান্যবতীর রাজপদ এবং রাজোপাধি সহ যে উপাধি সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত প্রকারে মহামান্যবতীর ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে মহিমবরকে আমি অনুরোধ করিতেছি।

(স্বাক্ষরিত) সেলিসবরি।

---

* ঘোষণাপত্র খানি পরে যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল।

সংখ্যা ১, (ভিক্টোরিয়ার ৩৯ বর্ষ শাসনের ১০ অধ্যায়)

সম্মিলিত রাজ্য (ইউনাইটেড কিংডম) এবং তদধীনস্থ প্রদেশের রাজপদ এবং রাজোপাধিসহ মহামান্যবতীর অন্য উপাধি সংযোগ সাধক বিধি। (২৭এ এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ।)

(ষ্টেট সেক্রেটরি কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ২৯এ জুনের ২৮ সংখ্যক মন্তব্যসহ প্রেরিত।)

যেহেতু গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সংমিলন কারণ পরলোকপ্রাপ্ত মহামান্যবর রাজা তৃতীয় জর্জের চত্বারিংশ বর্ষ শাসনকালে বিধিবদ্ধ আইনের ৬৭ ধারায় সংবদ্ধ আছে যে, উপরিলিখিত সংমিলনের পর ইউনাইটেড কিংডম এবং তদধীনস্থ প্রদেশের রাজপদ এবং রাজোপাধিসহ মহামান্যবর সম্মিলিত রাজ্যের মোহরাঙ্কনসহ রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা নিজ ইচ্ছামত উপাধি ধারণ করিতে পারিবেন।

এবং যেহেতু উক্ত বিধির ক্ষমতানুসারে এবং এক সহস্র অষ্টশত এক সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে মোহরাঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা "ভিক্টোরিয়া, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে গ্রেট ব্রিটনের সম্মিলিত রাজ্য এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজ্ঞী, ধর্ম্ম রক্ষিণী" বর্ত্তমানে এই উপাধি হইয়াছে।

এবং যেহেতু ভারতবর্ষের সুশাসন কারণ যে ব্যবস্থা বর্ত্তমান মহামান্যবতীর শাসনের একবিংশ এবং দ্বাবিংশ বার্ষিকী অধিবেশনকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একশত ছয় ধারায় উল্লেখ আছে যে, মহারাজ্ঞী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর যে ভারত শাসনভার দিয়াছিলেন, সেই ভার মহামান্যবতীর প্রতি অর্পিত হইল, এবং অতঃপর মহামান্যবতীর দ্বারা এবং তদীয় নামে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে, এবং মহামান্যবতীর পদ এবং উপাধির সহিত কোন নূতন উপাধি সংযোগ দ্বারা শাসন পরিবর্ত্তন স্বীকার আবশ্যক।

মহামান্যবতী রাজ্ঞীর দ্বারা এবং লর্ডস স্পিরিচিউয়াল এবং টেম্পোরাল এবং কমন্স (পার্লিয়ামেণ্টের হাউস অব লর্ডের সভ্যগণ এবং হাউস অব কমন্সের সভ্যগণ) দিগের দ্বারা এবং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এবং সম্মতিমত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল যে ;—

উপরিলিখিত ভারত শাসন পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য করণ অভিপ্রায়ে মহা

মান্যবতী সম্মিলিত রাজ্যের মোহরাঙ্কিত করিয়া রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা সম্মিলিত রাজ্য এবং তদধীনস্থ প্রদেশের বর্ত্তমান রাজপদ এবং রাজোপাধিসহ মহামান্যবতী যেরূপ উপাধি সংযোগ আবশ্যক বোধ করিবেন, মহামান্যবতীর পক্ষে তাহা বিধিসঙ্গত হইবে।

—০*০—

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর কর্ত্তৃক উপরোক্ত ঘোষণাপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট নামক রাজকীয় পত্রে প্রচারিত হইবা মাত্র ভারতের একপ্রান্ত হইতে ভিন্ন প্রান্ত পর্য্যন্ত মহা আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজা মহোৎসাহে মত্ত হইয়া অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে থাকেন। যদিও দেশীয় স্বাধীন এবং করদ রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিস রাজ্ঞীকে ভারতেশ্বরী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং সেই উপাধির মর্ম্মাবগত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ্যরূপে সেই উপাধি গৃহীত হইবে শুনিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে মহানন্দিত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্রিটিসরাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভারতের ভাবিপতি প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাদুর ভারত ভ্রমণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হওয়ায়, এই উপাধি প্রকাশ্য রূপে গৃহীত হইবে। মহামান্যবতী ব্রিটিসরাজ্ঞী এবং গবর্ণমেণ্ট ভারতের মঙ্গল সাধনে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক নিযুক্ত হইবেন, সাধারণ প্রজামণ্ডলী এতদনুমান করিয়া উচ্চ আশায় হৃদয়পূর্ণ করিয়া মহোৎসবে মত্ত হন। কেবল রাজকীয় পত্রে ঘোষণা দ্বারা যে এই উপাধি ধারণে সাধারণে তৃপ্ত হইতেন না, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্যই সকল জাতীয় এবং সকল বর্ণের সমস্ত প্রজার বাসনা মত রাজপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে সমগ্র ভারতীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষ এবং দেশীয় রাজবৃন্দ এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সমক্ষে এই উপাধি পরিবর্ত্তনসহ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণ এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত ব্রিটিস শাসনের কোনপ্রকার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে না, ইহা প্রকাশ করিবার সুবিধা হয়। অন্য কথায়, ভারতেশ্বরীর শাসনে কোনপ্রকার ভয়ের কারণ নাই, বরং মঙ্গল সূচিত হইবার সম্ভাবনা, ইহাই ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে অঙ্কিত করা হয়।

বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন সাধন

সূত্রে এই মহা রাজসূয় সমিতিতে একটি সুখময় ঘটনা উপস্থিত হয়। দেশীয় রাজগণ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিলক্ষণরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে একছত্রী-শাসন ভাব নিহিত করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রজাকুলের হৃদয়ে ব্রিটিস শাসনের সেই ভাব এই উপাধি ধারণ দ্বারা নিবদ্ধ করা হয়। ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমস্ত ইংরাজ এবং দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের একত্র সমিতি সংবাদ বিঘোষিত হওয়ায়, সাধারণের মনে কোনপ্রকার ভয় উপস্থিত হয় নাই। দিল্লীতে মহা সমিতির মহা আয়োজন সংবাদ যেরূপ সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, দেশীয় রাজগণের আনন্দও সেই পরিমাণে প্রভাসিত হয়। কিরূপ প্রণালীতে এই নূতন উপাধি ধারণ কার্য্য সমাধা হইবে, রাজগণ তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হন। যে সকল দেশীয় রাজা পরস্পর কখনও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, বাক্যালাপ করেন নাই; যে সকল রাজপুত, মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা দীর্ঘকাল যাবত ক্রমাগত পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ব্রিটিস রাজ-ক্ষমতার শান্তিময় বৃক্ষের ছায়ায় পরস্পরে মিত্রভাবে মিলিত হইতে এবং মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ কার্য্য সাধারণ্যে সমাধা করিতে সম্মত হন। গবর্ণমেণ্টের মনে এরূপ ভীতি উপস্থিত হয় যে, অনেক দেশীয় রাজা ব্যয় করিতে অক্ষম হইলেও হয়ত উপস্থিত হইবেন, তজ্জন্য বারম্বার এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়, কিন্তু মান্যা ব্রিটিস রাজ্ঞীর প্রতি সমুচিত ভক্তি প্রকাশ এবং ব্রিটিস সাম্রাজ্যের এই উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনার সহায়তার কারণ অতি অল্প রাজাই ব্যয় বাহুল্য ভয়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটিস শাসনের নিকট ভারতের দেশীয় রাজগণ এবং প্রজাগণকে একত্রে সাধারণ রাজভক্তি-সূত্রে আবদ্ধ কারণ, এবং ইউরোপীয় এবং দেশীয়-শাসনকর্ত্তা এবং রাজপুরুষগণকে এই মহা সমিতিতে পরস্পরে সম্মিলিত করিয়া, এই কার্য্যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকে যাহাতে যোগদান করিতে পারেন, তাহার সহায়তা করাই এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য। এই মহাসমিতি বিশ্ববিদিত দিল্লী নগরাভ্যন্তরে হয় নাই। নগরের চতুষ্পার্শে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রে বস্ত্রা-

বাস-নগর স্থাপিত হয়। এইরূপ প্রণালীতেই এই ভারতে এইপ্রকার মহা সমিতি স্মরণাতীত কাল হইতে সাধিত হইয়া আসিতেছে। রাজগণ, সরদারগণ, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নগরের এবং দুর্গের জনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং উদ্যানরাজি মধ্যে বস্ত্রাবাস স্থাপন করেন। আলাউদ্দীনের উপন্যাস সম্ভূত প্রাসাদাবলীর ন্যায় সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে কেবল বিচিত্র বস্ত্রাবাসপূর্ণ নগরী স্থাপিত হয়। সে দৃশ্য অতি রমণীয়—অপূর্ব্ব প্রাতিপ্রদ। যে দিকে নয়ন অর্পণ কর, কেবল শ্বেত বস্ত্রাবাস—সীমা নাই—অন্ত নাই। এ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি আর তাহা এ জন্মে বিস্মৃত হইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমিতি সমাহ্বান।

ভারবর্ষের ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান শাসনকর্ত্তা বাহাদুর রাজকীয় পত্র দ্বারা ব্রিটিস রাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ সংবাদ বিঘোষিত করিয়া, ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্বাধীন এবং মিত্র ও করদ রাজগণ, উপাধিধারী রাজা এবং সরদারগণ ও প্রত্যেক প্রদেশের সম্ভ্রান্ত দেশীয়গণকে মহাসমিতিতে সমুপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং রাজকর্ম্মচারিগণকেও উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। মহাসমিতির কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীতে মহা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ, দেশীয় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত দেশীয়গণ, বৈদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং বৈদেশিক দূতগণ, সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং সংবাদদাতাগণের কারণ সেই বিস্তৃত প্রান্তরের

চতুস্পার্শ্বে নানাবিধ বস্ত্রাবাস স্থাপিত হয়। মহাসমিতির পূর্ব্ব হইতেই হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানের দেশীয় ৬৩ জন শাসনক্ষমতা-সম্পন্ন মহারাজ, এবং উপাধিধারী রাজগণ, সরদারগণ, ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ, এবং রাজকর্ম্মচারিগণ সমুপস্থিত হন।

ইয়ুরোপীয় শাসনকর্ত্তা, রাজকর্ম্মচারী, আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এবং দর্শকগণ।

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান শাসনকর্ত্তা

মহামহিমবর এডওয়ার্ড রবার্ট লিটন, হার্টফোড কাউন্টির অন্তর্গত নিবোর্থের ব্যারণ লিটন এবং ব্যারনেট, মহামান্যবতীর ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং গ্রাণ্ড মাষ্টার এবং প্রধান নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া।

অনুচরগণ ;—

লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ও, টি, বারণ, সি, এস, আই, গোপনীয় মন্ত্রী ; কর্ণেল জি, পোমিরয় কোলি, সি, বি, সামরিক মন্ত্রী ; মান্যবর কাপ্তেন জি, ভিলিয়ার্স, এডিকং ; কাপ্তেন জি, সি, জ্যাকসন, এডিকং ; কাপ্তেন লর্ড ডব লিউ, এ, ডি লা পি, বেরেসফোর্ড, এডিকং ; কাপ্তেন জে, বিডল্ফ, এডিকং ; চিকিৎসক সারজন মেজার ও বারনেট ; লেফ্‌টেনেণ্ট এচ; আর, রোজ, এডিকং ; মেজার এচ, পি, পিকক, রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ; মান্যবর কাপ্তেন সি, ডুটন, এসিষ্টেণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; কাপ্তেন জে, বিথসা, রণতরী বিভাগের কনসলটিং ন্যাভাল অফিসার ; কর্ণেল জে, সি, পি, বেলি, আম্বালা বিভাগের পুলিশের ডেপুটী ইনশপে, ক্টার জেনেরল ; কাপ্তেন টি, ডিন, রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষী দলের এড-জুটাণ্ট, কাপ্তেন এ, এফ. লিডেল, এডিকং ; এবং লর্ড ডোন ; মেং টি, কার্ট-রাইট (পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য) এবং বাইকাউণ্ট ক্রুক (আমন্ত্রিত)।

মান্দ্রাজের গবর্ণর

মহামহিমবর রিচার্ড প্ল্যাণ্টেজনেট ক্যাম্বেল জি, সি, এস, আই, ডিউক অব বাকিংহাম এবং চাণ্ডস, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ এবং তদধীনস্থ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

অনুচরগণ ;—

কাপ্তেন পি, জে, হ্যাঙ্কিন, আর, এন, গোপনীয় মন্ত্রী ; মেজার জর্জ বার্টি বি হোবার্ট, আর, এ, সামরিক মন্ত্রী ; লেফ্‌টেনেণ্ট জি, আর, হ্যাডাওয়ে আর, এ, এডিকং ; মান্যবর ডি, এফ, কারমাইকেল, রাজস্বমন্ত্রী ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল জে, মুলিন্স আর, এ, খাল খনন বিভাগের চিপ ইঞ্জিনিয়ার এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটরি ; মেং সি, পি, কারমাইকেল ; সারজন মেজার ডবলিউ, টি, মার্টিন ; কাপ্তেন সি, এ, পোর্টিয়স ; কাপ্তেন আর গার্থ, এডিকং ; কাপ্তেন এফ, এ, আইমার, এডিকং ; লেফ্‌টেনেণ্ট জে গর্ডন, এডিকং ; মান্যবর জে, জি, কোলম্যান, মান্দ্রাজ কাউন্সেলের অতিরিক্ত সভ্য (এডিসনাল মেম্বার)।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর

মহামান্যবর স্যার ফিলিপ এডমণ্ড উডহাউস, কে, সি, বি, জি, সি, এস, আই।

অনুচরগণ ;—

কাপ্তেন জে, পি, ই, জার্ব্বিয়েস, সামরিক মন্ত্রী ; কাপ্তেন সি, উডহাউস গোপনীয় মন্ত্রী ; লেফ্‌টেনেণ্ট ডবলিউ, আর, লি, জি, এণ্ডার্সন, একটিং এডিকং ; কাপ্তেন এম, ফকস, এডিকং ; কর্ণেল জে, এ, এম, ম্যাকডনেল্ড মিলিটারি, মেরিণ, এবং ইকলেসিয়েষ্টিকাল মন্ত্রী ; কর্ণেল স্যার উইলিয়ম মিয়ারওয়েদার কে, সি, এস, আই, সি, বি, সিন্ধু প্রদেশের কমিশনর ; মেজার বি, এচ, পটিঞ্জার এসিষ্টেণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; মেং, এচ পি, লিমেজরার বোম্বাই বন্দরাধ্যক্ষ ; মেং, সি, গোন, সি, এস, রাজনৈতিক

গোপনীয়, শাসন, এবং শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ; সারজন মেজার সি, এস, ক্রোস চিকিৎসক।

বোম্বাই প্রদেশের রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণসহ নিযুক্ত ব্রিটিস কর্ম্মচারিগণ ;—

কর্ণেল ডবলিউ, সি, পার ; কাপ্তেন জি, ই, হ্যানকক ; কাপ্তেন সিম্পসন ; কাপ্তেন হম্ফ্রি ; মেং ফিটজারলড ; মেং পেলি ; ডাক্তার এল, এস, ক্রস ; কাপ্তেন জি, সি, সার্টোরিয়স ডেপুটী এসিষ্টাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি

মান্যবর জেনেরল স্যার ফ্রেডরিক পাল হেইন্স, কে, সি, বি।

অনুচরগণ ;—

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল আর প্রেষ্টন, সামরিক মন্ত্রী ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এচ, মুর, পারস্য ভাষার দ্বিভাষী ; কর্ণেল সি, জি, আর্ব্বুথনট সি, বি, আর, এ, ডেপুটী এডজুটেণ্ট জেনেরল ; মেজার জেনেরল পি, এস, লমসডেন, সি, বি, সি, এস, আই, (রাজ্ঞীর এডিকং) ভারতবর্ষের এডজুটেণ্ট জেনেরল ; মেজার জেনেরল ফ্রেডরিক এস, রবার্ট, সি, বি, ভি, সি, ভারতবর্ষের কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এম, এচ, হিদকোট, এসিষ্টাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; কর্ণেল এচ, লিগেট ক্রস, সি, বি, আর এ, (পেন্সনভোগী) ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, এচ, এফ ব্রুক ডেপুটী এডজুটেণ্ট জেনেরল ; কর্ণেল জি, সি, হ্যাচ, জজ এডভোকেট জেনেরল ; সারজন জেনেরল জে, এচ, ইনিস ভারতবর্ষের সৈন্যদলের প্রধান চিকিৎসক কর্ম্মচারী ; সারজন মেজার জে, ওগিলবি, এম, ডি, সারজন জেনেরলের সেক্রেটরি ; কর্ণেল ডবলিউ গর্ডন, এস, সি, মাস্কাটারির এসিষ্টাণ্ট এডজুটেণ্ট জেনেরল ; কর্ণেল আর বেইগ্রি, সি, বি, ১৫ গণিত বোম্বাই পদাতীদলের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ, অবৈতনিক এডিকং ; মেজার, এচ, কোলেট, এস, সি, ডেপুটী এসিষ্টাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; মেজার ডি, রবার্টসন ৪৪ গণিত দেশীয়

পদাতীদলের উইঙ্গ অফিসার ; মেজার এচ, টমসন, এস, সি, ডেপুটী এসিস্টেণ্ট এডজুটেণ্ট জেনেরল ; মেজার সি, কোন, এস, সি, সব এসিস্টেণ্ট কমিশরি জেনেরল (প্রথমশ্রেণী); কর্ণেল টি, এস, সিবনি, এস, সি, আম্বালার ডেপুটী কমিশরি জেনেরল ; মেজার জেনেরল এফ এফ মড, সি, বি, ভি, সি, আলহাবাদস্থ বিভাগীয় অধ্যক্ষ ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডবলিউ হোই, মোরারস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী, দিল্লীর রাজসূয় সমিতির প্রভোষ্ট মার্সেল ; মান্যবর কাপ্তেন জে, এস, নেপিয়ার ৯২ গণিত হাইল্যাণ্ডার ; সারজন মজার এ, এফ, ব্রাডসা, প্রধান সেনাপতির চিকিৎসক ; কাপ্তেন এচ, জি, গ্রাণ্ট, এডিকং ; কাপ্তেন এচ, বি, ম্যাকল, অতিরিক্ত এডিকং ; কাপ্তেন এচ, এস, গফ, এডিকং ; মেং জে, আর, ককরেল ; কর্ণেল সি, জি, আর্ব্বথনট, সি, বি, আর, এ, ডেপুটী এডজুটেণ্ট জেনেরল, রয়েল গোলন্দাজ দল ; মাননীয় মেজার সেখ হিদায়ৎআলি খাঁ বাহাদুর, সরদার বাহাদুর, ৪৫ গণিত দেশীয় পদাতী, এডিকং ; লেফ্‌টেনেণ্ট গফ, এডিকং ; মেজার কার, এডিকং।

মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি

মহামান্যবর লেফ্‌টেনেণ্ট জেনেরল স্যার নেবিল বাউল্স চেম্বার্লেন, জি, সি, বি, জি, সি, এস, আই।

(ইনি রাজসূয় সমিতিতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; ইহাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রিগেডিয়ার জেনেরল আর, সি, ষ্টুয়ার্ট, সি, বি, মান্দ্রাজ সেনাদলের এডজুটেণ্ট জেনেরল উপস্থিত ছিলেন ।)

অনুচরগণ ;—

লেফ্‌টেনেণ্ট আর, সি, উইলসন ; লেফ্‌টেনেণ্ট জি, ই, মনি ; কাপ্তেন ডবলিউ, বিস্কো।

বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি

মহামান্যবর লেফ্‌টেনেণ্ট জেনেরল স্যার চার্লেস উইলিয়ম ডনবার ষ্টানলি, কে, সি, বি।

অনুচরগণ ;—

ব্রিগেডিয়ার জেনেরল সি, টি, আচিসন ; ব্রিগেডিয়ার জেনেরল জি, আর, এস, বারোস ; মেজার ডবলিউ, সি, জষ্টিস ; মেজার জি, এ, ফ্রেস ; কাপ্তেন, ডবলিউ, ডবলিউ, চার্ড।

রাজপ্রতিনিধির সভার সভ্যগণ।

মেজার জেনেরল অনরেবল স্যার এচ, ডবলিউ, নর্ম্মাণ, কে, সি, বি ; মান্যবর স্যার আর্থার হবহাউস, কিউ, সি, কে, সি, এস, আই ; মান্যবর স্যার, ই, সি, বেলি, কে, সি, এস, আই ; মান্যবর স্যার এ, জে, আর্বুথনট, কে, সি, এস, আই ; মান্যবর কর্ণেল স্যার আণ্ড ক্লার্ক আর, ই, কে, সি, এম, জি, সি, বি ; মান্যবর স্যার জন ষ্ট্রেচি, কে, সি, এস, আই ; মান্যবর টি, সি, হোপ (অতিরিক্ত সভ্য) ; মান্যবর আর, এ, ডেলিয়েল (অতিরিক্ত সভ্য) ; মহামান্যবর মহারাজ ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, কাশী, (অবৈতনিক সভ্য) ; মান্যবর মহারাজ স্যার দিগ্বীজয় সিংহ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই বলরামপুর, (অবৈতনিক সভ্য) ; মান্যবর মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, (অবৈতনিক সভ্য)।

বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর

মান্যবর স্যার রিচার্ড টেম্পল, কে, সি, এস, আই।

মেং সি, ই, বাকল্যাণ্ড, গোপনীয় মন্ত্রী ; কাপ্তেন জে, এস, ফার্থ এডিকং ; মেং আর, এল, ম্যাঙ্গলেস প্রতিনিধি সেক্রেটরি ; মান্যবর এচ, বেল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং লিগেল রিমেম্ব্রান্সার এবং কাউন্সেলের অতিরিক্ত সভ্য ; মেং টি, ডবলিউ, ত্রিবেল, পোষ্টমাষ্টার জেনেরল ; মেং জে, এচ, রিভার্ট কার্ণাক, কাশীর অহিফেণ এজেণ্ট ; মেং সি, সাণ্ডার্সন, গবর্ণমেণ্টের উকীল ; ডাক্তার টি, ই, চার্লেস, সমিতিস্থ বঙ্গদেশীয় আমন্ত্রিতগণের চিকিৎসা-ভারপ্রাপ্ত ; লর্ড হেনরি, ইউলিক ব্রাউন, রাজসাহী এবং কোঁচবিহার বিভাগের

কমিশনর ; কর্ণেল এফ, টি, হেগ, আর, ই, খাল খনন বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটরি ; মান্যবর স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি, পুলিশ কমিশনর, এবং এক্ষণে বাঙ্গালার পুলিশের প্রতিনিধি ইনিস্পেক্টর জেনেরল ; কর্ণেল জে, ই, টি, নিকলস, আর, ই, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় মন্ত্রী ; মেং সি, টি, মেটকাফ, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতি এবং পুলিশ কমিশনর; মেজার আর, সি, মনি, দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের প্রতিনিধি মেনেজার ; মেজার লিণ্ডে. উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ; লেফ্‌টেনেণ্ট পি, এ, বাকল্যাণ্ড, ৩৯ গণিত দেশীয় পদাতীদলের ২য় উইঙ্গ সব-লটারণ ; লেফ্‌টেনেণ্ট ডবলিউ, এচ, কার্থ, এডিকং ; লেফ্‌টেনেণ্ট ভি, সি, ডিন পিট, আর, এ ; মেজার জেনেরল চার্লেস আর্থার বারওয়েল, আণ্ডামান এবং নিকোবার দ্বীপের প্রধান কমিশনর, এবং পোর্টবেলেয়ার এবং নিকোবারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর

মান্যবর স্যার জি, ই, ডবলিউ, কুপার, বার্ট, কে, সি, এস, আই, সি, বি ।

অনুচরগণ ;—

কাপ্তেন জি, ডবলিউ, এন্সন, গোপনীয় মন্ত্রী ; কাপ্তেন এম, আর, স্পেন্স, এডিকং ; মেং আর, এম, এডওয়ার্ড, রোহিলখণ্ডের কমিশনর ; মেং এ, আর, এস, পলক, ঝান্সি বিভাগের কমিশনর ; মেং বি, ডবলিউ, কলবিন, প্রতিনিধি সেক্রেটরি ; কর্ণেল এ, ফ্রেজার সি, বি, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটরি ; মেং হেনরি ষ্টুয়ার্ট রিড, রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য ; মেং ডবলিউ, এস, হ্যানসি, রেজষ্টারি বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনেরল এবং মাদক এবং ষ্টাম্প বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এচ, ডবলিউ, ব্রাউনলো, খাল খনন বিভাগের সেক্রেটরি ; কর্ণেল ই, টিরহাট, পুলিশের প্রতিনিধি ইনসপেক্টার জেনেরল ; মেং জে, এফ, ম্যাকিণ্টস, জুনিয়ার সেক্রেটরি ; মেং জে, সি,

কলবিন মেজিষ্ট্রেট কালেক্টার ; মেজার এ, এচ, ব্রামনি, বিজনৌয়ের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ; কর্ণেল জি, এ, ক্রাষ্টার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটরি ; মেং এ, ম্যাকমিলন, প্রতিনিধি প্রথম সহকারী সেক্রেটরি ; সারজন জে, ক্লেগহরণ এম, ডি ; নাইনিতাল ; মেং জি, ই, ওয়ার্ড, গাজিপুরের প্রথম শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেট ; মেং পি, নেলসন, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পার্শনাল এসিষ্টেণ্ট ; সারজন মেজার সি, প্লাঙ্ক, সেনিটারি কমিশনর ; কর্ণেল জে, ডেবিডসন, ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনর ; মেং ই, পি, কারমাইকেল, বানারস বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর ; মেং ডবলিউ, ক্লে, আগ্রার মেজিষ্ট্রেট।

পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর

মান্যবর আর, এচ, ডেবিস, কে, সি, এস, আই।

অনুচরগণ ;—

কাপ্তেন জি, ডি, সি, মর্টন, গোপনীয় সেক্রেটরি এবং এডিকং ; কাপ্তেন জে, সি, কটলে, এডিকং ; মেং এল, এচ, গ্রিফিন, প্রতিনিধি সেক্রেটরি ; মেং আর, ই, ইগার্টন, রাজস্ব কমিশনর ; ব্রিগেডিয়ার জেনেরল সি, পি, কেইস ; কর্ণেল এস, ব্ল্যাক সামরিক মন্ত্রী ; মেজার জেনেরল আর, জি, টেলার, অমৃতসর বিভাগের কমিশনর ; কর্ণেল এচ, এন, মিলার, পুলিশ বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটরি ; মেং সি, এল, টুপার, প্রতিনিধি আণ্ডার সেক্রেটরি ; মেং জে, বি, লায়েল, দেরাজাতের বন্দোবস্তী কমিশনর ; সারজন মেজার জে, সি, মরিস ; কাপ্তেন ই, নিউবেরি, পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনেরলের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট ; মেং জে, গোল্‌ডনি, বান্নুর এসিষ্টাণ্ট কমিশনর।

প্রধান বিচারপতি এবং বিচারকগণ ;—

মান্যবর স্যার রিচার্ড গার্থ, কে, টি, কিউ, সি, বঙ্গদেশের প্রধান বিচারপতি ; মান্যবর জষ্টিস এল, এচ, বেলি, বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি ;

মান্যবর জষ্টিস, এস, মেলভিল, বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি ; মান্যবর জষ্টিস সি, জি, কেম্বেল, বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি ; মান্যবর আর, ষ্টুয়ার্ট, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রধান বিচারপতি ; মেং সি, বুলনইস পঞ্জাবের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি ; মেং জে, এস, ক্যাম্বেল, পঞ্জাবের বিচারালয়ের বিচারপতি।

ভারতবর্ষের পাদরীমণ্ডলী।

চার্চ্চ অব ইংল্যাণ্ড।

মান্দ্রাজের লর্ড বিসপ ; বোম্বাইয়ের লর্ড বিসপ ; কলিকাতার মান্যবর আর্চ্চডিকন জে, বেলি, এম, এ ; রেভারেণ্ড, ডবলিউ, ইমস, ডোমেষ্টিক চ্যাপলেন ; রেভারেণ্ড জে, আডামস ; রেভাঃ জে, কে, ষ্টুয়ার্ট ; রেভাঃ এ, হাসবর্গ ; রেভারেণ্ড আর, আর, উইণ্টার এবং রেভারেণ্ড তারাচাঁদ চাপলেনগণ।

চার্চ্চ অব স্কটল্যাণ্ড।

রেভারেণ্ড জে, জি, গ্রিগসন ; রেভারেণ্ড ডবলিউ, পি, মরিসন ; রেভাঃ জে, ফরডাইস ; রেভাঃ ডি, রোজ ; বিসপ আগুস ; রেভাঃ এস, নোলেস ; রেভাঃ গুইটন, মেডিকেল মিশনেরি ; মেং জে, নেলসন ; ডাক্তার ডবলিউ, ক্যারি।

চার্চ্চ অব রোম।

রেভাঃ ফাদার লুইস ; রেভারেণ্ড ফাদার পাট্রিক ; রেভারেণ্ড ডাক্তার কিগান ; মেং বি, সিমন্স।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণ ;—

মেং টি, এস, থরণটন, ডি, সি, এল, সি, এস; আই, প্রতিনিধি বৈদেশিক সেক্রেটরি ; মেং, এফ, হেনভি, বৈদেশিক আণ্ডার সেক্রেটরি ; মেং এফ, সি, ডিউকস, বৈদেশিক বিভাগের প্রতিনিধি সহ সেক্রেটরি ; মেং এচ, আর, কুক, বৈদেশিক বিভাগের অনরারি এসিঃ সেক্রেটরি ; মেং আর,

বি, চ্যাপম্যান, সি, এস, আই, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটরি ; মেং ডবলিউ ষ্টোক, ব্যবস্থা বিভাগের সেক্রেটরি ; মেং, এ, জি, পাউয়েল, হোম ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটরি ; কর্ণেল সি, এচ, ডিকেন্স, সি, এস, আই, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটরি।

রেসিডেণ্ট

মেজার পি, ডি, হেণ্ডার্সন, সি, এস, আই, কাশ্মীরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত।

প্রধান কমিশনরগণ।

অযোধ্যা (আউদ)।

প্রতিনিধি প্রধান কমিশনর

মান্যবর জে, এফ, ডি, ইঙ্গলিশ, সি, এস, আই।

কর্ণেল ডি, এস, বারো, পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল ; মেং সি, কুরি, জুডিসিয়াল কমিশনর ; কাপ্তেন জি, জেড, আরস্কিন, রাজস্ব বিভাগীয় পার্শনাল এসিষ্টেণ্ট ; মেং এচ, বি, হ্যারিংটন ; সারজন মেজার এস, সি, আমেসবরি, চিকিৎসক ; মেং এচ, জে, স্পার্কস, অফিবিয়েটীং সেক্রেটরি ; বিসপ আণ্ড ; মান্যবর জে, বুলেন স্মিথ, সি, এস, আই ; রেভারেণ্ড ডি, রোজ, রেভাঃ ফরডাইস, মেং এচ, ইঙ্গলিশ ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল জে, এফ, ম্যাকআণ্ড, সীতাপুরের প্রতিনিধি কমিশন ; মেং, পি, কার্ণেজি ; কর্ণেল কার্ণেজি ; কাপ্তেন ডবলিউ, হেষ্টিংস, এসিষ্টেণ্ট কমিশনর ; মেং সি, জে, কনেল, ফৈজাবাদের এসিঃ বন্দোবস্ত কার্য্যকারক ; কাপ্তেন ডি, জি, পিচার, লক্ষ্ণৌয়ের ছোট আদালতের বিচারপতি ; কাপ্তেন এন, এস, টি, হর্সফোর্ড, লক্ষ্ণৌয়ের এসিষ্টেণ্ট কমিশনর ; কাপ্তেন এ, জি, ডবলিউ, হিমান্‌স, লক্ষ্ণৌয়ের এসিষ্টেণ্ট কমিশনর ; লেফ্‌টেনেণ্ট এ, এফ, বারো, ১১ গণিত দেশীয় পদাতী দলের কোয়াটার মাষ্টার ; মেং এল, স্পার্কস।

মধ্য প্রদেশ।

প্রধান কমিশনর

মেং জন, হেনরি মরিস, সি, এস, আই।

মেং সি, ই, বার্নার্ড, নাগপুর বিভাগের কমিশনর; মেং ডবলিউ, বি, জোন্‌স সেক্রেটরি; জে, ডবলিউ, নীল, প্রতিনিধি সহ সেক্রেটরি; মেং, এফ, সি, আণ্ডার্সন, অফিষিয়েটিং এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরি; মেং সি, গ্রাণ্ট, জব্বলপুরের কমিশনর; মেং সি, লো; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এচ, মেকেঞ্জি, জুডিসিয়াল কমিশনর; কাপ্তেন এম, এম, বাউই, প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর; কাপ্তেন এচ, এচ, এচ, হ্যালেট, প্রধান কমিশনরের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট; লেফ্‌টেনেণ্ট সি এফ, কল, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সহ সেক্রেটরি; ডাক্তার এস, সি, টাউনসেণ্ড, সেনিটারি কমিশনর; মেং সি, এচ, মরিস, ১৬ গণিত দেশীয় পদাতীদল; মেং গ্রাশ; মেং জার্ডাইন।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশ।

প্রধান কমিশনর

মেং এ, রিভার্স টমসন, সি, এস, আই।

মেং জে, ডবলিউ, কুইণ্টন, প্রতিনিধি জুডিসিয়াল কমিশনর; কর্ণেল আর, ডি আর্ডাগ আইনাসরিম বিভাগের কমিশনর; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ই, বি, স্ল্যাডেন, আরাকানের কমিশনর; কর্ণেল ডবলিউ, এস, ট্রেটর, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটরি; মেজার সি, ডবলিউ, ষ্ট্রীট, প্রতিনিধি সেক্রেটরি; মেজার টি, লোণ্ডেস, পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনেরল; কাপ্তেন এচ, বইলু, হেঞ্জাদার এসিঃ কমিশনর; ডাক্তার জোন্স।

আসাম।

প্রধান কমিশনর

কর্ণেল আর, এচ, কিটিঞ্জ, সি, এস, আই, ভি, সি।

মেং ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড, আসাম উপত্যকা বিভাগের বিচারপতি; মেং

এস, ও, বি, রিডস্‌ডেল, সেক্রেটরি; মেজার, এস, টি, ট্রেটর, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটরি ; কাপ্তেন ডবলিউ, জে, উইলিয়মসন, গারো পর্ব্বতের ডেপুটী কমিশনর ; কাপ্তেন ডবলিউ, এফ, টুটর, প্রধান কমিশনরের পার্শনাল এসিষ্টেণ্ট ; ডাক্তার জে, ওব্রিন ; মেং এ, ষ্টুয়ার্ট, কাছাড়ের চা-কর ; মেং জি, জি, ওয়াটসন, মনিপুরির বিচারপতি ; মেং ই, এ, ওয়ালেস, পুলিশের ড্রিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, উঃ পঃ প্রদেশ ; মেং জে, ম্যাকফার্সন, উঃ পঃ প্রদেশের এসিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্রেট ; মেং এচ, রাবাণ, আসামের চা-কর।

মধ্যভারতবর্ষস্থ গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট

মেজার জেনেরল স্যার এচ, ডেলি, কে, সি, বি।

মেজার জেনেরল স্যার, এস, জে, ব্রাউন, কে, সি. এস, আই, আরমি রিমাউণ্ট বিভাগের ডিরেক্টার ; মেজার জেনেরল জি, এস, মণ্টগুমারি সি, এস, আই, মাউ বিভাগের সেনাপতি ; কর্ণেল এ ক্যাডেল, গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্টের সেক্রেটরি ; কর্ণেল জে, ওয়াট, সি, বি, পশ্চিম মালোয়ার ও জহুরার নবাবের রাজ্যের পলিটিকেল এজেণ্ট ; কর্ণেল এচ, ফরবস, ভুপাল ব্যাটালিয়ানের সেনাপতি ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এচ, এস, আণ্ডার্সন, মাউ বিভাগের এসিঃ এডজুটেণ্ট জেনেরেল ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডবলিউ, সি, লেষ্টার, ভীল এজেণ্ট ; মেজার ডবলিউ, পি, বানীরমান রেওয়া রাজ্যস্থ পলিটিকেল এজেণ্ট; মেজার ই, টেম্পল, সাম্পথারের রাজসহ পলিটিকেল এজেণ্ট; লেঃ কঃ ডবলিউ কিনকেইড, ভুপাল রাজ্যস্থ পলিটিকেল এজেণ্ট ; কাপ্তেন ডবলিউ, কে, বার, হোলকার রাজ্যস্থ পলিটিকেল এসিষ্টেণ্ট ; কাপ্তেন আর, জি, ই, ডালরিম্পাল, দাতিয়া রাজ্যস্থ পলিটিকেল আসিষ্টেণ্ট ; কাপ্তেন এ, এফ, নীল, বীরোন্দার রাজা ও পালদেওয়ের জাইগীরদার সহ এজেণ্ট ; কাপ্তেন জে, কালেজ, অজয়গড় রাজ্যস্থ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; কাপ্তেন এম, জি, জিরার্ড, বিজোয়ার রাজ্যস্থ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; ডাক্তার জে, পি, ষ্ট্রাটন, এম, ডি, বুন্দেলখণ্ডস্থ উর্ষা রাজ্যস্থ পলিটিকেল এজেণ্ট ; ডাক্তার টি, বুমণ্ট, এম, ডি, চরখারির মহারাজ সহ এজেণ্ট ও ইন্দোরের রেসিডেন্সি সারজন ; ডাক্তার ডি, এফ, কিগান এম,

ডি, আলিপুরার জাইগীরদার সহ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; ডাক্তার এস, জে, গোল্ডস্মিথ, বাঘেলখণ্ডের এজেন্সি সারজন ও ছত্রপুরের রাজনৈতিক কর্ম্মচারী; লেফ্‌টেনেণ্ট টি, হোপ ; লে ই, এল, ডুরাণ্ড, ধার রাজ্যের পলিটিকেল এসিস্টেণ্ট ; লেঃ ই, ডি, এচ, ডেলি, পিপোলদার ঠাকুর সহ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; লেঃ সি, ডবলিউ, রাবেন্সা, টোরির রাও সহ পলিটিকেল এসিষ্টেণ্ট ; সাহেবজাদা মহম্মদ ওয়াদিদুদ্দীন, দেওয়াসের রাজসহ এটাচি ; মীর সাহামৎ আলি খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই, রতলামের রাজসহ এটাচি ; লেঃ কঃ আর বাণ্ডেল হোলিস্সেড ব্লাণ্ডেল, ৩য় হুসার ; কর্নেল এ, বি, লিটিল, ২৫ গণিত বোম্বাই পদাতীদলের অধ্যক্ষ ; মেং জি, আর, এ, ম্যাকে, রতলামের রাজ-শিক্ষক ; কাপ্তেন এন ফ্রাঙ্কস, মহারাজ হোলকারের জ্যেষ্ঠ কুমারের শিক্ষক ; পণ্ডিত ধর্ম্মনারায়ণ, গবর্ণর জেনেরলের দেশীয় এসিষ্টেণ্ট এজেণ্ট ; পণ্ডিত একনাথ পন্থ সব ইঞ্জিনিয়ার ; রেভারেণ্ড এচ, হ্যাকন, ইন্দোরের পাদরী ; নবাব বাহাদুর, এবং ওমরাও বাহাদুর, বান্দার ভূতপূর্ব্ব নবাবের পুত্রদ্বয় ; কর্নেল সি, জি, এচ, কুট, ১৬ গণিত মান্দ্রাজ দেশীয় পদাতীদলের অধ্যক্ষ।

রাজপুতানা রাজ্য।

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্নেল স্যার লুইস পেলি, কে, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট ; মেজার সি, কে, এম, ওয়ালটার, প্রতিনিধি এজেণ্ট ; কাপ্তেন ই এ, ফ্রেজার, যোধপুর রাজ্যস্থ পলিটিকেল এসিষ্টেণ্ট ; মেং সি, ই, ইয়েট, অফিসিয়েটীং এসিঃ এজেণ্ট ; মেজার ই, সি, ইম্পি ; উদয়পুর রাজ্যস্থ পলিটিকেল এসিষ্টাণ্ট ; মেজার টি, ক্যাডেল, আলোয়ার রাজ্যস্থ পলিটিকেল এসিষ্টেণ্ট ; মেজার টি, ডিনুসি, ঢোলপুর রাজ্যের পলিটিকেল এসিষ্টেণ্ট ; লেঃ কঃ জে, সি, বার্ক্লে, বুন্দির মহারাও রাজাসহ হারাবতী এবং টঙ্কের পলিটিকেল এজেণ্ট; মেং ডবলিউ, এচ, স্মিথ, উঃ পঃ প্রদেশের বন্দোবস্তী কার্য্যকারক ; মেং লেসলি সাণ্ডার্স, আজমীরের কমিশনর ; মেং এচ, এম, ডুরাণ্ড, গবর্ণর জেনেরলের প্রথম এসিষ্টেণ্ট এজেণ্ট ; কর্নেল এচ, এল, ক্যাম্বেল, ৯ গণিত বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দলের অধ্যক্ষ ; লেঃ কঃ গর্ডন, মেওয়ার ভীল সৈন্যদলের নেতা ; লেঃ কঃ সি, এচ, ক্লে, ডিওলি ইরেগুলার সৈন্যের

নেতা ; কাপ্তেন এল, সি, মার্টেলি, আলোয়ারের রাজ শিক্ষক ; কাপ্তেন সি, এ, বেলি, জয়পুর রাজ্যের প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেণ্ট ; মেজার জে, জ্যাকব ; কাপ্তেন জে, ডবলিউ, রিজিওয়ে, ভারতপুর রাজ্যস্থ পলিটিকেল এজেণ্ট ; কাপ্তেন ও, বি, সি, সেণ্ট জন, আজমীরের মেও কলেজের প্রিন্সি-পাল ও ঝালোয়ারের রাণা সহ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; কাপ্তেন জে, এচ, এল, গ্রিণফিল্ড, দিওলি, ইরেগুলার সৈন্যদল ; ডাক্তার কে বার, মিওয়ার এজেন্সি এবং উদয়পুর রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; ডাক্তার বি, পুলেন ; সারজন মেজার জে, হেণ্ডলি, কৃষ্ণগড়ের রাজনৈতিক কর্ম্মচারী এবং কৃষ্ণগড় ও জয়পুর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; সারজন মেজার জে, এচ, নিউম্যান, মাড়ো-য়ার এজেন্সি এবং যোধপুর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; সারজন মেজার ডবলিউ, এ, ডিফাবেক, টঙ্কের নবাবসহ রাজনৈতিক কর্ম্মচারী, এবং হারাবতী এজেন্সি, বুন্দি, ঝালোয়ার, এবং টঙ্ক শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; সারজন এল, ডি, স্পেন্সার, ভরতপুর এজেন্সি, ভরতপুর, কিরৌলী, এবং ঢোলপুর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; মেং জে, লেঙ্গ ; সারজন এস, ব্রিরিটন, কিরৌলী রাজ্যের রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ; সারজন মেজার ডবলিউ, জে, মুর, রাজপুতানা এজেন্সি শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; সারজন ফ্রেঞ্চ মুলেন আলোয়ার এজেন্সি এবং আলোয়ার নৃপতির শিবিরের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; লেঃ কঃ পি, সি, ভানমাছয়, উঃ পঃ প্রদেশের পুলিশের অফি-সিয়েটীং ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনেরল ; মেং এ, সি, মেটল্যাণ্ড, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; কাপ্তেন এ, ডবলিউ রবার্ট, প্রতিনিধি রিমাউণ্ট এজেণ্ট ; মেং, সি, ডবলিউ ফোর্ড ; সারজন ডবলিউ, এস, প্রাট ; লেফ্টেনেণ্ট ডি, রবার্টসন, অফিসিয়েটীং ক্যাণ্টনমেণ্ট মেজিষ্ট্রেট ; মেং টি, ডবলিউ, মাইলস, সি, ই ; মেজার, ডি, ই, ল, রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে পুলিশের সুপারি-টেণ্ডেণ্ট ; ইয়ার মহম্মদ খাঁ, এটাচি, মন্সুর ডি কাউটনলি।

এটাচিগণ।

ইয়ারখন্দের দূতসহ নিযুক্ত কাপ্তেন ই, মলয় ; শ্যাম-দূতসহ কাপ্তেন এ, সি, টালবট ; বৈদেশিক কার্য্যালয়ের মেং ডি, ফিটজপাট্রিক ; ঐ কার্য্যালয়ের

এচ, এম, টেম্পল ; উক্ত কার্য্যালয়ের লেঃ কঃ জে, জে, জনষ্টোন; উক্ত কার্য্যালয়ের মেং জে, টালবয়েস হুইলার ; হাইদ্রাবাদ—লেঃ এম, ডি, মিড; বরদা—কাপ্তেন আর, জি, মেইন ; মধ্যভারতবর্ষ—কাপ্তেন এফ, এচ, মেইটল্যাণ্ড ; রাজপুতানা—লেফ্‌টেনেণ্ট এ, পি, থরনটন; মান্দ্রাজ—কর্ণেল এ, এফ, এফ, ব্লুমফিল্ড; বোম্বাই—মেজার এচ, এল, রিবিস; মধ্যভারতবর্ষ—কর্ণেল সি, বি, লুসি স্মিথ ; পঞ্জাব—মেজার কিউ, জে, এচ, গ্রে ; দেরাগাজী খাঁ—মেজার আর, জি, সাণ্ডিমান ; নেপাল—ডাক্তার জে, স্কুলি ; অযোধ্যা—কাপ্তেন এ, মরে, বঙ্গদেশ—কর্ণেল এচ, এম, বোডাম ; মহীশূর—কাপ্তেন জে, এস, এফ, মেকেঞ্জি, কাপ্তেন আর, এচ, গ্রাণ্ট ; লেফ্‌টেনেণ্ট জে, সি, এফ, গর্ডন ; ব্রহ্মদেশ—কাপ্তেন এচ, বইলিউ।

পূর্ত্তকার্য্য এবং বারিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ।

কাপ্তেন জি, টি, মেইটল্যাণ্ড, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক বিভাগ ; কাপ্তেন গ্রাণ্ট, আসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ঐ বিভাগ ; মেং এফ, কিরবি, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ; লেসলি স্মিথ ডেপুটী কমিশনর ; মেং এচ, ওয়াকার, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ; মেং এফ কক্স, এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার ; কর্ণেল এম অর্চার্ড, বারিক মাষ্টার ; লেঃ জি, ব্লেক, ঐ ; মেং ডবলিউ ওয়ারেণ, বারিক সার্জেণ্ট ; মেং টি, এক্স ঐ।

বৈদেশিক বিভিন্ন রাজ্যের দূতগণ।

মেং আর, ম্যাকলিষ্টার, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের পক্ষীয় কলিকাতাস্থ দূত (বাইস কন্সল জেনেরল) ; মেং জি স্মিট, কলিকাতাস্থ জার্ম্মাণ রাজ্যের দূত ; মস্যুর ইডিন, ফরাসী সাম্রাজ্যের কলিকাতাস্থ দূত ; মস্যুর ড্রোম, ফরাসী রাজ্যের বোম্বাইস্থ দূতের এটাচি ; চিভেলিয়ার জে, গালিয়ান, বোম্বাইস্থ ইটালি রাজ্যের দূত ; মেং জে, ও, হে, আকায়াবস্থ ডেন্মার্ক রাজ্যের দূত ; মেং এচ, এফ, ব্রাউন, ডেনমার্ক রাজ্যের কলিকাতাস্থ দূত ; ই, ভান

কার্টসিম, নেদালর্যাণ্ড রাজ্যের কলিকাতাস্থ দূত; লিওজাণ্ডার, কলিকাতাস্থ স্পেন রাজ্যের দূত; জে, ব্লক, বেলজিয়ম রাজ্যের কলিকাতাস্থ দূত; মানকজি রস্তমজি, পারস্যরাজ্যের কলিকাতাস্থ দূত; সি, বি, ফরবস, স্পেন রাজ্যের বোম্বাইস্থ দূত; মস্কটের সুলতানের প্রেরিত দূত; ইয়ারখন্দ হইতে আগত দূত।

—

ইংরাজি সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং সংবাদদাতাগণ।

ইংলিশম্যান; ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস; ষ্টেটসম্যান; ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া; পাইওনিয়র; ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ান; রিউটারের এজেণ্ট; মান্দ্রাজ এথেনিয়ম; মান্দ্রাজ টাইমস; মান্দ্রাজ মেইল; টাইমস অব ইণ্ডিয়া; বোম্বাই গেজেট; দিল্লী গেজেট; সিবিল্ এবং মিলিটারি গেজেট; হিমালয় ক্রোনিকেল; লণ্ডনের গ্রাফিক।

দেশীয় সংবাদপত্র।

হিন্দু পেট্রিয়ট; ইণ্ডিয়ান মিরার; জাম জেহানামা; অমৃতবাজার পত্রিকা; উর্দ্দু গাইড; সাধারণী; ঢাকাপ্রকাশ; ভাগলপুর গেজেট; ভারত সংস্কারক; সুলভ সমাচার; কোহিনুর; পঞ্জাব আকবর; আকবরী আঞ্জামন; আগ্রা আকবর; আউদ আকবর; নুরউল আকবর; প্রভাকর; নেটিব ওপিনিয়ান; রাস্ত গোফতার; ইন্দুপ্রকাশ; জামি জামসেদ; বোম্বাই সমাচার; কাসফুল আকবর; লরেন্স গেজেট; কাশী পত্রিকা; বেরার সমাচার।

—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেশীয় রাজগণ।

অজয়গড়ের মহারাজ

আলিপুরার জাইগীরদার

আলোয়ারের মহারাও রাজা

বিলাশপুরের রাজা

বামরার রাজা

বরদার গুইকুমার

বীরোন্দার রাজা

বিজোয়ারের মহারাজ

ভুপালের বেগম

ভরতপুরের মহারাজ

ভাউনগরের ঠাকুর সাহেব

ভাওয়ালপুরের নবাব

বুন্দীর মহারাও রাজা

চাম্বার রাজা

চরখারির মহারাজ

ছত্রপুরের রাজা

দাতিয়ার রাজা

দেওয়াসের রাজা (কনিষ্ঠ শাখা)

ধারের রাজা

ঢোলপুরের রাণা

দুজনার রাজা

ফরীদকোটের রাজা

গোয়ালিয়রের মহারাজ
হাইদ্রাবাদের নিজাম
ইন্দোরের মহারাজ
জয়পুরের মহারাজ
জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজ
জহুরার নবাব
ঝালোয়ারের মহারাজ রাণা
ঝিন্দের রাজা
জিগনির রাও
যোধপুরের মহারাজ
জুনাগড়ের নবাব
কালসিয়ার সরদার
কিরৌলীর মহারাজ
খয়েরপুরের মীর
খারোন্দের রাজা
কৃষ্ণগড়ের মহারাজ
কোন্দকার মোহান্ত
কোঁচবিহারের রাজা
লোহারুর নবাব
মহীশূরের মহারাজ
মালেরকোতলার নবাব
মন্দীর রাজা
মোরবির ঠাকুর সাহেব
নাবার রাজা
নাহনের রাজা
নন্দগাওনের মোহান্ত
নাউনগরের জাম
পালদেওর জাইগীরদার

পান্নার রাজা
পাতৌদির নবাব
পিপোলদার ঠাকুর
রাজপিপলার রাজা
রতলামের রাজা
রেওয়ার মহারাজ
সাম্পথরের রাজা
সুকেতের রাজা
টেরির রাজা
টঙ্কের নবাব
টোরি ফতেপুরের রাও
উদয়পুরের মহারাণা
উর্ছার মহারাজ
সুমন্তওয়ারির স্যার দেশাই

কোলাপুরের মহারাজ এবং কচ্ছের রাও প্রভৃতি আর কয়েকজন নৃপতি আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আমন্ত্রিত উপাধিধারী রাজগণ।

রাজপুতানা।

ভিনাইয়ের রাজা
সাওয়ারের ঠাকুর
মাসুদার ঠাকুর
পিসাঙ্গনের রাজা
জুনিয়ারের ঠাকুর
দিওনিয়ার ঠাকুর
ক্ষেয়োরার ঠাকুর
বন্দনওয়ারার ঠাকুর

রাজঘরের রাজা
দর্গা খাজা সাহেবের দেওয়ানজি
দর্গা খাজা সাহেবের মাতোয়ালি
সেট সমীর মল
সেট চাঁদ মল
মীর নিজাম আলি

বোম্বাই।

ইন্দোরের মহারাজ
দ্রাঙ্গাদ্রার মহারাজ
জাঞ্জিরার নবাব প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

বোম্বাই।

বোম্বাই নগরের—মান্যবর রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলেক ; মান্যবর নাখোদা মহম্মদ আলি রোগী ; স্যার জেমসেটজি জিজিভাই, সি, এস' আই ; বাইরামজি জিজিভাই, সি, এস, আই ; শান্তরাম নারায়ণ ; রঘুনাথ নারায়ণ খোট ; বিনায়ক বাসুদেবজি ; আহম্মদাবাদের—মান্যবর রাও বাহাদুর বিচারদাস আম্বাইদাস সি, এস, আই ; রাও বাহাদুর গোপাল রাও হরি ; পুনার—খন্দরাও সাহেব রাস্তি ; অধ্যাপক কিরো লক্ষণ ছত্রী ; সুরাটের—জগবীনদাস কুশলদাস ; মীর গোলাম বাবা; কায়রার বিহারী দাস অজভাই ওরফে ভাউ সাহেব ; মোরবির রাও বাহাদুর শম্ভু-প্রসাদ।

পঞ্জাব।

লাহোরের রাজা হরবংশ সিংহ ; নবাব নওয়াজিস আলি খাঁ, কাজিল-বাস ; ভাই চরণজিৎ সিংহ ; পণ্ডিত মানফল, সি, এস, আই ; নবাব আবদুল মেজিদ খাঁ, মুলতানি সাদুজাই ; ফকীর জহুরুদ্দীন ; রায় মুল সিংহ ; পণ্ডিত মতিলাল ; দিল্লীর মীরজা হিদায়ত আলি আফজল ; রায় সাহেব সিংহ ; রায় ওমরাও সিংহ ; অমৃতসরের রাজা স্যার সাহেব দয়াল কে, সি, এস, আই ; সরদার অজিৎ সিংহ, আতরিওয়ালা ; কাপ্তেন গোলাপ সিংহ ; খাঁ মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর ; মিঞা মহম্মদ জান, কাশ্মিরী ; সরদার সুরত সিংহ, মাজিথিয়া, সি, এস, আই ; কাঙ্গারার—নাদাওনের রাজা অমরচাঁদ ; জল-

ন্দর—কুপূর্তলার কুমার হরনাম সিংহ; সরদার বিক্রম সিংহ বাহাদুর; লুধিয়ানা—সাহাজাদা সাপুর; রামপুরের সরদার উত্তম সিংহ; দেরাইস্মাইল খাঁ—আরাজ খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁ সাদোজাই; নবাব গোলাম হোসেন খাঁ, আলিজাই, সি, এস, আই; হাজারা—নবাব মহম্মদ আক্রম খাঁ সি, এস, আই; রাজা জাহান্দাদ খাঁ, খাকার; রাওলপিণ্ডি—বাবা ক্ষেমসিংহ, বেদী; মহম্মদ হায়াৎ খাঁ সি, এস, আই; ফতে খাঁ খোটের ঘেবা; মালিক ঔলিয়া খাঁ; খতে খাঁ, ধ্রেক; মালিক ফতে খাঁ; আম্বালা—সরদার জীবন সিংহ, বুরিয়া; মীর বাখর আলি খাঁ, ঘোটা; কোহাট—বাহাদুর সের খাঁ, বঙ্গস খাঁ বাহাদুর; মজঃফর খাঁ, হাঙ্গু, বঙ্গস; সাপুর—মালিক ফতে সের খাঁ, খাঁ বাহাদুর; মালিক সের মহম্মদ খাঁ, খাঁ বাহাদুর; মালিক সাহেব খাঁ, সি, এস, আই, তিওনা; ফিরোজপুর—কোট হরসাইয়ের গুরু ফতে সিংহ; মুলতান—গোলাম কাদের খাঁ, খাকোয়ানি; পেশোয়ার—মহম্মদ সরফরাজ খাঁ, মোমান্দ; আরবাব আবদুল মজিদ খাঁ, খালিল; দেরাজাত—আলিবর্দ্দী খাঁ; বান্নু—আয়াজ খাঁ; দেরাগাজী খাঁ—মিঞা সা নেওয়াজ খাঁ, সোয়াই; ইমাম বক্স খাঁ, মাজারি; জামান খাঁ, লাঘরি; বাহাদুর খাঁ, খোসা; মীরজা খাঁ, দৃশাক; গোলাম হাইদার খাঁ, গুরকানি; গোলাম হাইদার খাঁ, লুন্দ: ফজল আলি খাঁ, কাসরাণী; দোস্ত মহম্মদ খাঁ, বোজদার; কেউর খাঁ, ক্ষেত্রাণ; দেরাস্মাইল খাঁর অন্তর্গত টঙ্কের নবাব সা নেওয়াজ খাঁ; কোহাটের অন্তর্গত কটকের নবাব স্যার খাজা মহম্মদ খাঁ কে, সি, এস, আই; রেসেলদার মেজার মান সিংহ সরদার বাহাদুর; স্থবেদার মেজার ইন্দ্রবীর লামা বাহাদুর; স্থবেদার মেজার লুথা সিংহ সরদার বাহাদুর; সরদার মেজার মীরজা আল্লা উল্লা খাঁ, সরদার বাহাদুর; স্থবেদার মেজার বসোয়াল সিংহ বাহাদুর; স্থবেদার মেজার দেবীদিন মিশ্র বাহাদুর।

মধ্য ভারতবর্ষ।

মধ্য ভারতবর্ষের এজেন্সি—কুমার অর্জ্জুণ সিংহ এবং দামোদর রাও।

উপাধিধারী রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

রাজড়ের নবাব; কালাহাণ্ডির রাজা; চিনকাদনের রাজা; নাগপুর—

রাজা জানোজি ভোঁসলে, দেওর রাজা ; সুলেমান সা স্বস্থানিক, গোন্দের রাজা ; রাও সাহেব ত্র্যম্বকজি নানা সাহেব অহীররাও ; আহিল্লোজি আহির রাও ; কৃষ্ণরাও গুজার ; রামচন্দ্র রাও মোহিত ; রাঘোজি রাও মোহিত ; মাধুরাও গঙ্গাধর চেতনাবিশ ; আহিরচাঁদ রায় বাহাদুর ; ভান্দারা—যাদুরাও পান্দে ; চান্দা—আহিরীর জমীদার ধর্ম্মরাও ; সেখ ক্ষুরসেদ হোসেন ; হোসেঙ্গাবাদ—রাজা কামারাণ সা ; নীমার—গোবিন্দ রাও কৃষ্ণ ভাফট ; জব্বলপুর—রাজা মহীপ সিংহ ; সাগর রাও কৃষ্ণ রাও।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

রামপুরের নবাব, কাশীর মহারাজ, এবং বলরামপুরের মহারাজ।

আউদ।

আউদের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশধরগণ—নবাব মীরজা মহম্মদ মস্তাফা আলি হাইদার বাহাদুর ; নবাব মীরজা সুলেমান কাদের বাহাদুর, এবং নবাব মমতাজ উদ্দৌলা বাহাদুর। তালুকদারগণ—সাগঞ্জের লাল ত্রিলোকীনাথ সিংহ ; কালাকাঙ্করের রাজা হনুমন্ত সিংহ বাহাদুর : কাতিয়ারির রাজা হরদেব বক্স বাহাদুর সি, এস, আই ; ধেরার রুদ্রপ্রতাপ সিংহ ; মহম্মদাবাদের রাজা আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর ; খাজুরা গাওনের রাণা শঙ্কর বক্স বাহাদুর ; জাহাঙ্গিরাবাদের রাজা ফরজন্দ আলি খাঁ বাহাদুর ; নানপারার রাজা জঙ্গ বাহাদুর খাঁ বাহাদুর ; পাইন্তিপুরের মহম্মদ কাজিম হোশেন খাঁ ; ইতাউঞ্জার রাজা জগমোহন সিংহ ; রাজা আনন্দ সিংহ বাহাদুর ; চান্দাপুরের রাজা জগমোহন সিংহ বাহাদুর ; খয়ের গড়ের রাজা ইন্দ্রবিক্রম সা ; রামনগরের ঠাকুর সুরজিৎ সিংহ ; কামিয়ারের রাজা সের বাহাদুর সিংহ ; বাউন্দির দেওয়ান মথুরা দাস বাহাদুর ; বিলাভেলার সরদার আতর সিংহ ; কাকরাতির চৌধুরী মহম্মদ ক্ষুশলাৎ হোশেন ; হোশেনপুরের ঠাকুর বিশ্বনাথ বক্স ; আখোইয়ের ঠাকুর বলদেব বক্স বাহাদুর ; বড়াগাওনের মীরজা আব্বাসবেগ বাহাদুর। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—ক্ষেরির রাজা মুনসের বক্স ; বড়বাঙ্কি দরিয়াবাদের রায় ইব্রাহিম বালি ; লক্ষ্ণৌর গোপাল ক্ষায়িরার সরদার বলদেব বক্স ; সীতাপুরের সেট সীতারাম ; বড়বাঙ্কি, ময়লা রাজগঞ্জের নবাব আলি খাঁ ; ক্ষেরি, মাহে-

ওয়ার ঠাকুর বল্লভধর সিংহ ; প্রতাপগড়, পট্টি সয়ফাবাদের দেওয়ান রণবিজয় বাহাদুর সিংহ ; রাওবেরিলি, নরিন্দপুর চারহারের ঠাকুর অযোধ্যা বক্স ; টিকারির বাবু সুরবজিৎ সিংহ ; হর্দ্দই, ভোরাওয়ানের রাজা রণধীর সিংহ ; দেওয়ান অশ্রু মল, কপূরতলার মহারাজার এজেণ্ট।

মান্দ্রাজ।

আর্কটের প্রিন্স মান্যবর আজিমজা উমদাতুল উমরা মাদারকুলমুলুক আজিমুদ্দৌলা, আসদুদ্দৌলা ইল আঙ্গলেজ সিপা সালার জাহির উদ্দৌলা, মহম্মদ আলি খাঁ মহম্মদ বাদিউল্লা খাঁ বাহাদুর জলফকীর জঙ্গ ফিতরাত জঙ্গ বাহাদুর।

সুভাগ্যবতী চিরঞ্জর বিজয়মোহনামাক্ত বাই অম্মানি রাজা সাহেব, তাঞ্জোরের রাজ্ঞী।

ইটাপুরিয়ার জমীদার জগদিত্র রামকুমার ইত্তাপা নায়েকার ; পীটাপুরের জমীদার ; মান্যবর জি, এল, গজপতিরাও ; মান্যবর মীর হুমায়ুন জা ; মান্যবর ভি, রামাঙ্গার ; টি, মথুস্বামি ইয়েঙ্গার ; লেফ্‌টেনেণ্ট কর্নেল টিরেল, মান্দ্রাজের সরদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

বঙ্গদেশ।

বিহার।

গিধোড়ের মহারাজ স্যার জয়মঙ্গল সিংহ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই ; দ্বারভাঙ্গার মহারাজ লছমেশ্বর সিংহ বাহাদুর ; হাতোয়ার মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপ সাহি বাহাদুর ; দোমরাওনের মহারাজ মহেশ্বর বক্স সিংহ বাহাদুর ; সাহাবাদের রাজা রাধাপ্রসাদ সিংহ ; সোনবর্ষার রাজা হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ।

কলিকাতা।

মান্যবর রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর (উপস্থিত হইতে পারেন নাই) ; রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর ; নবাব আমীর আলি ; আফজল উদ্দীন

আহম্মদ ; ওয়াজিদ হোসেন ; বুজলার রহমান ; ডাক্তার হাসিম ; নবাব সৈয়দ আসগর আলি বাহাদুর, সি, এস, আই ; নবাব মহম্মদ আলি খাঁ বাহাদুর ; মহম্মদ যরিফ ; হামিদ উল কাদের মীরজা আহম্মদ হজবর আলি বাহাদুর ; অযোধ্যার বন্দী নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহজাদা মহম্মদ আনোয়ার সা ; নবাব মহম্মদ আমীর আলি খাঁ বাহাদুর ; নবাব হোসেন আলি খাঁ বাহাদুর ; মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ; মান্যবর বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশ।

রেঙ্গুন—মঙ্গ ওয়ান ; মঙ্গ প ; হেঞ্জাদা—মঙ্গ বা টু ; মুলমীন—সোয়ে মঙ্গ ; আকায়াব—মঙ্গ থা দোয়ে ; মঙ্গ ফাফ্রু ; তিন জন খসিয়া রাজ।

খেলাতের খাঁ এবং তদীয় অনুচরগণ।

পোর্ত্তুগীজ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল এবং অনুচরগণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয় দর্শকগণ।

মেজার এফ, হিল, আর, এ ; কাপ্তেন এ, আর, বাডক, চকর্ত্তার ডেপুটী এসিঃ কমিশরী জেনেরল ; মেজার জন আপারটন ; লেঃ সি, এস, হাগার্ড ; লেঃ এ, এম, মিউর ; ডাক্তার হারবি ; বণিক জে, সি, মরে ; মেং ই, প্রিন্সেপ ; ডাক্তার টেলার ; মেং কাম্বারলিজ ; ডেপুটী সারজন জেনেরল জে, টি, সি, রস ; কর্ণেল উইলসন ; কাপ্তেন জে, রবার্টসন ; কাপ্তেন সি, এচ, টি, মার্সেল ; কাপ্তেন, ই, এ, মনি, ডেপুটী এসিষ্টেণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল ; পঞ্জাবের এসিঃ কমিশনর মেং স্নো ; পঞ্জাব পুলিশের মেং হেষ্টিংস ; কাপ্তেন ডি, সাম্পসন ; মেজার ডবলিউ, এফ, এস, গর্ডন ; ডাক্তার জি, ডবলিউ, লিটনার ; মেং রাণ্ডেল ষ্টেইনার ; রেভারেণ্ড মরে আস্‌লি ; মেং আর, ডেভিডসন সি, এস, মান্দ্রাজ ; মেং এল, টেলার, সি, এস, উঃ পঃ প্রদেশ ; মেজার ওয়ারেণ ; মেং এ, জে, মেইক্‌ফি ; কর্ণেল ডবলিউ, জি, ডেবিস, কমিশনর ; মেং ডি, জে, বারক্লে, এডিসনাল কমিশনর ; মেং টি, ডবলিউ, স্মিথ, ডেপুটী কমিশনর ; মেং, জে ফ্রিজেল, জুডিসিয়েল এসিঃ ; মেং জি, ডবলিউ, পার্কার, ছোট আদালতের বিচারপতি ; মেং ই, ফ্রান্সিস, এসিষ্টেণ্ট কমিশনর ; মেং ও, উড, বন্দোবস্তী ডেপুটি কমিশনর ; মেং জে, ডেলমেরিক, ট্রেজরির কার্য্যাধ্যক্ষ ; মেং ডবলিউ, এচ, ডেবিস, ইঞ্জিনিয়ার ; রেভারেণ্ড এ, হর্সবর্গ, চ্যাপলেন ; সারজন মেজার ফেয়ারওয়েদার, সিবিল সারজন; মেং আর, টমসন, এসিষ্টাণ্ট কমিশনর ; মেং রবার্ট ক্লার্ক ঐ ; কর্ণেল পারট ; কর্ণেল রবিন্সন ; কর্ণেল এচ নর্ম্মাণ ; লেফ্‌টনেণ্ট এ, সি, জি, লেডিয়ার্ড ; মেং লিভিঞ্জ ; মেং স্পেঞ্জার, ইঞ্জিনিয়ার ; মেং উইলিয়ম, এঃ ইঞ্জিনিয়ার ; কর্ণেল ডবলিউ, সি, গোট ; কাপ্তেন ই, এচ, ষ্টিল ; মেজার ডবলিউ, মসগ্রেভ ; মেং লার্জ, সি, ই ; মেং রসেল বারি, সি, এস; কর্ণেল ডেবিডসন ; কর্ণেল এফ, ব্রাইন, আর, ই ; মেং ভি, টি, রবার্টস, মেং

উইলিয়ম, সি, এস ; মেং কার্ণেজি ; কর্ণেল কার্ণেজি ; জেনেরল ষ্টোরি ; মেং এচ, বিগস ; মেং এফ, কক্স, ইঞ্জিনিয়ার ; মেং ডবলিউ জে, চর্চ্চ, সি, এস ; মেং সি, টমসন, সি, এস ; কাপ্তেন এফ, জে, হোম ; কর্ণেল এল, বার্টন ; কর্ণেল জে, বোনাস ; কর্ণেল এচ, কিং ; মেজার পেম্বার্টন ; বিবি গ্রেহাম ; কর্ণেল সি, মার্কুইস ডি বোর্বেল, আর, ই ; কর্ণেল সি, এচ, হল, ডেপুটী কমিশনর ; কর্ণেল আর, মরে ; মেং ব্রিগু, ইঞ্জিনিয়ার; কর্ণেল ই, সি, এস, উইলিয়মস, ষ্টেট রেলওয়ের ডিরেক্টার ; কাপ্তেন এল, এফ, বইলু ; মেং কনষ্টেবল ; মেং ডবলিউ, সি, টারনার ; মেং স্মিথ ; কাপ্তেন টি হাউয়ার্ড ; মেং টি, আর, উইয়ার, সি, এস ; মেং কলসন ; মেং জে, বি, এল, হেনিসি ; মেং হিদ, ইঞ্জিনিয়ার ; মেং ইয়ঙ্গ ; মেং লভেল, আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ; মেং ব্রাডফোর্ড লেসলি, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট ; মেং বেলি, সি, ই ; লেফ্‌টেনেণ্ট জে, এচ, এ, স্পিয়ার ; মেং স্কানলান ; মেং এ, টারনার ; মেং লিণ্ডার্স ; মেং এফ, এ, ফারমি ; মেং পি, ফারমি ; মেং ডি, টি, মিলস ; মেং এচ, আর, কুক ; মেং এফ, এল, লি ; মেং এচ, সিভেষ্টার ; মেং ডি, স্পার্ক্কি ; মেং জে, ডবলিউ, বোটেলহো ; মেং জে, ক্লার্ক ; মেং এ, মার্টীন ; মেং ডি, পোনিওটী ; মেং এফ, ডবলিউ, লাটিমার, মেং এচ, টি, মেনুয়েল ; মেং ই, এচ, এফ, টেটলি ; মেং জে, এচ, মাইকেল ; মেং জে, আগুস ; মেং জে, আলান ; মেং সি, স্মিণ্টন ; মেং এ, বি, আস ; হার ভন ষ্টকেল ; মেং এ, কার্পেণ্টার ; মেং সি, ই, বি, ক্রিচলি ; মেং এফ, পেলেটি ; মেং ডবলিউ, পি, মিচেল ; মেং ডবলিউ, এচ, কেরি ; মেং এচ, সিল্ড ; মেং ই, ও, উইলসি ; মেং পি, জে, রিড ; মেং ডবলিউ, ফ্লেমিং ; মেং ডি, কর্ণওয়েল ; মেং এল, এ, স্মিথ ; মেং আর, জে, ডিক্সন ; মেং জি, পিঙ্কষ্টন ; মেং এচ, বি, ব্লাকার ; মেং বি, ই, ফ্রেঞ্চ ; মেং টি, হিল ; মেং সেস ; মেং মরফি ; মেং টমসন, মেং ফ্রাঙ্কেন ; মেং ওয়েষ্টন ; মেং ডি, মাকার্থি ; মেং ডিকোর্সি ; মেং স্কানলান ; মেং বার্ক ; মেং ডবলিউ, বাটলার।

দেশীয়।

রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর, গবর্ণর জেনেরলের তোষাখানার দেওয়ান ;

মৌলবী নবাব জান ; বাবু বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; বাবু গিরিশচন্দ্র রায় ; মহাদেব রাও।

রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাসের অতিথীগণ।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য মেং টি, কার্টরাইট ; মান্দ্রাজের লর্ড বিসপ ; রেভারেণ্ড ডবলিউ, ডবলিউ, এমস ; বারাণসীর মহারাজ ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ; বলরামপুরের মহারাজ স্যার দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর ; মান্যবর রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ; মান্যবর স্যার এ, জে, আর্ব্বুথনট ; স্যার জন ষ্ট্রেচি এবং বিবি ষ্ট্রেচি ; মান্যবর টি, সি, হোপ, এবং বিবি হোপ ; মান্যবর আর, এল, ডেলিয়াল ; মেং টি, এচ, থরনটন ; আর্চ্চডিকন বেলি ; মেং এফ, হেনভি ; বাইকাউণ্ট এবং বাইকাউণ্টেস ডাউন ; বাইকাউণ্ট ব্রুক ; লর্ড কিলমেইন ; স্যার রবার্ট এবরক্রম্বি ; মান্যবর স্যার রিচার্ড গার্থ, বিবি গার্থ এবং কুমারী গার্থ ; স্যার এচ, ডবলিউ, নর্ম্মান ; মান্যবর ই, সি, বেলি, বিবি বেলি এবং কন্যাগণ ; মান্যবর আর্থার হবহাউস, বিবি হবহাউস ; কর্ণেল বারণ, বিবি বারণ এবং কন্যাগণ ; স্যার আণ্ড ক্লার্ক, লেডি ক্লার্ক এবং মেং ব্রাকেনবারি ; মেং এ, ও, হিউম, বিবি হিউম, কুমারী হিউম ; সস্ত্রীক মেং আর, বি, চ্যাপমান ; সস্ত্রীক মেং ডবলিউ, ষ্টোক ; মেং এ, পি, হাউয়েল ; মেজার পি, ডি, হাণ্ডার্সন ; সস্ত্রীক মেজার এফ, হিল ; মেজার এচ, পি, পিকক এবং বিবি পিকক ; সস্ত্রীক মান্যবর কাপ্তেন ডুটন ; কর্ণেল সি, এচ ডিকেন্স ; সস্ত্রীক কাপ্তেন বিথসা ; সস্ত্রীক কর্ণেল জে, বেলি ; কাপ্তেন টি, ডিন ; সস্ত্রীক কাপ্তেন এ, আর, বাডক ; মান্যবর এ, ইডেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বস্ত্রাবাস-নগরী।

রাজসূয় সমিতির কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীতে মহা আয়োজনারম্ভ হয়। সমিতিশালা নির্ম্মাণ, বস্ত্রাবাস স্থাপন, পথ নির্ম্মাণ, কানন প্রস্তুত প্রভৃতির মহা ধূম পড়িয়া যায়। বিগত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে দিল্লীর শেষ বৃত্তিভোগী সম্রাট বিদ্রোহীদলের নেতা হইয়া দিল্লী-বক্ষে পুনরায় কয়েক মাসের জন্য যবন পতাকা উড্ডীয়মান করায়, ব্রিটিস সৈন্যদল প্রান্তরের যে স্থানে অবস্থান করিয়া, ক্রমাগত—দিবারজনী মহা সমর করে, যে স্থানে ব্রিটিস কামান অবস্থান করিয়া ঘন গম্ভীরনাদে দিল্লীর দুর্গ-বক্ষ ভেদ করে, যে স্থানে কেবল সমরের ভীম কলরব, সৈন্যদলের প্রাণত্যাগ, গোলা-গুলি বর্ষণ হইয়াছিল, সেই স্থানেই ইংরাজ রাজপুরুষ এবং আমন্ত্রিত ইংরাজ-গণের স্কন্ধাবার স্থাপিত হয়। একদিকে বিস্তৃত প্রান্তর, অন্যদিকে নজঃফরগড় খাল, ইহার মধ্যেই ইংরাজ বস্ত্রাবাস অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শক-বৃন্দের নয়নরঞ্জন করে। এই বস্ত্রাবাসের প্রতি—এই সেই শোকময় সমর স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত কালে, কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত ব্রিটিস শাসনের কি মহিমাই প্রকাশ করিতে লাগিল! যেখানে ইংরাজ সৈন্যদলের বীরত্ব, বিক্রম, আহত ইংরাজ সৈন্যের আর্ত্তনাদ, কামানের ভীষণ ধ্বনি এক সময়ে হৃদয় মধ্যে রুদ্রভাবের আবির্ভাব করিয়াছিল, এখন সেই স্থানে ভারতের ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির সুখশান্তিপূর্ণ বস্ত্রাবাস—চারিদিকে আনন্দের কোলাহল, ইংরাজ জাতির জয় গান, প্রমোদ-তরঙ্গ, আর সেই হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ পরস্পরের ভ্রাতৃভাব, আলিঙ্গন, মহোৎসবে কি সুখময় দৃশ্যই প্রদর্শন করিতে লাগিল! সেই বস্ত্রাবাস-পূরিত নবীন নগরীর মধ্যে ইংরাজ বস্ত্রাবাসগুলির সজ্জা এবং সুষমা পরম প্রীতিকর। দুই পার্শ্বে সারি সারি বস্ত্রাবাস, মধ্যে বিস্তৃত পথ বিরাজিত, এবং সর্ব্ব শেষে এক একটি বৃহৎ বস্ত্রাবাস স্থাপিত,

পথের উভয়পার্শ্বে উভয় বস্ত্রাবাসের মধ্যে নানাবিধ কমনীয় কুসুমরাজি-শোভিত বৃক্ষাবলী অনুপ সুষমা বিকাশ করে। রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুরম এবং নয়নরঞ্জনকর। সেই বস্ত্রাবাসের কারুকার্য্য যেরূপ মনোরম সেইমত প্রাসাদ তুল্য শোভনীয়। বিভাগীয় গবর্ণর, লেফ্‌-টেনেণ্ট গবর্ণর, এবং প্রধান কমিশনরদিগের বস্ত্রাবাসও তদ্রূপ রমণীয়, কিন্তু রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাসাপেক্ষা তাঁহাদিগের পদোপযুক্ত অল্পায়তন বিশিষ্ট। বৈদেশিক দূতগণ, এটাচিগণ, এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় সংবাদ-পত্র সম্পাদকদিগের নিমিত্ত স্থাপিত বস্ত্রাবাস সৌন্দর্য্যহীন হয় নাই। সাধারণ সমিতির আহার, বিশ্রাম এবং প্রীতি মিলন জন্য এক একটি বিস্তৃত বস্ত্রাবাস তৎসহ স্থাপিত হয়।

হিন্দু এবং মুসলমান রাজগণের বস্ত্রাবাস বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই বস্ত্রাবাসপূর্ণ নবীন নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। দেশীয় রাজগণের জন্য পূর্ব্ব হইতে সেই প্রান্তরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণ অগ্রে আসিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বস্ত্রাবাস স্থাপনাদি আয়োজনে নিযুক্ত হন। বিস্তৃত কারুকার্য্যসম্পন্ন স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত আর্য্যরাজগণের বস্ত্রাবাস-গুলি নবীন নগরীর অনুপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। বস্ত্রাবাসের কিংখাবজড়িত রৌপ্যশীর স্তম্ভাবলী এবং স্বর্ণাদিরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রত্যেক দর্শকের চিত্তকেই বিমোহিত করিয়াছিল। রাজগণের নিজ নিজ বস্ত্রাবাস ব্যতীত পারিষদ এবং সংখ্যাবদ্ধ সৈন্যদলের বস্ত্রাবাসও তন্নিকটে স্থাপিত হয়। এক এক স্থান যেন এক এক মহারাজের রাজধানী রূপে সুশো-ভিত হয়। কিন্তু সমগ্র রাজগণের বস্ত্রাবাস একস্থানে স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় রাজগণের বস্ত্রাবাস সেই বিস্তৃত প্রান্তরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজ-বস্ত্রাবাস।

১। রাজ প্রতিনিধি।
২। মান্দ্রাজের গবর্ণর।
৩। বোম্বাইয়ের গবর্ণর।
৪। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

৫। উঃ পঃ লেঃ গবর্ণর।
৬। পঞ্জাবের লেঃ গবর্ণর।
৭। ভারতের প্রধান সেনাপতি
মান্দ্রাজের ঐ
বোম্বাইয়ের ঐ
৮। আউদের প্রধান কমিশনর।
৯। মধ্য প্রদেশের ঐ ঐ
১০। ব্রহ্মদেশের ঐ ঐ
১১। আসামের ঐ ঐ
১২। মহীশূরের ঐ ঐ
১৩। হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্ট।
১৪। মধ্যভারতস্থ রাজপ্রতিনিধির এজেন্ট।
১৫। রাজপুতানাস্থ এজেন্ট
১৬। বরদাস্থ

নানাবিধ।

১৭। এটাচি, বৈদেশিক দূত এবং ইংরাজ সম্পাদকগণ।
১৭½। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ।
১৮। পুলিশ।
১৯। বাজার।
২০। টেলিগ্রাফ ও পোষ্টআফিষ।
২১। পঞ্জাব সিবিল লাইন।
২২। দর্শকগণ।

শিবির।

ভারতের প্রধান সেনাপতি।
গোলন্দাজ বিভাগ।
,, ,, হেডকোয়াটার।
অশ্বারোহী বিভাগ।
,, ,, হেডকোয়াটার।
১ম ব্রিগেড, ১ম পদাতি বিভাগ।
২য় ,, ,, ,,
৩য় ,, ,, ,,
হেডকোয়াটার ,, ,,
১ম ব্রিগেড, ২য় পদাতী বিভাগ।
২য় ,, ,, ,,
৩য় ,, ,, ,,
হেডকোয়াটার ,, ,,

সাপার এবং মিনার।
কমিশরিয়েট।

রাজপ্রতিনিধির অনুসঙ্গি সৈন্য বিভাগ।

সি, এ, রয়েল হর্ষ অর্টিলারি (গোলন্দাজ)

১১ গণিত পি, এ, ও, হসার।
৩ গণিত বোম্বাই লাইট অশ্বারোহী।
শরীররক্ষী।
৬ গণিত ফুট।
১১ গণিত মান্দ্রাজ দেশীয় পদাতী।

বিশেষ দেশীয় রাজ-বস্ত্রাবাস।

ক। হাইদ্রাবাদের নিজাম।

খ। বরদার গুইকুমার।

গ। মহীশূরের মহারাজ।

ঘ। শ্যামরাজ্যের দুত। খেলাতের খাঁ। নেপালের দুত। মস্কটের দুত।

মান্দ্রাজের রাজগণ।

১। আর্কটের প্রিন্স।

২। তাঞ্জোরের প্রিন্সেস।

৩। পিটাপুরের জমীদার।

৪। ইলাপুরিয়ামের ঐ।

বোম্বাইয়ের রাজগণ।

১। খয়েরপুরের মীর মুরাদ আলি।

২। জুনাগড়ের নবাব।

৩। নাউনগরের জাম।

৪। ভাউনগরেরর ঠাকুর সাহেব।

৫। রাজপিপলার রাজা।

৬। সুমন্তওয়ারির স্যার দেসাই।

৭। মোরবির ঠাকুর সাহেব।

৮। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

বঙ্গদেশের রাজগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

এক শ্রেণীবদ্ধ বস্ত্রাবাস।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজগণ।

১। রামপুরের নবাব।

২। টেরির রাজা।

৩। কাশীর মহারাজ।

৪।, ৫।, ৬। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

পঞ্জাবের রাজগণ।

১। কাশ্মীরের মহারাজ।

২। ভাওয়ালপুরের নবাব।

৩। ঝিন্দের রাজা।

৪। নাবার ঐ।

৫। ইয়ারখন্দের দুত সৈয়দ ইয়াকুব খাঁ।

৬। দরবারিগণ।
৭। মন্দির রাজা।
৮। নাহনের রাজা।
৯। মালেরকোতলার নবাব।
১০। ফরীদকোটের রাজা।
১১। বিলাশপুরের ,,
১২। চাম্বার ,,
১৩। সুকেতের রাজা।
১৪। কালসিয়ার সরদার।
১৫। পাতৌদির নবাব।
১৬। লাহাৰুর নবাব।
১৭। দুজনার ,,
১৮। গুলেরিয়ার রাজা।

মধ্য ভারতবর্ষের রাজগণ।

১। সিন্ধিয়ার মহারাজ।
২। মহারাজ হোলকার।
৩। ভুপালের বেগম।
৪। রেওয়ার মহারাজ।
৫। উর্ধার মহারাজ।
৬। দাতিয়ার মহারাজ।
৭। ধারের রাজা।
৮। দেওয়াসের রাজা।
৯। সম্পথারের ,,।
১০। জহুরার নবাব।
১১। রতলামের রাজা।
১২। পান্নার মহারাজ।
১৩। চরখারির মহারাজ।
১৪। অজয়গড়ের ,,
১৫। বিজোয়ারের ,,
১৬। ছত্রপুরের রাজা।
১৭। বীরোন্দার রাজা।
১৮। টৌরি ফতেপুরের রাও।
১৯। জিগনির রাও।
২০। পালদেওর জাইগীরদার।
২১। পীপোলদার ঠাকুর।
২২। আলিপুরার জাইগীরদার।

রাজপুতানার রাজগণ।

১। ঢোলপুরের মহারাণা।
২। কিরৌলীর মহারাজ।
৩। ভরতপুরের ,,
৪। বুন্দীর ,,
৫। টঙ্কের নবাব।
৬। আলোয়ারের মহারাজ।
৭। যোধপুরের মহারাজ।
৮। ঝালোয়ারের ,,
৯। ১০। ১১। } উদয়পুরের মহারাজ।

মধ্যপ্রদেশের রাজগণ।

১। খারহোন্দের রাজা।
২। সোণপুরের ,,।
৩। ... ...
৪। বামরার রাজা।
৫। কোন্দকার মোহান্ত।
৬। নন্দগাওনের মোহান্ত।

অযোধ্যার তালুকদারগণ।

৫০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাস।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারির পূর্ব্ব হইতেই আমন্ত্রিত সমগ্র দেশীয় মহারাজ, নবাব, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় দর্শনার্থ সমবেত হন। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই দিল্লী নগরী এবং পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থানে আমন্ত্রিতগণের বস্ত্রাবাসে মহোৎসবারম্ভ হয়। ইংরাজ এবং দেশীয় রাজগণের বস্ত্রাবাসের চারিদিকে নানাবিধ বেশধারী পতাকী, অশ্বারোহী, উষ্ট্র এবং গজবাহীর গমন, মধুর বাদ্য নিনাদ, এবং মহাজনতায় দিল্লী অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে। তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই দিল্লীর অতি নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থে আর্য্যরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ-সূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর এই ব্রিটিস রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় অনুষ্ঠান। ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের প্রত্যেক দেশীয় রাজগণ এবং নবাবগণের আগমন, তাঁহাদিগের সংখ্যাবদ্ধ সেনাদলের নানাবর্ণের বেশভূষা দিল্লীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সাধন করে। ভারতবিজেতা যবন সম্রাটদিগের শাসনকালে তাঁহাদিগের প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া তাপিতচিত্তে অনেক স্বাধীন দেশীয় নরপতি দিল্লীতে সময়ে সময়ে সমবেত হইতেন বটে, কিন্তু ভিক্টোরিয়া-মহারাজসূয় অনুষ্ঠান কেবল প্রীতি, প্রমোদ এবং শান্তিপূর্ণ। সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বদন উজ্জ্বল বিভায় প্রভাসিত, হৃদয়ে ব্রিটিস মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিরাজিত, সকলেই আনন্দবদনে এই অভূতপূর্ব্ব রাজসূয় দর্শন জন্য সমাগত। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শান্তিপূর্ণ রাজসূয় সমিতি ভারতে কোনকালে হয় নাই, ব্রিটিস শাসন ভিন্ন অন্য শাসনে হইবার নহে।

আমন্ত্রিত ভূপতিবৃন্দের নামের তালিকা পাঠ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, ভারতের সকল জাতীয় সমস্ত নৃপতিই মান্যবতী ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় মহাসমিতিতে সমুপস্থিত হইয়া অনুপ শোভা বিকীর্ণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপমণিগণ উপস্থিত হন, সেই ভারতের প্রাচীন সূর্য্যবংশীয় উদয়পুর, যোধপুর, এবং জয়পুর-রাজ এবং চন্দ্রবংশীয় কিরৌলার মহারাজ এই ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় সমিতিতে উপনীত হওয়ায় কি ঐতিহাসিক মিলনই সংঘটন হইল! কিন্তু আর্য্য ক্ষত্রিয় বংশের আর সে শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতাপ নাই! আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা—নিজ নিজ বাহুবল প্রদর্শন জন্য পূর্ব্বে সয়ম্বরার অনুষ্ঠান করিতেন, রাজকুমারীরা স্বেচ্ছামত গলদেশে মাল্য প্রদান করিতেন, এবং ভাগ্যবান ক্ষত্রিয় রাজ সেই পত্নি প্রাপ্ত হইয়া শত শত আমন্ত্রিত রাজগণের অপমানের কারণ হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত সমরে জয়লাভ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিতেন। কিন্তু এখন সে বীরত্ব নাই, আর সে সয়ম্বরাও নাই; এখন পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইলে রাজকুমারী একটি নারিকেল ফল প্রেরণ করেন, এবং পাত্র তাহা গ্রহণ করিলেই পরিণয় কার্য্য সমাপ্ত হয়। হায়! প্রাচীন ক্ষত্রিয় ইতিহাসের বীর-বালাদিগের ইতিবৃত্ত যবন-শাসনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! যবনেরা রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের পৈত্রিক প্রাচীন সিংহাসনচ্যুত করিয়া, গঙ্গা এবং যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশে বিতাড়িত করে। মধ্যে মধ্যে যবনেরা তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া, তাঁহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করে। যবন সৈন্যদল পঙ্গপালের ন্যায় সর্ব্বত্র—গহন বন ভেদ করিয়া রাজপুতানায় প্রবিষ্ট এবং ক্ষত্রিয়দিগের দুর্গাদি অধিকার করে। ক্ষত্রিয়গণ নিঃস্বহায় হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ সেই করাল কালসম মুসলমানদিগের সহিত সমর করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ এবং অনেকে আর্য্য প্রবাদমত সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গে গমন করেন। বীরজননী ক্ষত্রিয় রমণীগণের মধ্যে অনেকে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন এবং অনেকে সতীত্ব রক্ষার জন্য জ্বলন্ত চিতানলে জীবনাহুতি দিয়া ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম অপেক্ষা যবনদিগের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজবৃন্দের সমধিক অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

শুভক্ষণে সম্রাট আকবর মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনে যত্নপর এবং সফলও হন। তিনি যদিও অনেক ক্ষত্রিয়ের রাজ্য জয় করেন, কিন্তু শেষ কেবল তাঁহাদিগকে নাম মাত্র অধীন করিয়া, রাজ্য—সিংহাসন সমস্তই প্রত্যর্পণ করেন। সম্রাট আকবর ক্ষত্রিয় রাজগণকে উন্নতপদে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগের সৈন্যদলকে নিজ বেতনভোগী করিয়া নিযুক্ত করেন। অনেক হতবীর্য্য ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার যবন সম্রাটদিগকে কন্যা এবং ভগিনী দান করেন বটে, কিন্তু একমাত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য্যবংশীয় উদয়পুরের মহারাণা নিজ পবিত্র বংশ সেরূপে কলঙ্কিত করেন নাই। ১৭৯৮ সালের পূর্ব্বে রাজপুতানার রাজগণের সহিত ইংরাজদিগের কোনপ্রকার পরিচয় ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালেই প্রথম পরিচয় হয়। তৎকালে সিন্ধিয়া এবং হোলকারের বিরুদ্ধে সমর জন্য রাজপুতানার রাজগণ ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে উদ্যত হন। মহারাষ্ট্রীয় এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ জন্যও তাঁহারা ইংরাজদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ১৮১৭।১৮ খৃঃ অব্দের মহারাষ্ট্র সমরের পর রাজপুতানায় শান্তি সতী পুনরায় দর্শন দান করেন।

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিতে ভারতের যবন সম্রাটবংশীয় কোন নৃপতিই উপস্থিত হন নাই, কারণ ভারতে যবন সম্রাট-বংশীয় সকলেই শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর যবন সম্রাটগণ মহারাষ্ট্রদিগের প্রতাপে নত হইয়া কেবল সাক্ষিগোপালরূপে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। পরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন বিশ্বজয়ী ব্রিটিস সৈন্য প্রথমতঃ দিল্লীতে প্রবিষ্ট হয়, তৎকালীন যবন সম্রাটকে ব্রিটিসাধীন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ব্যয় স্বরূপ উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল নাম মাত্র সম্রাটরূপে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু পাপমতি শেষ সম্রাট উক্ত বিদ্রোহে যোগ দান করায়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া রেঙ্গুণে প্রেরিত এবং তথায় গতাসু হন। ৫৭ সালের পর হইতেই ভারতে যবন সম্রাট নাম লুপ্ত হয়। যবন জাতির প্রধান ভূপালদিগের মধ্যে হাইদ্রাবাদের নিজাম, টঙ্কের নবাব এবং ভূপালের বেগম উপস্থিত ছিলেন। বীর মহারাষ্ট্র

জাতির মধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়া, মহারাজ হোলকার, এবং বরদার গুইকুমার উপনীত হন। এই ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় সমিতিতে মোট ৬৩ জন শাসন ক্ষমতাপন্ন স্বাধীন দেশীয় রাজা উপস্থিত হন। ইহাঁদিগের সকলের প্রজা সমষ্টি মোট প্রায় চারিকোটী, এবং ইংলণ্ড, ইটালি, ও ফ্রান্স একত্রিত করিলে যে পরিমাণ হয়, ইহাঁদিগের রাজ্য পরিমাণ তদধিক। তদ্ব্যতীত ৩০০ উপাধিধারী রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সমিতিতে সমবেত হন। এরূপ মহারাজসূয় সমিতি কোনকালে ভারতে দৃষ্ট হয় নাই, হইবেও না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দিল্লী।

বিশ্ববিখ্যাত দিল্লীতে মহামান্যবতী ব্রিটিসরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় সমিতি দর্শনার্থ কতলোক যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে সমবেত হন, তাহার সংখ্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি ক্ষত্রীয়, কি যবন, কি ইংরাজ, প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক শ্রেণীর সহস্র সহস্র লোকে মহানগরী দিল্লীও তৎসম্মুখ প্রান্তর এবং উপনগরস্থ সমস্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। শেষ জনতা এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, কোন বাটীতে, কোন স্থানে একটি মাত্র ব্যক্তিও স্থান প্রাপ্ত হন না। নগরের বাসবাটী এবং অশ্বাদি যানের ভাড়া শতগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। মহার্ঘ্য দ্রব্য সকল নানাস্থান হইতে সঞ্চিত এবং অতীব উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। গবর্ণমেণ্ট নিজে আমন্ত্রিত প্রত্যেক ইংরাজ রাজপুরুষ, প্রত্যেক পারিষদ এবং সৈন্যসহ দেশীয় রাজগণ, প্রত্যেক দেশীয় সরদারাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ আমন্ত্রিত প্রত্যেককে ক্রমাগত কয় দিন কাল আহারাদি

প্রদান করেন। কেবল আহার নহে, উপযুক্ত স্থানদানসহ সেবা শুশ্রূষার সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন। আমন্ত্রিত রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সুবিধা জন্য পথে যাহাতে কোন ক্লেশ না হয়, এজন্য প্রত্যেক বাষ্পরথে (রেলওয়ে) বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পারিষদ এবং ভৃত্যসহ বিনাব্যয়ে বাষ্পরথারোহণে রাজসূয় ক্ষেত্রে সমাগত হন। প্রত্যেক রাজগণের তত্ত্বাবধান জন্য এক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, এবং দেশীয় সম্ভ্রান্তব্যক্তি সকলের পরিচর্য্যার কারণ ও তদ্রূপ পরিদর্শক নিযুক্ত হন। কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনরূপ অভাব না হয়, কোন ক্লেশ না হয়, গবর্ণমেণ্টের এই দৃঢ় আজ্ঞামত তত্ত্বাবধায়কগণ সকল বিষয়েরই পর্য্যাপ্ত অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ক্রটী বা কোনপ্রকার অভাব দৃষ্ট হয় নাই। তত্ত্বাবধানে এবং অভ্যর্থনায় প্রত্যেক আমন্ত্রিত ব্যক্তিই অসীম পরিতোষ প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষের ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির দিল্লীতে শুভাগমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই মহোৎসব আরম্ভ হয়। দিল্লীর যে দিকে নয়নার্পণ করা যায়, কেবল জনসাধারণের আনন্দবদন, সমবেত গমন, পারিষদ-পরিবৃত দেশীয় নৃপগণের গমনাগমন, তাঁহাদিগের মান্যার্থ তোপনিনাদ, চৌদিকে ধবল বস্ত্রাবাসরাজি, আর জনতার ভীমকলরব দিল্লীকে মহাপ্রমোদ-পয়োধিতে পতিত দৃষ্ট হয়। ভয় নাই, ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই, অত্যাচার নাই, প্রত্যেকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, চৌদিকে শান্তির নৃত্য, সুখতরঙ্গ প্রবাহিত, নিরানন্দের হৃদয়ও আনন্দান্দোলিত। প্রাচীনা দিল্লী যেন নবীন উৎসাহে নবীন বেশে নবীন উৎসবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। হায়! সেই একদিন আর এই একদিন! সেই বিশ্ববিদিত চন্দ্রবংশীয় ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠির এই দিল্লীতে এইভাবে মহারাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে নরপতিবৃন্দ অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক নতমস্তকে আগমন করিয়াছিলেন, চারিদিকে আনন্দের কোলাহল, আর দুর্য্যোধনের খেদ!—তাহার পরই—কাল যবন সম্রাটদিগের শাসনে সমিতি—সেই সমিতিতে সেই চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পরাধীনতা-সম্ভূত দাসত্ব, ভারত-সুখ-সূর্য্য অস্তাচলগত, কেবল যবন-বদনে আনন্দ রেখা—আর এই বিশ্ববিজয়ী

ব্রিটিস জাতির জয়পতাকা সেই দিল্লীর বক্ষে উড্ডীয়মান, সেই প্রাচীন পবন আজি সেই ভাবে ভিক্টোরিয়ার জয় গান করিতেছে, সেই সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় রাজবংশধরগণ আজি প্রসন্নমনে আত্মবিগ্রহ বিস্মৃতি সলিলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পরস্পরে মিত্রভাবে সমবেত! কালের চক্র কি ভাবেই ঘূরিতেছে! কিন্তু ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির আনন্দ, মহোৎসব ও আড়ম্বর ভারতের চিত্রপট হইতে কোনকালে অপসারিত হইবার নহে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর হইতেই ভারত পতন, মহাআত্মবিদ্রোহ সূচনা—পরে যবন-পতাকা চিরদিনের জন্য পতিত; এক্ষণে বিশ্ববিজয়ী যে ব্রিটিস রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিজয় নিসান পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে উড্ডীয়মান, সেই ভিক্টোরিয়ার এই সুখশান্তিপূর্ণ সমিতি কে বিস্মৃত হইবে?

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি সন্দর্শনার্থ সমবেত সহস্র সহস্র নানাজাতীয় নানাশ্রেণীর লোক ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী এবং উপনগরের নানা দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনার্থ বহির্গত হন। কিন্তু সে দিল্লী আর নাই! আর্য্য-শাসন এবং যবন-শাসনকালে দিল্লীর অত্যুচ্চ গৌরবসহ যেরূপ সুষমা ছিল, এখন কালের ভীম করালচক্র তাহা পিষ্ট করিয়াছে; তথাপি আর্য্য এবং যবন সম্রাটদিগের শাসনের বহুল কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও অবস্থান করিয়া তাহাদিগের শাসনের—ক্ষমতার পরিচয় দান করিতেছে। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পিতা জগদ্বিখ্যাত সম্রাট সাজিহান বর্ত্তমান দিল্লী নির্ম্মাতা। বর্ত্তমান দিল্লীর চারিপার্শ্বে হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, প্রাচীন দিল্লী, এবং টোগলকাবাদ প্রভৃতির ধ্বংশাবশেষ এখনও নয়নপথে পতিত হইয়া কালের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সেই মোগল সম্রাটদিগের দুর্গ, সেই প্রাসাদ, সেই মসিদ, সেই সালিমারাদি নন্দন-বিনিন্দিত কানন আজিও রহিয়াছে, কিন্তু সে শোভা নাই! সম্রাট সাজিহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাসাদ আজি পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এই প্রাসাদ পরম রমণীয়। প্রাসাদের চারিপার্শ্ব ৬০ ফীট উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত; তদুপরি গুম্বজরাজী। সিংহদ্বার যেরূপ উচ্চ সেইমত মনোরম। সমস্তই লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং চারিদিকে গড়খাই। মোগল প্রাসাদের সেই অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্যযুক্ত পাষাণশোভিত দেওয়ানি আম এবং দেওয়ানি খাস রহিয়াছে, কিন্তু হায়! সেই হীরক-স্বর্ণ-মণি-মুক্তামণ্ডিত মোগল সম্রাটদিগের সে

ময়ূরাসন নাই, আর সেই আসনে ঔরঙ্গজীবাদির ন্যায় বিপুলবিক্রমী মহাতেজা পাষাণহৃদয় মোগল সম্রাটও নাই। সে রৌপ্য চন্দ্রাতপ নাই, কিন্তু সেই দেওয়ানি খাসের অভ্যন্তরে স্বর্ণ গ্রথিত—

"ও! পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে,
ইহাই সেই স্বর্গ, সেই স্বর্গ, সেই স্বর্গ"

এই কবিতার্দ্ধ আজি পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে। কিন্তু হায়! আমীর, ওমারাহ, নবাব, রাজা, সাহেব সুবাপূর্ণ সেই দেওয়ানি খাসের আজি এই দশা! চারিদিক শূন্যাকার—কাল ভীমভেরী বাদন করিয়া বলিতেছে—"অন্ধকার! অন্ধকার!! অন্ধকার!!!" সম্রাট সাজিহান এক ক্রোর মুদ্রা ব্যয় করিয়া সালিমার নামে অমরাবতীর পারিজাত পুষ্পপুঞ্জ-পরিশোভিত নন্দনের ন্যায় সকল জাতীয় পাদপপূর্ণ, কৃত্রিম নির্ঝর, বিহারাশ্রম, নিভৃত কুঞ্জাদি বিরাজিত কানন প্রস্তুত করেন, এখন সে সালিমার নাই! কালের বিকট হস্ত তাহার চারিদিকে প্রসারিত। দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুর যেমন নন্দনের নয়নানন্দ-বর্দ্ধন সুষমা হরণ করিয়াছিল, অত্যাচারী জাঠদিগের কালস্বরূপ হস্ত সেইমত সালিমারের সেই বিশ্বমোহিনী শোভা বিদলিত করিয়াছে। এখন সে সালিমার নাই! দিল্লীর সেই দুর্গ আছে, কিন্তু সে অভেদ্য শক্তি নাই; আর নগরের চারিপার্শ্বের অত্যুচ্চ সিংহদ্বারগুলি ভগ্ন-পতনোন্মুখ। দিল্লী নগরীর সুপ্রসিদ্ধ চাঁদনী চক আজি পর্য্যন্ত বিরাজিত, নানাজাতীয় বণিক ব্যবসায়ীদিগের নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ বাজার এখনও বিরাজিত, এখনও সৌন্দর্য্য মধুর হাসি হাসিয়া নগর মুগ্ধ করিতেছে, কিন্তু যবন-শাসনে যুবতীর বিম্বাধরের হাস্য হাসিয়াছিল, এখন প্রাচীনার হাস্য। চাঁদনী চকের মধ্যে যমুনাগত জল-প্রণালী জগতের মধ্যে একটি বিচিত্র দৃশ্য। ফিরোজ সা দিল্লী নগরীর অধিবাসিগণের সুবিধার জন্য এই প্রণালী প্রস্তুত করেন। পাঠান-শাসন সমাপ্ত হইবার পর হইতেই এই প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়া যায়; পরে মোগল-শাসনে সম্রাট সাজিহানের সময়ের একজন ওমরাও আলি মরদান খাঁ বহু ব্যয়ে এই প্রণালী পুনঃ সংস্কৃত করেন। ঘোর নৃশংস সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পাপপূর্ণ শাসনের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক সাজাহানাবাদে (দিল্লী) নির্ম্মিত জুম্মা মসজিদ একটি পরম রমণীয় দৃশ্য। ইহার উচ্চতা, নির্ম্মাণ কৌশল

অতীব সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। ইহার অভ্যন্তরস্থ মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিস্তৃত জলাশয়, পাষাণভূষিত ভজনাগার, উচ্চচূড়া পরম প্রীতিপ্রদ। আজি পর্য্যন্ত শত শত যবন এই মসজিদে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, কিন্তু যে সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিচিত্র রাজনীতি কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক আপনাকে ফকীর-রূপে ঘোষণা করিয়া এই আরাধনাস্থান প্রস্তুত করেন, তাঁহার বংশধরগণ এখন কোথায় ?

উপনগরের কুতব মিনার প্রথমঁ যবন সম্রাট কুতবদ্দীনের কীর্ত্তিস্তম্ভ একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহা দুই শত বিয়াল্লিশ ফীট উচ্চ। এতাধিক উচ্চ কীর্ত্তি-স্তম্ভ জগতে আর নাই। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংশাবশিষ্ট প্রাচীরগুলির গাত্রে আজি পর্য্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, হিন্দুদিগের মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া, তৎসমস্তের উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যপূর্ণ প্রস্তর স্তম্ভাদি দ্বারা এই সমস্ত যবন-কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দুরাজ জয় সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিখ্যাত মানমন্দিরের নাম ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছে বটে, কিন্তু এখন আর সে মানমন্দির নাই! মানমন্দির এখন অভিমানে বদন গোপন করিয়াছে। যবন সম্রাটদিগের মধ্যে একমাত্র চির-স্মরণীয় আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি মন্দির একটি রমণীয় দৃশ্য। কিন্তু যবন-শাসন লুপ্ত হওয়ায় দিল্লীর চারিপার্শ্বস্থ অসংখ্য সমাধি মন্দির এবং কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির শেষ দশা উপস্থিত। কেবল আর্য্য-শাসন-কালে দিল্লীবক্ষে স্থাপিত লৌহময় কীর্ত্তিস্তম্ভ আজি পর্য্যন্ত অক্ষয় এবং অটল ভাবে বিরাজ করিয়া ভারতের চিত্র পরিবর্ত্তন দেখিতেছে।

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় দর্শনার্থি ব্যক্তি ব্যূহ দিল্লী এবং উপনগরের নানা-বিধ প্রাচীন দৃশ্য দর্শনে মত্ত হইয়া মহোৎসবারম্ভ করেন। চারিদিকে নৃত্য, গীত, বাদ্যধ্বনি আর জলধি-গর্জ্জনের ন্যায় সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের কলরব মহোৎসবের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। সমবেত সকলেই যেন রোগশোকপূর্ণ ধরা ত্যাগ করিয়া আনন্দধামে উপস্থিত, সকলেরই হাস্যবদন, সকলেই মহোৎসবে মত্ত। সর্ব্বত্রই জনতা, রাজপথ সমূহ সজ্জিত বারণ-অশ্বাদিপূর্ণ, সৈন্যদলের করস্থিত প্রভাকর-করালোকিত অসির মধুর মূর্ত্তি ভুলিবার নহে।

রাজসূয় পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির শুভাগমন।

মহোৎসবোন্মত্ত দিল্লীতে দেখিতে দেখিতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৩ এ ডিসেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে প্রভাকর নবরাগে রঞ্জিত হইয়া, দিল্লীর উন্নত প্রাসাদ—দুর্গচূড়—কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং সহস্র সহস্র বস্ত্রাবাস আলোকিত এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয় পুলোকিত করিল। সেই নবীন তপনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়েও অভূতপূর্ব্ব প্রমোদপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। সমস্ত বস্ত্রাবাস—সমস্ত নগরবাসী মানব চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলেরই উৎসাহপূর্ণ আনন্দ বদন, উদ্যমযুক্ত সচঞ্চলগতি, ব্যস্তভাব বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। কি দেশীয় মহারাজ, কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কি সৈনিকদল, কি দর্শক সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেরই মুখে এক উক্তি—রাজপ্রতিনিধির শুভাগমন। সকলেই নবসাজে সজ্জিত হইয়া, দিল্লীর নবীন শোভা সম্পাদনে মত্ত। আজানুলম্বিতবাহু আফগান, খেলাতের দীর্ঘশ্মশ্রুল বেলুচি, সামলাধারী সালাবৃত বাঙ্গালী, বীরবপু হিন্দুস্থানী, পশমী এবং সাটীন-নির্ম্মিত বিচিত্র বেশধারী ব্রহ্মদেশীয়, ইউরোপীয় সৈনিক-বেশধৃত শ্যামদেশীয়, প্রকাণ্ড উষ্ণীষপরিধৃত মহারাষ্ট্রীয়, দীর্ঘদেহ শিখ, যবন, ইংরাজ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক বর্ণের লোকে ক্রমে দিল্লীর রাজপথ, প্রান্তর, চাঁদনী চক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মসজিদ, অট্টালিকা, বিপনি পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

রাজপ্রতিনিধির গমনপথে অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাস পর্য্যন্ত রাজপথের উভয়পার্শ্বে দিল্লীতে সমবেত প্রায় পঞ্চ

দশ সহস্র নানা শ্রেণীর ব্রিটিস সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইতে আরম্ভ করিল। এতদ্ব্যতীত দিল্লীতে উপস্থিত দেশীয় রাজগণের নানা-বেশধারী দেশীয় সৈন্যদলও সেইমত পথের নানাস্থানে ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থ সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। রাজপুতানার রাজবৃন্দের বাহিনীগণ নজঃফরগড় খালের নিকটবর্ত্তী লুদিয়ান রোড হইতে চাঁদনীচক পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, পরে শেষোক্তস্থান দণ্ডায়মান ব্রিটিসবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। পুনরায় লুদিয়ান রোডের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া খাসরোড পর্য্যন্ত এবং খাসরোডের উভয়পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক জুম্মা মস-জিদ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হয়। পঞ্জাব-ভূপতিবৃন্দের বাহিনীগণ লাহোর গেটের বহির্দ্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, সারকিউলার রোডের উভয়পার্শ্ব রক্ষা পূর্ব্বক কাবুলীগেট হইতে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডের কতক অংশের উভয়পার্শ্ব এবং তথা হইতে সবজিমণ্ডী পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হয়। সবজিমণ্ডীতে পুনরায় একদল ব্রিটিসবাহিনী দণ্ডায়মান হয়। বোম্বাই, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, এবং মধ্যপ্রদেশের নৃপালকুলের অনিকিনীগণ সবজিমণ্ডীর উভয়পার্শ্বস্থ ব্রিটিস বাহিনীগণের পর হইতে গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোডের উভয়পার্শ্ব এবং তথা হইতে মিউটিনিমনুমেণ্ট অর্থাৎ সিপাহিবিদ্রোহের স্মরণার্থ স্থাপিত স্তম্ভ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হয়। এস্থলে আর একদল ইংরাজ সৈন্য দণ্ডায়মান হয়। মধ্য ভারতবর্ষ এবং মান্দ্রাজের দেশীয় রাজবৃন্দের সৈন্যগণ শেষোক্ত স্থান হইতে হিন্দুরাওর বাটী পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, শেষোক্ত স্থলে দণ্ডায়মান ব্রিটিস বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। পরে পুনরায় তথা হইতে চৌভুর্জি মণ্ডী পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিয়া পুনরায় একদল ইংরাজ সৈন্যসহ মিলিত হয়। বাঙ্গালা, বরদা, মহীশূর, এবং হাইদ্রাবাদের সৈন্যদল চৌভুর্জি মণ্ডী হইতে রিজের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, ফ্লাগ ষ্টাফ টাউয়ার অর্থাৎ ব্রিটিস পতাকা-স্তম্ভের নিকট পর্য্যন্ত অবস্থান করে। এইরূপে রাজপ্রতিনিধির গন্তব্য সমস্ত পথের উভয়পার্শ্বে ব্রিটিস এবং দেশীয় রাজগণের সৈন্যদল দণ্ডায়মান হয়। প্রত্যেক দেশীয় রাজগণের সৈন্যদলের মধ্যে মধ্যে এক এক দল ইংরাজ সৈন্য দণ্ডায়মান থাকায় পরম রমণীয় সুষমা দৃষ্ট হয়। নানাবেশভূষাস্ত্রাদিধারী দেশীয় রাজগণের

সৈন্যদল প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সৈন্যদলসহ উৎকৃষ্ট সজ্জায় সজ্জিত বারণশ্রেণী নানাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। বারণবৃন্দের বিস্তৃত বপু স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত বস্ত্রাবৃত। তদুপরি স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত বস্ত্রাবৃত, হাওদা অনুপ প্রভা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রত্যেক হস্তী নিজ নিজ রাজসাংকেতিক চিহ্নযুক্ত ছিল। সূর্য্যবংশীয় রাজগণের স্বর্ণরঞ্জিত সূর্য্যচিহ্ন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রৌপ্যচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। পরে উভয় পার্শ্বের অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে রণকরী সর্ব্বপ্রধান। করীর আকৃতি যেরূপ বৃহৎ সজ্জাও সেইমত ভীম। রণবারণবৃন্দের দন্তগুলি লৌহ দ্বারা মধ্যে মধ্যে আবৃত, উজ্বল লৌহ ঢাল কপোলে স্থাপিত, এবং গলদেশে লৌহ শৃঙ্খল লম্বমান। তাহাদিগের পৃষ্ঠোপরি হাওদাগুলি লৌহ-নির্ম্মিত। হাওদা মধ্যে অবস্থিত বীরপুরুষ বর্ম্মাবৃত, অসি, বর্ষা, প্রভৃতি প্রত্যেক প্রকার অস্ত্র সেই হাওদা মধ্যে স্থাপিত, এবং সেই বীরদিগের কটীদেশে পিস্তল, দীর্ঘ ছুরীকা আবদ্ধিকৃত; সহজ কথায় তাহারা ঠিক আর্য্যশাসন কালীন বীরবৃন্দের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে ভূষিত হইয়া বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। রণবারণারোহী বীরবৃন্দ ব্যতীত নানাস্থানের অশ্বারোহীদলও সর্ব্বসাধারণের নেত্রাকর্ষণ করিতে লাগিল। হয়ারোহীগণ আধুনিক বর্ম্মাবৃত, এবং লৌহ-নির্ম্মিত উজ্বল উষ্ণীষধারী। তাহাদিগের নায়কদিগের বক্ষ এবং পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল লৌহ-বর্ম্মভূষিত, মস্তকে অনীল হিল্লোলে উড্ডীয়মান পালকপুঞ্জ; অশ্বের মস্তকও সেইমত পালক-বিশোভিত। অশ্বগুলির গাত্রও রৌপ্য এবং স্বর্ণ বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত। অশ্বারোহীদল ব্যতীত নানাস্থলে কেবল সজ্জিত বহুল অশ্বও দণ্ডায়মান হইয়া শোভা বৃদ্ধির সহকারিতা করিতে লাগিল। বরদার গুইকুমারের স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত কামানগুলি যেরূপ বৃহৎ সেইমত অতীব মনোরঞ্জক। স্বর্ণ-নির্ম্মিত কামান রৌপ্য-চক্রযুক্ত যানে এবং রৌপ্যনির্ম্মিত কামান স্বর্ণ-চক্রযুক্ত যানে স্থাপিত এবং গুজরাটের অত্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ বলীবর্দ্ধ-বাহিত হইয়া সেই মহোৎসব ক্ষেত্রের প্রত্যেক লোকের চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। রৌপ্য কামানবাহী বলদদিগের শৃঙ্গ স্বর্ণ মণ্ডিত এবং স্বর্ণ কামানবাহী বলদদিগের শৃঙ্গ রৌপ্যমিণ্ডিত হওয়ায় এবং

তাহাদিগের প্রভান্বিত গাত্রবস্ত্র আরও শোভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। এ শোভা কেবল নেত্র নহে, হৃদয়মুগ্ধকর হইয়াছিল।

বিজাতীয় রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থ ভারতবর্ষে কোন কালে যে দৃশ্য দৃষ্ট হয় নাই, আজি প্রাচীন ভারতের সর্ব্ব প্রাচীন রাজধানী-শ্রেষ্ঠ দিল্লীতে সেই দৃশ্য দৃষ্ট হইল। বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস জাতির শান্তিময় শাসনগুণে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের স্বাধীন বা করদ রাজগণের সৈন্যদল রাজপথে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, কামান যান-চক্রের ঘর্ঘর শব্দ আর লক্ষ লক্ষ মানবের রবে দিল্লী এবং উপনগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব, যিনি সৃষ্টির প্রথম হইতে ভারতের কত নৃপতির কত রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তিনি যেন সেই ভারতে ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় সমাধানার্থ আগন্তুক রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা দর্শন জন্যই আকাশমণ্ডল পরিচ্ছন্ন করিয়া, উজ্জ্বলনয়নে সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজপ্রতিনিধির গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রত্যেক বাটী, মসজিদ, বিপণি শ্রেণী, বারান্দা, দ্বার, জানালা, এবং ছাদে লক্ষ লক্ষ লোক দণ্ডায়মান হইয়া একচিত্তে অবস্থান করিয়া, আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। গন্তব্য পথের অনেক স্থান ফুলহার এবং নানাবিধ পতাকায় সজ্জিত হওয়ায় সুষমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। দিল্লীর বিস্তৃত চাঁদনীচক এত মানবে পূর্ণ হইতে লাগিল যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দুর্গ প্রান্তরের জনতাও তদ্রূপ। সর্ব্বাপেক্ষা দিল্লীর জুম্মা মসজিদে সমধিক সংখ্যক দর্শক সমবেত হওয়ায়, তাহার শোভা অতীব চিত্তহারী হইয়াছিল। এই সুরম্য মসজীদে আমন্ত্রিত বৈদেশিক দূতগণ, শাসনকর্ত্তাগণ, উপাধিধারী রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিব্যূহে পূর্ণ হইয়াছিল। মসজিদের সোপানাবলী দর্শকবৃন্দে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মসজিদের যে দিকে নেত্রাপাত করা যায়, কেবল নৃমুণ্ডসাগর দৃষ্ট হইতে থাকে। নানা জাতীয় নানাবর্ণের নানা বেশভূষাধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সমিতিতে এই স্থানের শোভা দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে চিরস্মরণীয় চিত্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এদিকে রাজপথের ন্যায় রেলওয়ে ষ্টেসনও পরম রমণীয়রূপে সজ্জিত হয়। ৬৩ জন শাসনক্ষমতাধারী দেশীয় রাজা পূর্ব্বাহ্নে সেই ষ্টেসনে

উপস্থিত হইয়া, ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থ প্রতীক্ষা করেন। রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর ঠিক বেলা দুই-টার সময় রাজবাষ্প-যানারোহণে ষ্টেসনে উপনীত হন। কাউন্সেলের সভ্যগণ, বাঙ্গাল', উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাবের লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর-ত্রয় ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি, দিল্লীর কমিশনর, দেশীয় রাজগণ, হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট, মহীশূর, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, অযোধ্যা, এবং ব্রিটিস ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনরগণ, রাজপুতানা, মধ্যভারতবর্ষ এবং বরদাস্থ গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্টত্রয় মহাসমাদরে রাজপ্রতিনিধিকে গ্রহণ করেন। রাজপ্রতিনিধি যান হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ষ্টেসনস্থিত ইংরাজ এবং দেশীয় সৈন্যদল মান্য প্রদর্শন করে, এবং চৌরিয়াপুল এবং কুইন্সরোডের সংযোগস্থলে স্থাপিত কামান ভীম রবে সম্মান-প্রদর্শনসহ সকলকে জ্ঞাত করে যে, রাজপ্রতিনিধি দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন। লর্ড লিটন বাহাদুর অবতরণ করিয়াই দেশীয় রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"রাজগণ, এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ! মহামান্যবতীর গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান মিত্র রাজবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যের করদ রাজগণের মধ্যে যে একতা বন্ধন আছে, আমার বিশ্বাসমতে তাহার ঘনিষ্ঠতা সাধনের উপায় স্বরূপ যে কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে, আপনারা সেই কার্য্যে সংযোগ দান জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে আগমন করিয়াছেন দেখিয়', আমি অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা অকৃত্রিম ভাবে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করায়, আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দান করিতেছি, এবং বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের এই কার্য্য সমাপ্তির পর এই কার্য্যের মহান উদ্দেশ্যের প্রমাণ প্রকাশারম্ভ হইবে। আপনারা দিল্লীতে আমার আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন।"

মেং থরণটন উর্দ্দু ভাষায় ইহার অনুবাদ পাঠ করিলে পর, রাজপ্রতিনিধি দেশীয় রাজগণের কর মর্দ্দন এবং হাইদ্রাবাদের নিজাম, মহারাজ সিন্ধিয়', মহারাজ হোলকার, কাশ্মীরের মহারাজ, বরদার গুইকুমার এবং জয়পুরের মহারাজকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, ষ্টেসন পরিহার পূর্ব্বক লেডি লিটনের সহিত অত্যুৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত স্নভূষাভূষিত বারণারোহণে

যাত্রারম্ভ করেন। নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে যাত্রারম্ভ হয় ;—

রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাসাধ্যক্ষ ডেপুটী

এসিষ্টেণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল।

১১ গণিত হুসার সৈন্যদল।

এ, সি ব্যাটারি রয়েল হর্স আর্টিলারি (গোলন্দাজ)।

৩ গণিত বোম্বাই লাইট ক্যাভালরি (অশ্বারোহী)।

অর্ডালি অফিষার, অনুচর সৈন্যদল । ব্রিগেড মেজার, অনুচর সৈন্যদল।

অনুচর সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়ক।

(বারণারোহণ)

রাজপ্রতিনিধির দুইজন এডিকং । জরাপ্রতিনিধির দুই জন এডিকং।

(অশ্বারোহণে)

রাজসূয়-সমিতির প্রধান নকীব।

(দ্বাদশ জন ভেরীবাদক, অগ্র পশ্চাৎ ছয়জন করিয়া)।

শরীররক্ষী সৈন্যদল।

(বারণারোহণে)

রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন

এবং

লেডি লিটন।

রাজপ্রতিনিধির পরিবার।

শরীররক্ষী সৈন্যদলের এক অংশ।

ছয়টি বারণারোহণে রাজপ্রতিনিধির কর্ম্মচারিগণ।

হেডকোয়াটার্স এবং ২০ গণিত হুসার দলের দুই অংশ।

(অশ্বারোহণে)

পঞ্জাব পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল । স্থানীয় প্রধান সেনা-নায়ক।

(বারণারোহণে)

পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের দুইজন কর্ম্মচারী।	পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের দুইজন কর্ম্মচারী।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের দুইজন কর্ম্মচারী।	বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের দুইজন কর্ম্মচারী।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণ-রের দুইজন কর্ম্মচারি।	উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণ রের দুইজন কর্ম্মচারি।

ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি।

প্রধান সেনাপতির দুইজন কর্ম্মচারী।	প্রধান সেনাপতির দুইজন কর্ম্মচারী
মান্দ্রাজের গবর্ণরের কর্ম্মচারিগণ।	বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কর্ম্মচারিগণ।

(অশ্বারোহণে।)

সৈন্যদলের প্রধান শিবিরের সৈনিক কর্ম্মচারিগণ।

দিল্লীতে সমবেত সৈন্যদলের সৈনিক কর্ম্মচারিগণ।

১০ গণিত হুসার সৈন্যদলের এক অংশ।

(বারণারোহণে)

মেজার জেনেরল স্যার এচ, ডবলিউ, নর্ম্মাণ, কে, সি,বি। মান্যবর আর্থার হবহাউস, কিউ, সি।	বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রধান বিচারপতি।
কর্ণেল স্যার আণ্ড ক্লার্ক। বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি।	স্যার এ, জে, আরবুথনট। মান্যবর ই, সি, বেলি, সি, এস আই।

লেজিসলেটিব কাউন্সেলের সভ্যগণ, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এবং গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণ প্রভৃতি।

৩য় রেজিমেণ্ট মান্দ্রাজ লাইট ক্যাভালরি (অশ্বারোহী)।

৪র্থ রেজিমেণ্ট বঙ্গদেশীয় ক্যাভালরি (অশ্বারোহী)।

এক, এফ, ব্যাটারি রয়েল হর্স আর্টিলারি (গোলন্দাজ)।
১৫ গণিত হুসার সৈন্যদল।

ভারতবর্ষের ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির এই মহোৎসবপূর্ণ মহাযাত্রার চিত্রাংকন অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ মহাদৃশ্য—পরম রমণীয় দৃশ্য ভারতে কখনও দৃষ্ট হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কি আর্য্য, কি যবন, কোন রাজভাগ্যেই এরূপে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের দেশীয় রাজসৈন্যদল দ্বারা অভ্যর্থনা লাভ হয় নাই, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। ভারত কেন?—জগতের মধ্যে কোন জাতীয় নৃপতি যে ভাবে কখনও সসম্মানে গৃহীত হন নাই, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি সেই ভাবে পরিগৃহীত হইলেন। এরূপ রমণীয়—অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আর কখনও ভারতবাসিগণের নেত্রপথে পতিত হইবে কি না সন্দেহ। কবির মুরলী, চিত্রকরের তুলি, এবং ভাস্করে যন্ত্র এ দৃশ্যাঙ্কন করিতে অসমর্থ, দিল্লীতে সমবেত লক্ষ লক্ষ লোক একস্বরে তাহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। যে দিকে নয়নার্পণ করা যায়, কেবল আনন্দ, উৎসব, উদ্যম, লক্ষ লক্ষ লোকের সজীবতা, নানাজাতীয় বেশভূষাভূষিত মানবের জনতা, অশ্বারোহী, পদাতী এবং বারণকুলের হৃদয়রঞ্জন নানাভরণের বেশভূষা দর্শকদিগকে অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে একাদশ গণিত প্রিন্স অব ওয়েলসের নামীয় অশ্বারোহী হুসার সৈন্যদল উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হইয়া গমন করিল। তৎপরেই অশ্ববাহিত কামানশ্রেণী ঘর্ঘররবে রাজপথ মাতাইয়া দেখা দিল। রৌপ্যরঞ্জিত নীলিমবেশ ও শ্বেত উষ্ণীষধারী তিন গণিত বোম্বাই অশ্বারোহী দল যেন নৃত্য করিতে করিতে পথে অগ্রসর হইল। ঘোর রক্তিমরঙ্গ-রঞ্জিত বেশধারী রাজপ্রতিনিধির অনুচর সৈন্যদলের ভীমমূর্ত্তি তৎপরে নেত্রপথে পতিত হইল। তৎপরে বারণারোহণে রাজপ্রতিনিধির এডিকং চতুষ্টয় গমন করেন। মহারাজসূয় সমিতির প্রধান নকীব ইংলণ্ডের চিহ্নাঙ্কিত উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া এবং তৎপশ্চাৎ ছয়জন ইংরাজ এবং ছয়জন দেশীয় ভেরীবাদক রৌপ্য ভেরী হস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। রাজপ্রতিনিধির অগ্রে একদল শরীররক্ষক অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলে, কনকখচিত দীর্ঘদেহ দন্তীপৃষ্ঠে সুসজ্জিত অত্যুৎকৃষ্ট হাওদা মধ্যে রাজপ্রতিনিধি নিজ সহধর্ম্মিণিসহ উপবিষ্ট হইয়া, সহাস্যবদনে সেই লক্ষ লক্ষ মানবের আনন্দধ্বনী-

সহ অভ্যর্থনা স্বীকার স্বরূপ উষ্ণীষ উন্নত করিতে করিতে গমন করেন। রাজপ্রতিনিধির সুসজ্জিত বারণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া যেরূপ অগ্রসর হইতে লাগিল, রাজপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্রিটিস সৈন্যদল অস্ত্র-প্রদর্শন, রণবাদ্যকরদল ইংরাজ-জাতীয় বাদ্যবাদন, এবং পতাকী পতাকা অবতরণ করিতে লাগিল। নানাস্থানের রাজপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেশীয় রাজগণের সৈন্যদলও সেইমত রাজপ্রতিনিধিকে দর্শন করিয়া, জাতীয় প্রথামত সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। ঘন গভীর রবে দেশীয় রণঢক্কাদি বাদন, নিজ নিজ রাজ-পতাকাদি প্রদর্শন করিয়া, কি পদাতী, কি অশ্বারোহী, কি উষ্ট্রবাহিত গোলন্দাজ সকলেই আনন্দধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ইংরাজ সেনাদলের নীরব অভ্যর্থনা, আর দেশীয় রাজসৈন্যগণের এই বিমান-ভেদী বাদ্যসহ অভ্যর্থনা দর্শকবৃন্দের মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি দেশীয় রাজসৈন্যদলের অভ্যর্থনায় সহাস্য-বদনে সন্তোষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

ভারতে সজ্জিত বারণই বাহনরূপে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে লর্ড নর্থব্রুক পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক গবর্ণর জেনেরলও সেইমত বারণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে হস্তীতে আরোহণ করিতেন, কয়েক বর্ষ হইল, সেই ভারত বিদিত বারণ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন সেই পূর্ব্ব প্রথামতই করী আরোহণে শুভযাত্রা করেন এবং অন্যান্য শাসনকর্ত্তা এবং রাজপুরুষ ও দেশীয় সম্ভ্রান্তগণও হস্তী-যানে তৎপশ্চাৎ গমন করেন। বাস্তবিক সেই সজ্জিত বারণশ্রেণীর মৃদু মন্দ গমন পরম মনোহর দৃশ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কুইন্সরোড, লোদিয়ানরোড, খাসরোড, জুম্মামস জিদের চতুষ্পার্শ্ব, দারবিয়া, চাঁদনিচক, ফতেপুর বাজার, সারকিউলার রোড, হামিল্টন রোড, গ্রাণ্ড টঙ্ক রোড, রিজরোড হইয়া প্রধান পথ দিয়া, ক্রমাগত তিন ঘণ্টা কাল এই ছয় মাইল পথ ভ্রমণের পর রাজপ্রতিনিধি নিজ বস্ত্রাবাসে উপনীত হন। এই সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বেই ইংরাজ এবং দেশীয় রাজ-গণের সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল, এবং এই সমস্ত পথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক বাটী এবং মসজিদে অগণিত লোকপূর্ণ হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি ষ্টেসন হইতে

বরাবর আসিয়া দিল্লী দুর্গ পার হইবা মাত্র দুর্গাভ্যন্তর হইতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি এবং রাজপতাকা উড্ডীয়মান হয়। দুর্গপার্শস্থ প্রান্তরে উপনীত হইলে, অগ্রগামী সৈন্যদল পৃষ্ঠদেশে চলিয়া আসিলে, রাজপ্রতিনিধি, লেফ্‌-টেনেণ্ট গবর্নর ত্রয় এবং ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিসহ শরীররক্ষক সৈন্য দলের সহিত প্রধান রাজবস্ত্রাবাসের প্রধান পথ পর্য্যন্ত গমন করেন; তথায় দেওয়ানি এবং সামরিক কর্ম্মচারিগণ দক্ষিণে দণ্ডায়মান হন, এবং রাজ-প্রতিনিধি বস্ত্রাবাস সম্মুখে উপনীত হইলে, তাঁহারা তথা হইতে অবসৃত হন। মান্যবর রাজপ্রতিনিধি বস্ত্রাবাসের প্রধান পথে প্রবিষ্ট হইলে, প্রান্তরস্থ কামান হইতে সম্মানসূচক তোপনাদ হইবা মাত্র রাজপতাকা স্তম্ভোপরি উড্ডীয়মান হয়। রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাসের উভয়পার্শ্বে দেশীয় এবং ইংরাজ সৈন্যদল দণ্ডায়মান থাকিয়া মান্যপ্রদর্শন করে। রাজপ্রতিনিধি বস্ত্রাবাসে প্রবিষ্ট হইলে, বাঙ্গালা, পঞ্জাব, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরত্রয় এবং প্রধান সেনাপতি বিদায় লইয়া নিজ বস্ত্রাবাসে গমন করেন। মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের মান্যবর গবর্নর যথা-কালে উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহারা এই শুভযাত্রায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অভ্যর্থনা।

মহিমবর রাজপ্রতিনিধির দিল্লীতে শুভাগমনের সহিতই সাধারণের আনন্দ এবং উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি আমন্ত্রিত সমগ্র শাসনক্ষমতাযুক্ত ও উপাধিধারী ৭৭ জন দেশীয় রাজা, ভারতবর্ষের পোর্ত্তুগীজ গবর্ণর জেনেরল, খেলাতের খাঁ, বিদেশ হইতে আগত রাজদূতগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রতিসাক্ষাৎ, এবং সম্মান প্রাপ্তোপযোগীদিগের বস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক প্রতিসাক্ষাৎ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। এই অভ্যর্থনা পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথামত সমাধা হয়। অভ্যর্থনা প্রণালী নূতন না হইলেও ক্রমান্বয়ে বহুল রাজগণের গমনাগমনে বিশেষ দৃষ্টিসুখকর হইয়াছিল। যে স্থলে রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাস স্থাপিত, সেই স্থলের প্রধান পথমুখে অশ্বারোহী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অনুচর সহ প্রত্যেক দেশীয় রাজগণকে গ্রহণ করেন। রাজগণ অভ্যর্থনা-বস্ত্রাবাসের নিকটে উপনীত হইবা মাত্র রাজ সম্মানার্থ বস্ত্রাবাস-সম্মুখে দণ্ডায়মান ইংরাজ সৈন্যদল মান্য-প্রদর্শন, এবং রাজ-পদ ভেদে রাজপ্রতিনিধির বৈদেশীক মন্ত্রী ও অণ্ডার সেক্রেটরি অগ্রসর হইয়া, নৃপতিকে সসম্মানে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম কমণীয় চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত প্রদেশ দিয়া, সুসজ্জিত অভ্যর্থনাবাসের মধ্যে রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করেন। রাজপ্রতিনিধি আনন্দবদনে প্রত্যেক নৃপতিকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ দক্ষিণস্থ এক আসনে উপবেশন করাইয়া, নিজে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সিংহাসনের উপরেই মহামান্যবতী ব্রিটিস রাজ্ঞীর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট দীর্ঘ চিত্রপট লম্বমান ছিল। রাজপ্রতিনিধি তৎপরে সেই নৃপতি বা তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে কোনপ্রকার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তদীয় রাজ্য মধ্যে সাধারণ হিতকর যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে বা হইতেছে, এবং নৃপতির শাসন সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ ব্যবস্থা অথবা প্রশংসনীয় কোন কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া, সেই নৃপতির সহিত কথোপকথন

করেন। মেং থরণটন দ্বিভাষীর কার্য্য করেন। তৎপরে হাইলণ্ডার নামক সৈন্য কর্তৃক রাজসূয়-পতাকা আনীত এবং রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে স্থাপিত হয়। এই পতাকা দেখিতে যেপ্রকার নবরূপে নির্ম্মিত সেইরূপ উজ্জ্বল এবং সুন্দর। পতাকাগুলি পানের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, উপরিভাগ ব্যতীত সমস্ত পার্শ্ব ঝালরযুক্ত, এক পৃষ্ঠে "ভিক্টোরিয়া কৈসর এ হেন্দ" অপর পার্শ্বে যে রাজাকে পতাকা প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহার বংশ চিহ্ন। পতাকার উপরে একপার্শ্বে নৃপতির নাম অপর পার্শ্বে "ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী, ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৭" লিখিত এবং সর্ব্বোপরি রাজমুকুট স্থাপিত, বলা বাহুল্য যে, এই পতাকা পরম রমণীয়। রাজপ্রতিনিধি সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আগত নৃপতিসহ পতাকাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, নিম্নলিখিত উক্তির দ্বারা নৃপতিকে পতাকা প্রদান করেন ;—

"মহামান্যবতী রাজ্ঞীর ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ স্মরণার্থ তদীয় উপহার স্বরূপ ভবদীয় পারিবারিক চিহ্নাঙ্কিত এই পতাকা মহিমবরকে প্রদান করিলাম।

"মহামান্যবতীর বিশ্বাস এই যে, ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনসহ আপনার সম্ভ্রান্ত রাজবংশের যে বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে, কেবল তাহা নহে, প্রধান রাজক্ষমতা যে, আপনকার বংশের উন্নতি, স্থায়িত্ব এবং প্রবলতা কামনা করেন, ইহা আপনার চিত্তে স্মরণ না করাইয়া, ইহা কখনও উন্মোচিত হইবে না।"

রাজপ্রতিনিধি উপরোক্ত উক্তি দ্বারা পতাকা প্রদানের পর, রক্তিম রেশমী ফিতাবদ্ধ স্বর্ণপদক নৃপতির গলদেশে অর্পণ করেন। পদকের একপৃষ্ঠে ভারতেশ্বরীর আননসহ নাম, ১ লা জানুয়ারি ও ১৮৭৭ সাল এবং অপর পৃষ্ঠে ইংরাজিতে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া, হিন্দিতে হিন্দকা কৈসর এবং উর্দ্দুতেও ঐ শব্দ লিখিত। রাজপ্রতিনিধি পদক প্রদান কালে বলেন যে ;—

"রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরীর আজ্ঞামত আমি অদ্য এই পদক দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিলাম। পদকে যে শুভদিনাঙ্কিত আছে, তৎস্মরণ জন্য আপনি ইহা দীর্ঘকাল ধারণ করিবেন এবং আপনার বংশে ইহা পুরুষানুক্রমিক অলঙ্কাররূপে রক্ষিত হউক।"

শাসনক্ষমতাযুক্ত রাজগণ এই পতাকা প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হন। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে পতাকা প্রাপ্তি একটি শাসনক্ষমতা-চিহ্ন বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল শাসনক্ষমতাযুক্ত দেশীয় মহারাজ সম্মানার্থ তোপ প্রাপ্ত হন, কেবল তাঁহাদিগকেই এই পতাকা প্রদত্ত হয়। এই শ্রেণীর যে সকল রাজা অনিবার্য্য কারণে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিকটও এইরূপ পতাকা প্রেরিত হয়। যে সকল শাসনক্ষমতাযুক্ত রাজা মান্যার্থ তোপ প্রাপ্ত হন না, তাঁহাদিগকে কেবল স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়; তাঁহাদিগের সংখ্যা প্রায় আটশত।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ২৬ এ ডিসেম্বর মঙ্গলবারে মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, শ্যামের মহিমবর মহারাজ এবং নেপালের মহিমবর মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনাবাসে গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত দেশীয় নৃপালগণকে গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের সহিত ২০ মিনিট কাল সাক্ষাৎ হয়।

আলোয়ারের মহারাজ; বরদার গুইকুমার; কাশীর মহারাজ; ভাওয়ালপুরের নবাব; ভরতপুরের মহারাজ; বলরামপুরের মহারাজ; বুন্দির মহারাও রাজা; ঢোলপুরের রাণা; হাইদ্রাবাদের নিজাম; জয়পুরের মহারাজ; ঝালোয়ারের মহারাজ রাণা; ঝিন্দের রাজা; যোধপুরের মহারাজ; জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজ; কিরৌলীর মহারাজ; কৃষ্ণগড়ের মহারাজ; মহীশূরের মহারাজ; নাবার রাজা; টেরির রাজা; টঙ্কের নবাব; এবং উদয়পুরের মহারাণা।

২৭ এ ডিসেম্বর বুধবারে মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল মধ্য ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত দেশীয় নৃপালবৃন্দকে গ্রহণ করেন;—

অজয়গড়ের মহারাজ; ভুপালের বেগম; বিজৌয়ারের মহারাজ; ছত্রপুরের রাজা; চরখারির মহারাজ; দাতিয়ার মহারাজ; দেওয়াসের রাজা; ধারের রাজা; গোয়ালিয়রের মহারাজ; ইন্দোরের মহারাজ; জহুরার নবাব; উর্ষার মহারাজ; পান্নার মহারাজ; রতলামের রাজা; রেওয়ার মহারাজ এবং সাম্পথারের রাজা।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে মান্যবর রাজপ্রতিনিধি রাজপুতানা এবং

পঞ্জাবের নিম্নলিখিত রাজগণের বস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক প্রতিসাক্ষাৎ করেন ;—

আলোয়ারের মহারাজ, ভাওয়ালপুরের নবাব ; ভরতপুরের মহারাজ ; বুন্দির মহারাও রাজা, ঢোলপুরের রাণা ; জয়পুরের মহারাজ ; ঝালোয়ারের মহারাজ রাণা ; ঝিন্দের রাজা ; যোধপুরের মহারাজ ; জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজ ; কিরৌলীর মহারাজ ; কৃষ্ণগড়ের মহারাজ ; নাবার রাজা ; টঙ্কের নবাব ; এবং উদয়পুরের মহারাণা।

২৮ শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মান্যবর রাজপ্রতিনিধি মস্কটের সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণের পর নিম্নলিখিত দেশীয় ভূপালগণকে গ্রহণ করেন ;—

আর্কটের প্রিন্স ; ভাউনগরের ঠাকুর সাহেব ; বিলাশপুরের রাজা ; চাম্বার রাজা ; ফরীদকোটের রাজা ; জুনাগড়ের নবাব ; খয়েরপুরের মীর আলি মুরাদ খাঁ ; মালেরকোতলার নবাব ; মণ্ডির রাজা ; মুরবির ঠাকুর সাহেব ; নাহনের রাজা ; নাউনগরের জাম ; রাজপিপলার রাজা ; এবং সুকেতের রাজা।

উক্ত দিবস মান্যবর রাজপ্রতিনিধি মধ্যভারতের নিম্নলিখিত রাজগণের বস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক প্রতিসাক্ষাৎ করেন ;—

অজয়গড়ের মহারাজ ; ভূপালের বেগম ; বিজোয়ারের মহারাজ ; চরখারির মহারাজ ; ছত্রপুরের রাজা ; দেওয়াসের রাজা ; ধারের রাজা ; দাতিয়ার মহারাজ ; মহারাজ সিন্ধিয়া ; মহারাজ হোলকার ; জহুরার নবাব ; উর্ষার মহারাজ ; পান্নার মহারাজ ; রতলামের রাজা ; রেওয়ার মহারাজ ; এবং সাম্পথরের রাজা।

২৯ এ ডিসেম্বর শুক্রবার মান্যবর রাজপ্রতিনিধি, খেলাতের খাঁ ; তাঞ্জোরের রাজ্ঞী এবং নিম্নলিখিত রাজগণ এবং উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করেন ;—

আলিপুরার জাইগীরদার ; বামরার রাজা ; বীরোন্দার রাজা ; দেবগড়ের সুলেইমান সা ; দেওরের রাজা জানোজী ভোঁসলে ; দুজনার নবাব ; জিগনির রাও ; খারোন্দের রাজা ; কোন্দকার (চিনকাদম) মোহান্ত ;

কোঁচবিহারের রাজা; কার্লাসিয়ার সরদার; লোহাকর নবাব; নন্দগাওনের মোহান্ত; পালদেওয়ের জাইগীরদার; পাতৌদির নবাব; পিপোলদার ঠাকুর; টোরি ফতেপুরের জাইগীরদার; এবং নানা আহীর রাও।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি উক্ত দিবস অপরাহ্নে খেলাতের খাঁর বস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক প্রতিসাক্ষাৎ করিয়া, নিম্নলিখিত রাজগণের বস্ত্রাবাসে গমন করেন;—

বরদার গুইকুমার; কাশ্মীর মহারাজ; ভাউনগরের ঠাকুর সাহেব; জুনাগড়ের নবাব; খয়েরপুরের মীর আলী মুরাদ খাঁ; মহীশূরের মহারাজ; নাউনগরের জাম; এবং রাজপিপলার রাজা।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে মান্যবর রাজপ্রতিনিধি, মান্দ্রাজের মান্যবর গবর্ণর, বাঙ্গালা, পঞ্জাব, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরত্রয়কে সাদরে গ্রহণ করিয়া, পতাকা এবং স্বর্ণপদক এবং সুপ্রীম কাউন্সেলের সভ্যগণ, আউদ, মধ্যপ্রদেশ, ব্রিটিস বর্ম্মা, আসাম এবং মহীশূরের প্রধান কমিশরদিগকে, হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট এবং মধ্য-ভারতবর্ষ, রাজপুতানা এবং বরদাস্থ গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্টত্রয়কে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

৩০ এ ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১০ টার সময় মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল দিল্লীতে আমন্ত্রিত বৈদেশিক রাজগণের দূতবৃন্দকে গ্রহণ করিয়া রৌপ্যপদক দান এবং তৎপরেই স্যার লুইস পেলি এবং মান্যবর আসলি ইডেন সি, এস, আইকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্ণপদক এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণ ও কলিকাতার মান্যবর আর্চডিকনকে রৌপ্যপদক প্রদান করেন।

ভারতবর্ষের সমগ্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, রাজগণ ব্যতীত যে সকল সম্ভ্রান্ত দেশীয়গণকে রাজসূয় সমিতিতে উপস্থিত জন্য আমন্ত্রণ করেন, মান্যবর রাজপ্রতিনিধি বেলা সার্দ্ধ দশঘটিকার সময় এক এক প্রদেশের তাঁহাদিগের সকলকে ক্রমান্বয়ে অভ্যর্থনাবাসে গ্রহণ এবং পদভেদে স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক দান করেন। দেশীয় রাজবৃন্দের মন্ত্রীগণ এবং প্রধান প্রধান পারিষদগণও পদভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন।

অপরাহ্নে রাজপ্রতিনিধি নিম্নলিখিত রাজগণের বস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক প্রতিসাক্ষাৎ করেন ;—

আর্কটের প্রিন্স ; হাইদ্রাবাদের নিজাম ; নাহনের রাজা এবং তাঞ্জোরের রাজ্ঞী।

প্রতিসাক্ষাৎ করিয়া, বস্ত্রাবাসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পোর্ত্তুগীজ ভারতবর্ষের মান্যবর গবর্ণর জেনেরল এবং বোম্বাইয়ের মান্যবর গবর্ণরকে গ্রহণ করিয়া, উভয়কে স্বর্ণপদক এবং কেবল বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে পতাকা প্রদান করেন।

দেশীয় রাজগণের অভ্যর্থনা কার্য্যেই রাজসূয় সমিতির পূর্ব্ব সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। রাজগণ ব্রিটিস রাজ্ঞীর প্রতিনিধি কর্ত্তৃক যেরূপ সমাদরে গৃহীত হন, সেইমত রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদিগের বস্ত্রাবাসে গমন করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে সেইমত মহা সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎ এবং প্রতিসাক্ষাৎ কার্য্য রাজসূয় সমিতির একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। যে নৃপাল যে প্রকার সম্মানের পাত্র, তিনি সেই প্রকার সম্মানে গৃহীত হন। যাহাতে কোন নৃপতি কোন বিষয়ে কোনপ্রকার মনঃকষ্ট প্রাপ্ত না হন, এজন্য রাজপ্রতিনিধি বিশেষ আয়োজন করেন। রাজপ্রতিনিধির অমায়িক ব্যবহার, সাদর সম্ভাষণ, এবং সসম্মান গ্রহণে যথেষ্ট প্রীতি সৌরভে রাজগণের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমিতিশালা।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মধুর বীণা মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত রাজসূয় সমিতির যে মধুরিম সংগীত গাহিয়া গিয়াছে, আজি পর্য্যন্ত তাহা ভারতের প্রতি প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যতদিন ভারতে আর্য্য জাতি—আর্য্য নাম থাকিবে, ততদিন সেই ভারত-সম্রাট যুধি-

ষ্ঠিরের সেই রাজসূয় কেহ বিস্মৃত হইবে না। তাঁহার সেই স্ফাটীক নির্ম্মিত অভূতপূর্ব্ব সমিতিশালা অনন্তকাল অতুলনীয়রূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে। আর এই ব্রিটিস রাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ সূত্রে অনুষ্ঠিত রাজসূয় সমিতিশালাও সেইমত অনুপম রূপে ভারতবাসিগণের চিত্তে বিরাজ করিবে। শিল্পের শৈশবাবস্থায় যুধিষ্ঠিরের সমিতি-শালা নির্ম্মিত হয়। যাঁহারা একবার এই দিল্লীতে ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিশালা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা ইহজন্মে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ব্রিটিস রাজ্ঞীর মহিমা, গৌরব, যশঃ এবং দয়া যেরূপ বিশ্ববিদিত, যেরূপ উচ্চ, ভারতে তাঁহার পবিত্র নাম যেরূপ মহা সম্মানের সহিত পূজীত, তাঁহার এই রাজসূয় সমিতিশালাও সেইমত অভূতপূর্ব্ব, অনুপম, এবং মনমুগ্ধকর। দিল্লীর দুই ক্রোশ উত্তরে শ্যামলতৃণরাজি-ভূষিত বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে এই সমিতি-শালা নির্ম্মিত হয়। সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারগণ কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে এই অতুলনীয় সমিতিশালা নির্ম্মাণে নিযুক্ত হন। এই সমিতিশালা নির্ম্মাণার্থ রাজভাণ্ডার হইতে যেরূপ সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয়িত হয়, নির্ম্মাতাগণ সেইমত নিজ নিজ বিচিত্র শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই। রাম রাবণের যুদ্ধ যেরূপ রাম রাবণের তুল্য হইয়াছিল, ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিশালা সেইমত ভারতেশ্বরীর পদোচিৎ হইয়াছিল, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

সমিতিশালা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, ত্রিমূর্ত্তিতে জন-মন বিমোহন করিয়াছিল। প্রথম খণ্ড রাজপ্রতিনিধির সিংহাসনমঞ্চ, দ্বিতীয় খণ্ড দেশীয় রাজগণের এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের আসনমঞ্চ এবং তৃতীয় খণ্ড বৈদেশিক রাজদূতগণ এবং আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং দর্শকগণের উপবেশনমঞ্চ। এই মঞ্চত্রয় ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট। রাজসিংহাসনমঞ্চ মধ্যস্থলে নীললোহিত রঙ্গ-রঞ্জিত এবং স্বর্ণ মণ্ডিত হইয়া, অনুপম জ্যোতিঃ ও পরম রমণীয় সুষমা বিকাস করিয়াছিল। এই সিংহাসনমঞ্চ ষট্‌কোণাকৃতি; প্রত্যেক দিক চত্বারিংশ ফীট। ইহার তলভাগ ভূমি হইতে দশ ফীট উচ্চ পাকা গাঁথনিবিশিষ্ট। চতুস্পার্শ স্বর্ণরঞ্জিত দণ্ড (রেল) বেষ্টিত। মঞ্চের অগ্র পশ্চাৎ উভয় দিকে সোপানাবলী এবং তাহার উভয় পার্শ্বে কনক-মণ্ডিত দণ্ড (রেল) বিরা-

জিত। ভিত্তির উপর দ্বাদশটি অনতি সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি চন্দ্রাতপাবৃত। উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার ন্যায়; সর্ব্বোপরি রঞ্জিত বস্ত্রাসনে গ্রেট ব্রিটনের কনকমুকুটের সমুজ্জ্বল প্রভাসহ পরম রমণীয় শোভা। মুকুটের নিম্ন হইতে চূড়ার অর্দ্ধাংশ স্বর্ণখচিত লোহিত বস্ত্র দ্বারা আবৃত। নিম্ন সীমার কার্ণিসের চতুষ্পার্শ্ব রাজমুকুট এবং ফুলহারে শোভিত, এবং ছয়টী কোণে সেণ্ট জন এবং ইউনিয়ন জ্যাকাকৃতি বিশিষ্ট সাটীনের তিন তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা পরস্পরোপরি বঙ্কিম ভাবে স্থাপিত। উক্ত কারনিসের নিম্নভাগ হইতে চূড়ার সর্ব্ব নিম্ন সীমা পর্য্যন্ত চন্দ্রাতপটী পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত এবং লোহিত স্বর্ণ-মণ্ডিত সাটিন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। কার্ণিসের চতুষ্পার্শ্বের অনতি প্রশস্থ গাত্রে আইরিস হার্প ও ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের সিংহমূর্ত্তি, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নানাবর্ণের ভারতীয় পদ্ম, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পভূষিত। ইহার প্রত্যেক কোণের উপরে স্বর্ণমুকুট এবং নিম্নে কারুকার্য্য-শোভিত বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। চন্দ্রাতপের স্তম্ভগুলির উপরিভাগে রৌপ্য ঢাল এবং প্রত্যেক স্তম্ভোপরি নানাবর্ণের সাটিনের পতাকাবলী। ঢালগুলির বক্ষে কনকাঙ্কিত রাজচিহ্ন, সিংহাসন মঞ্চের নিম্নভাগের গাত্রে সবুজ মখমলোপরি স্বর্ণ-খচিত রাজমুকুট এবং নানাবিধ লতা পাতা খচিত এবং মধ্যে মধ্যে সাটিনোপরি ইংলণ্ডের রাজচিহ্নাঙ্কিত।

দেশীয় রাজগণ এবং প্রধান প্রধান শাসনকর্ত্তাগণের কারণ রাজসিংহাসন মঞ্চের সম্মুখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে অষ্টশত ফীট বিস্তৃত স্বর্ণ, শ্বেত, এবং নীল রঙ্গ-রঞ্জিত মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। উক্ত মঞ্চ ষড়ত্রিংশ ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ প্রস্থে বিংশতি এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশ ফীট, এবং বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারবিশিষ্ট। সেই মঞ্চের মধ্যস্থল, সিংহাসনমঞ্চ হইতে দুইশত ষড়বিংশ ফীট ব্যবধানে স্থাপিত। শ্বেত এবং স্বর্ণরঞ্জিত তিন শ্রেণী স্তম্ভোপরি নীল চন্দ্রাতপ, প্রত্যেক স্তম্ভের মস্তকে স্বর্ণরঞ্জিত বর্ষামুখ, চতুষ্পার্শ্বে এবং প্রত্যেক স্তম্ভোপরি রাজমুকুট শোভিত। উপবেশনস্থল লোহিত বস্ত্রাবৃত; আসন সমস্ত নীলবর্ণযুক্ত, এবং উপবেশন স্থলের সম্মুখ ভাগ উজ্জ্বল রেল দ্বারা বেষ্টিত। ইহার সুষমাও পরম রমণীয়।

আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এবং বৈদেশিক দূতগণের উপবেশন কারণ

সিংহাসনমঞ্চের পৃষ্ঠদেশে দুইটি বিভিন্ন মঞ্চ স্থাপিত হয়। ইহার সৌন্দর্য্য প্রথমোক্ত দুইটি মঞ্চাপেক্ষা অল্প হইলেও ইহা পরম সুন্দর হইয়াছিল। নীলিম [illegible]তাবৃত দর্শক মঞ্চদ্বয়ের মধ্যে সমিতিশালার প্রধান প্রবেশ দ্বার।

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিশালার দৃশ্য দূর হইতে যেরূপ উজ্জ্বল প্রভাময় দৃষ্ট হইয়াছিল, কনকমণ্ডিত উচ্চ চূড়োপরি নানা বর্ণের নানা জাতীয় পতাকা মৃদুলানীলে উড্ডীয়মান হইয়া, দূর হইতে যেরূপ দর্শক-মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার অভ্যন্তরিক শোভাও যে সেই মত অতীব চিত্তমুগ্ধকর হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। এরূপ কমনীয় সমিতিশালা আর কখন ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইবে কি না সন্দেহ। যুধিষ্ঠিরের স্ফাটীক-নির্ম্মিত সমিতিশালা, আর ভিক্টোরিয়ার এই কনকমণ্ডিত সমিতিশালা ভারত-ইতিহাসের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া রহিল। যদি মহর্ষি বেদব্যাস বা কাব্যকাননের প্রিয়তম কোকীল কালীদাস এই সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির সুষমা না জানি কি ভাবেই বর্ণন করিত। এই সমিতিশালার অনুকৃতি পাঠ দ্বারা হৃদয়ে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসাধ্য। এই সমিতিশালা নির্ম্মাতা, আর্য্য-শিল্পচাতুরী বা আধুনিক নির্ম্মাণকৌশলসম্পন্ন কোন আবাসাদির অনুকরণে নির্ম্মাণ করেন নাই; ইহা নির্ম্মাতার স্বতঃকল্পিত, বিচিত্র মূর্ত্তিবিশিষ্ট। দর্শকগণ সমিতিশালার যে দিকে, যাহার প্রতি নয়নার্পণ করিয়াছেন, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া নির্ম্মাতার অশেষ প্রসংশা করিয়া, ইহা যে ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির উপযুক্ত, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজসূয় সমিতি।

দেখিতে দেখিতে এক সহস্র অষ্টশত সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারির প্রভাতে কনকবরণে গগনপ্রাঙ্গণের পূর্ব্ব কোণে নলিনীনাথ নেত্র উন্মীলন করিলেন। ফুলকুল-রাণীর হৃদয়কান্ত ধ্বান্তধ্বংসকারী দিবাকর যে ব্রিটিস রাজ্ঞীর জয়পতাকা ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও নিজ নয়নের অন্তরালে রক্ষা করেন না, সেই ব্রিটিস রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, আজি সেই আর্য্যধাম ভারতবর্ষে মহারাজসূয় সমিতি আহ্বান করিতেছেন বলিয়াই যেন দ্রুত উদয় হইলেন; অথবা যে আর্য্যধাম ভারতে সূর্য্যের নিজ বংশধরগণ সহস্র সহস্র বর্ষ কাল যাবত মার্ত্তণ্ডের নিজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ন্যায় "ভারত-সম্রাট" রূপে ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন, মহা সমারোহে, মহা মহোৎসবে শত শত রাজসূয় সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতে—সেই চন্দ্রসূর্য্য-বংশধরগণের ভারতে আজি ইংলণ্ডের অধিরাজ্ঞী মহারাজসূয় সমিতিতে "ভারতেশ্বরী" উপাধি লইতেছেন, ইহা দেখিবার জন্যই যেন উজ্জ্বলনয়নে পূর্ব্বপ্রান্ত—ভূলোকের অর্দ্ধাংশ আলোকে পুলকিত করিয়া ধীরে ধীরে দর্শন দান করিলেন। প্রকৃতি দিবাপতির প্রভাতী আরতির জন্য মধুর মুরতি ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন; রাজসূয় সমিতি ক্ষেত্রে—দিল্লীতে—সমগ্র ভারতে সেই হাসির তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত হইল। আজি আনন্দ—মহানন্দের দিন—মহোৎসবের দিন—ভারতের শুভদিন—গ্রেট ব্রিটনের অনন্ত গৌরবের দিন। ধনী, দীন, সকলেরই মনমীণ সন্তোষ-সরোবরে কেলি করিতেছে। আজি আনন্দের সীমা নাই—অন্ত নাই। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত নবীন তপনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ-তরঙ্গ রঙ্গভঙ্গ করিয়া প্রত্যেকের সঙ্গ গ্রহণ করিতেছে। আর দিল্লী?—যে দিল্লীতে চন্দ্র-

বংশীয় আর্য্য রাজগণ মহা গৌরবে বিপুল বিক্রমের সহিত ভারত-সম্রাট নাম ধারণ করিয়া, অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অক্ষয় নাম গ্রথিত করিয়া গিয়াছে—যে দিল্লীতে বিজাতীয় মোগল পাঠানের বিজয় নিশান অষ্টশত বর্ষ কাল উড্ডীয়মান হইয়াছিল, সেই দিল্লীতে আজ কি আনন্দের অবধি আছে ? দিল্লীর প্রত্যেক প্রান্ত—প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক গৃহ আজি জীবন্ত আনন্দের অমিয়ময় সৌরভে প্রভাসিত। দিল্লী—দিল্লীর চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রত্যেক অধিবাসী, আর এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিতে সমবেত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজ ও ইংরাজ-রাজপুরুষ হইতে সামান্য শ্রম-জীবী পর্য্যন্তের হৃদয় আজি অভূতপূর্ব্ব—অনুপ—স্বর্গীয় প্রমোদে পরিপূর্ণ। সমবেত প্রত্যেকের জীবন্ত ভাব, হাস্যবদন ; এবং সমউদ্দেশ্য সাধন জন্য সকলেই ব্যস্ত। যদিও এই দিল্লীতে—বস্ত্রাবাস নগরীতে এই আনন্দ এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে দর্শন দান করিয়াছে, কিন্তু আজিকার আনন্দ অসীম—স্বর্গীয়।

নির্ম্মল নীলাকাশে নলিনীকান্ত যতই পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দিল্লীস্থ আপামর সাধারণের চঞ্চলতা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই নিজ মনোমত বেশভূষা পরিধান করিয়া ভারতের একটি অতি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা—অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন রূপ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চলচিত্ত হইলেন। সেই দিল্লীর প্রান্তরস্থিত ব্রিটিস সেনাদলের মধ্যে ভেরী বাজিয়া উঠিল, বীরবেশী ব্রিটিসবাহিনী সজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। কাতারে কাতারে হাজার হাজার শ্বেত সৈনিক নানারঙ্গে রঞ্জিত বেশে রবি-কিরণে অসি ঝলসিত করিয়া প্রান্তরে সমবেত হইতে লাগিল। দেশীয় শিখ, গুরখা, সিপাহী, এবং যবন সৈন্যদল বীরবেশে সেই ভাবে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে দর্শন দিল। অশ্বারোহীদলের অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি পাটলে গগন আচ্ছন্ন এবং কামান-যানের জীমূতমন্দ্ররবে চৌদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমিতি-শালার উত্তরাংশে বিশ্ববিজয়ী চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রিটিস বাহীনীর সেই সমিতি যেমত অদৃষ্টপূর্ব্ব সেইমত পরম মনোরম। ইংরাজ সৈন্যদলের ন্যায় রাজসূয় সমিতি সমাধানার্থ সমবেত দেশীয় রাজগণের সৈন্যদলও সেই ভাবে

নিজ নিজ দেশীয় বেশভূষা এবং স্বকীয় রাজচিহ্নযুক্ত পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া, একে একে সমিতিশালার দক্ষিণস্থ প্রান্তরে সমবেত হইতে লাগিল। প্রত্যেক দেশীয় নৃপতির সৈন্যদলের বেশভূষা বিভিন্ন হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য মনোভিরাম হইয়াছিল। মহামূল্য বেশ, এবং মণিমুক্তা-মণ্ডিত অলঙ্কার পরিধৃত বারণরাজির শোভা এবং প্রভাকর-করালোকিত অস্ত্রাদির প্রভা দূর হইতে বিচিত্ররূপে নয়ন পথের পথিক হইতে লাগিল। যে দিল্লীর যে প্রান্তরে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস বাহিনী এবং দেশীয় সৈন্যদল পরস্পরে শত্রু জ্ঞানে পরস্পরের উচ্ছেদ সাধন জন্য এক সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রমাগত অস্ত্র বর্ষণ—গোলা বর্ষণ এবং প্রাণ হননে মত্ত ছিল, বৈরিতা বিকট মূর্ত্তিতে যে প্রান্তরে রুদ্র তালে নৃত্য করিয়াছিল, উভয় পক্ষের কামানের ধূমরাজিতে যে প্রান্তর সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, উভয় পক্ষের সেনাদলের ভীম কলরবে যে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, উভয় পক্ষের পদভরে যে প্রান্তর কম্পান্বিত হইয়াছিল, উভয় পক্ষের হত সৈন্যদলের আর্ত্তনাদে যে স্থান বিচলিত হইয়াছিল, আজি সেই স্থানে—সেই দিল্লীর সেই প্রান্তরে এ কি দৃশ্য ? কালের কি বিচিত্র মহিমা!—বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস জাতির কি বিপুল বিক্রম!—কি অপূর্ব্ব নীতি-কৌশলযুক্ত শাসন-গুণ! আজি সেই প্রান্তরে সেই ব্রিটিস বাহিনী ভারতের প্রত্যেক দেশীয় আর্য্য রাজগণের সৈন্যসহ আনন্দবদনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস জাতির প্রবল পরাক্রম এবং ব্রিটিস রাজ্ঞীর প্রতি আর্য্য রাজগণের অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ জন্যই এক্ষণে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল এই ভাবে সমবেত। বিজাতীয় রাজশাসনে এরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশীয় সৈন্যদল কোন কালেই ভারতবক্ষে কুত্রাপি সমবেত হয় নাই। হৃদয় মধ্যে অরাতি ভাব দৃঢ়রূপে গ্রথিত না করিয়া, কোন দেশীয় সৈন্যই এরূপে বিজাতীয় সৈন্যের সম্মুখীন হয় নাই, সুতরাং ভারতে ব্রিটিস রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনে এ দৃশ্য এই প্রথম দৃষ্ট হইল। ভারতের ইতিহাসে ইহা অনন্তকাল কীর্ত্তিত হইবে, ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির হৃদয়ে এ ভাব চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে।

দিবাপতি গগন প্রাঙ্গণে—পশ্চিমাভিমুখ যতই অগ্রসর হইতে লাগি-

লেন, সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দিল্লী—দিল্লীর চারিপার্শ্বস্থ নানা গ্রাম, এবং সেই বস্ত্রাবাস-নগরী হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া; অনুপ আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে সেই সমিতিশালাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দেশীয় রাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া, পারিষদবর্গসহ চিরপ্রসিদ্ধ মহামূল্য আর্য্য রাজবেশে ভূষিত হইয়া, সমিতিশালাভিমুখে গমনারম্ভ করিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ, আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এবং দর্শকগণ, সকলেই সেইমত উৎকৃষ্ট বেশ পরিধান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর নর-সাগর-তরঙ্গে একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। উৎকৃষ্ট অশ্বযান, সজ্জিত বারণ, এবং মনোরম অশ্বে সহস্র সহস্র মানব রাজসূয় সমিতি দর্শনার্থ মহা জনতা ভেদ করিয়া, সমিতিশালাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকগণ নহেন, নানাদিগেদশাগত সহস্র সহস্র নানাশ্রেণীর লোকও সেই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন—অনুপ আনন্দ সম্ভোগ এবং অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রকাশ জন্য সেই বিস্তৃত প্রান্তর পূর্ণ করেন। সমিতিশালাভিমুখে গমনোদ্যত সেই মানব সাগরের কোলাহল, আর সচঞ্চল গতিরূপ তরঙ্গ যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি আর তাহা কোনকালেই বিস্মৃত হইবেন না। আর ভারতে সেরূপ জনতা দৃষ্ট হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত।

দেখিতে দেখিতে দূরস্থ আগমনোম্মুখ জনতা-তরঙ্গ সমিতিশালার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সিংহাসনমঞ্চের সম্মুখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আর্য্য রাজগণ ও প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষগণের কারণ নির্ম্মিত মনোরম মঞ্চের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবেশ দ্বার দিয়া, পারিষদ-পরিবৃত আর্য্য-রাজগণ এবং প্রধান প্রধান ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ একে একে আগমন করিয়া উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাজগণের আসন জন্য কোন গোলযোগ না ঘটে, কোন রাজা অগ্রে, কেহ পশ্চাতে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের মনে কিছুমাত্র দুঃখ সঞ্চার না হয়, এজন্য সকলেই সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মঞ্চের বিভিন্ন স্থলে আসন প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যে প্রধান ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণও উপবিষ্ট

হন। এদিকে আমন্ত্রিত নানাজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও দর্শকগণের মঞ্চ দ্বয়ও নানা বেশধারী শত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সমিতিশালার এই সময়ের দৃশ্য অতি মনোরম, অভূতপূর্ব্ব—ভারতে যে দৃশ্য কোনকালে দৃষ্ট হয় নাই, ইহা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য। দেশীয় রাজগণ এবং রাজপুরুষ-গণ ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি-দত্ত রাজসূয় সমিতির স্বর্ণাদি-রঞ্জিত যে পতাকা প্রাপ্ত হন, সেই সমস্ত পতাকা প্রত্যেকের আসন সম্মুখে উড্ডীয়মান হওয়ায়, অতি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ হইতে লাগিল। রাজগণের মণিমুক্তাদি-মণ্ডিত বেশভূষা, সেই সমুজ্জ্বল সমিতি আরও প্রভান্বিত করিয়া তুলিল। সেই মনোরম সমিতিশালায় এই মনোরম বেশ ভূষাভূষিত রাজবৃন্দের সমা-গম দর্শনে ভাবুকের হৃদয়ে যে কি বিচিত্র ভাবের উদয় হইল, তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। হায়! তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই সমিতি-শালার সন্নিকটে সেই ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠিরের স্ফাটীকনির্ম্মিত রাজসূয় যজ্ঞশালায় সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় আর্য্য রাজগণের সমিতি, আর আজি এই ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় সমিতিতে সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশধরগণের আগমন কি ঐতিহাসিক মিলন সংঘটন করিল! ব্রিটিস প্রতাপ, ব্রিটিস বাহুবল, ব্রিটিস রাজনীতি কৌশল আজি এ যে দৃশ্য দেখাইল, ইহা কি আর কখন দৃষ্ট হইবে? আর এই আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের এবং দর্শকগণের মঞ্চ দ্বয়ের শোভা? এ শোভার প্রভা যতই কোন সমুজ্জ্বল হউক না—ইহার একটি প্রধান দৃশ্য ভুলিবার নহে। আর্য্য রাজ-শাসনে, যবন-শাসনে, যে দৃশ্য দৃষ্ট হয় নাই, ব্রিটিস-শাসনে এই মঞ্চদ্বয়ে সেই দৃশ্য দৃষ্ট হইল। ইংরাজ, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙ্গালী, শিখ, পারসী, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ভারতবাসী সকল জাতি এবং আসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সকল জাতির প্রতিনিধি এই উভয় মঞ্চে সমবেত—প্রসন্নবদনে উপবিষ্ট হইয়া, ব্রিটিস শাসনের কি চমৎকার গুণ, বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিসজাতির অধি-রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কি উচ্চ গৌরব, কি অপার মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

রাজ-মঞ্চের মধ্যস্থলে হাইদ্রাবাদের নিজাম, বরদার গুইকুমার, এবং মহীশূরের মহারাজ, দক্ষিণ পার্শ্বে উদয়পুর, জয়পুর এবং যোধপুর নৃপতির

সহিত রাজপুতানার রাজগণ, এবং বাম ভাগে মহারাজ সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মধ্য ভারতের রাজগণ, সর্ব্ব বামে কাশ্মীরের মহারাজ এবং পঞ্জাবের রাজগণ উপবিষ্ট হন। অন্যান্য স্থানে বোম্বাই, বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, এবং মধ্য প্রদেশের অন্যান্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজগণ উপবিষ্ট হন। সেই রাজগণের মঞ্চ মধ্যে মান্দ্রাজের মহিমবর গবর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম, বোম্বাইয়ের গবর্ণর মান্যবর স্যার ফিলিফ উড-হাউস, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার জর্জ কুপার, ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি স্যার ফ্রেডরিক হেইন্স, আউদ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, ব্রহ্মদেশ এবং আসামের প্রধান কমিশনরগণ, কাউন্সেলের সভ্যগণ, বিচারপতিগণ, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণ, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ উপবিষ্ট হন। সিংহাসন মঞ্চের উভয় পার্শ্বস্থ দর্শকমঞ্চে বিদেশীয় দূতগণ, নেপাল ও শ্যাম প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিগণ, খেলাতের খাঁ, পোর্ত্তুগীজভারতের গবর্ণর জেনেরল, এবং বহুল সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় রাজপুরুষগণ অন্যান্য আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও দর্শকগণের সহিত উপবিষ্ট হন। অনেকগুলি ইংরাজ মহিলাও ধবল রূপে সেই মঞ্চের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র দর্শক দেশীয় রাজগণের মঞ্চ-পার্শ্বে প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হন। সমিতি-শালার প্রধান প্রবেশ দ্বার এবং অন্যান্য প্রবেশ দ্বারের উভয় পার্শ্বে মান্য প্রদর্শনার্থ সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান হয়। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র ব্রিটিস সৈন্য সমিতিশালার উত্তরে এবং দেশীয় রাজগণের সৈন্যদল দক্ষিণে দণ্ডায়-মান হয়। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সকলে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া, রাজপ্রতিনিধির আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিস সাম্রাজ্যে শান্তি বর্ষণ জন্যই যেন প্রচণ্ড কিরণ ক্ষেপণ করিয়া, মার্ত্তণ্ড আকাশ মণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে উপনীত হইবা মাত্র নকীবগণ স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত ভীম ভেরী বাদন করিয়া, রাজপ্রতিনিধির আগমন ঘোষণা করিল। সমিতিশালায় উপবিষ্ট প্রত্যেক রাজা, রাজপুরুষগণ, এবং আম-ন্ত্রিত ও দর্শকগণ সম্মান প্রদর্শন জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। রণবাদ্যকরগণ মধুর নিনাদে বাদ্য বাজাইতে লাগিল। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, লেডি

লিটন এবং নিজ পুত্র কন্যাগণ ও পারিষদগণের সহিত চতুরশ্বযোজিত মনোরম যান হইতে অবতরণ করিবা মাত্র সৈন্যদল মান্য প্রদর্শন করিল। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন ষ্টার অব ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত নক্ষত্রের গ্রাণ্ড মাষ্টারের বেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কাশ্মীর এবং যোধপুরের দুইটি বালক রাজকুমার তাঁহার উপরিস্থ গাত্রবস্ত্রের (গাউনের) শেষাংশ ধারণ করিয়া রহিলেন। লর্ড লিটন রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রধান নকীবকে ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে আজ্ঞা দান করিলে, নকীবগণ ভেরী বাদন করিলে পর, প্রধান নকীব উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজি ভাষায় নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। উপস্থিত সকলেই মনোযোগের সহিত ইহা শ্রবণ করেন।

ঘোষণাপত্র।

ভিক্টোরিয়া রাং—

যেহেতু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে 'সংযুক্ত রাজ্য এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি সংযোগ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে ক্ষমতা দিবার আইন' নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; উক্ত আইনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্মিলনাত্মক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, উক্ত উভয় প্রদেশের সংযোগের পর সংযুক্ত রাজ্য এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সমূহের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান এবং উপাধি মহারাজ, সংযুক্ত রাজ্যের মোহরাঙ্কিত ঘোষণাপত্র দ্বারা স্বেচ্ছামত যাহা ধার্য্য করিবেন, তাহাই হইবে। উক্ত আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে, উক্ত আইন অনুসারে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারির প্রধান মোহরাঙ্কিত এক রাজকীয় ঘোষণাপত্রানুসারে অস্মদীয় নিম্নলিখিত অভিধান ও উপাধি যথা—'ভিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্মিলিত রাজ্যের রাজ্ঞী এবং ধর্ম্মরক্ষিণী' এবং উপরি উক্ত আইনে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ভারত সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্টতর শাসন জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, ভারত সাম্রাজ্য-শাসনভার যাহা তৎপূর্ব্বে

অস্মদধীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা তদবধি অস্মদধিকার-ভুক্ত হইবে, এবং সেই সময় হইতে ভারত সাম্রাজ্য অস্মন্নামে এবং অস্মৎ-শাসনে থাকিবে এবং উক্ত সাম্রাজ্য ঐ প্রকারে হস্তান্তর করণের এক বিশেষ লক্ষণ অস্মদীয় বর্ত্তমান অভিধান এবং উপাধির অতিরিক্ত এক নূতন উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। উক্ত আইনে উপরোক্ত কয়েকটি উল্লেখের পর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সংযুক্ত রাজ্যের প্রধান মোহরাঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তর করণের ঐ প্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান রাজকীয় অভিধান এবং উপাধির অতিরিক্ত এক নূতন উপাধি অস্মৎ স্বেচ্ছা-মত গ্রহণ করা বিধিসঙ্গত হইবে। এজন্য অস্মৎ প্রিবি কাউন্সেল নামক সভার উপদেশ মত ইহা স্থির ব্যক্ত করা উচিত বিবেচনা করিয়াছি এবং উক্ত উপদেশানুসারে এতদ্দ্বারা স্থির ব্যক্ত করিতেছি যে, অদ্যাবধি সকল সময়ে অস্মৎ অভিধান ও উপাধি সমন্বিত সমস্ত দলীলপত্র (কেবল সংযুক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রকার সনন্দ, কমিশন, লেটার্স প্যাটেণ্ট, গ্রাণ্ট, রীট এবং নিয়োগপত্র ব্যতীত) বর্ত্তমান কালীন সংযুক্ত রাজ্য এবং তদ-ধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান এবং উপাধির অতিরিক্ত নিম্নলিখিত নূতন উপাধি সংযোগ করা হইবে, যথা ;—লাটীন ভাষায়—'ইণ্ডিয়া ইম্পারেট্রিক্স' এবং ইংরাজি ভাষায়—'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' (ভারতেশ্বরী)।

এতদ্ব্যতীত অস্মদীয় অন্য অভিপ্রায় এবং ইচ্ছা এই যে, ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে বর্জ্জিত কমিশন, সনন্দ, লেটার্স প্যাটেণ্ট, গ্রাণ্ট, রীট, নিয়োগ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দলীলে উক্ত অতিরিক্ত উপাধি সংযুক্ত হইবে না।

অধিকন্তু অস্মদীয় অন্য ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় এই যে, যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা এক্ষণে সংযুক্ত রাজ্য মধ্যে নিয়মপূর্ব্বক প্রচলিত আছে, এবং যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা অদ্য কিম্বা অতঃপর অস্মদা-দেশানুসারে ঐরূপে অঙ্কিত হইবে, তৎসমস্ত অস্মদীয় নূতন অতিরিক্ত অভিধান এবং উপাধি সংযুক্ত হইলেও সংযুক্ত রাজ্য মধ্যে আইনানুগত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হইবে। অপর উক্ত সংযুক্ত রাজ্যের অধীনস্থ কোন প্রদেশে

অস্মৎ অভিধান এবং উপাধির অঙ্ক বা তাহার অংশযুক্ত যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত ও চলিত হইয়া, অস্মৎ ঘোষণানুসারে ঐ সমস্ত প্রদেশে নিয়মমত প্রচলিত হইবে এবং উক্ত ঘোষণানুসারে যে সকল মুদ্রা অতঃপর অঙ্কিত ও প্রচলিত হইবে, সেই সকল মুদ্রা উক্ত অতিরিক্ত উপাধি স্বত্তেও অন্য আদেশ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত প্রদেশের মধ্যে নিয়মমত প্রচলিত মুদ্রারূপে পরিগণিত হইবে।

উইণ্ডসরস্থ অস্মৎ সভার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অস্মৎ শাসনের ঊনচত্বারিংশ অব্দের ২৮এ এপ্রেলে প্রচারিত হইল।

"জগদীশ্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে রক্ষা করুন।"

প্রধান নকীব উপরোক্ত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে পর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বৈদেশিক সেক্রেটরি মেং থরণটন উর্দ্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ পাঠ করেন। দেশীয় রাজগণ এবং অন্যান্য যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংরাজি জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা তৎশ্রবণে মান্যবতী মহারাজ্ঞীর অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হন। ঘোষণাপত্র পাঠ সমাপ্ত হইবা মাত্র মহামান্যবতী ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ রাজপতাকা উড্ডীয়মান হয়। পতাকা স্তম্ভোপরি উত্থিত হইয়া মৃদুল অনীলে হেলিয়া দুলিয়া, যেন ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিতে সমুপবিষ্ট সকলকে অভয় প্রদান করে। রাজপতাকা সমুত্থিত হইবা মাত্র ভীম বজ্রনাদে জলস্থলবিমানভেদী একশত একবার তোপধ্বনি হয়। তোপধ্বনির পর সমবেত পঞ্চদশ সহস্র ব্রিটিস সৈন্য তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যই একস্বরে একত্রে তিনবার হুরে ধ্বনি করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে। সপ্ত সমুদ্রপারে সৌধকিরিটীনী ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরীর কর্ণগোচর করিবার জন্যই যেন সেই পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য একতানে একমনে ভীমরবে সেই আনন্দধ্বনি করে। সেই আনন্দধ্বনি ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি স্থল—সেই বিস্তৃত প্রান্তর—সেই দিল্লী ছাইয়া সমগ্র ভারতে—বিমানে বিলীন হয়। নানাস্থানে রণবাদ্যকর মধুরনাদে বাদ্য আরম্ভ করে। এই সময়ের দৃশ্য বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যাঁহারা এ দৃশ্য দেখেন নাই, তাঁহাদিগের চিত্তে এ দৃশ্যাঙ্কন করা অসম্ভব, কারণ এ দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব—অতুলনীয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উপবিষ্ট মণিমুক্তা-মণ্ডিত আর্য্য রাজগণের সমুজ্জ্বল বিভা, নানা-

বর্ণের সেনাদলের সমিতি, দূরে লক্ষ লক্ষ নানা জাতীয় মানবের জনতা, ঘন গম্ভীর কামানধ্বনিসহ মধুর রণবাদ্য, সৈন্যদলের একত্র মিশ্রিত সহস্র সহস্র বন্দুকের ধ্বনি, দর্শকগণ কোন কালেই বিস্মৃত হইবেন না। এবং ভারতে এরূপ দৃশ্যও আর দৃষ্ট হইবে না, যাহার দ্বারা ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির এ দৃশ্য চিত্তপট হইতে অপসারিত করিবে। এই সময়ে শত শত করী এক বিচিত্র অভিনয় করে। যে সময়ে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস কামান জীমূত-মন্দ্ররবে বিমান বিদীর্ণ করিয়া একশত একবার ধ্বনি করে, হস্তীযূথ তৎকালে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু সৈন্যদল নিজ নিজ বন্দুকে পট পট শব্দে আয়োয়াজ করিবা মাত্র মাতঙ্গগণ উন্মত্তবেশে উর্দ্ধশুণ্ডে মহাবেগে চৌদিকে ধাবমান হয়। তাহাদিগের সেই মূর্ত্তি—সেই অভিনয় দর্শনে প্রান্তরস্থ শত শত লোক সভীত কলরবে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকে। কিন্তু উক্ত আয়োয়াজ নিবৃত্তি হইবা মাত্র তাহারা আবার শান্ত ভাবে স্বস্থানে অবস্থান করে। বিংশতি মিনিট এইরূপে কামান-ধ্বনি প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইলে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন গাত্রোত্থান করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন;—

রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহাতে ভারতের রাজগণ এবং প্রজাপুঞ্জকে মহামান্যবতীর যে সদভিপ্রায় পরিজ্ঞাত করা হয়, উক্ত দিবস হইতে আজি পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ এবং প্রজাপুঞ্জ একটি অমূল্য রাজনৈতিক অধিকাররূপে তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

রাজ্ঞী যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা কখনই ভঙ্গ হয় নাই, মৎকর্ত্তৃক তৎপ্রমাণিত করিবার আবশ্যক নাই। গত অষ্টাদশ বর্ষের উন্নতিশীল সমৃদ্ধি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; এবং এই মহা রাজসূয় সমিতিই সেই প্রতিজ্ঞা পালনের বিশেষ প্রমাণ দিতেছে। এই সম্রাজ্যের দেশীয় রাজগণ নিরাপদে বংশানুক্রমিক সম্মান সম্ভোগ করিতে এবং প্রজাগণ বিধিসঙ্গত স্বার্থ-সম্ভূত

কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া, ভাবী কালের কারণ পূর্ণপ্রতিভূ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ ঘোষণা জন্য আমরা এক্ষণে এই সমিতিতে সমবেত হইয়াছি, এবং এতদ্দেশে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ মহামান্যবতী তাঁহার পৈত্রিক মুকুটাধীন রাজপদ এবং রাজকীয় অভিধান সহ যে নূতন সংযোগ সাধন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সানুগ্রহ অভিপ্রায় প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য।

জগতের মধ্যে মহামান্যবতীর অধিকৃত রাজ্য—যে রাজ্য পৃথিবীর সপ্তমাংশে ব্যপ্ত এবং যাহার অধিবাসী সংখ্যা ত্রিংশ কোটী, সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে এই বৃহৎ এবং প্রাচীন রাজ্যের মঙ্গলের প্রতি তিনি যেরূপ বিশেষ যত্নবতী এরূপ আর কোন প্রদেশের জন্য নহেন।

সকল সময়ে, সকল স্থানেই ব্রিটিস মুকুটাধীনে দক্ষ এবং উদ্যোগী কর্ম্মচারী আছেন; কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারির বুদ্ধিবলে এবং বীরত্বে এই ভারত সাম্রাজ্য অধিকৃত এবং রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের তুল্য কেহই অধিক] প্রতিষ্ঠান্বিত নহেন। এই মহাকার্য্য সাধনে মহামান্যবতীর ইউরোপীয় এবং দেশীয় উভয় জাতীয় প্রজাপুঞ্জ যেরূপে সহকারিতা করিয়াছেন, মহামান্যবতীর প্রধান প্রধান মিত্র এবং করদ রাজগণও সেই কার্য্যে রাজভক্তি প্রকাশসহ সহযোগিতা করিয়াছেন; তাঁহাদিগের সৈন্যদলও মহারাজ্ঞীর সৈন্যদলের সহিত সামরিক কষ্ট এবং জয়জনিত আনন্দের অংশভাগী হইয়াছে; তাঁহাদিগের সততা বলেই গবর্নমেণ্ট শান্তি সৌরভ রক্ষা এবং বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং মহামান্যবতীর উপাধি ধারণার্থ এই রাজসূয় সমিতিতে তাঁহারা যে উপস্থিত হইয়াছেন, তদ্দারা তাঁহারা যে, মহারাজ্ঞীর শাসনের উপকারিতা স্বীকার করেন এবং মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যের সম্মিলনের সহিত তাঁহাদিগের যে স্বার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

মহারাজ্ঞীর পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত এবং তাঁহার নিজের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত এই সাম্রাজ্যকে তিনি সম্মানপ্রদ পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিতে এবং অখণ্ড ভাবে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন;

এবং তাঁহার করদ রাজগণের স্বত্ব রক্ষা সহ এই সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের উন্নতি সাধন জন্য তাঁহার উচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা তিনি স্বীকার করিতেছেন। এই কারণেই তাঁহার উপাধি সমূহ সহ নূতন উপাধি সংযোগ করা মহামান্যবতীর রাজকীয় অভিপ্রায়, যে উপাধি স্থায়ী চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত হইয়া, অতঃপর ভারতবর্ষের রাজগণ এবং প্রজাপুঞ্জের স্বার্থ বিতাড়িত এবং তাঁহাদিগের রাজভক্তির উপর এই উপাধি-স্বত্ব স্থাপিত বিবেচিত হইবে।

বিধাতা ভারতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের স্থলে যে ব্রিটিস মুকুট রক্ষা করিয়াছেন, সেই রাজবংশের শাসনে প্রবল প্রতাপ এবং সুফল অপ্রসব করে নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের বংশধরগণের শাসন নীতি তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্যে আভ্যন্তরিক শান্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। দীর্ঘব্যাপী আত্ম-বিগ্রহ, এবং ঘন ঘন অরাজকতা ঘটে। দুর্ব্বলেরা প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত, এবং প্রবলগণ আত্মস্বেচ্ছামুখে আপনাদিগকে বলি দেন। এমতে অবিরাম রক্তপাতরঞ্জিত এবং আত্মবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া, প্রধান তৈমুরলঙ্গ-বংশ একেবারে ধ্বংসোম্মুখ; এবং শেষ উক্ত বংশ পূর্ব্ব রাজ্যের উন্নতি সাধন যোগ্য নহে বলিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে আইনাধীনে, যে আইন সকল জাতীয় সকল বর্ণের লোকদিগকে অপক্ষপাৎরূপে রক্ষা করিতেছে, মহামান্যবতীর প্রত্যেক প্রজা, সেই আইনাধীনে শান্তিসহ সেই স্বত্ব সম্ভোগ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিষ্ণুতা সমাজের প্রত্যেককে নিরাপদে নিজ নিজ ধর্ম্মের নীতি এবং প্রণালী পালন করিতে দিতেছে। রাজকীয় প্রবল ক্ষমতা ধ্বংস সাধনজন্য নহে, রক্ষা এবং পরিচালন জন্য নিযুক্ত হইয়াছে; এবং ব্রিটিস শাসনের শুভ ফল স্বরূপ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে—সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দ্রুতগামী উন্নতি পরিদৃষ্ট এবং প্রত্যেক প্রদেশের সুখশান্তিধন বৃদ্ধি হইতেছে।

ব্রিটিস শাসনকর্ত্তাগণ এবং রাজমুকুটাধীন বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ,—এই শুভময় ফল আপনাদিগের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমজনিত এবং সেই কারণে সর্ব্বপ্রথমে আমি এক্ষণে মহামান্যবতীর নামে আপনাদিগকে আপনাদিগের রাজ্ঞীর কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদিগের সকলে

পূর্ব্বপদাধিকারীগণের ন্যায় দৃঢ়রূপে অধ্যবসায়সহ প্রতিভা, সাধারণ ধর্ম্ম-নীতি ও আত্মত্যাগ স্বীকার দ্বারা ইতিহাসে অনুল্লিখিত রূপে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধন জন্য শ্রম করিয়াছেন।

সকলের পক্ষে যশঃদ্বার উদ্ঘাটিত নাই; কিন্তু যাঁহারা মঙ্গল সাধনেচ্ছা করেন, সে বাসনা পূর্ণ করিবার অসুবিধা কাহারই ঘটে না। কোন গবর্ণমেণ্টই নিজ অধীনস্থ ভৃত্যদিগকে দ্রুত উন্নত পদে নিযুক্ত করিতে প্রায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রিটিস মুকুটাধীনে সাধারণ কার্য্য এবং ব্যক্তিগত অনুরক্তি, সাধারণ সম্মান এবং ব্যক্তিগত উপার্জ্জনাপেক্ষা চিরদিন উচ্চপ্রবৃত্তিপ্রদরূপে থাকিবে। উচ্চপদের ব্যক্তিদিগের দ্বারা নহে, বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ, যাঁহাদিগের সধীর বুদ্ধি, এবং সাহসের উপর এই সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্য সাধনের মূল নীতি নির্ভর করিতেছে, কেবল তাঁহাদিগের দ্বারাই ভারত শাসনের অনেক প্রয়োজনীয় শুভকার্য্য নিয়ত সাধিত হইয়াছে এবং হইবে।

মহামান্যবতীর দেওয়ানি এবং সৈনিক (সিবিল এবং মিলিটারি) উভয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সমগ্র ভারতবর্ষে যেরূপ প্রশংসনীয়রূপে কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তিনি তৎসম্বন্ধে যে সকৃতজ্ঞ স্বীকার করিতেছেন, আমি তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতেছি।

দেওয়ানি এবং সামরিক বিভাগের সভ্যগণ;—আপনারা অতি অল্প বয়সে অতীব দায়িত্বজনক পদে নিযুক্ত হইয়া, অতীব কঠোর শাসন ব্যবস্থা শিক্ষায় সন্তোষসহ নিযুক্ত হইয়া, যে সকল অধিবাসীদিগের ভাষা, বর্ণ এবং আচার ব্যবহার আপনাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় শাসন ক্ষমতা চালনা করিতেছেন,—আপনারা চিরদিন সেইমত অটলভাবে থাকিয়া, আপনাদিগের জাতীয় উচ্চ স্বভাব রক্ষার সহিত আত্ম-জ্ঞানসহ গুরুতর কার্য্য সাধন এবং আপনাদিগের ধর্ম্মের সদয় বিধি পালন করিতে থাকুন। আপনারা এই সাম্রাজ্যের অন্যান্য নানা জাতীয় নানাবর্ণের লোকের সুশাসনের অসীম উপকার সাধন করিতেছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল নীতি প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষের বহুল উপ-করণ যোগে উন্নতিসাধন সূত্রে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র রাজকর্ম্মচারিগণের

নিকট ঋণী নহে, মহামান্যবতীর ভারতীয় অনধীন (ননঅফিষিয়েল) ইংরাজ প্রজাপুঞ্জ কেবল মাত্র তাঁহার এবং তাঁহার সিংহাসনের প্রতি রাজ-ভক্ত বলিয়া নহে, তাঁহাদিগের শ্রম, তাঁহাদিগের উদ্যোগ, তাঁহাদিগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এবং উদার ধর্ম্ম ভাবের কারণ, তাঁহার ভারত সাম্রাজ্য যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি তাহা যে অকৃত্রিম সন্তোষসহ স্বীকার করেন এবং অনুমোদন করেন, আমি তাহা এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত না করিলে, আমার মান্যা অধিকর্ত্রীর মানসিক ভাব বিপরীতরূপে প্রকাশ পাইবে।

মহামান্যবতীর রাজ্য মধ্যে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশে সাধারণ উপকারিতা এবং গুপ্ত হিতৈষিতা স্বীকারসূচক উপলক্ষ বৃদ্ধির বাসনা করিয়া, তিনি সন্তোষসহ কেবল মাত্র ভারত-নক্ষত্র (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া) এবং অর্ডার অব ব্রিটিস ইণ্ডিয়া নামক উপাধির সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া, কেবল এই উদ্দেশে একটি সম্পূর্ণ নুতন উপাধি, যাহা অতঃপর অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার নামে কথিত হইবে, তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সৈন্যদলের ব্রিটিস এবং দেশীয় সৈনিক কর্ম্মচারি এবং সৈনিকগণ ;—আপনারা সকল সময়ে পরস্পর একত্রে সমর করিয়া, তাঁহার অস্ত্রবলের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, রাজ্ঞী তাহা গর্ব্ব সহ স্মরণ করিতেছেন। ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, অতঃপর সকল সময়েই বিশ্বাসের সহিত সেই উচ্চ কার্য্য সাধন জন্য আপনাদিগকে অল্প যোগ্যতার সহিত সম্মিলিত হইতে দেখিবেন না ; মহামান্যবতী তাঁহার ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন এবং সমৃদ্ধি রক্ষারূপ বৃহৎ ভার আপনাদিগের উপর বিশ্বাসের সহিত অর্পণ করিয়াছেন।

অবৈতনিক সৈন্যগণ,—আপনারা আবশ্যক মতে নিয়মিত সৈন্যদলের সহিত আপনাদিগকে কার্য্য সাধনোপযোগী করিবার জন্য যে রাজভক্তিসহ দৃঢ় যত্ন করিতেছেন, এই উপলক্ষে আপনারা তাহা অকৃত্রিমরূপে স্বীকৃত হইবার জন্য দাবী করিতে সমর্থ।

রাজগণ এবং সরদারগণ ;—এই সাম্রাজ্য আপনাদিগের রাজভক্তিতে প্রবল বল এবং সমৃদ্ধিতে সুষমা বর্দ্ধন জ্ঞান করিতেছে,—এই সাম্রাজ্যের

স্বার্থ আক্রান্ত বা পতিত হইলে, তদুদ্ধার জন্য আপনাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রস্তুত দেখিয়া, মহামান্যবতী আপনাদিগকে ধন্যবাদ দান করিতেছেন। মহারাজ্ঞীর নামে আমি আপনাদিগকে দিল্লীতে অকৃত্রিম সম্বর্দ্ধনা করিতেছি ; এই রাজ্যে প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনকালে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের প্রতি আপনারা যে বিশেষ ভক্ত, তৎসম্বন্ধে আপনাদিগের নিকট হইতে যে বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা অদ্য এই মহা ঘটনায় আপনাদিগের সমক্ষে স্বীকার করিতেছি। আপনাদিগের স্বার্থ তাঁহার স্বার্থের সহিত বিজড়িত ইহা মহামান্যবতী স্বীকার করিতেছেন ; এবং এক্ষণে ব্রিটিস রাজমুকুটের সহিত তদীয় করদ এবং মিত্র রাজগণের মধ্যে যে সন্তোষপ্রদরূপে সম্মিলন সাধন হইতেছে, তৎসম্বন্ধীয় বিশ্বাস প্রমাণিত এবং সেই একতা চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে মহামান্যবতী পরিতুষ্ট হইয়া মহোপাধি ধারণ করিতেছেন, যাহা অদ্য আমরা ঘোষণা করিতেছি।

ভারতেশ্বরীর দেশীয় প্রজাগণ ;—এই সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা এবং স্থায়ী মঙ্গল সাধন জন্য, সাম্রাজ্যিক শাসন রক্ষা এবং দীর্ঘস্থায়ী করা যে নীতির মুখ্য অভিপ্রায়, সেই মূল নীত্যনুসারে শিক্ষিত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই সাম্রাজ্য শাসনের পূর্ণভার প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই শ্রেণীর নীতিজ্ঞদিগের উপযুক্ত সুশিক্ষাদর্শ বলেই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে এই দ্রুতগামী সভ্যতার উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, যাহা ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং আভ্যন্তরিক বলবৃদ্ধির গুপ্ত পরিচায়ক ; এবং পূর্ব্ব রাজ্যের সন্তানগণের সাধারণ উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জগতের শিল্পবিজ্ঞানাদি (যাহা ইউরোপ খণ্ডকে এক্ষণে শান্তি এবং সমরকালে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে) পূর্ব্ব রাজ্যে বিস্তৃত হইবার উপায় স্বরূপ, তাঁহারাই অবশ্য দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধকরূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ, আপনাদিগের যে জাতি এবং যে বর্ণ হউক না, আপনারা যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশ শাসন কার্য্যে আপনাদিগের দক্ষতার উপযুক্তরূপে আপনাদিগের ইংরাজ সহপ্রজাদিগের সহিত আপনাদিগের স্বীকৃত স্বত্ব আছে। এই স্বত্ব অত্যুচ্চ ন্যায়সম্ভূত।

ইহা মহামহা ব্রিটিস এবং ভারতীয় নীতিজ্ঞদিগের দ্বারা, এবং ইম্পিরিয়াল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দ্বারা বারম্বার স্বীকৃত হইয়াছে। এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারাও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। গত কয়েক বর্ষের মধ্যে দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণের—বিশেষতঃ উপরিতন দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিশেষ উন্নতি দর্শন করিয়া, গবর্ণমেণ্ট সন্তোষের সহিত তাহা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই বৃহৎ সাম্রাজ্য, যাঁহাদিগের হস্তে বিশ্বাসের সহিত শাসনাংশভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে কেবল জ্ঞানমূলক শিক্ষাজনিত সদ্‌গুণশালী নহে, নীতি এবং সামাজিক প্রাধান্যতা যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্‌গুণভূষিত হইতে বলিতেছে। আরও বিশেষতঃ সেই কারণে যাঁহারা জন্ম, পদ, এবং বংশানুক্রমিক প্রাধান্য বলে আপনাদিগের স্বাভাবিক নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা সেই শিক্ষালাভ—যে শিক্ষা দ্বারা রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত নীতিজ্ঞান এবং পরিচালনা করিতে তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের সন্তানগণ সমর্থ হইয়া, তাঁহাদিগের কারণ নির্দ্ধারিত মান্যপদাধিকার করিতে পারেন, ইহা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

রাজভক্তি, সাধুতা, নিরপেক্ষতা, সত্যপ্রিয়তা, এবং সাহস যে সাধারণ কার্য্যের প্রধান সদ্‌গুণ আপনারা প্রত্যেকে সেই মহা সদ্‌গুণ সঞ্চয় করুন। তাহা হইলে মহামান্যবতীর গবর্ণমেণ্ট শাসন কার্য্যে অকৃত্রিম সন্তোষের সহিত সহকারিতা কামনা করিবেন। পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে যে যে স্থলে ইংরাজ রাজত্ব আছে, সেই সেই প্রদেশের সৈন্যদলের বাহুবলাপেক্ষা তুষ্ট এবং সম্মিলিত প্রজাবৃন্দের স্বেচ্ছাসম্ভূত রাজভক্তির উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করেন, কারণ তাহার দ্বারা তাহাদিগের স্থায়ী মঙ্গল বাসনা স্বীকৃত হয়।

মহামান্যবতী তদীয় ভারতসাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের প্রতি মৃদু অথচ ন্যায় শাসন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার ভারত সাম্রাজ্যের উন্নতিসাধন করিতে বাসনা করেন, দুর্ব্বল রাজ্যাধিকার বা নিকটবর্ত্তী রাজ্য আত্মসাৎ দ্বারা সে বাসনা করেন না। তাঁহার স্বার্থ এবং কর্ত্তব্য কেবল তাঁহার নিজ রাজ্যের সীমামধ্যে বিরাজিত নহে। এই সাম্রাজ্যের সীমায় যে সকল রাজার রাজ্য স্থাপিত, এবং এই সাম্রাজ্যের আশ্রয়রূপ ছায়াতলে যাঁহারা নিজ নিজ

দীর্ঘব্যাপী স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত উদার মিত্রতা সংশ্রব রক্ষা করিতে অকপটরূপে বাসনা করিতেছেন। কিন্তু যদি ঐ রাজ-ক্ষমতার শান্তি কোনকালে কাহারও দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার উচ্চাধিকার রক্ষা করিতে হইবে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ করিবেন। কোন বৈদেশিক শত্রু এক্ষণে পূর্ব্বরাজ্যের সমগ্র সভ্যতা বিনাশ ব্যতীত ভারতে ব্রিটিস সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবেন না। এবং মহামান্যবতীর রাজ্যের অসীম বল, এবং তাঁহার মিত্র ও করদ রাজগণের সাহসসহ রাজভক্তি, এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তিসহ অনুরক্তি, প্রত্যেক আক্রমককে বিতাড়িত এবং উচিত দণ্ড দানের যথেষ্ট ক্ষমতা দান করিতেছে।

অদ্যকার এই ঘটনাস্থলে পূর্ব্বরাজ্যের বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশের রাজবৃন্দের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া, অদ্য আমরা যে অনুষ্ঠান সমাধা জন্য সমবেত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে রাজ্ঞীকে যে সসন্তোষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছেন, তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের শান্তিসূচক নীতি এবং নিকটবর্ত্তী রাজ্য সমস্তসহ ইহার অকৃত্রিম সদ্ভাব ঘোষিত হইতেছে। খেলাতের মহিমবর খাঁ, এবং ভারতে-শ্বরীর আসিয়াটিক প্রধান প্রধান মিত্র রাজগণের দূতবৃন্দ যাঁহারা বহুদূর হইতে ব্রিটিস সাম্রাজ্যে প্রতিনিধিরূপে সমাগত, এবং আমাদিগের মান্যবর গোয়ার গবর্ণর জেনেরল এবং বৈদেশিক দূতগণকে মহামান্যবতীর ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ স্বরূপে এই রাজসূয় সমিতিতে সম্বর্দ্ধনা করিতে, আমি বাসনা করিতেছি।

ভারতবর্ষের রাজগণ এবং প্রজাগণ;—রাজ্ঞী—আপনাদিগের রাজ-রাজেশ্বরী—তাঁহার নিজ রাজকীয় নামে অদ্য আপনাদিগের নিকট যে অনুগ্রহ প্রকাশক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আপনাদিগকে সন্তোষের সহিত জ্ঞাত করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি। মহামান্যবতীর নিকট হইতে অদ্য প্রাতঃকালে আমি নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি;—

"পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ভিক্টোরিয়া, সম্মিলিত রাজ্যের রাজ্ঞী, ভারতে-শ্বরী, অস্মদীয় রাজপ্রতিনিধির দ্বারা অস্মদীয় দেওয়ানি এবং সামরিক সমগ্র কর্ম্মচারী, এবং এক্ষণে দিল্লীতে সমবেত সমগ্র রাজগণ, সরদারগণ, এবং

প্রজাগণকে অস্মদীয় রাজকীয় অভিবাদন প্রেরণ এবং যে অকৃত্রিম প্রীতি এবং দৃঢ় স্বার্থসহ অস্মৎ কর্ত্তৃক অস্মদীয় ভারত সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি অর্পিত হয়, তাহা জ্ঞাপন করিতেছি। অস্মদীয় প্রিয় পুত্রের তাঁহারা যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, অস্মদীয় আন্তরিক সন্তোষসহ তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। অস্মদীয় বংশ এবং সিংহাসনের প্রতি তাঁহাদিগের রাজভক্তি এবং অনুরক্তির সাক্ষ্য প্রাপ্তে বিশেষ তুষ্ট হইয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, অদ্যকার এই অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদিগের সহিত আমাদিগের প্রজাপুঞ্জের যে, প্রীতিসহ ঘনিষ্ঠতা আরও দৃঢ়িভূত হইবে ; প্রবল হইতে দুর্ব্বল পর্য্যন্ত সকলেরই জন্য আমাদিগের শাসনাধীনে স্বাধীনতা, সমসত্ব এবং ন্যায়বিচারের মূল নীতি পরিরক্ষিত হইল ; এবং তাঁহাদিগের সুখোন্নতি, ধনবৃদ্ধি এবং মঙ্গলোৎকর্ষসাধন অস্মদীয় সাম্রাজ্যের চির উদ্দেশ্য—অভিপ্রায় ইহা অনুভব করিবেন।”

আমি বিশ্বাস করি যে, আপনারা এই সানুগ্রহ উক্তি সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিবেন।

“জগদীশ্বর সম্মিলিত রাজ্যের রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরী
ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করুন।”

রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুরের উক্ত বক্তৃত সমাপ্ত হইলে, সমিতিশালাস্থ সমগ্র লোক দণ্ডায়মান হইলেন এবং সমবেত সমস্ত সৈন্যসহ ভীম আনন্দ ধ্বনিতে যোগদান করিলেন। তৎপরে মান্যবর মহারাজ সিন্ধিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে ভারতেশ্বরীর অভিবাদন করিয়া সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন ;—

“সাহেন সা পাদিসা, জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। ভারতবর্ষের রাজগণ আপনাকে রক্ষা করুন, এবং প্রার্থনা করি যে, আপনার রাজত্ব এবং ক্ষমতা অটল এবং চিরস্থায়ী হউক।”

ভূপালের মান্যবতী বেগম ঐরূপ উক্তিতে সন্তোষ জ্ঞাপন করিলে পর, হাইদ্রাবাদের নিজামের প্রতিনিধিরূপে তদীয় প্রধান মন্ত্রী মান্যবর স্যার সালার জঙ্গ বলিলেন ;—

"মান্যবর নিজামের বাসনামত আমি মহিমবরকে অনুরোধ করিতেছি যে, মান্যবর নিজাম এবং ভারতের রাজগণের পক্ষ হইয়া, মহারাজ্ঞীকর্ত্তৃক ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণে রাজগণ যে অন্তঃকরণের সহিত অভিবাদন করিতেছেন, তাহা এবং তাঁহারা যে তাঁহার দীর্ঘ জীবন এবং তাঁহার ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের স্থায়ী মঙ্গল বাসনা করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত করুন।"

উদয়পুর এবং জয়পুরের মহারাজদ্বয় তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া, একে একে বলিলেন যে, মহামান্যবতী, ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করায়, রাজপুতানার সম্মিলিত রাজগণ যে রাজভক্তিসহ কর্ত্তব্য অভিবাদন করিতেছেন, তাহা রাজ্ঞীকে জ্ঞাপন কারণ বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করা হউক, রাজগণের ইহাই প্রার্থনা।

কাশ্মীরের মহারাজ, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতায় বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করিয়া, বলেন যে, আজিকার এই শুভদিন তিনি বা তাঁহার সন্তানগণ কখনই বিস্মৃত হইবেন না; ইহা চিরকাল পবিত্র ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং মহামান্যবতীর সাম্রাজ্যের ছায়া তাঁহার প্রধান আশ্রয় স্বরূপ গণ্য থাকিবে।

সমিতিশালায় উপবিষ্ট অন্যান্য অনেক দেশীয় নৃপাল এই প্রকার ভারতেশ্বরীর অভিবাদন করিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি ভঙ্গ হওয়ায়, তাঁহাদিগের মনের বাসনা মনেই থাকিয়া যায়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর সিংহাসনমঞ্চ হইতে গমন করিলে পর সমিতিশালার অপর সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন। ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি ভঙ্গ হইবা মাত্র সেই সমিতিশালার বিস্তৃত প্রান্তরে সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের কলরবে—আনন্দরবে বিমান প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। সকলেরই হাস্যবদন, সকলেরই হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহ, জীবন্ত ভাব বিরাজমান। এই প্রাচীন আর্য্যক্ষেত্র ভারতে আজি এই নবীন শুভ দিনাঙ্কপাত হইল—ভারতশাসন পরিবর্ত্তনের একটি প্রধান প্রকাশ্য লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল—ভারতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল ধারা সন্নিবদ্ধ হইল। সেই প্রাচীন দিল্লীতে সৌধ-কিরিটীনী ইংল্যণ্ডের অধিরাজ্ঞী মান্যবতী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া, মহারাজসূয় সমিতিতে "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিলেন, পবন ইহা সমগ্র জগতে

বিঘোষিত করিল। আর ভারতবাসিগণের হৃদয় আজি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। এ শুভদিন ভারতবাসী কোনকালেই বিস্মৃত হইবে না, হইবার নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজপ্রসাদ বিতরণ।

আর্য্যরাজগণের শাসনে ভারতে বেশ, ভূষা, অস্ত্র এবং ভূমি রাজপ্রসাদ-রূপে প্রদত্ত হইত। যবন-শাসন হইতেই প্রজাপুঞ্জকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কেবল উপাধি নহে, যবন-সম্রাটগণও যে বেশ, ভূষা, অস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও ভারতে বিরাজমান। দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে যাবনিক ভাষায় উপাধি দানসহ মহারাজ, রাজা রাহাদুর প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হইত। বাঙ্গালায়—ভারতে সেই যবন সম্রাটগণ-দত্ত উপাধিধারী অনেক রাজবংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বিগত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ শান্তির পর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রাজপ্রসাদ স্বরূপ ভারতে নবীন উপাধি বিতরণ আরম্ভ করেন। প্রথম রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং, 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত-নক্ষত্র উপাধির সৃষ্টি করিয়া, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত পূর্ব্বক সেই সময়ে দেশীয় রাজগণ এবং সাধারণ সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণকে প্রদান করেন। তৎপর হইতেই মহারাজ, রাজা, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি এবং বেশাদিও প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশীয় ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জায়গীরও প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি সমাধান পূর্ব্বক ভারতেশ্বরী পরম পরিতুষ্ট হইয়া, দেশীয় রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিগণের সম্মান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অনুষ্ঠান করেন। ঐ নূতন রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান হন। যবন-শাসনে সম্রাটদিগকে নজর দানের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই ভিক্টো-রিয়া-রাজসূয় সমিতিতে সমবেত রাজগণের কাহারই নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার নজর গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অনেকেই নজর দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। অপর যবন-শাসনে অনেক দেশীয় রাজাকে দরবার স্থলে করযোড়ে এবং অনেককে নিতান্ত অধীন ভাবে অবস্থান করিতে হইত, কিন্তু ব্রিটিস-শাসনে এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিতে সে দৃশ্য আদৌ দৃষ্ট হয় নাই। ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক সকলেই মহাসম্মান, মহানন্দ এবং মহাড়ম্বরে গৃহীত হন। জীত, জেতা এবং অধীন সম্বন্ধ কিছু-মাত্র পরিদৃষ্ট হয় নাই। মিত্রভাবে উদাররূপেই সকলে পরিগৃহীত হন। সভ্যতা-সদ্গুণ-ভূষিত ব্রিটিস জাতি যেরূপ মানীর মানরক্ষা করিতে জানেন, ভূতলে অপর কোন জাতির কি সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা? কখনই নহে।

ভারতেশ্বরী দেশীয় রাজগণের প্রচলিত সম্মানার্থ যে তোপ সংখ্যা-তালিকা সংস্করণ এবং ব্যক্তিগত মান্য তোপ বৃদ্ধি করিয়া, ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্রে ঘোষিত করেন, দেশীয় রাজগণ সেই সংস্কৃত তালিকা পাঠ— সেই রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে মহা সম্মানিত বোধ করেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধারণতঃ ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজার মান্যসূচক তোপ বৃদ্ধি এবং আদৌ যাঁহাদিগের সম্মানার্থ কোন তোপ নির্দ্ধারিত ছিল না, তাঁহারাও নবীন তোপ প্রাপ্ত হন। আর্য্য-শাসন বা যবন-শাসনকালে দেশীয় রাজগণের সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইত না, এই বিশ্ববিজয়ী-ব্রিটিস শাসনেই এই সভ্যতাসূচক মহাসম্মানাত্মক তোপধ্বনি প্রচারিত হয়। আর্য্য-শাসনকালে অগ্নিবাণাদি নানাবাণের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেকেই এক্ষণে সেই অগ্নিবাণ প্রভৃতিকে কামান বলিয়া অনুমান করিতে অসাহসী হন না। যাহা হউক তৎকালে যদিও কামানের ন্যায় কোন-প্রকার বজ্রনাদী অস্ত্র ছিল এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অধীন বা মিত্র রাজগণের সম্মানার্থ যে তোপনাদ হইত না, তাহা পুরাতন ইতিহাসাদি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়।

মান্যার্থ তোপ।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্মিলিত রাজ্যের রাজ্ঞী, ধর্ম্মরক্ষিণী এবং ভারতেশ্বরী মহামান্যবতী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার অনুমতিক্রমে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে,—

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এবং তৎপর হইতে ব্রিটিস ভারতবর্ষের মধ্যে উপরোক্ত মহামান্যবতী রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরীর মান্যার্থ একশত এক এবং রাজপতাকার মান্যার্থ এবং ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরলের মান্যার্থ একত্রিংশ তোপধ্বনি হইবে।

মহামান্যবতীর গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষায় দেশীয় রাজগণের সম্মানার্থ প্রচলিত তোপ সংখ্যার তালিকা সংস্কৃত হইয়া, সাধারণের জ্ঞাত কারণ প্রচারিত হইল ;—

একবিংশ তোপ।

বরদার গুইকুমার
হাইদ্রাবাদের নিজাম
মহীশূরের মহারাজ

উনবিংশ তোপ।

ভূপালের বেগম (বা নবাব)
গোয়ালিয়রের মহারাজ
হোলকারের মহারাজ
কাশ্মীরের মহারাজ
খেলাতের খাঁ
কোলাপুরের রাজা
উদয়পুরের মহারাণা
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ

সপ্তদশ তোপ।

ভাওয়ালপুরের নবাব
ভরতপুরের মহারাজ
বিকানিয়ারের মহারাজ
বুন্দীর মহারাও রাজা
জয়পুরের মহারাজ
কিরৌলীর মহারাজ
কোটার মহারাও
কচ্ছের রাও
যোধপুরের মহারাজ
পাতিয়ালার মহারাজ
রেওয়ার মহারাজ

পঞ্চদশ তোপ।

আলোয়ারের মহারাও রাজা
দেওয়াসের জ্যেষ্ঠ রাজা
ঐ কনিষ্ঠ রাজা
ধারের মহারাজ

ঢোলপুরের রাণা
দঙ্গারপুরের মহারাওয়ল
দাতিয়ার মহারাজ
ইন্দোরের মহারাজ
যশলমীরের মহারাওল
ঝালোয়ারের মহারাজ রাণা
খয়েরপুরের মীর আলি মুরাদ খাঁ
কৃষ্ণগড়ের মহারাজ
প্রতাপগড়ের রাজা
সারহোন্দের রাও
সিকিমের মহারাজ
উর্ষার মহারাজ

ত্রয়োদশ তোপ।

কাশীর মহারাজ
জম্বুরার মহারাজ
কোঁচবিহারের মহারাজ
রামপুরের নবাব
রতলামের রাজা
ত্রিপুরার রাজা

একাদশ তোপ।

অজয়গড়ের মহারাজ
বানসওয়ারার মহারাওয়ল
বায়োনির নবাব
ভাউনগরের ঠাকুর
বিজোয়ারের মহারাজ
কাম্বের নবাব
চরখারির মহারাজ
চাম্বার রাজা
ছত্রপুরের রাজা
দ্রাঙ্গাদ্রার রাজসাহেব
ফরীদকোটের রাজা
ঝাবুয়ার রাজা
ঝিন্দের রাজা
জুনাগড়ের নবাব
বিলাসপুরের রাজা
কপূরতলার রাজা
মন্দীর রাজা
নাবার রাজা
নাউনগরের জাম
নরসিংগড়ের রাজা
পালনপুরের দেওয়ান
পোড়বন্দরের রাণা
পান্নার মহারাজ
রাধানপুরের নবাব
রাজগড়ের নবাব
রাজপিপলার রাজা
সীতামায়ুর রাজা
সিনালার রাজা
নাহনের রাজা
সুকেতের রাজা
সাম্পথরের মহারাজ
টঙ্কের নবাব

নয় তোপ।

আলিরাজপুরের রাণা

বালাসিনোরের বাবি
বায়রার রাজা
বারওয়ালির রাণা
ছোট উদয়পুরের রাজা
ফুদলির সুলতান
লাহেজের সুলতান
লুনওয়ারীর রাণা
মালের কোতলার নবাব
নাগোদের রাজা
সুমন্তওয়ারির স্যার দেশাই
কসান্তের রাজা

নিম্নলিখিত রাজগণ চিরজীবনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত মান্যার্থে সেলামী তোপ প্রাপ্ত হইবেন।

একবিংশ তোপ।

মহামান্যবর মহারাজ দলীপ সিংহ জি, সি, এস, আই।

মহামান্যবর জয়জি রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, গোয়ালিয়রের মহারাজ।

মহামান্যবর টুকাজি রাও হোলকার বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, ইন্দোরের মহারাজ।

মহামান্যবর শিউয়াই রাম সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, জয়পুরের মহারাজ।

মহামান্যবর রণবীর সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, কাশ্মীরের মহারাজ।

মহামান্যবর শ্রীরামব্রহ্ম জি, সি, এস, আই, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ।

মহামান্যবর কজ্জল সিংহ বাহাদুর, উদয়পুরের মহারাণা।

ঊনবিংশ তোপ।

মহামান্যবর নবাব মনসুর আলি খাঁ, বাঙ্গালার নবাব নাজিম।

মহামান্যবর যশোমন্ত সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, যোধপুরের মহারাজ।

মহামান্যবর স্যার জঙ্গ বাহাদুর, জি, সি, বি, এবং জি, সি, এস, আই, নেপালের রাজমন্ত্রী।

মহামান্যবর রঘুরাজ সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, রেওয়ার মহারাজ।

সপ্তদশ তোপ।

মহামান্যবর নবাব আলিজা আমীর উলমুলুক, ভূপালের বেগমের স্বামি।

মহামান্যবর স্যার স্যালার জঙ্গ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, হাইদ্রাবাদের প্রধান রাজমন্ত্রী।

মহামান্যবর নবাব আমীর-ই-কবীর সমস্থদ-উমরা বাহাদুর, হাইদ্রাবাদের মন্ত্রী।

মহামান্যবর পৃথ্বী সিংহ বাহাদুর, কৃষ্ণগড়ের মহারাজ।

মহামান্যবর মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর, টঙ্কের নবাব।

মহামান্যবর মহিন্দ্র প্রতাপ সিংহ বাহাদুর, উর্ধার মহারাজ।

পঞ্চদশ তোপ।

মহামান্যবর আজিমজা জাহির-উল-উদ্দৌলা বাহাদুর, আর্কটের প্রিন্স।

মহামান্যবর তক্তসিংহজি, ভাউনগরের ঠাকুর।

মহামান্যবতী কুদিসা বেগম, ভূপাল।

মহামান্যবর মানসিংহজি, দ্রাঙ্গাদ্রার রাজ সাহেব।

মহামান্যবর মহাবৎ খাঁ, কে, সি, এস, আই, জুনাগড়ের নবাব।

মহামান্যবর শ্রী বিভাজি, নাউনগরের জাম।

মহামান্যবর মহম্মদ কালব আলি খাঁ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই রামপুরের নবাব।

ত্রয়োদশ তোপ।

মহামান্যবর মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর, বৰ্দ্ধমানের মহারাজ।

মহামান্যবর রঘুবীর সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস, আই, ঝিন্দের রাজা।

মহামান্যবর হীরা সিংহ বাহাদুর, নাবার রাজা।

মহামান্যবর স্যার রুদ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, পান্নার মহারাজ।

মহামান্যবতী বিজয় মেহেমি মুক্তাবাই আমোনানি, তাঞ্জোরের রাজ্ঞী।

মহামান্যবর মীরজা বিজয়রাম গজপতিরাজ মাণিয়া সুলতান বাহাদুর কে, সি, এস, আই, বিজনগ্রামের মহারাজ।

দ্বাদশ তোপ।

মহামান্যবর ওমারবীন সাল্লাবীন মহম্মদ, মাকুলার নকীব।

মহামান্যবর আওয়াদাবীন ওমার আলকাইয়তি, সাহারের জমাদার।

একাদশ তোপ।

মহামান্যবর মহম্মদ ইব্রাহিম আলি খাঁ বাহাদুর, মালের কোতলার নবাব।

মহামান্যবর ভাগজী, মোরবির ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর প্রতাপ সা, তিরির রাজা।

নয় তোপ।

মহামান্যবর শ্রী নারায়ণ দেবজি রামদেবজি, বানস্দার মহারাওয়ল।

মহামান্যবর রঘুবীর দয়াল, বীরোন্দার রাজা।

মহামান্যবর স্যার দিগ্বিজয় সিংহ, বলরামপুরের মহারাজ।

মহামান্যবর শ্রী গোলাপ সিংহজি অমর সিংহজি, ধর্ম্মপুরের মহারওয়ল।

মহামান্যবর জয় সিংহজি, ধ্রুলের ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর ভাগবত সিংহজি, গোন্দালের ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর সিদি ইব্রাহিম খাঁ, জাঞ্জিরার নবাব।

মহামান্যবর উদিত প্রতাপ দেব, খারোন্দের রাজা।

মহামান্যবর অমর সিংহ বাহাদুর, কিলসিপুরের রাও।

মহামান্যবর যশোবন্ত সিংহজি, লিমরির ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর রঘুবীর সিংহ, মাহিরির রাজা।

মহামান্যবর সুর সিংহজি, পালিতানার ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর বাউয়াজি, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর সকোত্রার স্থলতান।

মহামান্যবর সিদি আবদুল কাদের মহম্মদ ইয়াকুব খাঁ, সুচীনের নবাব।

মহামান্যবর দ্বিজরাজ, ওয়াদওয়ানের ঠাকুর সাহেব।

মহামান্যবর বাণী সিংহজি, ওয়াঙ্কানিয়ারের রাজ সাহেব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নবোপাধি বিতরণ।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণকে নিতান্ত পদানত করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ প্রভুত্ব পরিচালনা এবং কঠোর দণ্ডনীতি সৃষ্টি করিয়া, অন্যায় বিক্রম বিস্তার জন্য যে, গ্রেট ব্রিটনের অধিরাজ্ঞী "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিলেন না, ভারতে চিরশান্তি স্থাপন, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধান, দেশীয় রাজগণের সম্মান বৃদ্ধিসহ ব্রিটিস স্বার্থ বিজড়িত করিয়া, পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় একতা স্থাপন যে, তাঁহার এই নবোপাধি গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই রাজস্থয় সমিতি উপলক্ষে সৃষ্ট একটি নবোপাধির দ্বারা তাহার বিশেষ প্ররিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যবন সম্রাটদিগের ন্যায় দেশীয় রাজগণকে নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া, ভারত সাম্রাজ্যের মঙ্গল জনক কার্য্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ কামনা করিয়া, ভারতেশ্বরী, "ভারত সাম্রাজ্য-মন্ত্রী" নামে এক নুতন উপাধির সৃষ্টি করিয়া, দেশীয় প্রধান যোগ্য রাজগণ এবং প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষগণকে সেই উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। রাজপ্রতিনিধি এই নবোপাধি সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তৎসহ উক্ত উপাধিপ্রাপ্ত মহোদয়গণের নামের তালিকা নিম্নে প্রকাশ হইল।

কাউন্সেলার অব ইণ্ডিয়া।

সম্মিলিত রাজ্যের মহামান্যবতী রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরী, সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত আবশ্যকীয় কার্য্যে ভারতবর্ষের রাজগণ এবং সরদারগণের শুভ মন্ত্রণা গ্রহণ কামনা করিয়া এবং তদ্বারা প্রধান রাজক্ষমতার সহিত তাঁহাদিগের মান্যসূচক সংমিলন সাধন এবং তদুপায়ে সাম্রাজ্যের সাধারণ মঙ্গল সমাধার সুবিধা স্থাপন জন্য তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা আমাকে নিম্নলিখিত রাজগণ এবং গবর্ণমেণ্টের উপরিতন কর্ম্মচারিগণকে "কাউন্সেলার অব দি এম্প্রেস" (ভারতেশ্বরীর মন্ত্রী) উপাধি প্রধান করিতে ক্ষমতাবান করিয়াছেন এবং আমি এতদ্দ্বারা তাঁহার নামে এবং তাঁহার পক্ষ হইতে সেই মহা সম্মানিত উপাধি প্রদান করিতেছি।

মান্যবর স্যার, এ, জে, আর্বুথনট, কে, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর ই, সি, বেলি, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর রাম সিংহ, বুন্দীর মহারাও রাজা।

মহামান্যবর রিচার্ড প্লেণ্টেজেনেট ক্যাম্বেল, ডিউক অব বাকিংহাম এবং চাণ্ডস, জি, সি, এস, আই, মান্দ্রাজের গবর্ণর (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর রণবীর সিংহ জি, সি, এস, আই, কাশ্মীরের মহারাজ।

মান্যবর কর্ণেল স্যার এ, ক্লার্ক, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর স্যার জর্জ কুপার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর স্যার রবার্ট হেনরি ডেবিস, কে, সি, এস, আই, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর জয়জি রাও সিন্ধিয়া, গোয়ালিয়রের মহারাজ।

মান্যবর স্যার এফ, পি, হেইন্স, ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর এ, হবহাউস, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর টুকাজিরাও হোলকার, জি, সি, এস, আই, ইন্দোরের মহারাজ।

মান্যবর শিউয়াই রাম সিংহ, জি, সি, এস, আই, জয়পুরের মহারাজ।

মান্যবর রঘুবীর সিংহ, জি, সি, এস, আই, ঝিন্দের মহারাজ।

মান্যবর মেজার জেনেরল স্যার এচ, ডবলিউ, নর্ম্মাণ, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর কালাব আলি খাঁ, জি, সি, এস, আই, রামপুরের নবাব।

মান্যবর স্যার জন ষ্ট্রেচি, কে, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের সভ্য (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর স্যার রিচার্ড টেম্পল, কে, সি, এস, আই, বাঙ্গালার লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর (স্বপদে অবস্থান কালে)।

মান্যবর রামব্রহ্ম জি, সি, এস, আই, ত্রিবাঙ্কুরে মহারাজ।

মান্যবর স্যার ফিলিপ উডহাউস, জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি, বোম্বাইয়ের গবর্ণর (স্বপদে অবস্থান কালে)।

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (ভারত-নক্ষত্র)।

ভারতেশ্বরী ১৮৫৮ সালে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত-নক্ষত্র নামে যে উপাধির সৃষ্টি করিয়া, সিপাহী বিদ্রোহ কালে সহায়তাকারিগণকে তদ্দ্বারা পুরস্কৃত করেন, ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে যে উক্তোপাধি প্রদান করা হয়, তাহা ঐ তারিখের লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত হয় যথা ;—

অতিরিক্ত নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া।

মহামহিমবর আর্থার উইলিয় পাটরিক আলবার্ট ডিউক অব কনাট এবং ষ্ট্রাথিয়ারণ এবং আরল অব সুসেক্স (ভারতেশ্বরীর তৃতীয় কুমার)।

নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (প্রথম শ্রেণী)।

মান্যবর রাম সিংহ, বুন্দীর মহারাও রাজা।

মান্যবর যশোবন্ত সিংহ, ভরতপুরের মহারাজ।

মান্যবর ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ, কাশীর মহারাজ।

মান্যবর আজিমজা জাহির-উদ্দৌলা, আর্কটের প্রিন্স।

নাইট কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (দ্বিতীয় শ্রেণী)।

মান্যবর শিবজি ছত্রপতি, কোলাপুরের রাজা।

জেমস ফিটজেমস ষ্টিফেন, গবর্ণর জেনেরলের সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য।

মান্যবর আনন্দরাও পূয়ার, ধারের রাজা।

আর্থার হবহাউস, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের দ্বিতীয় অর্ডিনারি সভ্য।

মান্যবর মান সিংহজি দ্রাঙ্গাদ্রার রাজা সাহেব।

এডওয়ার্ড ক্লাইব বেলি, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সেলের তৃতীয় অর্ডিনারি সভ্য।

মান্যবর শ্রী বিভাজি, নাউনগরের জাম।

স্যার জর্জ কুপার, উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

রিয়ার আডমিরাল রেজিনাল্ড জন ম্যাকডনাল্ড, ভারতবর্ষের ভারতেশ্বরীর রণতরীদলের প্রধান অধ্যক্ষ।

সহচর ভারত-নক্ষত্র (তৃতীয় শ্রেণী)।

সৈয়দ ফতে আলি খাঁ বাহাদুর, বঙ্গনাপিলের নবাব।

জন হেনরি মরিস, মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনর।

জ্বোয়ালা সাহি, কাশ্মীরের দেওয়ান।

হুইটলি ষ্টোক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন বিভাগের সেক্রেটরি।

রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলেক, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কাউন্সেলের সভ্য।

জর্জ থরণহিল, মান্দ্রাজের রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান সভ্য।

বি, কৃষ্ণাইয়েঙ্গার, প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর।

আগষ্টাস রিভার্স টমসন, ব্রিটিস ব্রহ্মদেশের একটিং প্রধান কমিশনর।

আজাম গৌরী শঙ্কর উদয় শঙ্কর, ভাউনগরের জয়েণ্ট এডমিনিষ্ট্রেটর।

টমাস হেনরি থরণটন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী।

শশিয়া শাস্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-দেওয়ান।

এ, এম, মণ্টিথ, পোষ্ট আফিষের ডিরেক্টার জেনেরল।

বক্সি খোনান সিংহ, হোলকার রাজ্যের সেনাপতি।

টি, সি, হোপ, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি।

হজুরৎ নুর খাঁ, জজুরার নবাব।

সি, টি, মেটকাফ, কলিকাতা পুলিশের প্রতিনিধি কমিশনর।

সেট গোবিন্দ দাস, মথুরা।

মেজার টমাস কাণ্ডি, বোম্বাই।

দোষাভাই ফ্রেমজি, বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় পুলিশ মেজিষ্ট্রেট।

মেজার আর, জি, স্যাণ্ডিমান।

কাপ্তেন এল, জে, এচ, গ্রে।

কাপ্তেন পি, এল, এন, কাবেগনারি, কোহাটের ডেপুটী কমিশনর।

জি, সি, এম, বার্ডউড, এডিনবর্গ।

জি, ডবলিউ, কেলনার, একাউণ্টেণ্ট জেনেরল, কলিকাতা।

ই, আরনল্ড, পুনা কলেজের প্রিন্সিপাল।

সপ্তম অধ্যায়।

দেশীয় উপাধি বিতরণ।

মহামান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর নিম্নলিখিত রাজগণকে নিম্নলিখিত উপাধি প্রদান করেন ;—

রাজগণের নাম।		উপাধি।
মান্যবর বরদার গুইকুমার	......	"ফারজন্দ-ই-খাস-ই-দৌলত-ই-ইংলিশিয়া।"
মান্যবর গোয়ালিয়রের মহারাজ	......	"হিসাম-উস সুলতানাত।"
মান্যবর কাশ্মীরের মহারাজ	......	"ইন্দ্র মহীন্দ্র বাহাদুর সিপা-ই-সুলতানাত।"
মান্যবর অজয়গড়ের মহারাজ	......	"সোয়াই।"
মান্যবর বিজৌয়ারের মহারাজ	......	"সোয়াই।"
মান্যবর চরখারির মহারাজ	......	"সিপাদার উলমুলুক।"
মান্যবর দাতিয়ার মহারাজ	......	"লোকেন্দ্র।"

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, নিম্নলিখিত দেশীয় রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগত সম্মান স্বরূপ "মহারাজ" উপাধি প্রদান করিলেন ;—

আনন্দ রাও পূয়ার, ধারের রাজা।

ছত্র সিংহ, সাম্পথারের রাজা।

ধনুর্জ্জয় নারায়ণ ভঞ্জদেব, কেল্লা কিওঞ্জরের রাজা, উড়িষ্যা।

দিব্য সিংহ দেব, পুরীর রাজা, উড়িষ্যা।

যোগেন্দ্রনাথ রায়, নাটোর।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

কৃষ্ণচন্দ্র, ময়ূরভঞ্জের রাজা, উড়িষ্যা।

মহীপৎ সিংহ, পাটনা।

মান্যবর রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, শোভাবাজার, কলিকাতা।

রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ, সুসঙ্গের রাজা, ময়মনসিংহ।

রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর, কলিকাতা।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, নিম্নলিখিত দেশীয়া সম্ভ্রান্তা রমণীত্রয়কে ব্যক্তিগত সম্মান স্বরূপ "মহারাণী" উপাধি প্রদান করিলেন ;—

শ্রীমতী রাণী হিঙ্গণকুমারী, পাণ্ড্রা, মানভূম।

শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী দেব্যা, সিহাড়শোল, বর্দ্ধমান।

শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেব্যা, নাটোর, রাজসাহী।

মহামান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, রাজা স্যার দিনকর রাও, কে, সি, এস, আইকে ব্যক্তিগত সম্মান স্বরূপ "রাজা মুসার-ই-খাস বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন।

মহিমবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, নিম্নলিখিত দেশীয় রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগত সম্মান স্বরূপ নিম্নলিখিত উপাধি সমূহ প্রদান করিলেন ;—

রাজা বাহাদুর।

রঘুবীর দয়াল সিংহ, বীরোন্দার রাজা।

কুল্লুক সিংহ, সুরিলার রাজা।

রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া, সিহাড়শোল, বর্দ্ধমান।

রাজা হরবল্লভ সিংহ, বিহার।

রাজা হরনাথ চৌধুরী, দুবলহাটী, রাজসাহী।

রাজা মঙ্গল সিংহ, ভিনাই, আজমীর।

রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর, বীরভূম।

উদিত প্রতাপ দেব, খারোন্দের রাজা।

রাজা।

বাবু অজিত সিংহ, তিরায়ুল, প্রতাপগড়।

বাবা বলবন্ত রাও, জব্বলপুর।

রাজা বলবন্ত সিংহ, গাঙ্গোয়ানা।

দামারা কুমার ভেঙ্কাটাপা নাইডু, কালাস্তির জমীদার।

দেব সিংহ, রাজগড়ের রাজা।

বাবু দিগম্বর মিত্র, সি, এস, আই, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।

রাও গঙ্গাধর রাম রাও, পীটাপুরের জমীদার।

রাও ছত্র সিংহ, কন্যাধানের জাইগীরদার।

বাবু হরিশচন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিংহ।

কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার, কলিকাতা।

বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ, দিনাজপুর।

কুমার হরনারায়ণ সিংহ, হাট্রাস, আলিগড়।

লক্ষণ সিংহ, ডেপুটী কালেক্টার, বুলেন্দসহর।

স্যার টি, মাধবরাও, কে, সি, এস, আই, বরদার মন্ত্রী।

ঠাকুর মাধুসিংহ, সাওয়ার, আজমীর।

প্রতাপ সিংহ, পিসাঙ্গন, আজমীর।

রামনারায়ণ সিংহ, খায়রা, মুঙ্গের।

বাবু শ্যামানন্দ দে, বালেশ্বর।

বাবু শ্যামাশঙ্কর রায়, তিওতা।

সরদার সুরত সিংহ মাজিথিয়া, সি, এস, আই।

রাও সাহেব ত্রম্ব্যকজি নানা আহীর রাও, নাগপুর।

কান্তকিশোর ভূপতি, সুকিন্দার জমীদার, উড়িষ্যা।

পদ্মনাভ রাও, আাউলের জমীদার, উড়িষ্যা।

রায় বাহাদুর।

অর্কট নারায়ণ স্বামি মুদেলিয়ার, বাঙ্গালোর।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায়, মুরশিদাবাদ।
বাবু বৈদ্যনাথ পণ্ডিত, কেল্লাদর্পণের জমীদার, কটক।
লালা বদ্রিদাস, রাজপ্রতিনিধির মুকিম।
চাহাদি সুভিয়া, এসিষ্টেণ্ট কমিশনর, কুর্গ।
দাসমল, হুসিয়ারপুরের ভূতপূর্ব্ব তহশীলদার।
বাবু দুর্গাপ্রসাদ সিংহ, মধুবাণীর জমীদার, চাম্পারণ।
বাবু গোলকচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
বাবু গোপালমোহন সরকার, গবর্ণমেণ্ট হাউসের খাজাঞ্চী।
হরিচাঁদ যাদুজি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি পে আফিষের প্রধান কেরাণী।
ইয়েলা মুল্লাপা সেটী, বাঙ্গালোর।
রায় কল্যাণ সিংহ, অমৃতসর।
মান্যবর বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বেঙ্গল কাউন্সেলের অবৈতনিক সভ্য।
কানাইয়ালাল, পুলিশের এসিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পঞ্জাব।
লক্ষ্মণ রাও, মহীশূরের মহারাজের এডিকং।
ঠাকুর মঙ্গল সিংহ, আলোয়ার-শাসন-সভার সভ্য।
বকসি নরসাপা, মহীশূরের মহারাজের এডিকং।
বাবু নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, চূড়ামণের জমীদার, দিনাজপুর।
বাবু নিমাইচরণ বসু, কোথারের জমীদার, বালেশ্বর।
রামরত্ন সেট, মহাজন, মীয়ানমীর।
বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল, এল, ডি, কলিকাতা।
মান্যবর বাবু রামশঙ্কর সেন, বেঙ্গল কাউন্সেলের সভ্য।
বাবু চৌধুরী রুদ্রপ্রসাদ, নামপুরের জমীদার, সীতামারি।
পণ্ডিত রূপনারায়ণ, আলোয়ার-শাসন-সভার সভ্য।
বাবু রাধাবল্লভ সিংহ দেও, বাকুণ্ডার জমীদার।
রায় সাহেব সিংহ, দিল্লী।
বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মুক্তাগাছার জমীদার।

রায় ওমরাও সিংহ, দিল্লী।
বাবু উগ্রনারায়ণ সিংহ, সুপল, ভাগলপুর।

রাও বাহাদুর।

রাও ভক্ত সিংহ, চেইদলা, মিবার।
বাবুৎ সিংহ, পোকারাণের ঠাকুর, রাজপুতানা।
ভগবন্ত রাও দেশপাণ্ডে, ইলিশপুর।
দাজি নীলকণ্ঠ নাইগারকার, বোম্বাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক।
গোপাল রাও হরি, আহম্মদবাদের ছোট আদালতের বিচারপতি।
গোকুলজি ঝালা, জুনাগড়, কাটিবার।
জগবিন দাস কুশল দাস, ডেপুটি কালেক্টার, সুরাট।
রাও সাহেব হরি নারায়ণ, পুলিশ ইনশপেক্টার, আমেদনগর।
রাও ছত্রপতি, আলিপুরার জাইগীরদার।
কিশোরী সিংহ, কুচওয়ানের ঠাকুর, রাজপুতানা।
ক্ষীর লক্ষণ ছত্রী, ডেকান কলেজের গণিতাধ্যাপক।
খন্দরাও বিশ্বনাথ, ডেকানের দ্বিতীয় শ্রেণীর সরদার।
কেশব রাও ভাস্কর, কাটিবারের ডেপুটী এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট।
কুশভাই শরভাই, রেওয়াকান্তার দপ্তরদার।
দেওয়ান লাল সিংহ, সিন্ধুপ্রদেশের গুনি তালুকের মুক্তিয়ারকার।
লক্ষ্মণ সিংহ, জিগনির রাও।
মধুরাও বাসুদেব ব্রেভ, কোলাপুরের কারবারি।
মাকাজি ধানজি, দ্রাঙ্গাদ্রার ভূতপূর্ব্ব কারবারি।
নন্দ শঙ্কর তালজা শঙ্কর, জুনাওয়ারা এবং সন্তের এসিঃ পলিঃ এজেণ্ট।
নারায়ণ রাও অনন্ত মুতালিক, কারাদ, সাতারা।
নারায়ণ ভাই দান্দেরকর, বেরারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার।
প্রেমভাই হেমভাই, আহম্মদাবাদ।
রাও পৃথ্বি সিংহ, টোরি ফতেপুরের জাইগীরদার।

শিবনাথ সিংহ, ক্ষেরওয়ার ঠাকুর, রাজপুতানা।
শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ, বোম্বাই।
সদাশিব রঘুনাথ যশী, মাধোলের কারবারি।
শিবলিংহ গাদা, মোরতালি, কানাড়া।
ত্রিমল রাও বেঙ্কটেশ, ধারওয়ারের ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি।
বিনায়ক রাও জনার্দ্দন কীর্ত্তনি, বরদার নায়েব দেওয়ান।
বিহারিদাস অজভাই, নেরিয়াদের দেশাই, কায়রা, বোম্বাই।
উমানরাও পীতাম্বর চেতনেশ, সুমন্তওয়ারির সেরেস্তাদার।
বাসুদেব বাপুজি, বোম্বাই পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের এসিং ইঞ্জিনিয়ার।

রাও সাহেব।

ঠাকুর বাহাদুর সিংহ, মসুদা, আজমীর।
গোবিন্দ লাও কৃষ্ণ ভাস্কর, নিমার।
ঠাকুর হরি সিংহ, দেওলিয়া আজমীর।
ঠাকুর বল্যাণ সিংহ জুনিয়ন আজমীর।
মাধুরাও গঙ্গাধর চেতনাবিশ, নাগপুর।
ঠাকুর মধু সিংহ, কারওয়ার, আজমীর।
রাজাবা মোহিত, নাগপুর।
ঠাকুর রণজিৎ সিংহ, বন্দনওয়ারা, আজমীর।

রাও।

বহরমল, বারারের রাওয়াৎ, মাহিরওয়ারা, রাজপুতানা।
যাদু রাও পাণ্ডে, ভান্দারা।
ঊমা, কুকরার রাওয়াৎ, মাহরওয়ারা, রাজপুতানা।
অনিরুদ্ধ সিংহ, পালদেওয়ের জাইগীরদার, মধ্য ভারতবর্ষ।

রায়।

বিষ্ণু লারূপ, আজমীরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার।

সেট চাঁদ মল, আজমীর।

কোথারি চাঁদ মল, মিবারের রাজভাণ্ডারাধ্যক্ষ।

মেথা পান্নালাল, মিবার রাজ্যের কনিষ্ঠ মন্ত্রী।

সেট সমীর মল, আজমীর।

সরদার বাহাদুর।

রায় মুন্সি আমীন চাঁদ, জুডিসিয়াল এসিঃ কমিশনর, আজমীর।

সরদার।

রতন সিংহ, (ঝিলমের অন্তর্গত রোটাস) মধ্যপ্রদেশের পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ঠাকুর রাওয়াৎ।

ঠাকুর হীরা, দেওয়ার পরগণা, মাহিরওয়ারা, রাজপুতানা।

ঠাকুর।

লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, কেরা, সিংহভুম।

নবাব।

আসান উল্লা খাঁ বাহাদুর, ঢাকা।

সৈয়দ আবদুল হোশেন, মুঙ্গের।

মহম্মদ আলি খাঁ বাহাদুর, চাতোরি, বুলন্দসহর।

মান্যবর মীর মহম্মদ আলি, ফরীদপুর।

খাঁ বাহাদুর।

আবদুল রহিম খাঁ, ইসাখেলের খাঁর পুত্র, বান্নু প্রদেশ।
আউলাদ হোসেন, মধ্যপ্রদেশের এসিঃ কমিশনর।
আবদুল কাদের, মহীশূরের মেজিষ্ট্রেট।
মৌলবী আবদুল লতিফ, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট, কলিকাতা।
আলি খাঁ, মুঙ্গেরের জমীদার।
নবাব আল্লাদাদ খাঁ, করাচি কালেক্টরি।
ভিখন খাঁ, পরচৌনির জমীদার, পশ্চিম ত্রিহুত।
বোমানজি সোরাবজি, এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, বোম্বাই।
চৈতন সা, পেশোয়ারের এসিষ্টাণ্ট সার্জন।
কারসেটজি রস্তমজি, বরদার প্রধান বিচারপতি।
দাবর রস্তমজি ক্ষুরসেদজি মোদি, সুরাট।
দাদ মহম্মদ জাকরানি, জাকোবাবাদ।
কাজী ইব্রাহিম মহম্মদ, বোম্বাই।
ঘাউস সা কাদরি, মাকন্দর, বাবাবাদন পর্ব্বত।
ইমাম উদ্দীন খাঁ, বাঙ্গালোর।
জেমসেটজি ধনজি ভাই ওয়াদিয়া, বোম্বাই।
কাদের মহীউদ্দীন সাহেব, মহীশূর।
সৈয়দ ফাদিল সা, বর্ণছার, লাহোর, সিন্ধু প্রদেশ।
মহম্মদ জান, অমৃতসর।
মৌলবী মুসম মিঞা, বাল্লাপুর, আকোলা।
মহম্মদ আলি, এসিঃ কমিশনর, বাঙ্গালোর।
মীর হায়দার আলি খাঁ, মহীশূর।
মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী, নাটোরের জমীদার।
সৈয়দ মহম্মদ আবু সৈয়দ, পাটনার জমীদার।
মুঞ্চারজি কাউয়াসজি, বোম্বাইয়ের এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার।
কাজী মীর জালালুদ্দীন, বোম্বাই।
মীরজা আলি মহম্মদ, করাচি।

মীর গুল হাসন, হাইদ্রাবাদ, সিন্ধু প্রদেশ।
সৈয়দ মুরাদ আলি সা, রোরি, শিকারপুর।
মীর হাফেজ আলি, মাতোয়ালি দরগা, আজমীর।
মীর নিজাম আলি, আজমীর।
নসরওয়াঞ্জি কারসেটজি, আমেদনগর, বোম্বাই।
পেষ্টনজি জাহাঙ্গীর, বন্দোবস্তী কমিশনর, বরদা।
পূরামল, হাইদ্রাবাদ, সিন্ধু প্রদেশ।
পীরবক্স, কোহাওয়ায়ের জমীদার, শিকারপুর।
রহমৎ খাঁ, পঞ্জাবের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার।
রুস্তমজি সোরবজি, ব্রোচ, গুজরাট।
কাজী সাহাবুদ্দীন, রাজস্ব মন্ত্রী, বরদা।
জমাদার সালেহিন্দি, জুনাগড়, বোম্বাই।
ওয়ালি মহম্মদ, দিঙ্গন, ভুরস্ত্রি, অমরকোট, সিন্ধু প্রদেশ।

খাঁ।

বুধা খাঁ, হাতুন, মাহিরওয়ারা, রাজপুতানা।
ফতে খাঁ, চাঙ্গ।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, নিম্নলিখিত দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বংশগত সম্মান স্বরূপ নিম্নলিখিত উপাধি প্রদান করিলেন ;—

নাম।	উপাধি।
মহারাজ স্যার জয়মঙ্গল সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস, আই, গিধোড়, মুঙ্গের	মহারাজ বাহাদুর।
ধর্ম্মজিৎ সিংহ দেব, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত উদয়পুরের সরদার	রাজা।
নবাব খাজে আবদুল গনি, সি, এস, আই, ঢাকা	নবাব।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন ;—

নাম।		উপাধি।
দেওয়ান গয়েস উদ্দীন আলি খাঁ, সাজাদা নাসিন, আজমীর	......	সেখ উল মুসাকি।
সরদার আতর সিংহ বাহাদুর, জাইলদার, পাতিয়ালা	......	মালজ-উল-উলমাও-উল-ফাজালা।

দেওয়ান বাহাদুর।

গজরাজ সিংহ, যাওর দেওয়ান, মধ্যভারতবর্ষ।

দেওয়ান।

পণ্ডিত মানফল, সি, এস, আই, অনারারি এসিষ্টেণ্ট কমিশনর।

অনারারি এসিষ্টেণ্ট কমিশনর।

নবাব আবদুল মেজিদ খাঁ, অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেট।
সরদার অজিৎ সিংহ, আতরিওয়ালা, অমৃতসর।
আগা কালব আবিদ, একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনর।
কর্ণেল ধনরাজ, কুঞ্জা, গুজরাট, ঐ
সৈয়দ কায়েম আলি, ঐ
রায় মূল সিংহ, অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেট, গুজরাণওয়ালা।
সোধি মান সিংহ, ফিরোজপুর, অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেট এবং অবৈতনিক ঐ
মহম্মদ সুলতান খাঁ, একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনর।
মীরজা আজম বেগ, ঐ
পণ্ডিত মতিলাল, কাথজু, ঐ
নবাব নিবাইস আলি খাঁ, কাজিলবাস, লাহোর।
দেওয়ান শঙ্করনাথ, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, লাহোর।

অষ্টম অধ্যায়।

বন্দী-মুক্তি।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের আর্য্যরাজগণ কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রাজ্যের কারাগারস্থ বন্দীদিগকে ক্ষমা পূর্ব্বক মুক্তিদান করিয়া আসিতেছিলেন। যবন-শাসনেও সে প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। রাজকুমারের জন্ম, উপনয়ন, পরিণয়, বিদেশ জয়, এবং সন্ধি প্রভৃতি উপলক্ষে আর্য্যরাজগণ কেবল বহুসংখ্যক বন্দীকে মুক্তিদান করিতেন না, হত্যাকারী প্রভৃতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ডও রহিত করিতেন। ব্রিটিস রাজ্ঞী মান্যবতী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ ভারতের ইতিহাসের একটি অতীব প্রধান ঘটনা—মহানন্দ-ঘটনা। ভারতেশ্বরী, আসিয়িক প্রথামত—ভারতে সেই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রথামত এই শুভদিনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বন্দী এবং নির্ব্বাসিতদিগের মুক্তিদানের আজ্ঞা দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবা মাত্র হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের সমগ্র অধিবাসী, যাঁহাদিগের আত্মীয় বান্ধবাদি নির্ব্বাসিত এবং কারাবদ্ধ থাকায়, এই শুভ মহোৎসব উপলক্ষেও নিতান্ত বিষন্ন ছিলেন, তাঁহারা অনুপ আনন্দ প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী সেই পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথাবলম্বনে এই আনন্দময় দিনে বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিতেছেন শুনিয়া, আপামর সর্ব্বসাধারণেও মহাতুষ্ট হন।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক অপরাধীকে মুক্তিদান অসম্ভব, এবং তদ্দ্বারা দেশের অনিষ্ট সম্ভাবনা বলিয়াই, রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর পূর্ব্ব হইতেই এই বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে এক আজ্ঞা প্রচার করেন। কতকগুলির মেয়াদের সময় হ্রাস এবং পোর্ট ব্লেয়ারে ও ষ্ট্রেট সেটেল্‌মেণ্টে

যাবজ্জীবন বা সংখ্যাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্ব্বাসিতদিগকে মুক্তিদান এবং যে সকল পলায়িত রাজদ্রোহীর দ্বারা দেশের আর কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য এবং শত মুদ্রা ঋণের জন্য যাঁহারা দেওয়ানি কারাগারে বন্দী থাকেন, গবর্ণমেণ্টের নিজ ধনাগার হইতে তৎসমস্তের ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্তি দিবার জন্য আজ্ঞা দান করেন। সাধারণ বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে সকাউন্সেল রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল ব্যবস্থা দেন যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের শতকরা ১০ দশজন বন্দীকে মুক্তি দান করা হইবে, এবং সেই সূত্রে প্রত্যেক গ্রামবাসী বন্দীগণ যাহাতে মুক্তি পাইতে পারে, এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিতে হইবে। যে সকল বন্দী কারাগারে অবস্থান কালে দুশ্চরিত্রতা এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে, যে সকল খুনী এবং ডাকাইত এবং অন্য যে সকল বন্দীর মুক্তির দ্বারা রাজ্যে পুনরায় রক্তপাতাদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, এবং যে সকল বন্দী সাধারণতঃ অপরাধব্যবসায়ী এবং যাহারা দুই বারের অধিক কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। কেবল তিন শ্রেণীর ইংরাজ এবং দেশীয় বন্দীদিগের মধ্যে শতকরা দশজন মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ যে সকল বন্দীর স্বভাব উত্তম, কেবল দৈবাৎ হাঙ্গাম, বিবাদ, লোকের অপমান এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর আঘাত করিয়া বন্দী হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ যাহারা অতি অল্পবয়সে হঠাৎ অপরাধ করিয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ যাহারা গুরুতর অপরাধী, কিন্তু কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী থাকিয়া, সৎ-স্বভাবশীল হইয়াছে, অপর তাহাদিগের ন্যায় চিরজীবনের জন্য যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত থাকিয়া সৎস্বভাবশীল হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে শতকরা দশজন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। রাজপ্রতিনিধির উক্ত ব্যবস্থামত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল শতকরা ১০ জন করিয়া বন্দীকে মুক্তি দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক একজন কর্ম্মচারিকে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। অপর কতক বন্দীর কারাবাস সময় সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে এই আজ্ঞা প্রদত্ত হয় যে, ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে সমস্ত কারাগারের যে সকল ব্যক্তি একমাসের জন্য বন্দী হইয়া, তাহাদিগের কারাবাসের অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করিয়াছে, কোন বিভিন্নতা না করিয়া তাহাদিগের সকলকেই মুক্তি দান করা

হইবে। এক মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বা তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক সময়ের জন্য প্রত্যেক বন্দী একপক্ষ, এবং যে সকল ব্যক্তি একবর্ষাধিক কালের জন্য বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রত্যেক বর্ষের কারণ এক এক মাস করিয়া সময় হ্রাস করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু যাহারা কেবল সচ্চরিত্র তাহাদিগেরই এই আজ্ঞা মত মিয়াদের কাল হ্রাস করা হয়। যাহারা দুইবারের অধিক বন্দী হইয়াছে বা সাধারণ শান্তিরক্ষার জন্য যাহাদিগকে বন্দী করা আবশ্যক তাহাদিগের প্রতি এ রূপা বর্ষণ হয় নাই।

দেওয়ানি বন্দীদিগের সম্বন্ধে সাউন্সেল গবর্ণর জেনেরল আজ্ঞা দেন যে, যাঁহারা ১০০৲ একশত টাকা ঋণের জন্য বন্দী হইয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের ঐ প্রকার বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের ঋণ গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে প্রদত্ত হইবে।

পোর্ট ব্লেয়ারে নির্ব্বাসিত বন্দীদিগের সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞা মত তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নির্ব্বাসিতদিগের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সমস্তস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা বিবেচনার্থ প্রেরণ করেন। গবর্ণর জেনেরল, ২৭৮ জন চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত পুরুষ এবং ৯০ জন রমণীকে একেবারে মুক্তি এবং সংখ্যাবদ্ধ সময়ের কারণ নির্ব্বাসিত ৬৫ জন স্ত্রী-পুরুষ এবং ১ জন খৃষ্টানকে মুক্তিদানের আজ্ঞা দেন, এমতে মোট ৪৩৪ জন নির্ব্বাসিত মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। একেবারে মুক্তিদান ব্যতীত সচ্চরিত্র নির্ব্বাসিত দিগের উক্ত দ্বীপের মধ্যে স্বাধীনতা বৃদ্ধির আজ্ঞা প্রদত্ত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান জন্য মেং ব্রডহার্ষ্ট নামক একজন কর্ম্মচারী সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হন। তিনি উক্ত নির্ব্বাসিতদিগের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া, ২২১ জনের মুক্তি প্রস্তাব করেন। সারাওয়াকে ৪ জন ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত, মান্দ্রাজে ষ্ট্রেট হইতে ৭ জন নির্ব্বাসিত, এবং বোম্বাইয়ে ষ্ট্রেট হইতে ৫জন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি একেবারে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এমতে মোট নির্ব্বাসিত ৬৭১ জন একেবারে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দী সংখ্যা অতীব অল্প, অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই রীতিমত কারাবদ্ধ না হইয়া, এক নির্দ্ধারিত স্থানে নজরাধীনে বাস করিতেছেন মাত্র। পঞ্জা-

বের সরদার কৃষ্ণকুমার এবং নারায়ণ সিংহ একেবারে মুক্তি এবং নানাস্থান-বাসী অপরাপর কতককে স্বাধীনতাদি প্রদান করা হয়।

মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর তালিকা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দেওয়ানি এবং ফৌজদারী বন্দী	১৫৩১৭
পোর্টব্লেয়ারে মুক্তি প্রাপ্ত নির্ব্বাসিত	৪৩৪
ষ্ট্রেটে এবং অন্যত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ঐ	২৩৭
	মোট ১৫৯৮৮ জন।

রাজবিদ্রোহীদিগের প্রতি ক্ষমা।

বিগত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনেরল, রাজবিদ্রোহীদিগের প্রতি ক্ষমা সম্বন্ধে যে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া, আজ্ঞা দেন যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহীদলের নেতা ছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করা গেল। তাহারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহাদিগের আগমন সংবাদ দিয়া, ভাবীকালের জন্য সচ্চরিত্রতার বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ বাসস্থলে অবস্থান করিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা যে যে স্থানে বাস করে, পরে কোন সময়ে সে স্থান হইতে অন্যত্র যাইবার বাসনা করিলে, অগ্রে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা জ্ঞাত করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহকালে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, বা হত্যাকারী বলিয়া গণিত এবং দিল্লীর শেষ সম্রাট-পুত্র ফিরোজ সার প্রতি এ ক্ষমা প্রয়োগ হইবে না।

ভারতবর্ষের কারাগারসমূহের বন্দীগণ এবং নির্ব্বাসিতগণ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারিতে হঠাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, কিরূপ আনন্দে উন্মত্ত হয়, তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনগণ কিরূপ সন্তোষ-সাগরে ভাসমান হইয়া

ভারতেশ্বরীর জয়ধ্বনি করে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় মহারাজও নিজ নিজ রাজ্যস্থ বহুল বন্দীকে মুক্তিদান করেন। শতমুদ্রার নিম্নসংখ্যক ঋণের কারণ দেওয়ানী বন্দীগণও যে অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মুক্তিদান করিতেছেন শুনিয়া, মধ্যপ্রদেশের শিওনি নামক স্থানের একজন মহাজন রাজভক্তি প্রকাশ জন্য নিজে বহুসংখ্যক অধমর্ণকে মুক্তি দান করেন। নির্ব্বাসিত এবং কারাবদ্ধ বন্দীগণ যখন দলে দলে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে নিজ নিজ আবাসে উপনীত হইতে লাগিল, তখনকার তাহাদিগের সেই আনন্দ এবং ভারতেশ্বরীর জয়ধ্বনি কিরূপ অকৃত্রিম, কিরূপ হৃদয়মোহন হইয়াছিল, ভাবুক তাহা সহজেই চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সমর্থ। ভারতে কোন কালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এরূপ বহুল সংখ্যক বন্দী একত্রে মুক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের ইতিহাসের ইহা একটি সর্ব্বপ্রথম প্রধান ঘটনা।

নবম অধ্যায়।

সৈন্যদলের পুরস্কার।

জগতের মধ্যে ব্রিটিসবাহিনীর ন্যায় বিশ্ববিজেতা বিক্রান্ত সৈন্যদল আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিসবাহিনী যে প্রদেশে গমন করিতেছে, সেই প্রদেশেই জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া, ভারতেশ্বরীর জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিতেছে। কি সমর-কৌশল, কি বাহুবল, কি সাহস, কি সহিষ্ণুতা, কি দক্ষতা ব্রিটিস সৈন্যদল তৎসমস্ত সদগুণেই ভূষিত। ব্রিটিস রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করিয়া, সেই বিশ্ববিজেতা বাহিনীর—বিশেষতঃ দেশীয় সৈন্যদলের সম্মান বৃদ্ধি এবং পুরস্কার দান করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে দেশীয় চিহ্নিত সৈন্যদলের বেতন বৃদ্ধিসহ সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়া সকলকেই মহা সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন করেন। কেবল মাত্র দেশীয় উচ্চশ্রেণীর সৈন্যদলের সম্মান কারণ "অর্ডার অব ব্রিটিস ইণ্ডিয়া" নামক এক উপাধি পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত উপাধি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং মোট ১৭৫ জন সৈনিক এতদিন সেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী এই শুভ দিনোপলক্ষে তাহার সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া, নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীর উপাধি প্রদান করেন।

"সরদার বাহাদুর" উপাধিসহ প্রথম শ্রেণী।

বঙ্গদেশ।

খাঁ সিংহ, ৪র্থ শ্রেণীর ইন্‌স্পেক্টার, আউদ পুলিশ।

রেসেলদার মেজার রহিমদাদ খাঁ বাহাদুর, ২য় বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী।

সুবেদার মেজার ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র বাহাদুর, ৪৫ গণিত দেশীয় পদাতী।

স্থবেদার গোবরা সিংহ বাহাদুর, ৮ম গণিত দেশীয় পদাতী।
,, মেজার সাওয়ারাম বাহাদুর, ১৩ শ ,, ,, ,, (শিখাবতী)
,, ,, রামরতন ,, ১৫ শ ,, ,, ,, (লুধিয়ানা)
,, রামচরণ বাহাদুর ,, ৩৮ শ ,, ,, ,, (আগ্রা)
,, মেজার রামরণ বাহাদুর সিংহ বাহাদুর ৪২শ ,, ,, লাইট ,, (আসাম)
,, ,, বাহাদুর বাহাদুর, ৪৩শ ,, ,, ,, ,, ,,
স্থবেদার রণবীর বাহাদুর, ১ ম গুরখা লাইট পদাতী।
,, স্বরূপজিৎ থাপা বাহাদুর, ২ য় ,, রেজিমেণ্ট।
,, মেজার তাঁজ বাহাদুর খাওয়াস, ৩ য় ,, ,, (কমায়ুন)
রেসেলদার রামটহল সিংহ বাহাদুর, ৪র্থ পঞ্জাব অশ্বারোহী।
স্থবেদার মেজার অনক সিংহ বাহাদুর, ৫ ম দেশীয় লাইট পদাতী।
,, ,, জীবন সিংহ ,, ৩২শ ,, পদাতী।
,, হবিবুল্লা খাঁ বাহাদুর, ৪৪শ ,, লাইট পদাতী। (শ্রীহট্ট)
,, মেজার খড়্গসিংহ রাণা বাহাদুর, ,, ,, ,,
,, মেজার বুলিয়া থাপা বাহাদুর, ৪র্থ গুরখা রেজিমেণ্ট।
,, শিবাশি সিংহ বাহাদুর, ৪৩শ দেশীয় পদাতী। (ফতেগড়)
রেসেলদার আসফ আলি বাহাদুর, ৩ য় বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী।
স্থবেদার মেজার বশওয়ান সিংহ বাহাদুর, সাপার এবং মিনার।
,, ,, করমতুল্লা খাঁ বাহাদুর, ৩৩শ দেশীয় পদাতী।
,, ,, পিয়াব বাহাদুর, ১ ম পঞ্জাব পদাতী।
রেসেলদার কমরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর, ১৭শ বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী।
স্থবেদার মেজার বলবন্ত সিংহ বাহাদুর, ৬ ষ্ঠ দেশীয় লাইট পদাতী।
,, শিউবক্স দোবে বাহাদুর ১১ শ ,, পদাতী।
রেসেলদার মেজার মীর জাফর আলি বাহাদুর, ৫ ম পঞ্জাব অশ্বারোহী।
,, ,, আল্লাউদ্দীন খাঁ বাহাদুর, ২ য় অশ্বারোহী, হাইদ্রাবাদ।
স্থবেদার রামচন্দ্র বাহাদুর, ২ য় গুরখা রেজিমেণ্ট।
,, হুমাইল খাঁ বাহাদুর, ৪২ শ দেশীয় লাইট পদাতী।
,, রাম্নুকুমাইৎ বাহাদুর, ১৩ শ দেশীয় পদাতী।

মান্দ্রাজ।

সুবেদার	মেজার	সেখ হোমেদ "বাহাদুর,"	৬ ষষ্ঠ	দেশীয়	পদাতী।
,,	,,	সেখ সুরবর বাহাদুর,	২৯ শ	,,	,,
,,	,,	কৃষ্ণমামা বাহাদুর,	৪১ শ	,,	,,
,,	,,	মতুস্বামি বাহাদুর,	৫ ম	,,	,,
,,	,,	সেখ হোসেন বাহাদুর,	২৬ শ	,,	,,
,,	রঙ্গস্বামি বাহাদুর,		,,	,,	,,
,,	জাহাঙ্গীর খাঁ বাহাদুর,		,,	,,	,,
,,	নুসুমালু বাহাদুর,		১৪ শ	,,	,,
,,	মেজার সুবিয়া বাহাদুর,		৩৫ শ	,,	,,
,,	,,	মহম্মদ কাশিম বাহাদুর,	৩০ শ	,,	,,
,,	,,	লক্ষ্মণ সিংহ	২৭ শ	,,	,,
,,	,,	মোদিন খাঁ	২৮ শ	,,	,,
,,	,,	সেখ হোমেদ	৩ য়	,, লাইট	,,
,,	,,	মহম্মদ কাশিম	৩ য়	,,	,,
,,	,,	আপাভু	২৫ শ	দেশীয়	পদাতী।
,,	,,	দালিয়া	৭ ম	,,	,,
,,	,,	আপিয়া	৭ ম	,,	,,
,,	,,	বাবুরাম	৩৮ শ	,,	,,
,,	,,	ইয়াকুব খাঁ	১৩ শ	,,	,,

বোম্বাই।

রেসেলদার মেজার বেণী সিংহ "বাহাদুর," ৩ য়(মহারাণীর) লাইট অশ্বারোহী।

সুবেদার মেজার সিমাইলজি ইস্রেইল বাহাদুর, ২৭ শ দেশীয় ,, পদাতী।

,, বালাজি মোরে বাহাদুর, সাপার এবং মিনার।

,, সেখ ইমাম ধারওয়ার বাহাদুর, ১ নং দেশীয় পার্ব্বত্য গোলন্দাজ।

,, সই ইরেপা বাহাদুর, সাপার এবং মিনার।

রেসেলদার মেজার মীর কাশিম আলি বাহাদুর, ৩ য় সিন্ধু অশ্বারোহী।
সুবেদার মেজার শ্যামলজি ইসাজি বাহাদুর, ৩ য় দেশীয় লাইট পদাতী।
" " পীতাম্বর বাহাদুর, ২৯ শ দেশীয় পদাতী।
" " চন্দম দিচ্ছিত বাহাদুর, ১৫ শ " "
" " রুবেনজি ইস্রেইল বাহাদুর, ৮ ম " "
রেসেলদার মেজার হোসেনবক্স বাহাদুর, পুনা অশ্বারোহী।
" " মুস্তাফা খাঁ বাহাদুর, ১ ম সিন্ধু অশ্বারোহী।
সুবেদার মেজার সেখ মদ্দার বাহাদুর, ২৫ শ দেশীয় লাইট পদাতী।
" " সেখ ওসমান বাহাদুর, ৯ ম দেশীয় পদাতী।
" " সেখ ইস্মাইল বাহাদুর, ২১ শ " "
রেসেলদার মেজার সেখ হোসেন, ২ য় লাইট অশ্বারোহী।
সুবেদার মেজার দেবী সিংহ, ২০ শ দেশীয় পদাতী।
" " অপূর্ব্বল সিংহ ১৪ শ " "

"বাহাদুর" উপাধিসহ দ্বিতীয় শ্রেণী।

বঙ্গদেশ।

সুবেদার মেজার গণেশ সিংহ, ২৭ শ দেশীয় পদাতী। (পঞ্জাব)
" " গোমুন্দ সিংহ, ২ য় শিখ পদাতী।
" " আবদুল্লা খাঁ, ২৬ শ দেশীয় পদাতী। (পঞ্জাব)
" " রসুল খাঁ, ৬ ষ্ঠ পঞ্জাব পদাতী।
" " পীর বক্স, ২২ শ দেশীয় পদাতী। (পঞ্জাব)
" " সোহনলাল তিওয়ারি, ৮ ম " "
" " ভান্দু কান, দিওলি ইরেগুলার সৈন্য, পদাতী।
রেসেলদার মেজার জাফর আলি খাঁ, ৩ য় পঞ্জাব অশ্বারোহী।
সুবেদার মেজার মর্দ্দান আলি সা, ১ নং পার্ব্বত্য কামান দল।
রেসেলদার মেজার খাঁনান খাঁ, রাজপ্রতিনিধির এডিকং।

সুবেদার মেজার ঝুম্মন সিংহ,	১৭ শ দেশীয় পদাতী।
রেসেলদার মেজার সেখ বাহাদুর,	১ ম অশ্বারোহী হাইদ্রাবাদ।
সুবেদার মেজার সেখ মাভুব,	৩ য় দেশীয় পদাতী।
,, ,, অর্জ্জুন সিংহ,	১৯ শ ,, ,, (পঞ্জাব)
,, গামা খাঁ,	২৪ শ ,, ,, ,,
,, হুকম সিংহ,	৪৫ শ ,, ,, (রাট্টের শিখ)
,, নেহাল সিংহ,	২০ শ ,, ,, (পঞ্জাব)
,, খোয়াজ মহম্মদ,	৯ ম ,, ,,
রেসেলদার রাম সিংহ,	২ য় ,, ,, (মধ্য ভারতবর্ষ)
সুবেদার শিবু সিংহ,	৩ য় গুরখা। (কামায়ুন)
,, চতুর্ভুজ আওয়াস্তি,	৪ র্থ দেশীয় পদাতী।
,, ভোলাপ্রসাদ সুকুল,	সাপার এবং মিনার।
,, নেহাল সিংহ,	১৪ শ দেশীয় পদাতী। (ফিরোজপুর)
রেসেলদার জাহাঙ্গীর খাঁ,	১০ শ বঙ্গদেশীয় বর্শাধারী।
সুবেদার রণবীর ক্ষত্রী,	২ য় গুরখা।
সুবেদার শিউথাল সিংহ,	২ য় দেশীয় লাইট পদাতী।
,, গোবর্দ্ধন সিংহ,	৪১ শ ,, পদাতী। (গোয়ালির)
রেসেলদার তাহর খাঁ,	৬ য় বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী।
সুবেদার রামবক্স মিশ্র,	নেপাল অনুরক্ষী দল।
রেসাইদার এবং উর্দ্দি মেজার ইমাম বক্স খাঁ,	১৫ শ বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী।

মান্দ্রাজ।

সুবেদার মেজার মারওয়ার সিংহ,	৪০ শ দেশীয় পদাতী।
,, ,, সেখ ইমায়ম,	১৫ শ ,, ,,
,, ,, নাগিয়া,	৩১ শ দেশীয় লাইট পদাতী।
,, ,, ভিরাও,	২৩ শ ,, ,, ,,
,, ,, ভবানী সিংহ,	১৬ শ দেশীয় পদাতী।
,, ,, সেখ বুদেন,	৪ র্থ ,, ,,
,, ,, আবদুলনবী,	১ ম লাইট অশ্বারোহী।

সুবেদার সরদার খাঁ,		১ ম	দেশীয়	পদাতী।
,,	সেখ মরদান	১৯ শ	,,	,,
,,	সেখ আবদুল কাদের,	২ য়	,,	,,
,,	সৈয়দ আমেদ,	৩৬ শ	,,	,,
,,	সেখ সেকেন্দার,	৩৭ শ	,,	,,
,,	হোমেদ বেগ,	৯ ম	দেশীয়	পদাতী।
,,	মেনুয়েল ডেবিস ক্রোজেন,	৪৪ শ	লাইট	,,
,,	সেখ ওসমান,	৩২ শ	দেশীয়	,,
,,	পিথিপীরমল,	৩৯ শ	,,	,,
,,	রঙ্গীয়া,	২২ শ	,,	,,
,,	মহম্মদ মৈদিরী,	১১ শ	,,	,,
,,	সৈয়দ আবদুল কাদের,	১০ ম	,,	,,
,,	গোলাম নবী,	২০ শ	,,	,,
,,	ইয়াকুব খাঁ,	৩৩ শ	,,	,,

বোম্বাই।

সুবেদার	মেজার	লুইস গাবরিয়েল	২৩ শ	লাইট	পদাতী।
,,	,,	সেখ সুলতান,	৬ ষ্ঠ	দেশীয়	পদাতী।
,,	,,	সলমন ইলিজা,	১৯ শ	,,	,,
,,	,,	দুরিও সিংহ,	১৮ শ	,,	,,
,,	,,	মহম্মদ খাঁ,	১১ শ	,,	,,
,,	,,	ভীমা নায়ের,	২৬ শ	,,	,,
,,	,,	লক্ষ্মীমণ রাও দৎগ্রে,	৭ ম	,,	,,
,,	,,	ইত্তুজি জাদু,	২৪ শ	,,	,,
,,	,,	ইসরজি ইস্রেইল,	১৬ শ	,,	,,
,,	,,	শিবজি সিন্ধে,	২ য়	,,	,,
,,	,,	মাধু শিরকা,	২২ শ	,,	,,
,,	,,	মিওসাজি ইস্রেইল,	১৭ শ	,,	,,

রেসেলদার মেজার ওয়ালি মহম্মদ,	১ ম	,,	,,
,, ,, হাজি খাঁ,	৩০ শ	,,	,,
,, ,, সেখ ওমর,	১০ শ দেশীয় লাইট		,,
রেসেলদার মেজার সাদি খাঁ,	২ য় সিন্ধু অশ্বারোহী।		
সুবেদার সেখ মইদীন,	৯ ম	দেশীয়	পদাতী।
,, গণেশ সিংহ,	২৮ শ	,,	,,
,, সেখ আবদুল্লা,	১৩ শ	,,	,,
,, রাঘোজি মরুস্কর,	৪ র্থ	,,	,,
,, ভিখা,	৩ য় দেশীয় লাইট পদাতী।		

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর, মহামান্যবতী রাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণে তুষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র ইংরাজ এবং দেশীয় নিম্নশ্রেণীয় সৈন্যদল এবং নন্‌কমিশণ্ড সৈনিক কর্ম্মচারীগণকে একদিনের বেতন পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন, এবং ভারবর্ষের রণতরী বিভাগের সমস্ত সৈন্যও সেইমত একদিনের বেতন পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং পঞ্জাবের প্রত্যেক পদাতী দলের সহিত এক এক দল বাদ্যকর নিয়োগের আজ্ঞা দেন। সৈন্যদল এই অনুগ্রহ, এই পুরস্কার এবং এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে, কিরূপ সন্তোষ সলিলে নিমগ্ন হয় তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিতে সমর্থ। বিশেষ দেশীয় কমিসন সৈনিক কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দান করায় আরও সন্তোষ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বাস্তবিক দেশীয় এবং ইংরাজ সৈন্যদল, ভারতে ভারতেশ্বরীর যেরূপ উচ্চ গৌরব রক্ষা, এবং ব্রিটিস বাহুবলের পরিচয় দান করিতেছে, তাহাতে এই শুভ ঘটনায় তাহাদিগের এই পুরস্কার লাভ যে পরম পরিতোষের বিষয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভারতেশ্বরী, পাশ্চাত্য জগতের প্রচলিত প্রথামত এই মহা ঘটনা উপলক্ষে আর একটী অনুষ্ঠান করেন। ইয়ুরোপ খণ্ডের রাজগণ এবং রাজ-

কুমারগণ, মিত্ররাজগণের সৈন্যদলের অবৈতনিক নেতা পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে পরম সম্মানের বিষয়। ভারতে সেইপ্রকার সম্মান প্রথা প্রচলন কারণ ব্রিটিস রাজ্ঞী, উক্ত নিয়মে মান্যবর মহারাজ জয়জ্বিরাও সিন্ধিয়া বাহাদুর এবং কাশ্মীরের মান্যবর মহারাজ রণধীর সিংহ বাহাদুরকে ব্রিটিস বাহিনীদলের অবৈতনিক জেনেরল পদে সন্তোষের সহিত নিযুক্ত করেন। ভারতে ব্রিটিস শাসনের ইতিহাসের ইহাও একটি নূতন ঘটনা।

দশম অধ্যায়।

রাজ-ভোজ।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি, মধ্যাহ্নে মহারাজস্থূয় সমিতিতে "ভারতেশ্বরী" উপাধি ঘোষণা করিয়া, রজনীতে এক রাজভোজ প্রদান করেন। সেই বৃহৎ ভোজ-সভায়, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের গবর্ণর দ্বয়, বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, এবং পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ত্রয়, কাউন্সেলের সভ্যগণ, প্রধান প্রধান শাসনকর্ত্তাগণ এবং রাজস্থূয় সমিতিতে আমন্ত্রিত প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষগণ এবং কতিপয় সন্ত্রান্ত দেশীয় মহারাজ আমন্ত্রিত হন। দেশীয় রাজগণ যে, আহার করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, কেবল রাজ-নিমন্ত্রণ রক্ষা এবং সেই ভোজ-সভায় রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা শ্রবণ জন্যই তাঁহারা উপস্থিত হন। মহাভোজ সমাপ্তির পর রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর নিম্ন-লিখিত বক্তৃতা করেন;—

রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

অদ্য মধ্যাহ্নকালে আমরা যে ঘটনা ঘোষণা কারণ সমবেত হই, ইতিহাসে

সেরূপ ঘটনা আর দ্বিতীয়বার বিবৃত হইবে না। সেই ঘটনা ব্রিটিস রাজ-মুকুটের প্রচলিত উপাধি এবং অভিধানসহ এক নূতন সংযোগ সাধন করিল ; সেই একমাত্র উপাধি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচায়ক, যাহা সেই ক্ষমতা এই বিস্তৃত পূর্ব্ব-জগতের মধ্যে দৃঢ়ী করণার্থ মান্যা মহিষীর কারণ রক্ষিত হইয়াছিল ; সেই একমাত্র উপাধি, মান্যবতী রাজ্ঞী যে প্রধান রাজক্ষমতা ধারণ করেন, তাহা সম্পূর্ণাংশে পরিজ্ঞাপক এবং মান্যবতীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দ হিন্দুস্থানের অতীব প্রাচীন রাজ-শাসনাপেক্ষা যে তাঁহার শাসন অন্তঃকরণে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তৎপ্রকাশক। (আনন্দধ্বনি) মহামান্য-বতীর স্বাস্থ্যোদ্দেশে কেবল মাত্র ইংলণ্ডের রাজ্ঞী বলিয়া নহে, ভারতেশ্বরী বলিয়া অদ্য এই সর্ব্ব প্রথম সুরাপানার্থ আমরা এই স্থলে পুনরায় সমবেত হইয়াছি। (আনন্দধ্বনি) মহাশয়গণ, মহামান্যবতী যখন এই উপাধি ধারণ করিয়া, কেবল মাত্র স্বত্ব নহে, বিধাতা এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে যে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন, সেই পদের গুরুতর কর্ত্তব্যতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকার এবং পবিত্রভাবে গ্রহণ করেন, তখন বিলাতের কতকগুলি ভীতচিত্ত নীতিজ্ঞ যাঁহাদিগের রাজনৈতিক আলোচনা জ্ঞান বিস্তৃত ঐতিহাসিকরূপে না হইয়া প্রাদেশিক মাত্র, তাঁহারা সভীতচিত্তে এই ঘটনাকে এক নূতন সানুষ্ঠান অনুমান করেন। আবিষ্কর্ত্তাদিগের ভীতি অপেক্ষা এই আবিষ্কৃত অনুষ্ঠান অল্প নূতনতা জ্ঞাপক। ভারতে ব্রিটিস সাম্রাজ্য যে প্রকৃতপক্ষে নূতন অনুষ্ঠান ইহা কাহার দ্বারা অস্বীকৃত হইতে পারে না। ইহা মহা নবানুষ্ঠান—জগত এরূপ অতীব মহা—নবানুষ্ঠান আর দেখে নাই। (আনন্দধ্বনি) কিন্তু যদি আমরা প্রবাদ সমর্থিত উক্তি "বিলম্বে সিদ্ধি" বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে, এই নবানুষ্ঠান ভীতিপ্রদ নহে (আনন্দধ্বনি) কারণ ইহা প্রায় তিনশত বর্ষ কাল চলিত হইয়া আসিতেছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ, এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রিটিস বণিককে এই ভারতে বাণিজ্য কারণ সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার "উপাধি" সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাসম্ভূত রাজভক্তির নিকট ঘোষিত হইল, যে রাজভক্তিতে সেই সম্প্রদায় মগ্ন ছিলেন। (গভীর আনন্দধ্বনি) সেই কারণে যদি ইহা নব শাসনানুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে

ইহা ভারতে ব্রিটিস ক্ষমতা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত নবানুষ্ঠানাবলী-সম্ভূত। (আনন্দ-ধ্বনি) আমি বিবেচনা করি যে, এক্ষণে এই উপাধির অর্থ কি, এই প্রশ্ন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, আমরা উত্তর দিব, ইহা অবস্থাসম্ভূত। যদি আপনারা ইহার অর্থানুসন্ধান করিতে চাহেন, চতুর্দ্দিক নিরিক্ষণ করুন, এবং আপনারা এই উপাধি যে সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট, সেই সাম্রাজ্যের অবস্থাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন। (গভীর আনন্দধ্বনি); কিন্তু এই সাম্রাজ্যের মুল উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক অভিপ্রায় এবং ঐতিহাসিক লক্ষণে কি দৃষ্ট হইতেছে? বর্ত্তমান অবস্থায় অদ্য তাহার সবিশেষ উত্তরদান দুঃসাহসের কার্য্য। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে; সমস্ত প্রজা পরস্পর শান্তি সম্ভোগ করিবে। তাহাদিগের প্রত্যেকে নিজের স্বেচ্ছামত পথে ন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন করিবার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে; প্রত্যেকে অপরের ধর্ম্মাক্রামণ না করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা এবং পালন করিবে, এবং প্রতিবাসিদিগের দ্বারা অনাক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতাতে বাস করিবে। (আনন্দধ্বনি) প্রথম দৃষ্টিতে ইহা অতি সরল এবং সহজ বলিয়া, এবং সহজেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু নানাবর্ণের নানা জাতীয় নানাবিধ অধিবাসীপূর্ণ এই সাম্রাজ্যে যখন আপনারা তাহা পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই এক বিষম সমস্যায় পতিত হইবেন, সে সমস্যা "সিজার, সার্লেমান বা আকবর কর্ত্তৃক পূরণ হয় নাই।" (আনন্দধ্বনি) আমরা সাম্রাজ্যে শান্তি রক্ষা করিব, এ কথা বলা অতি সহজ, কিন্তু যদি আমরা শান্তি রক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে বিবাদ বিদূরিত করিবার কারণ আমাদিগের আইনের প্রয়োজন, নতুবা সে শান্তি ভঙ্গ হইবে; এবং যদি আমরা সেরূপ ব্যবস্থা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তৎপ্রয়োগ কারণ বিচারপতির প্রয়োজন; এবং সেই বিচারপতিদিগের আজ্ঞা পরিচালনা জন্য শান্তিরক্ষক অর্থাৎ পুলিশের আবশ্যক; এবং তৎকালে বিচারপতিগণ, শান্তিরক্ষকগণ, এবং প্রজাপুঞ্জের রক্ষার কারণ অবশ্যই সৈন্যদলের প্রয়োজন। আপনারা যখন এই বিস্তৃত প্রদেশে—যে প্রদেশের অধিবাসিগণ বহু পুরুষ যাবত পরস্পরে শত্রুতা সাধন করিয়া আসিতেছে, সেই প্রদেশের প্রশস্ত শাসন প্রণালী প্রচলন করিতে হইলে, আপনাদিগকে দ্রুতগতিতে বা কঠোর রূপে নহে, ধীরে, মৃদুভাবে এই সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের একত্রিকৃত

সামাজিক জীবন এবং স্বভাব সংস্কার করিতে হইবে। (আনন্দধ্বনি) ব্রিটিস-শাসনের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এক্ষণে এইরূপ উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়া, আমরা স্বতঃই প্রশ্ন করিতে পারি—এই গুরুতর সমস্যা পূরণ জন্য কিরূপ যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে এবং এই ফলের স্থিতি চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা পক্ষে আমরা কিরূপ ক্ষমতার প্রতি নির্ভর করিব? আমাদিগের নিজের সৈন্য বলের উপর? আমাদিগের দেশীয় প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাসের উপর? আমাদিগের প্রধান প্রধান মিত্র রাজগণের রাজভক্তির উপর না করদ রাজগণের বিশ্বাসের উপর? এরূপ প্রশ্ন স্থলে আমার নিজের মত পক্ষে "হাঁ" এবং "না" উভয় উত্তর দান করিব। আমাদিগের সৈন্যদলের দক্ষতা, মিত্র এবং স্বাধীন রাজগণের বশ্যতা উৎকৃষ্টরূপে—উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই এই সাম্রাজ্য বল প্রাপ্ত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং তাহার দ্বারা ইহাও নিশ্চিত যে, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এমত একটি দেশীয় রাজ্য নাই যে, হঠাৎ ব্রিটিস-শাসন অপসরণ করিলে, সে রাজ্যে গোলযোগ এবং শেষ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। (আনন্দধ্বনি) কিন্তু ইহা কারণাপেক্ষা কার্য্যমূলকই অধিক; এবং আমি বিবেচনা করি যে, আমাদিগের ভারত সাম্রাজ্যে প্রকৃত বল এবং সেই বল স্থিতির স্থায়ী প্রতিভূ এক মাত্র পক্ষপাৎবিহীন এবং অনমনীয় ন্যায়বিচার। (আনন্দধ্বনি) ভারতে ব্রিটিস ক্ষমতা যে সকল প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা পূরণে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। আমাদিগের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণ এক্ষণে যেরূপ কার্য্যে সফলতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতে আমার সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাঁহারা নিস্বার্থভাবে, পক্ষপাতবিহীনরূপে এবং ধীরবুদ্ধি সহযোগে এক্ষণে যে কার্য্য সাধন এবং ভূষিত করিতেছেন, আমি তাহা সসম্মান স্বীকার জ্ঞাপন করিতেছি। (আনন্দধ্বনি) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন এবং তৎসম্বন্ধে সুমন্ত্রণা দানকার্য্যে যে সকল বিজ্ঞ এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি সময় ব্যয় এবং মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতর এক মহান ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন,—যাঁহার সমস্ত কথা অবিকল আমার স্মরণ নাই, কিন্তু যাহা আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি—যে একটি মাত্র অন্যায় বিচার, এবং আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট

যে মুল প্রণালীর উপর রক্ষা করিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইতে স্খলিত--অবিচার বিদূরিত করণ—উচ্চপদস্থই হউন বা সামান্য পদস্থই হউন, দেশীয় হউন বা ইউরোপীয়ই হউন, যে কেহ সেই অবিচারের ফলভোগী হউন, আমরা সেই অবিচার বিদূরিত করিতে অপারগতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, নিতান্ত কলঙ্ক হইবে এবং সেই কারণে কোন রাজস্ব সম্বন্ধীয় বা সৈনিক বিপদাপেক্ষা তাহা ভারতে ব্রিটিস শাসনের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইবে। (আনন্দধ্বনি) স্যার ফিটজেমস ষ্টিফেন এই যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা ভারতে ইংলণ্ডের নীতির পরিপোষকতা এবং ক্ষমতা রক্ষার উপায় স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে' আমি বিচেবনা করি, এই প্রধান মূল নীতিতে পবিত্ররূপে সম্মতি জ্ঞাপন এবং প্রকাশ্যরূপে স্বীকার জন্যই অদ্য এই প্রকাশ্য ঘোষণা হইল। (আনন্দধ্বনি) কিন্তু আমাদিগের দ্বারা ঘোষিত উপাধির আরও অন্য অভিপ্রায় আছে। ইহা জ্ঞাপন করিতেছে যে, অতঃপর ব্রিটিস রাজমুকুটের সম্মান, এবং সেই কারণে ব্রিটিসজাতির বল এই সাম্রাজ্য চিরস্থায়ীরূপে শাসন এবং এতদ রক্ষার উপর অর্পিত হইল। (গভীর আনন্দধ্বনি) আপনাদিগের সকলের নিঃসন্দেহ স্মরণ থাকিতে পারে যে, থেমিষ্টকল গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, তিনি একটি ক্ষুদ্ররাজ্যকে বৃহদাকারে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক কালে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, কোন এক রাজ্যকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিবার জন্য যথাসম্ভবমত চেষ্টা সাধনই রাজনৈতিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির উপায়। (আনন্দধ্বনি) আমার নিজের পক্ষে আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, নিজবলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানসহ উজ্জ্বলভাবে—হৃদয়াকর্ষকরূপে প্রধান রাজক্ষমতা পরিজ্ঞাপন, যাহা আমরা সৌভাগ্যক্রমে অদ্য মধ্যাহ্নে দর্শন করিয়াছি, তাহা নীচমতের শিষ্যগণের হৃদয়ে যথেষ্ট সপ্রমাণ ভাবাঙ্কন করিবে যে, মহামান্যবতীর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী রাজ্ঞী এলিজাবেথের ন্যায় "ক্ষীণা ললনার দুর্ব্বলদেহে প্রবল রাজার ন্যায় অন্তকরণ আছে" (আনন্দধ্বনি)—এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কারণ যে বৃহৎ নৈতিক অধিকার রক্ষা করিতেছেন, তাহা কোন শত্রুর নিকট কোনমতেই পরিত্যাগ করিবেন না। (প্রবল আনন্দধ্বনি) কিন্তু মহা-

শয়গণ, সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের কারণ মহামান্যবতীর এই রাজ্যের দেওয়ানি এবং সামরিক কর্ম্মচারিগণের প্রতি তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করেন। গর্ব্ব এবং নিশ্চয়তার সহিত তিনি তাহা করিতে পারেন। আমি বিশেষরূপে জানি যে, এই বিস্তৃত এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিস মুকুটাধীনে ইহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক দক্ষ, সাহসী, ব্রিটিস মুকুটের স্বার্থরক্ষার জন্য সমধিক দৃঢ়শ্রম এবং কার্য্যে নিযুক্ত ; সমধিক বিশ্বাসি, বা তাঁহাদিগের রাজ্ঞীর নিকট সমধিক কৃতজ্ঞার পাত্র রাজকর্ম্মচারী নাই। (আনন্দধ্বনি) যে প্রবল শাসন প্রচলন করিবার কারণ, যাঁহারা এই ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন এবং সংস্কার করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাদিগের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধির সমক্ষে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এবং ইহার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের সহযোগীগণ নহেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজকর্ম্মচারিগণ, যাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইতে আমি বিশেষ তুষ্ট হই, তাঁহাদিগের দক্ষতা, এবং সাধারণ মঙ্গলার্থে তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ অনুরক্তি সম্বন্ধে আমার উচ্চাভিপ্রায় জ্ঞাপন, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি যে অমূল্য সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমার নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া, আমি পরিতুষ্ট হইতেছি। (গভীর আনন্দধ্বনি) মহিমবরগণ, আপনারা শারীরিক অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়া, এই মহান্ ঘটনা সমাধনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। সেই উচ্চ কার্য্য সাধন জন্য আপনারা অপরাপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম— বিশেষ শ্রমশীল এবং বিশেষ এ সময়ে যাহা অতীব প্রয়োজনীয় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, সে সকল দ্বারা সাম্রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না, এবং অন্যপক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে। আপনাদিগের এখানে উপস্থিতির কারণ আমাদিগের নৈতিক সম্মিলন এবং সুমন্ত্রণা পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে। (আনন্দধ্বনি) মহাশয়গণ, আমি এক্ষণে আপনাদিগকে পাত্র পূর্ণ করিতে এবং আমার সহিত মিলিত হইয়া, আমাদিগের রাজ্ঞী এবং ভারতেশ্বরীর দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য, শান্তি এবং সমৃদ্ধির কারণ পান জন্য সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

রাজপ্রতিনিধির উক্ত মনোরম বক্তৃতা সমাপ্তির পর উপবিষ্ট প্রত্যেকে

ভারতেশ্বরীর স্বাস্থ্যোদ্দেশে বিশেষ আগ্রহের সহিত—সন্তোষের সহিত সুরা-পান করেন। রাজপ্রতিনিধির উপরোক্ত বক্তৃতা কিরূপ সারযুক্ত, কিরূপ নীতিজ্ঞতাপূর্ণ, কিরূপ হৃদয়হারী হইয়াছিল, নীতিজ্ঞগণ তাহা পাঠ করিয়াই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। সমগ্র আমন্ত্রিত ব্যক্তিই যে এই বক্তৃতা শ্রবণে অতীব পুলকিত হন, তাহা বারম্বার আনন্দধ্বনি প্রকাশ দ্বারা বুঝা যাইতেছে। রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন, একজন বিখ্যাত ব্রিটিস কবির পুত্র, নিজে কবি, এবং মিষ্টভাষী বাগ্মী বলিয়া যে, সাধারণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, এমত কখনই নহে, তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্যযুক্ত এবং অকাট্য বলিয়াই প্রত্যেক শ্রোতা এবং পরে প্রত্যেক পাঠক এতৎ পাঠে বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হন। যে কয়েকজন দেশীয় নৃপাল এই মহারাজ-ভোজ সভায় উপনীত ছিলেন, তাঁহারাও রাজপ্রতিনিধির এই চিত্তহারী বক্তৃতা শ্রবণে যে পরম পুলকিত হন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

একাদশ অধ্যায়।

ঘোড়-দৌড়।

ভারতেশ্বরী উপাধি ঘোষণার পর দিবস অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি, উপাধি ঘোষণা-ক্ষেত্রের সন্নিকটে এক বিস্তৃত প্রান্তরে ঘোড়দৌড় ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। সমিতিস্থলে আমন্ত্রিত সমগ্র দেশীয় রাজা, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনার্থ সমবেত হন। ঘোড়দৌড়-প্রাঙ্গন এত লোকে পরিপূর্ণ হয় যে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কেবল একজাতি নহে, নানাজাতীয় নানা শ্রেণীর লোকে উক্ত রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ হইয়া যায়। হস্তী, অশ্ব, অশ্বযান প্রভৃতি এবং জনসমুদ্রের কলরবে সেই স্থান বিচিত্র ধ্বনিতে পূর্ণ হয়। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে এই ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান হয়। রাজপ্রতিনিধি, দেশীয় রাজগণ, দর্শকগণ, এবং সাধারণের উপবেশন করাণ যথাস্থলে উপযুক্ত সংখ্যক আসন স্থাপিত হয়। সর্ব্বসাধারণে একে একে সমবেত হইলে পর রাজপ্রতিনিধি সপরিবারে সেই ঘোড়দৌড় স্থলে সমবেত হন। রণবাদ্যকরগণ মধুর নিনাদে বাদ্য করিতে থাকে। তৎপরেই ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়। এক একবার ধাবমানে এক একটি ঘোটক জয় লাভ করায়, সেই বিস্তৃত জনসমুদ্রের আনন্দধ্বনিতে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। যাহারা ঘোড়দৌড় দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার আনন্দ স্মরণ করিতে সমর্থ। কয়েকবার ধাবমানের পর ঘোড়-দৌড় সমাপ্ত হয়। রাজপ্রতিনিধি এবং রাজগণ আনন্দচিত্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন। এই ঘোড়দৌড় উপলক্ষে যে, অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং যে সকল ঘোটক জয় লাভ করে, তাঁহাদিগের স্বামি সকলে যে, উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র।

ভোজ।

উক্ত ২রা জানুয়ারি রজনীতে মান্যবর লর্ড লিটন পুনরায় এক ভোজ সভার অনুষ্ঠান করেন। বোম্বাইয়ের মান্যবর গবর্ণর স্যার ফিলিফ উডহাউস

পাঁচ বর্ষকাল নিজ পদে অবস্থান করিয়া, নিয়মমত পদ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন বলিয়া, উক্ত ভোজ-সভায় লর্ড লিটন তাঁহার বিদায়ী স্বাস্থ্যার্থ সুরাপান প্রস্তাব করিয়া, এক মধুর বক্তৃতা করেন। স্যার ফিলিফ উডহাউস সর্ব্বপ্রথম সিংহলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যেরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন, এবং শেষ তাঁহার সুসাসনে গবর্ণমেণ্ট পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যেরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত করেন, লর্ড লিটন বক্তৃতা মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার এবং তাঁহার প্রশংসা করেন। সমগ্র ভোক্তাই সেই বক্তৃতা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া বারম্বার আনন্দধ্বনি করেন।

রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পর, বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার ফিলিফ উডহাউস মধুর স্বরে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দান করেন। তাঁহার বক্তৃতাও যে বিশেষ প্রীতিকর এবং সত্য-সারল্যপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক স্যার ফিলিফ উডহাউস যেরূপ সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন জীবিত ব্যক্তি তাঁহার দক্ষতাও সেইমত অতীব উচ্চ। ইনি ১৮২৯ সালে একজন কেরাণীরূপে আগমন করেন। শেষ নিজ দক্ষতাবলে বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। ইহাঁর ন্যায় প্রাচীন সিবিলিয়ান এক্ষণে আর সিবিল সার্বিসে নাই। রাজপ্রতিনিধি, রাজসূয় সমিতির পরদিবস এরূপ প্রাচীন রাজপুরুষের সম্মানার্থ বিদায়ী ভোজ দিয়া যে বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য করেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অভিনন্দন গ্রহণ এবং প্রত্যুত্তর দান।

৩ রা জানুয়ারি বুধবার রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর, ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন গ্রহণ এবং তাহার প্রত্যুত্তর দানে অতিবাহিত করেন। ব্রিটিশ রাজ্ঞী, "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিলেন বলিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ—প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় যে অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন, এই দিবস তাহার এক অন্যতর উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রান্ত হইতে—সমগ্র সভা হইতে রাজপ্রতিনিধির হস্তে এই সূত্রে আনন্দজ্ঞাপক অভিনন্দন পত্র অর্পিত হয়। প্রায় পঞ্চ ঘটীকা কাল রাজপ্রতিনিধি এই সমস্ত অভিনন্দন পত্র গ্রহণ এবং প্রত্যুত্তর দানে লিপ্ত থাকেন। অভিনন্দন পত্রগুলিতে যে, অভিনন্দনদাতাদিগের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত ছিল, তাঁহারা যে, অকৃত্রিম আনন্দজ্ঞাপন এবং ভারতেশ্বরীর দীর্ঘজীবন প্রাপ্তিসহ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব এবং প্রভুত্ব বৃদ্ধি কামনা করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। পঞ্জাবের আঞ্জামন নামক সভার প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া, রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর নিম্ন লিখিত উত্তর দান করেন ;—

যে কলেজের স্বার্থের প্রতি আপনাদিগের সভার বিশেষ দৃষ্টি আছে, সেই লাহোর কলেজের উন্নতির জন্য যে আমি বিশেষ চেষ্টিত এবং উক্ত কলেজের শিক্ষা সীমা বৃদ্ধি যে আমার বাঞ্ছনীয়, সৌভাগ্যের বিষয় তাহা আপনারা পরিজ্ঞাত আছেন। উক্ত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত এবং উপাধি দান-ক্ষমতা দিবার জন্য আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভায় যথাসম্ভব শীঘ্র এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা আমাদিগের অভিপ্রায়। আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, বিধি ব্যতীত ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা

করা হইয়াছে, আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতেছি যে, পূর্ব্বানুষ্ঠান সমাপ্ত হইবা মাত্র তাহা পালিত হইবে। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিণামে মহা মঙ্গল আশা করিতেছি এবং ডাক্তার লিটনার, শিক্ষাবিভাগের বিশেষ উন্নতি সাধন কারণ যিনি বিয়েনার ইণ্টারন্যাসন্যাল সভা হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে প্রশংসা কেবল মাত্র তাঁহার এবং আপনাদিগের সভার সম্মান স্বরূপ নহে, ভারতবর্ষের এবং আমাদিগের প্রত্যেকের সম্মান স্বরূপ, তাঁহার তাঁহার দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়ের সুফল সাধিত হইবে এমত বিশ্বাস করিতেছি।

রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর, উপরোক্ত কয়েক কথার পর আরও কতকগুলি উক্তির দ্বারা লাহোর কলেজের শুভ কামনা জ্ঞাপন করেন। আঞ্জামন সভার প্রতিনিধিগণ সেই উত্তরে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোধগম্য।

ভারতবর্ষে কি আর্য্য-শাসন, কি যবন-শাসন, কোন শাসন কালেই সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল না, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে তৎ-কালীন সভ্যতার শেষ সীমায় আরোহণ করিয়া, সমগ্র জগতে সেই সভ্যতালোক প্রেরণ করিয়াও সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, তবে কথা এই যে, এক্ষণে বিজ্ঞান সাহায্যে সভ্যতার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেরূপ ভূরিপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া, জগতের অসীম হিত সাধনের সহায়তা করিতেছে, আর্য্য-শাসনকালে বিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত না হওয়াতেই মুদ্রাযন্ত্রাভাব এবং সাধা-রণের প্রয়োজনবোধভাবই তৎকালে সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে দেয় নাই। এক্ষণে জগতের সমগ্র সুসভ্য প্রদেশেই সংবাদপত্র বিরাজিত। সংবাদপত্রের দ্বারা জগতের যে অসীম হিত সাধিত হইতেছে এবং হইবে, সংবাদপত্র যে, সমাজ সংস্কার, জাতীয় মত গঠন, স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচার নিবারণ, জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধন, জাতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞানাদির সহায়তা করণ এবং জাতীয় উন্নতির উপায় বিধান বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সহজ সুযোগ তাহা এক্ষণে প্রত্যেকেই স্বীকার করিতেছেন। ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষে অন্যান্য হিতকর অনুষ্ঠানের ন্যায় সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হয়। বিখ্যাত খৃষ্টান পাদরী মার্সমেন সাহেব, সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সৃষ্টি

করেন। তৎপর হইতেই একে একে সমগ্র ভারতে ইংরাজী এবং দেশীয় সংবাদপত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সেই সূত্র হইতে এক্ষণে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে বহুল সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া, নানা উপায়ে অশেষবিধ হিতসাধন করিতেছে। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র যেরূপ চতুর্থ সাম্রাজ্যরূপে মান্য, ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের মান্য এক্ষণে তদ্রূপ না হইলেও পরিণামে যে, ইহা সেই মত সম্মান প্রাপ্ত হইবে, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল, ভারতে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ পরস্পরে একাসনে বসিয়া, আলাপ, প্রণয়, মঙ্গলচিন্তা করিতে সমর্থ হন নাই। আর্য্যরাজগণ পূর্ব্বকালে রাজসূয় সমিতি প্রভৃতিতে দেশের সমগ্র বিদ্বানগণকে আমন্ত্রণ করিতেন। বিদ্বন্মণ্ডলী একত্র সমবেত হইয়া শাস্ত্রীয়ালাপ ও তর্কবাদাদি করিতেন। এতদিনের পর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সেইমত এই রাজসূয় সমিতিতে জাতিসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে আমন্ত্রণ করেন। ইংরাজ এবং দেশীয় উভয় শ্রেণীর সম্পাদক এবং যে সকল সম্পাদক উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথেষ্ট সমাদরে গৃহীত হন। উপযুক্ত বাসা, আহার, পরিচর্য্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। যাহাতে সম্পাদকগণের কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র কষ্ট, ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য কোন আয়োজনের ত্রুটী হয় নাই।

দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এইরূপে ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতিতে সমবেত হইয়া, আর একটি অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া "সংবাদপত্র-সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেই সভা হইতে ব্রিটিস রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণে অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হস্তে এক অভিনন্দন পত্র অর্পিত হয়। হিন্দুপেট্রিয়টের প্রতিনিধি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সমগ্র দেশীয় সম্পাদক ও প্রতিনিধিসহ রাজবস্ত্রাবাসে গমন পূর্ব্বক সেই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া লর্ড লিটনের হস্তে অর্পণ করেন। রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর সন্তোষের সহিত সেই অভি-

নন্দন পত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রীতিপ্রদ প্রত্যুত্তর দান করেন ;—

আমি পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছি যে, আমার সময় এক্ষণে এত অল্প যে, তাহার মধ্যে অদ্য প্রদত্ত বহুল রাজভক্তিপ্রকাশক অভিনন্দন পত্রের পর্য্যাপ্তরূপে উত্তর দান করা যাইতে পারে না। দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিবর্গ ব্রিটিস রাজমুকুটের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরক্তি এবং রাজভক্তিপ্রকাশক যে, অভিনন্দন পত্র অর্পণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া, আমি উক্ত দুঃখ বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। মহামান্যবতীর ভারতীয় প্রজাদিগের রাজভক্তি সম্বন্ধে যদি আমি এক মুহূর্ত্তকাল সন্দেহ করি, তাহা হইলে আমি এই প্রদেশে মহামান্যবতীর যে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত আছি, সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইব, আমি এরূপ বিবেচনা করি। মহামান্যবতী উপাধি গ্রহণ করায়, তাঁহার দেশীয় প্রজাবৃন্দ বিশেষ সন্তোষের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া যে, সাধারণ রাজভক্তি প্রকাশ করিতেছেন, জনসাধারণের বিশেষ মতপ্রকাশক স্বরূপ আপনাদিগের নিকট হইতে তৎপ্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আমি অল্প পরিতুষ্ট হইতেছি না। মহাশয়গণ, প্রত্যেককে পরিতুষ্ট করা কখনই সম্ভব নহে ; এবং গবর্ণমেণ্ট যে সকল অনুষ্ঠান করিবেন, তৎসমস্তই সাধারণে সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিবে, এরূপ আশাও করা যাইতে পারে না। কিন্তু সরল সমালোচনা রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে আমি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি ; এবং যে দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে আমি এই দিল্লীতে মহানন্দের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিতেছি, সেই সংবাদপত্র সকল সাধারণ সমালোচন-ক্ষমতার অপব্যয় করিবেন না এবং নিজ কর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইবেন না ইহাই আমার বিশ্বাস।

রাজপ্রতিনিধির উপরোক্ত প্রত্যুত্তর শ্রবণে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ পরম পুলকিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন। দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ রাজদ্বারে যে ভাবে কখনও গৃহীত এবং সম্মানিত হন নাই, এই রাজসূয় সমিতিতে তাঁহারা সেই ভাবে পরিগৃহীত হন। ইহা সংবাদপত্র-জীবনের একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে চিরদিন লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া।

মহোৎসব উপলক্ষে আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি উপলক্ষে দিল্লীতে ঘোড়দৌড়, এবং অন্যান্য প্রমোদপ্রদ নানা অনুষ্ঠানের ন্যায় সেই পূর্ব্বাপরপ্রচলিত আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া হয়। দিল্লী যেরূপ অতীব প্রাচীন নগর, যেরূপ বহুল প্রাচীন সৌধমালায় ভূষিত, সেইমত লক্ষ লক্ষ দীপমালায় শোভিত হইয়া, অনুপ প্রভাসহ বিচিত্ররূপে নেত্রানন্দ দান করে। সমগ্র প্রাচীন প্রাসাদ, প্রধান প্রধান আবাস, বিখ্যাত বিস্তৃত চাঁদনীচক, দুর্গের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ জয়তোরণদ্বয়, রেলওয়ে ষ্টেসন এবং মসজিদ প্রভৃতি সেই দীপহারে সজ্জিত হইয়া, উজ্জ্বলদেহে প্রত্যেককে বিমোহিত করে। যিনি একবার মাত্র এই আলোক-ভূষিত দিল্লীর শোভা দর্শন করিয়াছেন, তিনি ইহজন্মে তাহা কোনমতেই বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইবেন না। একে, শীতকাল, তাহাতে গগনমণ্ডল পরিচ্ছন্ন, পবন প্রসান্ত, এই সময়ে এই অবস্থায় দিল্লী দীপ-ভূষায় ভূষিত হইয়া কিরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করে, তাহা ভাবুক মাত্রেই সহজে নিজ নিজ হৃদয়ে কল্পনা করিতে সমর্থ। চাঁদনীচকের প্রত্যেক বিপণি, জুম্মামসজিদের উচ্চ চূড়া, তোরণ দ্বয়ের অতীব দীর্ঘ দেহ, প্রাসাদাবলীর উন্নত প্রাচীর সমূহ, এবং রেলওয়ে ষ্টেসনের সেই মানস-মোহন মাধুরী আমরণ মানবে বিস্মৃত হইবে না।

পদ্মপতি সমস্ত দিবস নিজ প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত জগতের কার্য্য সাধন করিয়া, জলনিধির জলে স্নানার্থে মগ্ন হইবা মাত্র তাঁহার জ্বলন্ত বপু-সম্ভূত বাষ্পরাশি জগতে পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণে রাজভক্তি প্রকাশার্থ আলোক প্রজ্বলিত করিতে ব্যস্ত হন। সেই লক্ষ লক্ষ দীপ মালার

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই সন্ধ্যাসতী—পরে রজনী ঘোর কৃষ্ণবসনে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দর্শন দান করিবা মাত্রই লক্ষ লক্ষ দর্শক ভারতের সেই প্রাচীন রাজধানী দিল্লীর এই নবীন বেশ দর্শন করিতে ধাবমান হন। নানা রঙ্গের নানা আকৃতিবিশিষ্ট আলোকমালা যেরূপ এক পক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের নেত্র মুগ্ধ করিতে লাগিল, সেইমত অন্যপক্ষে নানাবর্ণের লক্ষ লক্ষ লোকের রাজপথে সমিতিও বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। সকলেই সুবেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া একদৃষ্টে আলোকমালা দর্শন এবং মুগ্ধ হইয়া আনন্দধ্বনি জ্ঞাপন করিতেছে, রাজগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সজ্জিত বারণে, তুরঙ্গে, অশ্বযানে সেই আলোক দর্শনার্থ ভূষিতদেহে বহির্গত হইয়াছেন, পুলিশ শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত, চারিদিকে কেবল জনতা, কেবল অপূর্ব্ব ধ্বনি দিল্লীকে—প্রাচীন রাজধানীকে অপূর্ব্ব দৃশ্যপূর্ণ করিয়া তুলিল। আলোক দর্শনে সকলেই পুলোকপূর্ণ হৃদয়ে ভারতেশ্বরীর জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মহিমবর রাজপ্রতিনিধি, আমন্ত্রিত রাজগণ, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিব্যূহ সহ অগ্নিক্রীড়া দর্শনার্থ বহির্গত হন। এই রাজসূয় সমিতির মহোৎসব উপলক্ষে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন জন্য একজন বিখ্যাত ইংরাজের প্রতি ভারার্পণ করা হয়। কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই উক্ত দক্ষ বাজীপ্রস্তুতকারক বহুসহস্র টাকা মূল্যে তৎসমস্ত প্রস্তুত করেন। বাজীগুলি সমস্তই বিলাতীয় বিজ্ঞানানুসারে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুতীকৃত হয়। সেই অসংখ্য বাজীর প্রত্যেকের নাম এবং তালিকা প্রকাশ অসম্ভব। রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর, যথাস্থলে রাজবৃন্দবেষ্টিত হইয়া আসীন হইলে, তাঁহার সম্মানার্থ অগণিত বোমা বজ্রবিনিন্দিত রবে সম্বর্দ্ধনা করে। এক একটি বাজী এক একরূপে বিভাসিত হইবা মাত্র সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনি যেন প্রলয় কালের জলধি-গর্জ্জনের ন্যায় বিমান বিদীর্ণ করে। দুই ঘটিকা কাল যাবৎ অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। মান্যবতী ভারতেশ্বরী এবং ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স অব ওয়েলসের আলোকিত চিত্র দর্শনে প্রত্যেকেই মুক্তকণ্ঠে নির্ম্মাতার কৌশল স্বীকারসহ প্রশংসা এবং আনন্দ জ্ঞাপন করেন। বাস্তবিক সেই হীরকাকারে প্রজ্বলিত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় যিনি একবার চর্ম্ম চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহা সেই ভাবেই উজ্বলরূপে আজীবন তাঁহার চিত্তে

বিরাজ করিবে। বিলাতীয় প্রথামত প্রস্তুতীকৃত অগ্নিক্রীড়া কতদূর উৎকৃষ্ট এবং কিরূপ সুন্দর হইতে পারে, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিতে সমর্থ। দেশীয় রাজগণ এবং সমবেত সকলেই দুই ঘণ্টাকাল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অগ্নি-ক্রীড়া দর্শনে অনুপ আনন্দ-সাগরে ভাসমান হন। এই অগ্নিক্রীড়া যে, ব্রিটিস রাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণের উপযুক্তমত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস অনন্তকাল ঘোষণা করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজগণের বিদায়ী সম্বর্দ্ধনা।

৪ঠা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, রাজসূয় সমিতিতে সমবেত সমগ্র দেশীয় রাজগণের বিদায়ী শেষ সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রত্যেক মহারাজ একে একে রাজপ্রতিনিধির সজ্জিত বস্ত্রাবাসে পূর্ব্বমত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলে, রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর, উপহার স্বরূপ প্রত্যেককে এক একখানি মহামূল্যবান অসি, পুস্তক, চিত্রপট প্রভৃতি প্রদান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। রাজগণ ভারতেশ্বরীর মান্য প্রতিনিধিদত্ত সেই উপহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বিশেষ-রূপে প্রীতিপ্রদ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ব্রিটিস রাজ্ঞী যদিও ভারতের রাজ-রাজেশ্বরী হইলেন, কিন্তু তদ্দারা ভারতের দেশীয় নৃপালবৃন্দের কিছু মাত্র অনিষ্ট বা পদমর্য্যাদা হানি না হইয়া, বরং তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধির কারণ মান্যার্থ তোপ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যে সকল দেশীয় রাজা কোনকালে তোপ প্রাপ্ত হইতেন না, তাঁহাদিগের তোপ প্রাপ্তি এবং সম্মানসূচক উপাধি

প্রাপ্তির দ্বারা তাঁহারা এই ঘটনায় আপনাদিগকে আরও বিশেষ মান্য জ্ঞান করেন।

যবন-শাসনে দেশীয় রাজগণকে মহাবলী এবং মহামানী হইয়াও দাসের ন্যায় যবন-সম্রাটদিগের নিকট অবস্থান করিতে হইত, স্বেচ্ছাচারী যবন-সম্রাট-দিগের ইঙ্গিতের উপর রাজগণের শুভাশুভ নির্ভর করিত, সকলেই শসঙ্ক-চিত্তে কালযাপন করিতেন এবং সামান্য ত্রুটীতেই যবন-সম্রাটের কোপে পতিত হইয়া নিগৃহীত হইতেন, আর এই বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস জাতির শাসনে সেই রাজবংশধরগণ নির্ব্বিবাদে শান্তি এবং সুখভোগসহ ন্যায়মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন, অবাধে স্বাধীনতার সেবা করিতেছেন, বিজাতীয় বা প্রতিবাসী রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাক্রমণের বিন্দুমাত্র ভয় নাই, রাজ্যে উপদ্রব নাই, চারিদিকে শান্তি সতী মোহিনী মুর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছে, এমত অবস্থায় এমত সময়ে ব্রিটিস রাজ্ঞীর এই ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ যে, তাঁহাদিগের রাজ্যের স্থায়ীত্ব সাধনমূলক তাহা তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই সমিতিতে বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

জগদীশ্বর ভারতের উন্নতি—ভারতের মঙ্গল সাধন জন্যই সপ্তসমুদ্র পারবাসী ইংরাজ জাতির হস্তে এই ভারতের প্রধান শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। যাহাতে সেই উন্নতি—সেই মঙ্গল চিরস্থায়ী হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে জগতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মস্তকোন্নত করিতে পারে, শান্তিসতী যাহাতে ক্ষণকালের জন্য ভারতবর্ষরূপ নাট্যশালায় নৃত্য করিতে ক্ষান্ত না হয়, সভ্যতা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, বল, একতা, সাহস, এবং সদ্ভাব যাহাতে পূর্ণাকারে প্রকাশ পায়, ভারতেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের তাহাই একমাত্র বাসনা। দেশীয় রাজগণ গবর্ণমেণ্টের সেই শুভ অভিপ্রায় বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই রাজসূয় সমিতিতে ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি প্রত্যেককে যথোপযুক্ত সম্মান সহ পরিগ্রহণ, অভ্যর্থনা এবং আতিথ্য সেবা করায়, রাজগণের সেই উপলব্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে তাহা নীতিজ্ঞগণ সহজেই স্বীকার করিবেন।

প্রধান শাসনক্ষমতার অপ্রয়োগ বা অন্যায় বিচার সাধন জন্য যে ব্রিটিসরাজ্ঞী এই ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করিলেন না, রাজগণকে

পদানত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিবার জন্য যে, এই রাজসূয় সমিতির অনুষ্ঠান করিলেন না, তাহা দেশীয় রাজগণ এই সমিতিস্থলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁহারা যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রধান শাসনক্ষমতাধারী বলিয়া ইহা স্বীকার করেন এমত নহে, তাঁহারা দেশ কাল এবং সময় বিবেচনা করিয়া, রাজনৈতিক অবস্থা চিন্তা করিয়া, অকৃত্রিমভাবেই ব্রিটিস রাজমুকুটের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করেন। এবং তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন যে, বিশ্ববিজয়ী গ্রেট ব্রিটনের মান্যা রাজ্ঞী নিজ সম্মান বৃদ্ধির কারণ এই উপাধি ধারণ করিলেন না, এবং এই উপাধির দ্বারা জগতের সমস্ত রাজগণের মধ্যে তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আছে, তাহা বৃদ্ধি হইবে না, কেবল ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের এবং দেশীয় রাজ্য সমস্তের হিতসাধন জন্যই তিনি এই উপাধি এই অভূতপূর্ব্ব সমিতিতে ধারণ করিলেন। দেশীয় রাজগণ এই ৪ ঠা জানুয়ারিতে ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির বস্ত্রাবাসে উপনীত হইয়া হৃদয়ের প্রকৃত কথা রাজপ্রতিনিধিকে জ্ঞাপন করেন। ব্রিটিস রাজমুকুটের প্রতি দৃঢ় অনুরক্তি এবং ভারতে ব্রিটিস-শাসন-ভিত্তির দৃঢ়তাসাধন তাঁহাদিগের এক্ষণে একমাত্র প্রার্থনীয় তাহা জ্ঞাপন করেন। ভারতে পূর্ব্বাপর অনুষ্ঠিত শত শত রাজসূয় সমিতিতে এই আর্য্য রাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা যেভাবে গৃহীত এবং সম্মানিত হন, ইহাঁরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা মহা সমাদরে মহা সম্মানে গৃহীত হন বলিয়া, আপনাদিগকে মহামান্য বোধ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রণাভিনয়।

৫ই জানুয়ারি শুক্রবার ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির শেষ দিবস। বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস বাহিনীর রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সহিত এই বৃহৎ সমিতি সমাপ্ত হয়। এই রণাভিনয় দর্শন জন্য প্রাতঃকাল হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক প্রান্তর মধ্যে সমবেত হন। এরূপ রণাভিনয়—এরূপ দৃশ্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কোনকালে কোন শাসনেই দৃষ্ট হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। দিল্লীতে সমবেত কেবল ব্রিটিস বাহিনী রণাভিনয় প্রদর্শন করে নাই, আমন্ত্রিত সমগ্র দেশীয় রাজগণের নানা জাতীয় সৈন্যদলও অদ্যকার এই দৃশ্যে যোগ-দান করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অনুল্লিখিতপূর্ব্ব ধারা সন্নিবদ্ধ করে। মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল, আমন্ত্রিত সমগ্র রাজ-গণের সৈন্যদলকে অদ্য এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত উপস্থিত সৈন্যদলের সংখ্যা যদিও অল্প কিন্তু তাহারা সকলে সমবেত হইয়া অনল্প মনোরম দৃশ্য প্রদর্শন করে নাই। তাহা-দিগের সমবেত যাত্রায় প্রায় দুই ঘটিকা কাল পূর্ণ হইয়াছিল। তাহাদিগের এই যাত্রা চিরদিন দর্শকদিগের চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। সেই প্রান্তরের এক পার্শ্বে সজ্জিত ব্রিটিস বাহিনী, এবং অন্য পার্শ্বে নরসমুদ্র ইহার মধ্যস্থল দিয়া দেশীয় রাজগণের নানা বেশভূষাধারী সৈন্যদল, পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া জাতীয় রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে যাত্রা করে।

বেলা একাদশ ঘটিকার সময় মান্যবর রাজপ্রতিনিধি আগমন করিবা মাত্র ৩১ বার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইবার পর সৈন্যদলের যাত্রারম্ভ হয়। প্রত্যেক নৃপাল নিজ ইচ্ছামত সৈন্যদলকে সজ্জিত করিয়া বহির্গত করেন। কিন্তু সাধারণ্যে সর্ব্বপ্রথমে পদাতী দল অগ্রসর হয়, এবং তাহাদিগের সহিত বাদ্যকরগণ ইংরাজি বাদ্যযন্ত্রে ইংরাজি বাদ্য বাজাইতে থাকে। তৎপরে

অশ্বারোহীদল নগারা বাদ্যকরদিগের সহিত দর্শনদান করে। তৎপরে গোলন্দাজদল, সজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র এবং নানা বেশধারী অনুচরসহ যাত্রা করে। রাজপ্রতিনিধি এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির স্মরণার্থ রাজগণকে যে পতাকা দান করেন, এই সৈন্যদলের যাত্রাকালে সেই স্বর্ণরঞ্জিত মনোরম পতাকা রবিকিরণে উজ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া, বিনোদ শোভা প্রকাশ করে। অধিকাংশ রাজগণের সৈন্যই সজ্জিত বারন-পৃষ্ঠে সেই পতাকা ধারন করিয়া যাত্রা করে, এবং কোন কোন রাজ-সৈন্যদল উষ্ট্র-পৃষ্ঠে এবং কোন কোন রাজ-সৈন্য মধ্যে অগ্রগামী পদাতীদলের সহিত দৃষ্ট হয়। এই যাত্রাকালে অসংখ্য সজ্জিত বারণ বিচিত্র বিভা বিকাশ করে। তাহাদিগের স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা, মুক্তামণ্ডিত শীরভূষণ, এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-রঞ্জিত বসনে আবৃত বিশাল বপু অনুপ সুষমা প্রকাশ করিয়াছিল। কতকগুলি বারণারোহণে বর্ম্মাবৃত বীর গমন করেন, এবং কতকগুলি বারণ শূন্যপৃষ্ঠে যাত্রা করে। অগ্রগামী পদাতী সৈন্যদল সহ ইংরাজি রণবাদ্য ব্যতীত প্রত্যেক রাজার দেশীয় রণবাদ্যকরগণও নানাপ্রকার দেশীয় যন্ত্র সহযোগে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্রসর হয়।

অশ্বারোহীগণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বারোহণে অগ্রসর হয়। অনেক নৃপতির অশ্বারোহীদলের সেনাপতিদিগের উষ্ণীষ স্বর্ণ এবং রৌপ্যমণ্ডিত হওয়ায় শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজের শরীররক্ষী দলের পিত্তলনির্ম্মিত উজ্বল বর্ম্ম, এবং রেওয়ার মহারাজের শরীররক্ষী দলের লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম বিভিষিকাময় দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রত্যেক রাজার সৈন্যদলের বেশভূষা বিভিন্ন। অধিকাংশ অশ্বই অতিউত্তমরূপে শিক্ষিত এবং অশ্বারোহীগণ রাজপ্রতিনিধির সম্মুখ দিয়া গমন কালে নিজ অশ্বারোহণ-দক্ষতা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। বরদার সৈন্যদল স্বর্ণ এবং রৌপ্য-কামান সহ যাত্রাকালে কিরূপ বিচিত্র শোভা প্রকাশ করে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। উষ্ট্রবাহিত কামান এবং দুইটি ক্ষুদ্র বারণবাহিত স্বর্ণযান পরমরমনীয় দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি রঞ্জিত চন্দ্রাতপ নরবাহনে বিশেষ শোভা প্রকাশ করে।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধি এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণ এবং সমবেত

লক্ষ লক্ষ দর্শক ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশীয় রাজার সৈন্যদলের এই যাত্রা দর্শনে—এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে যে, পরম পুলকিত হন, তাহার সন্দেহ নাই। এই বিস্তৃত ভারতে কি এরূপ দৃশ্য কোনকালে দৃষ্ট হইয়াছিল? না আর এরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হইবে? বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিসবাহিনী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি উপবিষ্ট এবং অন্য পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ নানা জাতীয় নানা বর্ণের লোক দণ্ডায়মান, ইহার মধ্য দিয়া ভারতের প্রত্যেক রাজসৈন্য মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে একাদিক্রমে অগ্রসর হইতেছে' ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি আনন্দআননে তাহা দেখিতেছেন, ব্রিটিস সৈন্যদল ধীরনয়নে এই যাত্রা দর্শন করিতেছে, এ দৃশ্য কি ইতিহাসে আর দ্বিতীয়বার বিবৃত হইবে? ভারতে ব্রিটিস ক্ষমতা, ব্রিটিস প্রভুত্ব, ব্রিটিস বাহুবলের ইহা কি সমুজ্বল প্রমাণ নহে? ভারতে শান্তি স্থাপন, মঙ্গল সাধন, এবং উন্নতি বিধানের ইহা কি অন্যতর পরিচয় নহে? এ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই ভারতের একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, কারণ এ দৃশ্য—এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতে আর দৃষ্ট হইবে না।

দেশীয় রাজগণের সৈন্যদলের যাত্রা সমাপ্তির পর দিল্লীতে সমবেত ব্রিটিস বাহিনীর রণাভিনয় হয়। সেই সৈন্যদলের মোট সংখ্যা ১৩৪৬২জন এবং ইংরাজ ও দেশীয় সেনানায়কের সংখ্যা মোট ৪৩০ জন। এই পঞ্চদশ সহস্র ব্রিটিস সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধির সম্মুখ দিয়া যাত্রা করে। গোলন্দাজ এবং অশ্বারোহীদল ধীরগতিতে এবং পদাতীদল বিস্তৃত ভাবে গমন করে। গোলন্দাজদলের মধ্যে রয়েল হর্স আর্টিলারির দুই ব্যাটারি, পাঁচটি ফিল্ড ব্যাটারি, এবং একটি মাউণ্টেন ট্রেণ (পার্ব্বত্য) ব্যাটারি ছিল। কর্ণেল সি, আর, ও, ইভান্স সেই গোলন্দাজদলের সেনাপতিত্ব করেন। মেজার জেনেরল সি, টি, চেম্বার্লেন সি, এস, আইয়ের অধীনে অশ্বারোহীদল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অশ্বারোহী দলের মধ্যে ১০ম, ১১শ এবং ১৫শ গণিত হসার; ৪ র্থ, ১০ ম, এবং ১৮ শ গণিত বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী; মধ্য ভারতবর্ষের একদল অশ্বারোহী, হাইদ্রাবাদের একদল অশ্বারোহী, ৩ য় মান্দ্রাজ এবং ৩ য় বোম্বাই অশ্বারোহীদল ছিল। পদাতীদল দুইভাগে বিভক্ত হয়। মেজার জেনেরল স্যার জে, ব্রিণ্ড, কে, সি, বি, প্রথম

ভাগ এবং মান্যবর মেজার জেনেরল এ, ই, হার্ডিঞ্জ, সি, বি, অপরভাগের নেতৃত্ব করেন। ১ ম ব্যাটালিয়ান, ৬ ষ্ঠ, ২৯ শ, এবং ৬৫ ফুট ; ৬০ গণিত, রাইফেল, ৬৩ গণিত ফুট এবং ৯২ গণিত হাইলাণ্ডার নামক ইংরাজ পদাতী-দল এবং ৫০০ ভলণ্টিয়ার ইংরাজ পদাতী উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের তিনটি প্রেসিডেন্সি হইতেই দেশীয় পদাতী উপস্থিত ছিল। বঙ্গদেশ হইতে ২ য় শিখ, ২৩ শ, ২৭ শ, ৩৯ শ, ১২ শ, এবং ৪০ শ দেশীয় পদাতী, এবং বোম্বাইয়ের ১৬ শ, এবং ২০ শ দেশীয় পদাতী, হাইদ্রাবাদের ২ য় রেজিমেণ্ট পদাতী এবং বাঙ্গালার সাপার এবং মিনার উপস্থিত হয়।

এই সমবেত পঞ্চদশ সহস্র পদাতী, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ দল প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন করিয়া, শেষ অতি বিচিত্র ব্রিটিস রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া সমবেত প্রত্যেক দর্শককে বিমোহিত করে। সৈন্যদলের সেই বীর মূর্ত্তি,ইংরাজদিগের ধবল দেহ, উজ্বল বেশ এবং অস্ত্রের উজ্বল প্রভা শিখদিগের উন্নত দেহে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, সিপাহীদিগের কালান্তক যমসমমূর্ত্তি, সেই অভিনয় স্থলের বিচিত্র শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল। ব্রিটিস রণনৈপুণ্য, ব্রিটিস বাহুবলের পরিচয় ভারতবাসীদিগের জানিতে যদিও কিছু-মাত্র বাকি ছিল না, কিন্তু এই মহারাজসূয় সমিতি উপলক্ষে এই পঞ্চদশ সহস্র ব্রিটিস বাহিনীর এই বিচিত্র রণাভিনয় দর্শনে দেশীয় রাজবৃন্দের এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে এই ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় যে, যতদিন এই ভারতে বিশ্বজেতা ব্রিটিস বাহিনী বিরাজ করিবে, ততদিন জগতে এমন জাতি নাই, এবং জাতীয় সৈন্য নাই যে, ভারতের সূচ্যগ্রবিদ্ধ ভূমি অধিকার করিতে বা ভারতের শান্তি ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে। ব্রিটিস রাজ্ঞী ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসন-ক্ষমতা পরিগ্রহপ্রকাশক এই যে "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিলেন, এই উপাধি এই বিক্রান্ত সৈন্যদলের বাহুবলে তাঁহার বংশ পরম্পরা রক্ষিত হইবে, ইহাও দর্শকবৃন্দের চিত্তে বিশেষরূপে সংবদ্ধ হয়। ব্রিটিস সৈন্যদলের রণাভিনয় সমাপ্ত হইলে, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সজ্জিত অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া, প্রধান সেনাপতি, এবং সেনা-নায়কগণকে সম্বোধন করিয়া, নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন ;—

আমরা এক্ষণে যে বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিলাম, তাহার কারণ আপনা-

দিগকে আমার নিজের ধন্যবাদ দান এবং আন্তরিক পুলক প্রকাশ জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। বর্ত্তমান সপ্তাহের কার্য্যাবলী সমাপ্তির ইহা উপযুক্ত অনুষ্ঠান। যদি এই মহাসমিতি সাধারণ্যে সুফলপ্রদ এবং ভারতেশ্বরীর প্রধান শাসন-ক্ষমতাধীনে নানা জাতীয় নানা রাজার মধ্য যে সদ্ভাবের সহিত সংমিলন বিরাজ করিতেছে, তাহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশক এবং মহামান্যবতীর প্রতি তাঁহদিগের রাজভক্তিসহ অনুরক্তি জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে এই সমুজ্জ্বল সামরিক দৃশ্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এবং উক্ত সম্মিলন ভঙ্গ এবং রাজভক্তি বিনাশ নিবারণ জন্য নিযুক্ত সৈন্যবলের বিশেষ চিত্রাঙ্কন পক্ষে অনল্প সহায়তা করিতেছে না। আমি এরূপ জ্ঞান করিতেছি যে, মহামান্যবতীর কোন রাজভক্ত প্রজার হৃদয়ই দেশহিতৈষিণা-সম্ভূত গর্ব্ব-চালিত না হইয়া এই দৃশ্য দর্শন করে নাই; এবং অদ্য আমার সম্মুখ দিয়া সমগ্র সৈন্যদল যেরূপ বীরবেশে দক্ষতার সহিত যাত্রা করেন, আমি তৎসম্বন্ধে কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমি মান্যবর প্রধান সেনাপতির নিকট জ্ঞাত হইয়া পরিতুষ্ট হইলাম যে, আমাদিগের বিক্রান্ত সৈন্যদল প্রসংশনীয় সচ্চরিত্রতা, আজ্ঞাবহতা, এবং অপরাধশূন্যতা বিষয়েও বিশেষ বিখ্যাত হইতেছেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সৈন্যদলের সাধারণ চরিত্র অতীব উৎকৃষ্ট—বিশেষ গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে অতি অল্প অপরাধি হইয়াছেন শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এ বিষয়ে দিল্লীতে সমবেত সৈন্যদল সমগ্র সৈন্য দলাপেক্ষা উচ্চ যশঃ যথেষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছেন। এই সমবেত সৈন্যদল কেবল মাত্র এই কারণে এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টাধীনে নিযুক্ত সৈন্যদলের প্রত্যেক বিভাগের প্রতিনিধির উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাঁহারা সামরিক বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী, এই সৈন্যদল কিরূপ দক্ষতার সহিত শিবির রক্ষা এবং শরীর রক্ষা কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহা অবশ্যই আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিনাবিঘ্নে এরূপ বহুল এবং নানাপ্রকার সৈন্যদলকে একস্থানে সমবেত করণ এবং ইহাদিগের মধ্যে কোনপ্রকার পীড়ার অপ্রাদুর্ভাব দ্বারা, যাঁহারা এই প্রয়োজনীয় আয়োজন করেন, ইহার দ্বারা সেই সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষদিগের সামরিক শিক্ষার

উচ্চ দক্ষতার এবং অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এবং সৈন্যদল দীর্ঘ পথ ভ্রমণ এবং শ্রমের পর এরূপ বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শনে উপস্থিত হইয়া, আপনাদিগের সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অদ্য এই মহারণাভিনয় দর্শক মাত্রই অবশ্যই ইহাঁদিগের সুস্থ দেহ দর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারীগণ আমাদিগের সমস্ত শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ আয়োজন করিয়া যে, তাহাদিগের বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু সৈন্যদল উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত না হইলে কখনই সবলদেহ দৃষ্ট হয় না, এবং কমিশরিয়েট কর্ম্মচারিগণ এই বিস্তৃত শিবিরে আহার সংগ্রহ সম্বন্ধে যে, বন্দোবস্ত করেন, সেই আয়োজন সম্বন্ধে আমার নিজের এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমি অসমর্থ। এই সকল অনুষ্ঠান ব্যতীত আরও অনেক প্রসংশনীয় অনুষ্ঠান আছে, যাহা এই রণাভিনয়ে দৃষ্ট হইল না। আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে, প্রধান সেনাপতি তৎসমস্ত বিষয়ে বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন। দেশীয় সৈন্য-দল যে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং সমর শিক্ষায় উন্নতিলাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের ব্রিটিস সহসৈন্যদলের ন্যায় দক্ষতা প্রাপ্ত হইতেছেন, প্রধান সেনা-পতি কর্ত্তৃক ইহা জ্ঞাত হইয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমি আনন্দিত হইলাম যে, বর্ত্তমান সপ্তাহে রাইফেল (বন্দুক) ব্যবহার বিষয়ে খিলাতি খিল-জাই রেজিমেণ্টের একজন সিপাহী সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন, এবং বাস্তবিক সেই উৎকৃষ্ট সৈন্যদল সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছে। যে সকল ইয়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী এই বিভাগের এই গুরুতর প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের বিশেষ শ্রমজাত এই সুফলের কারণ তাঁহাদিগের নিকট আমরা ঋণী আছি। যদি আমাদিগের সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী সৈন্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহারা সেই অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে না, তাহাদিগের হস্তে সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করা নিষ্ফল। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের সৈন্যদলের এবং উক্ত সৈন্যদলের নেতাগণকে বেতন বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি সম্বন্ধে যে ঘোষণা জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া, সেইমত তাঁহাদিগের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইবেন। অদ্য আমি

যে বিশেষ চমৎকার যাত্রা দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, মান্যবর প্রধান সেনাপতি এবং সমবেত সৈনিক কর্ম্মচারিগণ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগের অধীনস্থ সমগ্র সৈনিক পুরুষ এবং ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্যদলকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন এবং এক্ষণে দিল্লীতে সমবেত কি ইংরাজ, কি দেশীয় প্রত্যেক সৈন্যকে অদ্য অপরাহ্নে এক একটি পাত্র প্রদান জন্য আমি আজ্ঞা দান করিয়াছি, ইহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইহা অনুরোধ। বর্ত্তমান সপ্তাহে বিশেষ অদ্য মধ্যাহ্নে তাঁহাদিগের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং উচ্চ উৎসাহসহ তাঁহারা তাহা সহ্য করিয়াছেন, মহামান্যবতীর সৈন্যদলের মধ্যে এরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা নিয়ত গুণ স্বরূপ দৃষ্ট হইবে। তাঁহাদিগকে রাজপ্রতিনিধির সহানুভূতি জ্ঞাপনসহ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইহাও আমার অনুরোধ।

মান্যবর রাজপ্রতিনিধির উপরোক্ত বক্তৃতা সমাপ্তির পর প্রধান সেনাপতি স্যার ফ্রেডরিক হেইন্স নিজের এবং সৈন্যদলের পক্ষে রাজপ্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দান করিলে সৈন্য-সমিতি ভঙ্গ হয়। জনতরঙ্গ আনন্দরবে চৌদিকে ধাবমান হইয়া কিয়ৎক্ষণপরেই প্রান্তর শূন্য করে। এই রণাভিনয়ই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির শেষ অনুষ্ঠান। প্রভাকর কয়েকদিবস ক্রমাগত ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি দর্শনের পর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবামাত্র একশত একবার তোপধ্বনির দ্বারা ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি সমাপ্তি বিঘোষিত হয়। সেই বজ্রনাদি একশত একতোপ জলস্থলবিমান বিদীর্ণ করিয়া, জগতে ঘোষণা করে যে, গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের মহামান্যা অধিরাজ্ঞী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ সূত্রে রাজসূয় সমিতি ভঙ্গ হইল।

মহোৎসব পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রিটিস ভারতে মহোৎসব।

ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি উপলক্ষে মহোৎসব কেবল মাত্র ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীমধ্যে সংবদ্ধ ছিল না; হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্রিটিস ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে প্রতিগ্রামে চিররাজভক্ত ভারতবাসিগণ মহা মহোৎসবে মত্ত হন। এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে সমগ্র রাজকার্য্যালয়ে অবকাশ প্রদত্ত হওয়ায়, প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে অবস্থান করিয়া মহানন্দে রাজভক্তিপ্রকাশসহ মহোৎসবে মত্ত হন। উপাধি ধারণ ঘোষণা কেবলমাত্র দিল্লীতে হয় নাই। দিল্লীর রাজসূয় সমিতির ন্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারিতে প্রত্যেক বিভাগ এবং উপবিভাগীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষ স্থানীয় সমিতি আহ্বান পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ঠিক মধ্যাহ্ন কালে ঘোষণাপত্র পাঠ এবং বক্তৃতা করেন। দেশীয়ভাষায় অনুবাদও পঠিত হয়। স্থানীয় সমগ্র সম্ভ্রান্ত দেশীয় এবং ইংরাজ সেই সমিতিতে আমন্ত্রিত হন। ঘোষণাপত্র পাঠ এবং বক্তৃতা সহ তোপধ্বনি এবং সৈন্যদলের রণাভিনয় হয়। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত দেশহিতৈষীগণ রাজপ্রসাদ স্বরূপ সেই সমিতিতে মান্যসূচক সম্মানপত্র (সার্টিফিকেট অব অনার) প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের কত সহস্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সম্মানপত্র প্রাপ্ত হন, তাহার বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ দুরূহ। মধ্যাহ্নে ঘোষণা পত্র পাঠের ন্যায় অপরাহ্নে সর্ব্বত্র আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া হয়। সকল প্রদেশেরই দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, রাজভক্তি প্রকাশ জন্য নানাবিধ প্রীতিপদ অনুষ্ঠান, আলোকদান এবং অগ্নিক্রীড়া

করেন। শত শত স্থলে দীনদরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান এবং বিদ্যালয়ের বালকদিগকে ভোজ প্রদান করা হয়। এই শুভ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রায় সকল স্থলের সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ বিদ্যালয় স্থাপন, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা কারণ সাহায্য দান করেন। একস্থলে ভারতে-শ্বরীর নামে বিদ্যা-মন্দির স্থাপন কারণ স্থানীয় ধনবান জমীদারগণ সহস্র সহস্র টাকা চাঁদা দান করেন। কোন কোনস্থলে টাউনহল নির্ম্মাণ এবং সেতু নির্ম্মাণার্থ ঐ প্রকার চাঁদা সংগৃহীত হয়। চিররাজভক্ত ভারতবাসিগণ, ব্রিটিসরাজ্ঞী ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করায় যে, আন্তরিক আনন্দ প্রাপ্ত হন, ভারতে ব্রিটিস শাসন যে তাঁহাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়, ব্রিটিস শাসনে যে ভারতের অসীম মঙ্গল সাধিত এবং সূচিত হইতেছে, এই ঘটনা উপলক্ষে ধনবান ব্যক্তিগণের এই সমস্ত অষ্ঠান তাহার অন্যতর জাজ্বল্যপ্রমাণ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিবস সমগ্র ভারতে প্রত্যেক ভারতবাসী কর্ত্তৃক মহানন্দের দিবস বলিয়া গণিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। সকলেই আনন্দিত, সকলেই ভারতেশ্বরীর জয়গানে মত্ত। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পারসী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের প্রায় প্রত্যেক ভাষায় কবিগণ বিচিত্র কল্পনা-জাল বিস্তীর্ণ করিয়া, ভারতেশ্বরীর জয় কীর্ত্তনপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইংরাজি এবং দেশীয় সমস্ত সংবাদপত্র ভারতেশ্বরীর জয় গানে পূর্ণ হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারির ন্যায় ভারতবর্ষে মহা মহোৎসবপূর্ণ দিবস সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে, যবন-শাসনে ঘটে নাই, ব্রিটিস-শাসনে মহামান্যা ভিক্টোরিয়ার এই ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণে এই প্রথম ঘটনা এই ১ লা জানুয়ারিতে দৃষ্ট হয়। প্রাচীনা ভারতভূমি নবসাজে সাজিয়া নব হাসি হাসিয়া নবানন্দে মাতিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শন করে। ভারতের যে প্রদেশে, যে গ্রামে, যে স্থলে যাও, সেই স্থলেই মূর্ত্তিমান আনন্দ বিরাজ-মান। সকলেরই সহাস্য আনন, আনন্দপূর্ণ হৃদয়। এইদিন শুভদিন—ভারতে অভূতপূর্ব্ব শুভদিন। এমন দিন—এমন মহানন্দের দিন ভারতে কি আর কখনও দৃষ্ট হইয়াছিল? কখনই না। ইতিহাস বলিতেছে যে, এমন দিন—এমন মহানন্দপূর্ণ দিন—ভারতব্যাপি প্রমোদপূর্ণ দিন কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই।

কেবল একজাতি নহে, ব্রিটিস ভারতের প্রত্যেক জাতি মধ্যে এই মহোৎসব পরিদৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় ইংরাজ-কল্যাণে উন্নতিশীল বাঙ্গালী, পঞ্জাবে মহাবীর শিখ, লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান, আলাহাবাদে হিন্দুস্থানী, বোম্বাইয়ে ধনবান পারসী, মান্দ্রাজে মান্দ্রাজী, ব্রিটিস বর্ম্মায় ব্রহ্মদেশীয় অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রত্যেক জাতির হৃদয় এই শুভদিনে রাজভক্তি-রসে আপ্লুত হয়, প্রত্যেকে ভারতেশ্বরীর জয়গানে মত্ত হইয়া অনুপ সন্তোষ সম্ভোগ করেন। পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসী এই শুভদিনে যেন স্বর্গীয় প্রভায় উত্তেজিত হইয়া, অমিয়ময় সুখসম্ভোগ জন্য ব্যস্ত হন। যে শ্রেণী স্থানীয় সমিতিতে আমন্ত্রিত হন নাই, সেই শ্রেণীর হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ কাতারে কাতারে মধ্যাহ্নকালে সেই সমিতি-সম্মুখে ধাবমান হইয়া উপাধি ধারণ ঘোষণা শ্রবণ করিতে গমন করেন, এবং অপরাহ্নে নানাবিধ তামসিক অনুষ্ঠান দর্শন ও রজনীতে আলোকদান ও অগ্নিক্রীড়া দর্শনার্থ বহির্গত হন। বাস্তবিক একদিন এক উদ্দেশ্যে এরূপ মহানন্দ কোন কালে কোন দেশে দৃষ্ট হয় নাই। সুসভ্য সুখময় পাশ্চাত্য প্রদেশের নানা রাজ্যে প্রায়ই মহোৎসবানুষ্ঠান হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্রিটিস রাজ্ঞীর ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ উপলক্ষে এই ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে ভারতে যে জাতি-সাধারণ অকৃত্রিম রাজভক্তিপ্রকাশক মহোৎসব হইল, এরূপ জাতীয় মহোৎসব সেই পাশ্চাত্য প্রদেশেও ঘটে নাই তাহা বলা বাহুল্য। প্রাচীনা ভারতভূমি এ মহোৎসব কোনকালে ভুলিবে না। ইতিহাস অনন্তকাল এই মহানন্দের দিবস স্মরণ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলিকাতায় মহোৎসব।

মহানগর কলিকাতা ব্রিটিস ভারতবর্ষের রাজধানী। যে স্থান শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রামে এবং গহন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, ব্রিটিস জাতির কল্যাণে সেই স্থান কলিকাতা নাম ধরিয়া এক্ষণে মহানগর—ব্রিটিস ভারতের রাজধানীরূপে বিরাজমান। কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র আসিয়াখণ্ডের মধ্যে কলিকাতার ন্যায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নগর আর নাই। এই কলিকাতা হইতেই ব্রিটিস জাতি ভারতে ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবল—বিক্রম বিস্তার করিয়া একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান কলিকাতা, এজন্য কলিকাতা রাজধানী। রাজধানী কলিকাতাতেই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় তদনুষ্ঠান করেন না। দিল্লী ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী, এই দিল্লীতে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ বহু সহস্রবর্ষ রাজধানী স্থাপন করিয়া, অখণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন। পরে যবন সম্রাটগণ এই দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক অষ্টশত বর্ষকাল ভারত শাসন করিয়া, শেষ কালগর্ভে বিলীন হন, সুতরাং দিল্লীই রাজসূয় সমিতির পক্ষে ঐতিহাসিক প্রধান স্থান। দ্বিতীয়তঃ এই ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতি উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তের প্রত্যেক নরপতি আমন্ত্রিত হওয়ায়, দিল্লী ভারতের মধ্যস্থলে স্থাপিত বশতঃ সেই শত শত আমন্ত্রিতের অনুচরগণসহ আগমনের যতদূর সুবিধা হয়, বহুদূরবর্ত্তী কলিকাতায় এই অনুষ্ঠান হইলে সেইমত অনেক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ কতকগুলি বিশেষ কারণ দর্শন করিয়াই মান্যবর রাজ-প্রতিনিধি রাজধানী কলিকাতার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে ভিক্টোরিয়া-রাজসূয় সমিতির অনুষ্ঠান করেন।

যদিও রাজধানী কলিকাতায় প্রধান রাজসূয় সমিতি হয় নাই, কিন্তু রাজধানীর উপযুক্ত স্থানীয় সমিতি সমাহ্বান জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট আয়োজ করিবার নিমিত্ত কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এবং দেশীয় ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করেন। তদনুসারে এক সভা স্থাপিত হয়। রাজধানীর সমগ্র প্রধান প্রধান রাজপুরুষ দিল্লীতে গমন করায়, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মেং সি, টি, বকল্যাণ্ড সাহেব সেই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সমিতির কারণ দুর্গপ্রান্তরে সমিতিশালা নির্ম্মিত হয়। একজন উপযুক্ত নির্ম্মাতাকে এই নির্ম্মাণ ভার প্রদান করা হয়। ইহা দিল্লীর রাজসূয় সমিতিশালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঠিক দুর্গের সম্মুখে প্রান্তর মধ্যে দুই পার্শ্বে দীর্ঘস্থানব্যাপি বিস্তৃত উচ্চ কাষ্ঠাসন মঞ্চ (গ্যালারি) নির্ম্মিত হয়। উক্ত উভয় মঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে দরবার মঞ্চ; রক্তিম বস্ত্রাবৃত স্তম্ভোপরি চন্দ্রাতপাবৃত, মধ্যে মধ্যে এক একটি স্বর্ণরঞ্জিত পুষ্প সুন্দর শোভা বিকাশ করিয়াছিল। দরবার মঞ্চের সম্মুখ প্রদেশের নিম্নে সম্ভ্রান্ত দর্শকদিগের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার উপরিভাগ চন্দ্রাতপাবৃত। উক্ত উভয় কাষ্ঠাসন মঞ্চদ্বয়ের উপরিভাগে যদিও চন্দ্রাতপ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রান্তরের প্রবল প্রভঞ্জন, কোনমতেই তাহা রক্ষা করিতে না দেওয়ায়, তদুপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে নিতান্ত তপ্ত হন। এই সমিতিশালা নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্টের সপ্তদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেরূপে চাঁদা দ্বারা এই শুভদিনে নানা অনুষ্ঠান হয়, রাজধানী কলিকাতায় সেরূপ হয় নাই। এখানকার সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে প্রদান করেন।

আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সমিতি স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য নগর এবং উপনগরের যে সকল ব্যক্তি অভিলাষী হন, তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা প্রদান জন্য সভা এক নূতন বন্দোবস্ত করেন। প্রত্যেক জাতীয় এক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সেই প্রবেশিকা বিতরণের ভারার্পণ করেন। হিন্দু সমাজের পক্ষে বাবু দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই, মুসলমান সমাজের পক্ষে মৌলবী মহম্মদ, ইহুদী সমাজের পক্ষে মেং গুব্বয়, পারসী সমাজের পক্ষে মেং সি, এস, রস্তমজি, ফিরিঙ্গীদিগের পক্ষে ডাক্তার চেম্বার্স, ইংরাজ

ব্যবসায়ী এবং ভলণ্টিয়ারদিগের পক্ষে মেং গর্ডন রব, সৈনিকদিগের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনেরল রস, সি, বি, রণতরী বিভাগের পক্ষে কাপ্তেন ওয়ার্ডেন, গবর্ণমেণ্ট হাউসে যে সকল সম্ভ্রান্ত সাহেব, বিবি, এবং দেশীয়গণ সময়ে সময়ে আমন্ত্রিত হন, তাঁহাদিগের পক্ষে মেং টরণবুল, এবং ২৪ পরগণার অধিবাসিগণের পক্ষে তথাকার মেজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টার প্রবেশিকা পত্রিকা বিতরণের ভার প্রাপ্ত হন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮৮৫ খণ্ড প্রবেশিকা বিতরিত হয়। রাজধানীর সকল জাতীয় সকল সম্ভ্রান্ত লোক যাহাতে এই সমিতিতে সমবেত হইতে পারেন, এ জন্যই এই অনুষ্ঠান হয়।

বেলা দশ ঘটিকার সময় হইতেই বাঙ্গালী, ইংরাজ, মুসলমান, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি সকল জাতীয় ব্যক্তিগণ মনোরম বেশ ভুষা পরিধান করিয়া সমিতিস্থলে দর্শন দান করেন। যিনি যে শ্রেণীর প্রবেশিকা পত্রিকা প্রাপ্ত হন, তিনি সেই শ্রেণীতে উপবিষ্ট হন। বেলা স্বার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার মধ্যেই উভয় পার্শ্বস্থ মঞ্চ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এবং সমিতিস্থলের বাহিরের চারিপার্শ্ব নগর এবং উপনগর হইতে সমাগত সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হয়। নগরের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ দিল্লীতে গমন করায়, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মেং সি, টি, বকল্যাণ্ড রাজধানীর সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সূত্রে ২৪ পরগণা এবং কলিকাতা উভয় স্থানের সমিতি বিভিন্ন স্থলে না হইয়া এই এক স্থলেই সমাধা হয়। বেলা দ্বিপ্রহরের অত্যল্প সময় পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে ইংরাজ এবং দেশীয় পদাতী, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজদল বহির্গত হইয়া, সমিতি স্থলের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয়। বেলা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ছয়জন ভেরীবাদক ভেরীবাদন করিলে পর সভাপতির আদেশানুসারে করিন্থিয়েন থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা মেং টিথারেজ সাহেব, অতীব উচ্চৈস্বরে বিশুদ্ধরূপে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতির অনুরোধমতে অনরেবল বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাঙ্গালাভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ পাঠ করেন এবং পরে উর্দ্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ পঠিত হয়। * ঘোষণাপত্র পঠিত হইবার পর প্রান্তরস্থ গোল-

* দিল্লীর রাজসূয় সমিতির ন্যায় সর্ব্বত্রই একবিধ ঘোষণাপত্র পঠিত হয়।

ন্দাজদল ভীম বজ্রনাদে একশত একবার তোপধ্বনি করে। বন্দুকধারী পদাতীদল অস্ত্র প্রদর্শন, তিনবার পট পট শব্দে বন্দুক ছুঁড়িয়া, সমবেত সমগ্র সৈন্য একস্বরে অত্যুচ্চরবে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া, তিনবার আনন্দ রব করে। সমিতি স্থ-স্থ সমগ্র লোকও সেই আনন্দধ্বনিসহ যোগ দান করেন। তৎপরে সভাপতি বকল্যাণ্ড সাহেব, ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদ পাঠ করেন ;—

"অসীম মহিমান্বিত শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপত্র দ্বারা ভারত-রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিলেন, তাহা মান্যতম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও শ্রীল শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণরের মহদাজ্ঞানুসারে পঠিত হইল। এই মহোৎসব ক্রিয়া আপনাদিগের রাজ-ভক্তি-পূর্ণচিত্তে বহুকাল জাগরূক থাকিবেক সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমতী স্বীয় পূর্ব্ব উপাধি পুঞ্জে অদ্য ভারত-রাজরাজেশ্বরী উপাধি সংযুক্ত করিলেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহার কোন নূতন ক্ষমতা কি নূতন কোন আধিপত্য গ্রহণে ইচ্ছা নাই। প্রজাবর্গের হিতচিন্তাই কেবল তাঁহার উদ্দেশ্য, প্রজাবর্গের স্নেহ সাধনই তাঁহার এক মাত্র অভিলাষ। ভারতবাসি প্রজাগণের প্রতি শ্রীশ্রীমতীর সদাতন যে আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহভাব আছে, তাহা এ যাবৎ সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই সেই চিরন্তন মনোগত ভাব ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধি দ্বারা অদ্য দৃঢ়তর-রূপে যথারীতিতে বাহ্যে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমতীর প্রজার প্রতি যে মমতা ও তাহাদিগের কল্যাণ সাধনে যে যত্নাতিশয় তাহা এই ঘোষণাপত্র ও তদানুসঙ্গী উৎসব-ক্রিয়া জনসমাজে বিশিষ্টরূপে প্রচারিত করিতেছে। আর ভারতবর্ষীয় রাজরাজির ও প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তির প্রতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

ইং ১৮৫৮ শকে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতবর্ষীয় রাজশাসন কার্য্য স্বয়ং পরিগ্রহণ করিয়া যে সময়ে স্বীয় উচ্চতর অভিপ্রায়জ্ঞাপক দয়া ও প্রীতি-বচন-পূর্ণ বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, সে সময়াবধি অষ্টাদশ বৎসর বিগত হইয়াছে। সেই ঘোষণাপত্রে যে সকল অঙ্গীকার ও আশ্বাস-বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অদ্যকার ঘোষণাদ্বারা নিরবশেষে দৃঢ়তররূপে

স্থিরীকৃত হইল এবং এতদ্দেশের অধিপতিগণ ও প্রজাবর্গের শুভ সাধনের পক্ষে শ্রীমন্মহারাজ্ঞীর যেরূপ ভূরি যত্ন তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইল। আর যে সময়ে শ্রীমন্মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ডিউক অব এডিনবরা এদেশে শুভাগমন করেন এবং তৎপরে শ্রীশ্রীমান্ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস যে সময়ে স্বীয় সন্দর্শন দান দ্বারা ভারতবর্ষের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সে সময়ে এতদ্দেশীয় জন,সমূহ কর্ত্তৃক যে ঐকান্তিক রাজ ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীমতীর সমধিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবারও এই উপলক্ষ।

শ্রীমন্মহারাজ্ঞীর তথা তাঁহার অমাত্যবর্গের অভিলাষ এই যে, ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের নিজ ইষ্ট সাধন ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটে সমস্ত ন্যস্ত হইয়া, তাহাদিগের রাজভক্তি আরও দৃঢ়ীকৃত হয়, এবং প্রজাদিগের মনে ইহাও নিশ্চয় অবধারিত থাকে যে, যদিও মহারাজ্ঞী ইচ্ছাক্রমে সকলকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে সক্ষম, তথাপি তিনি প্রজার স্নেহ ও সদিচ্ছা লাভ করিয়া তদবলম্বনে রাজ্যশাসন করেন এবং তদীয় রাজরাজেশ্বরী পদ মিলিত সাম্রাজ্যের প্রজা মণ্ডলের অনুরাগে ভূষিত হয় এই তাঁহার অভিপ্রায়।

ঐ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীমতীর অমাত্য মণ্ডলীর সর্ব্বদাই এই যত্ন থাকিবে যে, সাধ্যমতে ভারতবর্ষীয় জন সমাজের কৃতবিদ্য ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এই নিয়মে রাজকর্ম্মচারীদিগের সহযোগী করিয়া দেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেই নির্ব্বিশেষে আপনাপন বিদ্যা, ক্ষমতা ও বিশুদ্ধ ব্যবহারিতা অনুসারে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন।

এই শুভদিনে উৎসব ক্রিয়া সমাধানার্থে যে যে মহোদয়গণ সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটেই মান্যতম শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

সভাস্থ-ব্যক্তিগণ মধ্যে কতিপয় মহাত্মা যাঁহারা রাজভক্তি দ্বারা বা মেজেষ্টরী বা অপর কোন বিশিষ্ট কার্য্য করিয়া অথবা সামাজিক সৌজন্যগুণে

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সম্প্রতি রাজপ্রসাদরূপ কোন এক একটি চিহ্ন প্রদত্ত হইবেক।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধির প্রত্যাশা এই যে, সম্মানিত ব্যক্তিগণ এই মহতী ক্রিয়ার স্মরণচিহ্ন স্বরূপে প্রাপ্ত অভিজ্ঞান পুরুষানুক্রমে বংশে যত্ন সহকারে পরিরক্ষা করেন।"

পরে মীর মহম্মদ আলি, উর্দ্দূ ভাষায় তাহার অনুবাদ পাঠ করিলে, সভাপতি কলিকাতা এবং ২৪ পরগণার নিম্নলিখিত মান্য দেশীয়গণকে মান্য-সূচক সম্মানপত্র (সার্টিফিকেট অব অনর) একে একে প্রদান করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পরে তাঁহাদিগের আবাসে তাহা প্রেরিত হয়।

কলিকাতা।

বাবু পান্নালাল শীল।
রায় কানাই লাল দে বাহাদুর।
রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
হাজি আবদুল বারি।
পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি।
বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক।
রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।
বাবু ভগবতীচরণ মল্লিক।
বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত।
বাবু রমানাথ কবিরাজ।
রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর।
কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ।
অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল।
অনরেবল মীর মহম্মদ আলী।
মেং মাণকজি রস্তমজি।

রেবরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যো, এল, এল, ডি।

বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

বাবু তারকনাথ প্রামাণিক।

মিরজা মহম্মদ খলিল সিরাজী।

ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার।

কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ।

রায় রামনারায়ণ দাস বাহাদুর।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাবু দ্বারকানাথ বিশ্বাস।

বাবু চন্দ্রকুমার দে।

বাবু অভয়াচরণ গুহ।

হাজি মহম্মদ আবদুল করিম।

তামিজ খাঁ বাহাদুর।

বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ।

ই, এস, গব্বয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়।

রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

ইস্তুবিন কার্টিস।

মৌলবী আহম্মদ।

বাবু শ্রীনাথ ঘোষ।

ডাক্তর জগবন্ধু বসু।

বাবু ভুবনমোহন সরকার।

বাবু শ্যামাচরণ সরকার।

মেং ই, ডি, জে, এজরা।

বাবু বলাই চাঁদ সিংহ।

বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ।

বাবু দামোদর দাস বর্ম্মণ।

বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চব্বিশ পরগণা।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।

বাবু যদুলাল মল্লিক।

বাবু মহাদেব ঘোষাল।

বাবু শ্যামাচরণ লাহা।

রেবরেণ্ড তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বাবু নন্দকুমার বসু।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বাবু সৃষ্টিধর কোঁচ।

মেং কাউয়াসজী ইদলজী।

বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু প্রসাদ দাস দত্ত।

বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সভাপতি উপরোক্ত মান্য ব্যক্তিগণকে প্রসংশাপত্র প্রদান করিলে পর, সমবেত সৈন্যদল কুচ করিয়া, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমিতিস্থলের সম্মুখ দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, ভেরী বাদনের পর কলিকাতার সমিতি ভঙ্গ হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা-সঙ্গমে প্রান্তরস্থ ঘোড়দৌড়স্থলে পঞ্চদশ সহস্র টাকা মূল্যের নানাবিধ অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। এতদ্দর্শনার্থ বঙ্গদেশের নানাস্থানাগত সহস্র সহস্র লোকে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মনোরম অগ্নিক্রীড়া দর্শনে প্রত্যেকেই পরম পরিতুষ্ট হন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশীয় রাজ্যসমূহে মহোৎসব।

মহামান্যা শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ উপলক্ষে কেবলমাত্র ব্রিটিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মহোৎসব হয় নাই, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণের রাজধানীতেও এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে মহোৎসব হয়। দিল্লীর রাজসূয় সমিতিতে যে সকল দেশীয় নৃপাল কোন এক বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা নিজ নিজ রাজধানীতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের এই ১ লা জানুয়ারিতে দরবার আহ্বান পূর্ব্বক মহোৎসবে মত্ত হন। বাঙ্গালার মধ্যে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজ, সিকিমের মহারাজ, মণিপুরের মহারাজ, উত্তর ভারতের রামপুরের নবাব, তেরি এবং বস্তারের রাজদ্বয়, পঞ্জাবের মধ্যে কপুরতলা এবং পাতিয়ালার মহারাজদ্বয় এবং হিমালয়ের অন্তর্গত পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজগণ, মান্দ্রাজের ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ, কোচিনের রাজা, পদ্মকোটের রাজা, বোম্বাইয়ের কাম্বের-নবাব, জুনাগড়ের ঠাকুর, কচ্ছের রাও, ইন্দোরের মহারাজ, কোলাপুরের মহারাজ, জাঞ্জিরার নবাব, এবং কাটিবারের বহুল সরদার প্রভৃতি এই শুভদিনে আনন্দিতমনে রাজধানীতে দরবার আহ্বান করেন।

দেশীয় রাজগণের রাজ্যে ইংরাজ রাজনৈতিক কর্ম্মচারিগণ উপাধি-ধারণের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। বক্তৃতা কালে ব্রিটিস রাজ্ঞীর প্রতি ভক্তি প্রকাশক উক্তি জ্ঞাপন করেন। এবং প্রায় সমগ্র রাজাই এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে নিজ নিজ কারাগার হইতে বন্দীদিগকে মুক্তিদান করেন। অনেকের রাজধানী রজনীযোগে অপূর্ব্ব আলোকমালায় ভূষিত হয়, এবং রণাভিনয় প্রদর্শিত হয়। এবং প্রজাগণ অতীব পুলকিত হইয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। ব্রিটিসরাজ্ঞী মহামান্যা শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া যে, সাধারণ রাজগণের—প্রজাগণের অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক গর্ব্বের সহিত এই উপাধি ধারণ

করেন নাই, সর্ব্ব সাধারণের—পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর আন্তরিক আনন্দের সহিত ধারণ করেন, দেশীয় রাজগণের প্রজাপুঞ্জের আনন্দ প্রকাশ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারত সৃষ্টি হইতে অনেক মহাবলী, মহামানী, মহানীতিজ্ঞ রাজা ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন, বাহুবলে ভারত কম্পিত করিয়া গিয়াছেন, রাজসূয় সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে এবং অনন্তকাল বলিবে যে, গ্রেট ব্রিটনের অধিরাজ্ঞী মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া, যে ভাবে যেরূপে প্রত্যেক ভারতবাসির হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া, এই ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করিলেন, এরূপ কেহ কখনও করেন নাই, করিতে সমর্থও হইবেন না।

দেশীয় রাজগণ চিরকাল আত্মবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, দুর্ব্বল রাজগণ প্রবল রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, কেবল আত্ম-বল ক্ষয় সহ ভারতের আভ্যন্তরিক অনিষ্ট করিতেছিলেন, এক্ষণে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস-শাসনে প্রত্যেক দেশীয় নৃপতি নিরাপদে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেছেন। চিন্তা নাই, ভয় নাই, কোন ক্লেশ নাই, সানন্দমনে শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন। একমাত্র ব্রিটিস বাহুবলই তাঁহাদিগের সেই শান্তিভোগের কারণ ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াই, এই শুভদিনে সেই ব্রিটিস রাজ্ঞীর ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণে অকৃত্রিম আনন্দ জ্ঞাপন করেন। মহোৎসবে মত্ত হইয়া, ভারতেশ্বরীর প্রতি তাঁহারা কিরূপ অনুরক্ত তাহা জগৎকে জ্ঞাত করেন।

গ্রেট ব্রিটন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের মহামান্যবতী অধিরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যদি স্বয়ং এই ভারতে আগমন করিয়া, এই রাজসূয় সমিতিতে ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করিতেন, তাহা হইলে এই পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসির হৃদয় কিরূপ স্বর্গীয় আনন্দসৌরভে প্রভাসিত হইত, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই "ভারতেশ্বরীর জয়" ধ্বনি কিরূপ ভীমনাদে মেদিনী কম্পিত করিত তাহা অনুমানাতীত। যাহা হউক যদিও ভারতেশ্বরী এই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারিতে এই শুভদিনে ভারতে পদার্পণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এই আনন্দের দিনে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে এক মহোৎসবানুষ্ঠান করেন।

মহামান্যা সেই মহোৎসবে ইংলণ্ডের সমগ্র প্রধান প্রধান কুলীন এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া, এই "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ উপলক্ষে এক মধ্যাহ্ন রাজভোজের অনুষ্ঠান করেন। ভারতেশ্বরী সেই মহাভোজ-সভায় কেবলমাত্র ভারতনক্ষত্র (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া) উপাধি পদক এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণ মহামান্যাকে যে সমস্ত হীরকালঙ্কার প্রদান করেন, তাহাই ধারণ করিয়া, সেই মহোৎসবে মিলিত হন। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রেট ব্রিটনের পক্ষেও এই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিও একটি ঐতিহাসিক প্রধান দিবস। ভারতবর্ষের ইতিহাস অনন্তকাল কীর্ত্তন করিবে, "ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী," গ্রেট ব্রিটনের ইতিহাসও সেইমত কীর্ত্তন করিবে, "ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী" এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত হইবে—"ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী।"

বিজ্ঞাপন।

পাষাণ-প্রতিমা।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

(বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত।)

মুল্য ১৲ একটাকা, ডাকমাশুল ⁄০ আনা।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য।)

(গ্রেট ন্যাসনাল এবং ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত।)

মুল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ⁄০ আনা।

কামিনীকুঞ্জ।

(ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে লিখিত।)

(ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত।)

মুল্য।০ চারি আনা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্যকাব্য।)

(নানা স্থানে অভিনীত।)

মুল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ⁄০ আনা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপরোক্ত গ্রন্থগুলি কলিকাতা, পটোলডাঙ্গা, মিরজাপুর ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলেজ ষ্ট্রীটে ক্যানিং লাইব্রেরিতে, ন্যাসনাল লাইব্রেরিতে, চিনাবাজারে পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে, হোগলকুঁড়িয়া, মসজিদ বাটী ষ্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর কার্য্যালয়ে এবং আহিরীটোলা, ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পাষাণ-প্রতিমা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

"ইহাঁর প্রণীত যৌবনে যোগিনীর বিষয় সোমপ্রকাশের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। সমালোচ্য নাটকখানিও সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। আমরা

এক্ষণে এইরূপ নাটকের রচনায় একটি মহৎ উপকারের সম্ভাবনা দেখিতেছি। ভারতের পুরাবৃত্ত এক্ষণে অনেকাংশে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, এইরূপ ঐতিহাসিক নাটকগুলি দ্বারা একদিকে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, অপরদিকে তেমনি ঐতিহাসিক সত্যসমূহের উদ্ধার করিয়া ভারতের একটি চিরন্তন অভাবের ভূরি পরিমাণে অপনয়ন করিতেছে।”—সোমপ্রকাশ, ৭ই ফাল্গুন, ১২৮৪।

“পাষাণ-প্রতিমা খানি ঐতিহাসিক নাটক বটে, এবং নাটকের সমস্ত লক্ষণ সমন্বিতও তাহার সন্দেহ নাই।”—এডুকেশন গেজেট, ৮ই আষাঢ়, ১২৮৫ সাল।

“আমরা পাষাণ-প্রতিমা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি, ইহার লেখা ও কল্পনা অতিসুন্দর হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট নাটকে যে সকল গুণ গরিমা চাই, ইহাতে তাহার অসদ্ভাব নাই। সহৃদয় কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে সুখানুভব করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।”—ঢাকাপ্রকাশ, ১৩ ই শ্রাবণ, ১২৮৫।

“ইনি সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত।”—ভারতমিহির, ১৭ই ফাল্গুন, ১২৮৪।

“গ্রন্থকার অপরিচিত লোক নহেন। ভাষায় মধুরতাদি বিলক্ষণ আছে।”—হিন্দুহিতৈষিণী, ১৯ এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

“এই নাটকখানি যেমন দৃশ্যকাব্য, ইহাতে বিচিত্র দৃশ্য অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, ইহাতে যে চরিত্রগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাও যথাযথ হইয়াছে, ইহার অনেকগুলি দৃশ্য অভিনয়ের অতি চমৎকার উপযোগী।”—ভারতসংস্কারক, ১১ ই শ্রাবণ, ১২৮৫ সাল।

“বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে সচরাচর কদর্য্য নাটক প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া এবং পড়িয়া পাঠক সকলের মনে নাটকের উপরে যে অরুচি জন্মিতেছে, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহা তিরোহিত হইয়া যাইবে। পাষাণ-প্রতিমার লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক এবং তাঁহার এই নাটক খানি উৎকৃষ্ট নাটক শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার ভাষা মধুর ও দৃশ্যগুলি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় সুচিত্রিত হইয়াছে।”—শ্রীহট্টপ্রকাশ, ১লা আশ্বিন, ১২৮৫।

“বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল নাটক জন্মিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া

সাধারণতঃ বঙ্গীয় পাঠকের নাটকের প্রতি অরুচি এবং অনাদর জন্মিয়াছে। আমাদিগের পাঠকমণ্ডলীর পাছে, ঐ সকল নাটক পাঠ জনিত চিত্তবিকার "পাষাণ-প্রতিমার" সম্বন্ধেও সংক্রামক হইয়া পড়ে, ঐইজন্য আমরা বলি পাষাণ-প্রতিমা সে দরের নাটক নহে। গোপাল বাবু বঙ্গসাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার রচিত "যৌবনে যোগিনী" "বিধবার দাঁতে মিশি" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনা কৌশলের পরিচয় দিয়াছে। এই নাটক খানি যে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত তাহা বলা বাহুল্য।"—সমাচার সার, ৪ঠা চৈত্র, ১২৮৫। (এলাহাবাদ)

"আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার নামটি যেরূপ সুমিষ্ট লেখাও ততোধিক। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল। বঙ্গ-ভাষায় ঐতিহাসিক কাব্যের অভাব আছে। গোপাল বাবু যদি সেই অভাব দূর করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এ খানি অভিনয়োপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"—সমাচার চন্দ্রিকা, ২২ এ ফাল্গুন, সন ১২৮৪।

"নাটকের কল্পনাটি অতীব মনোহারী হইয়াছে। যেরূপ কল্পনা লইয়া ইংরাজি নবেলিষ্ট রেনল্ড সাহেব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এই নাটকে তদ্রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা নিবিষ্ট হইয়াছে। নাটকের একপৃষ্ঠা পাঠ করিলে উহার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না, পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য হৃদয়ে ঔৎসুক্য জন্মায়। এমন কি আমরা নাটকখানি রাত্রি নয় ঘটিকার পর পাঠ করিতে আরম্ভ করি এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আদি অন্ত পাঠ করিতে বাধ্য হই; কোনক্রমেই সমস্ত পুস্তক খানি পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি নাই। আমরা এই নাটকখানি পাঠে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং এতাদৃশ নাটক দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির আশা করা যায়।"—হাবড়াহিতকরী, ১২ই চৈত্র, ১২৮৪।

"ইহাঁর রচিত দৃশ্য কাব্যগুলি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। পাষাণ-প্রতিমার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই দৃশ্য কাব্য খানি দ্বারা একদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি, অপরদিকে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করা হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠক মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, পুস্তকের স্থানে স্থানে গোপাল বাবুর আর একটি চিন্তাশীলতার

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে মনে মনে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন।"—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২৬এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

"এই দৃশ্য কাব্য খানির রচনার মাধুর্য্য, কল্পনার চাতুর্য্য ও ভাষার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি।"—সুহৃদ, ১লা ফাল্গুন, ১২৮৪।

" The auther of the piece before us has written for the stage and like a practised dealer produces wares to suit the tastes of his customers. We think the writer evinces some power and skill in the composition of dramatic pieces." —*The Hindoo Patriot, November* 4, 1878.

" "Pasan Protima" and "Joubanay Jogini" are certainly above the average order of kinderd books of the day. The historical dramas have been written with care and with an eye to stage and scenic effects. His language is chaste, his descriptions lively, his plot interesting, and his dialogue well-sustained, and, at times, spirited. Baboo Gopal Chundar's productions are altogether hopeful, and indicate a spirit of patriotism."—*The Indian Mirror, January* 31, 1879.

" Its language is rich, plot deep and interesting, descriptions faithful and spirited. On the whole, the work is a readable one and deserves public support." —*The Amrita Bazar Patrika, May* 16, 1878.

" In this drama, there is much action, much fighting much blood-sheding. It is quite sensational."—*The Bengal Magazine.*

" The auther has an essentially poetic cast of mind and shews considerable power in portraying the working of passinos."—*The Bengalee, May* 11, 1878.

"The plot is very interesting and descriptions are lively

and full of spirit; in the whole work, the heroic speech of Malahar Singha stands the best."—*National Paper*, March 6, 1878.

যৌবনে যোগিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহের অভিমতি ;—

" সাধারণতঃ আমরা যে সকল নাটক দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নাটক খানির নামটি যেরূপ সুমিষ্ট ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম।"—অমৃতবাজার পত্রিকা।

"সচরাচর আমরা যেরূপ বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহার অনেকানেক অপেক্ষা এ খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। নাটককার দেখাইয়াছেন, গৃহবিচ্ছেদ, ইন্দ্রিয়পরতা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ এবং অতি সরলতা, এই কারণ চতুষ্টয় সমবেত হইয়া, শূরবীর ভারতের নিপাতন সাধন করিয়াছিল। ইহার উপাখ্যান রচনায় বিলক্ষণ পারিপাট্য আছে।"—এডুকেশন গেজেট।

" যৌবনে যোগিনীকার রসরচনপটু। যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশে সফল হইয়াছে।"—সাধারণী।

" এই নাটক খানি অধিকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের অনেক উন্নতির আশা করা যায়।"—ভারত সংস্কারক।

" এখানিও উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে। ইহারও রচনা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নই যে, যৌবনে যোগিনী নাটকখানি উৎকৃষ্টই হইয়াছে। লেখকের অঙ্কসন্নিবেশনাদির শক্তি দর্শন করিয়া বোধ হইল, অভিনয়াংশে কিসে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ পটুতা আছে।"—ঢাকা প্রকাশ।

" তাহার পর চারি খানিতেই একই সময়ের চিত্র। তন্মধ্যে গৌরবে প্রধান যৌবনে যোগিনী।"—বান্ধব।

" যৌবনে যোগিনীর উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থকার যথাসাধ্য আর্য্য গৌরব উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে স্থানে অস্থানে বীররস ঢালিয়াছেন। যৌবনে যোগিনী অভিনয় ভূমিতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিবে।"—ভারত মিহির।

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে মনে মনে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন।”—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২৬এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

“এই দৃশ্য কাব্য খানির রচনার মাধুর্য্য, কল্পনার চাতুর্য্য ও ভাষার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি।”—সুহৃদ, ১লা ফাল্গুন, ১২৮৪।

“The auther of the piece before us has written for the stage and like a practised dealer produces wares to suit the tastes of his customers. We think the writer evinces some power and skill in the composition of dramatic pieces.” —*The Hindoo Patriot, November* 4, 1878.

“ “Pasan Protima” and “Joubanay Jogini” are certainly above the average order of kinderd books of the day. The historical dramas have been written with care and with an eye to stage and scenic effects. His language is chaste, his descriptions lively, his plot interesting, and his dialogue well-sustained, and, at times, spirited. Baboo Gopal Chundar's productions are altogether hopeful, and indicate a spirit of patriotism.”—*The Indian Mirror, January* 31, 1879.

“ Its language is rich, plot deep and interesting, descriptions faithful and spirited. On the whole, the work is a readable one and deserves public support.” —*The Amrita Bazar Patrika, May* 16, 1878.

“ In this drama, there is much action, much fighting much blood-sheding. It is quite sensational.”—*The Bengal Magazine.*

“ The auther has an essentially poetic cast of mind and shews considerable power in portraying the working of passinos.”—*The Bengalee, May* 11, 1878.

“The plot is very interesting and descriptions are lively

and full of spirit; in the whole work, the heroic speech of Malahar Singha stands the best."—*National Paper*, March 6, 1878.

যৌবনে যোগিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহের অভিমতি ;—

"সাধারণতঃ আমরা যে সকল নাটক দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নাটক খানির নামটি যেরূপ সুমিষ্ট ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম।"—অমৃতবাজার পত্রিকা।

"সচরাচর আমরা যেরূপ বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহার অনেকানেক অপেক্ষা এ খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। নাটককার দেখাইয়াছেন, গৃহবিচ্ছেদ, ইন্দ্রিয়পরতা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ এবং অতি সরলতা, এই কারণ চতুষ্টয় সমবেত হইয়া, শূরবীর ভারতের নিপাতন সাধন করিয়াছিল। ইহার উপাখ্যান রচনায় বিলক্ষণ পারিপাট্য আছে।"—এডুকেশন গেজেট।

"যৌবনে যোগিনীকার রসরচনপটু। যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশে সফল হইয়াছে।"—সাধারণী।

"এই নাটক খানি অধিকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের অনেক উন্নতির আশা করা যায়।"—ভারত সংস্কারক।

"এখানিও উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে। ইহারও রচনা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নই যে, যৌবনে যোগিনী নাটকখানি উৎকৃষ্টই হইয়াছে। লেখকের অঙ্কসন্নিবেশনাদির শক্তি দর্শন করিয়া বোধ হইল, অভিনয়াংশে কিসে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ পটুতা আছে।"—ঢাকা প্রকাশ।

"তাহার পর চারি খানিতেই একই সময়ের চিত্র। তন্মধ্যে গৌরবে প্রধান যৌবনে যোগিনী।"—বান্ধব।

"যৌবনে যোগিনীর উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থকার যথাসাধ্য আর্য্য গৌরব উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে স্থানে অস্থানে বীররস ঢালিয়াছেন। যৌবনে যোগিনী অভিনয় ভূমিতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিবে।"—ভারত মিহির।

" সাধারণতঃ ঐতিহাসিক বিবরণসংযুক্ত দৃশ্যকাব্যখানি উত্তম পাঠোপযোগী হইয়াছে।" বরিশাল বার্ত্তাবহ।

" আমরা এই কাব্যখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে সকল নাটক এখানকার নাট্যশালায় প্রায় অভিনীত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকের হইতে এই খানি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। গোপাল বাবু এই কাব্য খানিতে যতগুলি উপমা দিয়াছেন, সকল গুলিই সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রস্তাব গুলি অতি উত্তম হইয়াছে।"—হাবড়া হিতকরী।

" মাঝে মাঝে স্বাভাবিকী ক্ষমতা দেখা দিয়াছে। ভাষা ও বর্ণনাদি অনেক স্থলে সুন্দর হইয়াছে। ঘটনার বৈচিত্র আছে। গোপাল বাবু বর্ণনীয় কালের ইতিহাস জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ।"—মধ্যস্থ।

" নাটক খানির রচনা তাঁহার (সম্পাদকের) বিবেচনায় অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি (সম্পাদক) সকলকেই এই নাটক খানি পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।"—অণুবিক্ষণ।

" The plot is interesting * * it is a good performance—the description are lively and the style is clear. "—*Bengal Magazine.*

" How disunion among the Indian Princes led to the success of the Mahomedan invaders, is very clearly brougt out in the work. The Author seems to possess considerable power. He can understand the internal working of the mind and the move of the passions. "—*Bengalee.*

" The author seems to possess some insight in to the human heart. It seems also the author possess considerable powers of writing Bengalee in high and excellent style."
—*National Magazine.*

বিধবার দাঁতে মিশি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

" অনেকানেক রঙ্গভূমি হইতে আরম্ভ হওয়ায় এক্ষণকার নাটক গুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গভূমি গুলি হইতে

যদিও আর কিছু না হউক, কিন্তু এই এক প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইতেছে। বিধবার দাঁতে মিশি নাটকখানিও এই নবোৎসাহজনিত ফল। এ খানি সাবেক উচ্চ বাঙ্গালা নাটকের দলে মিশিতে পারে না।”—এডুকেশন গেজেট।

“ইহাতে সমাজ চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। নামটি শুনিতে ভাল নহে বটে, কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করা যায়।”—অমৃতবাজার পত্রিকা।

“গ্রন্থখানির শিরোনাম পাঠ করিয়া, আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক, কিন্তু পাঠ পরিসমাপ্তি হইলে আমাদিগের সে ভ্রম দূর হইল। মৃত কবিবর দীনবন্ধু বাবুর একখানি প্রহসন যেমন ঘটনার অধীনতায় “সধবার একাদশী” নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এখানিও গ্রন্থকারের নূতন কল্পনার অধীনতায় “বিধবার দাঁতে মিশি” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

নাটক খানির প্রস্তাবটি নূতন, মনোরম, উপদেশক, সমাজ সংস্কারক, সারবিশিষ্ট, অথচ বিশেষ হাস্যোদ্দীপক। গ্রন্থকারের কল্পনা শক্তির এবং রচনা নৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতায় নাটকখানি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।”—হালিসহর পত্রিকা।

“পুস্তকের লেখার ধরণে গ্রন্থকারকে সুলেখক বলিয়া বোধ হয়।”—বরিশাল বার্ত্তাবহ।

“ * * * এজন্য তাঁহার শিল্প নৈপুণ্য ও সংক্ষিপ্ত লেখকতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। * * * ইহা নাটক নামধারী অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থাপেক্ষা সুপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।”—গ্রামবাসী।

“We are glad to notice the publication of a very useful Bengalee Drama called Bidhobar Datamishi by Gopaul Chunder Mookerjee, who endeavours to point out the mainfold evils arising from wine and other forms of disipation amongst the ‘enlightend’ portion of the native community.”—*Friend of India.*

কামিনীকুঞ্জ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

“আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এই ক্ষুদ্রকায়া

পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা একখানি সুন্দর সুখদ ও উত্তম গীতি কাব্য হইয়াছে।"—শ্রীহট্টপ্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, ১২৮৫।

"ইহাতে দিব্য শব্দ লালিত্য আছে, গানগুলির সুর ও তান উত্তম।" —সমাচার সার, ৪ঠা চৈত্র, ১২৮৫।

"সতী কি কলঙ্কিনীর পর যে সকল গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এ খানি তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।"—সমাচার চন্দ্রিকা, ৮ই মাঘ, ১২৮৫।

"এ কাব্য খানিও অভিনয়ের উপযুক্ত হইয়াছে।"—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২০ এ মাঘ, ১২৮৫।